सत्यमेव जयते

ভারতের মহাহিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের
নিরীক্ষা প্রতিবেদন
(কার্য্যসম্পাদন এবং মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষা)
31 মার্চ 2022-এ সমাপ্ত বছরের জন্য

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
GOVT. OF WEST BENGAL

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

2024 সালের প্রতিবেদন সংখ্যা 1

ভারতের
মহাহিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের
নিরীক্ষা প্রতিবেদন
(কার্য্যসম্পাদন এবং মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষা)

31 মার্চ 2022-এ সমাপ্ত বছরের জন্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

2024 সালের প্রতিবেদন সংখ্যা 1

বিষয়সূচী

	উল্লেখসূত্র	
	অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
প্রাক্কথন		(v)
অধিদর্শন		(vii)-(x)
প্রথম অধ্যায়		
বন দপ্তর		
বন্যপ্রাণী সংরক্ষন এবং মানব-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্বের প্রশমন ও বন্যপ্রানীজ বস্তুর বেআইনি ব্যবসা কমানোয় রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টা –এর উপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা		
নির্বাহী সারসংক্ষেপ		1-4
ভূমিকা	1.1	4-6
সাংগঠনিক কাঠামো	1.2	6-7
নিরীক্ষার উদ্দেশ্য	1.3	7
নিরীক্ষার মানদণ্ড	1.4	7
নিরীক্ষার পরিধি এবং পদ্ধতি	1.5	7-8
স্বীকৃতি	1.6	8
বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও সুরক্ষা এবং বাসস্থান ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা	1.7	8-39
মানব-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্ব	1.8	39-60
বন্যপ্রাণীর শিকার এবং অবৈধ ব্যবসার উপর নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ	1.9	61-68
দ্বিতীয় অধ্যায়		
শিল্প, বাণিজ্যিক ও উদ্যোগ দপ্তর এবং ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং শরনার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর		
গৌণ খনিজগুলির খনন কার্যক্রমের রাজস্ব সংগ্রহ এবং নিয়ন্ত্রণ–এর উপর বিস্তারিত মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষা		
ভূমিকা	2.1	69-70
সাংগঠনিক কাঠামো	2.2	70-71
রাজস্বের প্রবণতা	2.3	71-72
নিরীক্ষার উদ্দেশ্য	2.4	72
নিরীক্ষার মানদণ্ড	2.5	72-73
নিরীক্ষার পরিধি	2.6	73-74
নিরীক্ষা পদ্ধতি	2.7	74
খনির ইজারা ব্যবস্থাপনা	2.8	75-76
সফল দরদাতাদের দ্বারা দরপত্রের অর্থ প্রদান	2.9	76-78
রয়্যালটি এবং অন্যান্য বকেয়া মূল্যায়ন এবং সংগ্রহ	2.10	78-82
রয়্যালটি, সেস এবং ইটের মাটির মূল্য আদায়	2.11	82-83
খনিজ কম উত্তোলনের কারণে ধার্য জরিমানা	2.12	84
শংসাপত্রের কাজ শুরু না হওয়ার কারণে রাজস্বের অনাদায়	2.13	84-85
জেলা খনিজ ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা	2.14	85-88
অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের পর্যাপ্ততা এবং কার্যকারিতা	2.15	88-90
এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট	2.16	90-93

	উল্লেখসূত্র	
	অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
খনির কার্যক্রমে টেকসই ব্যবহার এবং উৎপাদনের ধরণ (এস ডি জি-12)	2.17	93
জনবলের প্রাপ্যতা	2.18	93-94
ভৌগলিক তথ্য ব্যবস্থার প্রয়োগ (জি আই এস)	2.19	94-97
মানববিহীন এরিয়াল যানবাহন (ইউ এ ভি) ব্যবহার করে খনিগুলির বিশ্লেষণ	2.20	97-100
তৃতীয় অধ্যায়		
বিদ্যুৎ দপ্তর		
বিদ্যুৎ খাতে রাজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সমূহের (এস পি এস ই) দ্বারা নিয়ন্ত্রক সম্পদের ব্যবস্থাপনা-এর উপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা		
নির্বাহী সারসংক্ষেপ		101-103
ভূমিকা	3.1	103-104
সাংগঠনিক কাঠামো	3.2	104-105
নিরীক্ষার উদ্দেশ্য	3.3	105
নিরীক্ষার পরিধি ও পদ্ধতি	3.4	105
নিরীক্ষার মানদণ্ড	3.5	106
স্বীকৃতি	3.6	106
আর্থিক ও কার্যক্রম সম্পাদনা	3.7	106-112
মাসুল নীতি ও পদ্ধতি	3.8	112-113
নিরীক্ষার উদ্দেশ্য 1: নিয়ন্ত্রক সম্পদ তৈরি এবং স্বীকৃতি প্রচলিত নীতি/প্রবিধান ইত্যাদির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল কিনা	3.9	113-119
নিরীক্ষার উদ্দেশ্য 2 : যদি ট্যারিফ এবং খরচের মধ্যে ব্যাবধান কমানো যায় তাহলে নিয়ন্ত্রক সম্পদের পরিমান কমানো সম্ভব	3.10	119-146
নিরীক্ষার উদ্দেশ্য 3: নিয়ন্ত্রক সম্পদের সৃষ্টি এবং স্বীকৃতি এস পি এস ই গুলির কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করেছে কিনা	3.11	146-150
চতুর্থ অধ্যায়		
নগর উন্নয়ন ও পৌরবিষয়ক দপ্তর		
পৌরসংস্থাসমুহের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা		
নির্বাহী সারসংক্ষেপ		151-153
ভূমিকা	4.1	153-156
নিরীক্ষার উদ্দেশ্য	4.2	156
নিরীক্ষার মানদন্ড	4.3	156-157
নিরীক্ষার পরিধি এবং পদ্ধতি	4.4	157
পরিকল্পনা	4.5	158-165
আর্থিক ব্যবস্থাপনা	4.6	165-169
বর্জ্যের উৎপাদন এবং পৃথকীকরণ	4.7	169-175
বর্জ্য সংগ্রহ ও স্থানান্তরণ	4.8	175-177
পৌর এলাকার কঠিন বর্জ্যের প্রক্রিয়াকরণ	4.9	178-184
বর্জ্য নিস্পত্তি	4.10	185-189
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন	4.11	190-193

পরিশিষ্ট সমূহ		
নম্বর	**বিবরণ**	**পৃষ্ঠা**
1	এ পি ও-তে অনুমোদিত কার্যকলাপ/কাজগুলি এস টি আর এবং বি টি আর-এ বাস্তবায়িত হয়নি	195-196
2	এ পি ও-তে অনুমোদিত কার্যকলাপ/কাজগুলি এন পি এবং ডব্লিউ এল এস গুলিতে বাস্তবায়িত হয়নি	197
3	এ পি ও-তে অনুমোদিত ক্রিয়াকলাপ/কাজ কিন্তু হাতি সংরক্ষণে বাস্তবায়িত হয়নি	198
4	করিডোরের বিবরণ এবং পরিবেশগত প্রাধান্য	199-202
5	বক্সা টাইগার রিজার্ভের অধীনে সক্রিয় রিসর্ট/হোমস্টেগুলি	203-204
6	সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণাগারে পর্যটক ধারন ক্ষমতা	205
7	31.03.2022 পর্যন্ত অ-সম্পাদিত ইজারা চুক্তি	206-209
8	দরপত্র মুল্য অনাদায়	210-211
9	দরপত্র মুল্য কম আদায়	212
10	অপ্রধান খনিজগুলি (বালি) থেকে রয়্যালটি এবং সেস কম আদায়	213
11	অপ্রধান খনিজগুলি থেকে রয়্যালটি এবং সেস কম আদায়	214
12	অপ্রধান খনিজ (বালি) মূল্য কম আদায়	215-216
13	অপ্রধান খনিজগুলির উপর তামাদি কর অনাদায়	217-218
14	অপ্রধান খনিজগুলির উপর জলের মূল্য এবং ভু-পৃষ্ঠ মূল্য অনাদায়	219
15	অপ্রধান খনিজগুলির (ইঁট তৈরীর মাটি) উপর রয়্যালটি এবং সেসের অনাদায়/কম আদায়	220-221
16	অপ্রধান খনিজগুলির (ইঁট তৈরীর মাটি) উপর মাটির মূল্যের অনাদায়/কম আদায়	222-225
17	অপ্রধান খনিজ কম উত্তোলনের জন্য অর্থদণ্ড অনাদায়	226
18	পরিবেশ ছাড়পত্র (ই সি) জমা না দেওয়া	227-228
19	ক. ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর কাজের ফলাফল	229
	খ. ডব্লিউ বি পি ডি সি এল-এর কাজের ফলাফল	230
	গ. ডি পি এল-এর কাজের ফলাফল	231
	ঘ. ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল-এর কাজের ফলাফল	232
20	এস পি এস ই দ্বারা বার্ষিক হিসাব জমা দেওয়া	233
21	ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা মুলতুবি ট্রু-আপ/এ পি আর আদেশের স্থিতি	234
22	এ পি আর আবেদন এবং আদেশের স্থিতি	235-236
23	ক. কয়লা এবং ছাই পরিচালনা বাবদ স্বীকার্য ব্যয়	237
	খ. পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ খরচ	238
24	উদ্বৃত্ত শক্তি বিক্রির সুবিধা	239
25	এম ভি সি-এর কম আদায়	240
26	ভর্তুকি প্রদানে বিলম্বের কারণে সুদের ক্ষতি	241
27	নমুনাযুক্ত ইউ এল বি এবং উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	242
28	নিযুক্ত উপদেষ্টাদের লেনদেনের বিবরণ	243
29	রাজস্বের আনুমানিক ক্ষতি	244
30	বর্জ্য উৎপাদন বৃদ্ধির আনুমানিক হার	245
31	কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরন সুবিধা নির্মাণের 46টি কাজের তালিকা	246-247
32	পরিষেবার মাপকাঠির সাপেক্ষে অর্জন	248-250
	শব্দকোষের সংক্ষিপ্ত রূপ	
	শব্দকোষের সংক্ষিপ্ত রূপ	251-256

প্রাক্কথন

মার্চ 2022-এ সমাপ্ত বছরের এই প্রতিবেদনটি ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ 151-এর অধীনে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের কাছে জমা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাঁচটি দপ্তরের সাথে সম্পর্কিত তিনটি কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা এবং একটি বিস্তারিত মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষার উল্লেখযোগ্য ফলাফল রয়েছে।

ভারতের মহাহিসাব নিয়ামক ও নিরীক্ষক দ্বারা জারি করা নিরীক্ষা মানক অনুসারে নিরীক্ষাগুলি পরিচালিত হয়েছে।

বাংলা প্রতিবেদনে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকলে ইংরাজী প্রতিবেদনকে প্রমান হিসাবে ধরতে হবে।

অধিদর্শন

অধিদর্শন

ভুমিকা

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মহাগাণনিক (নিরীক্ষা-II) কার্যালয়-এর অধীনে 25টি দপ্তরের মধ্যে, ভারতের মহাহিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের এই প্রতিবেদনটিতে রাজ্য সরকারের পাঁচটি দপ্তর (চারটি রাজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এবং একটি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষসহ)-এর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা এবং বিস্তারিত মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষা থেকে উদ্ভূত বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই অধ্যায়টি নিরীক্ষায় উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণগুলির সারাংশ প্রদান করে।

উল্লেখযোগ্য নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণগুলি

1. বন্যপ্রাণী সংরক্ষন এবং মানব-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্বের প্রশমন ও বন্যপ্রানীজ বস্তুর বেআইনি ব্যবসা কমানোয় রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টা–এর উপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা, বন দপ্তর

"বন্যপ্রাণী সংরক্ষন এবং মানব-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্বের প্রশমন ও বন্যপ্রানীজ বস্তুর বেআইনি ব্যবসা কমানোয় রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টা"-এর উপর এই নিরীক্ষাটি রাজ্যের বন দপ্তর দ্বারা বন এবং বন্যপ্রাণীর যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করার নিশ্চয়তা প্রদান সংক্রান্ত অনুসন্ধান করেছে।

বেশ কিছু সংরক্ষিত এলাকার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং বাঘ সংরক্ষণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়নি। যদিও ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তিগুলি 13টি পি এ-এর আশেপাশে 1097.15 বর্গ কিলোমিটার পরিবেশগতভাবে-সংবেদনশীল অঞ্চলকে যুক্ত করেছিল, রাজ্য সরকার এই পরিবেশগতভাবে-সংবেদনশীল অঞ্চলগুলিতে কার্যকলাপগুলি নিয়ন্ত্রণ ও নিষিদ্ধ করার জন্য আঞ্চলিক মূল পরিকল্পনা তৈরি করেনি। ***(অনুচ্ছেদ 1.7.1)***

বিপন্ন/মহাবিপন্ন প্রজাতির আদমশুমারি নিয়মিতভাবে করা হয়নি, যা যথাযথ সংরক্ষণ ব্যবস্থায় বাধা সৃষ্টি করেছিল। বক্সা টাইগার রিজার্ভ (বি টি আর)-এ 'টাইগার অগমেন্টেশন প্রোগ্রাম'-এর অগ্রগতি খুব ধীর ছিল। বাসস্থানের উন্নতি এবং বি টি আর-এর মূল এলাকায় জৈবিক চাপ কমানোর জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পন্থার প্রয়োজন। অন্যান্য মহাবিপন্ন প্রজাতির সংরক্ষণ অনুকূল ছিল না।

(অনুচ্ছেদ 1.7.3 এবং 1.7.4)

বন্যপ্রাণী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার পরিকাঠামো অপর্যাপ্ত ছিল। সুরক্ষিত এলাকার আশেপাশের রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ পর্যাপ্তভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে বলে মনে হয় না। সুরক্ষিত এলাকার আশেপাশের গৃহপালিত প্রাণীদের টিকা দেওয়া হয়নি এবং অনেক সুরক্ষিত এলাকায় পশুচিকিৎসা সহায়তা অপর্যাপ্ত ছিল।

(অনুচ্ছেদ 1.7.5)

প্রাকৃতিক ও কৃত্রিমভাবে ঘাসের পুনরুৎপাদন, পশুখাদ্যের প্রজাতির রোপণ, জলের গর্তের উন্নয়ন, আগাছা অপসারণ এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের মতো বাসস্থান ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পর্যাপ্ত ছিল না, ফলে বন্যপ্রাণীদের আবাসস্থলের অবক্ষয় ঘটে।

(অনুচ্ছেদ 1.7.6)

মানব-হাতির দ্বন্দ্বের জন্য বন দপ্তর কর্তৃক গৃহীত প্রশমন ব্যবস্থা বড় প্রভাব ফেলেনি এবং পর্যাপ্তও ছিল না। ক্ষতিগ্রস্থদের কম, বিলম্বিত এবং ক্ষতিপূরণ না দেওয়ার ঘটনাগুলি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং প্রতিশোধমূলক হত্যা বা পশুদের আঘাতের প্রতি মানুষের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।

(অনুচ্ছেদ 1.8.1 এবং 1.8.2)

টহল কর্মীদের ঘাটতি, সেইসাথে সরঞ্জাম, সংরক্ষণ এবং শিকার বিরোধী প্রচেষ্টাকে প্রভাবিত করেছে। আদালতে বিপুল সংখ্যক মামলা বিচারাধীন ছিল এবং বন কর্মীদের জ্ঞানের অভাবে বন্যপ্রাণী সম্পর্কিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার হার খুবই কম ছিল।

(অনুচ্ছেদ 1.9.1 এবং 1.9.5)

2. গৌণ খনিজগুলির খনন কার্যক্রমের রাজস্ব সংগ্রহ এবং নিয়ন্ত্রণ-এর উপর বিস্তারিত মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষা

নিরীক্ষাটি আই সি এন্ড ই দপ্তর, ভূমির নথি ও জরিপ অধিদপ্তর (ডি এল আর এস), খনি ও খনিজ অধিদপ্তর (ডি এম এম), সাতটি নির্বাচিত জেলা, ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক (ডি এল এন্ড এল আর ও) এবং মুখ্য খনন আধিকারিক (সি এম ও), আসানসোল, চারটি মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকগণ (এস ডি এল এবং এল আর ও) এবং 25 টি ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকগণ (বি এল এবং এল আর ও)-এর কার্যালয়ের নথির পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই-এর মাধ্যমে 2017-18 থেকে 2021-22 অর্থবর্ষের জন্য এপ্রিল এবং অক্টোবর 2022-এর মধ্যে পরিচালিত হয়েছিল।

বালির ব্লক বাতিল বা পুনরায় নিলাম এর কারনে 73টি ইজারা চুক্তি, যার বার্ষিক বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল 31.95 কোটি সি এফ টি, 841 থেকে 1801 দিনের মধ্যে ইজারা দলিল সম্পাদন করা হয়নি, ফলস্বরূপ রয়্যালটি এবং সেস বাবদ 53.04 কোটি টাকা রাজস্বের ক্ষতি হয়েছে।

(অনুচ্ছেদ 2.8.1)

35জন ইজারাদারের মধ্যে যাদের ইজারার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে 24 জন ইজারাদারের কাছ থেকে বকেয়া 10.05 কোটি টাকা বিড মুল্য আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে, যা দপ্তরের নজরদারির ঘাটতির ইঙ্গিত দেয়।

(অনুচ্ছেদ 2.9.1)

দপ্তর 18 জন সফল দরদাতাদের কাছ থেকে বিলম্বে অর্থপ্রদানের জন্য 13.09 কোটি টাকার বকেয়া বিড মুল্য এবং 3.07 কোটি টাকা সুদ আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে।

(অনুচ্ছেদ 2.9.2)

পোর্টালে সংশোধিত হার আপডেট করতে ব্যর্থতার ফলে বালি খনন ইজারাদারদের কাছ থেকে 2.12 কোটি টাকার রয়্যালটি কম আদায় হয়েছে।

(অনুচ্ছেদ 2.10.2)

তথ্যের অন্তঃ/আন্তঃ দপ্তরীয় যাচাইকরণ পদ্ধতি নির্ধারণে ব্যর্থতার ফলে খনিজ উত্তোলন সনাক্ত করা যায়নি এবং এর ফলে 902 জন ঠিকাদারদের কাছ থেকে 3.62 কোটি টাকার রাজস্ব আদায় হয়নি।

(অনুচ্ছেদ 2.10.3)

খনন পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রার বাইরে অতিরিক্ত খনিজ উত্তোলনের জন্য উপকরণের মূল্য আদায় করতে ব্যর্থতার ফলে 2.05 কোটি টাকা আদায় হয়নি।

(অনুচ্ছেদ 2.10.4)

ইজারাদার/ঠিকাদারদের দ্বারা সময়মতো অর্থ প্রদানের বিষয়ে নিয়মাবলীতে প্রাবধানের অনুপস্থিতির ফলে 230 জন ইট ভাটা মালিকের কাছ থেকে 3.35 কোটি টাকা রয়্যালটি এবং সেস অনাদায়/কম আদায়।

(অনুচ্ছেদ 2.11.1)

মাটির অননুমোদিত উত্তোলন বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতার ফলে 1272টি অননুমোদিত ইটভাঁটার মালিকদের কাছ থেকে 19.48 কোটি টাকার ইট তৈরির মাটির মূল্য পুনরুদ্ধার করা হয়নি।

(অনুচ্ছেদ 2.11.2)

মূল্যায়নের 16 থেকে 25 মাস পেরিয়ে যাওয়ার পরেও কার্যক্রম শুরু করতে ব্যর্থতার ফলে 4.12 কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়নি।

(অনুচ্ছেদ 2.13)

ই সি জমা দিতে ছয় মাসের বেশি বিলম্ব হলেও দপ্তর আপত্তি করেনি। অধিকন্তু, নিয়ম লঙ্ঘন করে ই সি জমা দেওয়ার আগে ইজারা চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছিল যা দপ্তরের নজরদারির ঘাটতি ইঙ্গিত করে।

(অনুচ্ছেদ 2.16.1)

নিরীক্ষায় লক্ষ্য করা গেছে, খনন এলাকার ওভারল্যাপিং, *খসরা* ম্যাপ এবং কো-অর্ডিনেট ম্যাপের মধ্যে অসামঞ্জস্য, খনির পরিকল্পনা অনুমোদনের আগে কো-অর্ডিনেট যাচাই করা হয়নি এবং গুগল আর্থ প্রো সফ্টওয়্যারের সাহায্যে খনির পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যারিয়ার অঞ্চলে বৃক্ষরোপন করা হয়নি।

(অনুচ্ছেদ 2.19.2, 2.19.3 এবং 2.19.4)

নির্বাচিত গ্রানাইট খনির ভূ-স্থানিক জরিপ অনুমোদিত খনির এলাকা ছাড়িয়ে খনির কার্যক্রম এবং 5,182.53 ঘন মিটার খনিজের অবৈধ খনন দেখায়।

(অনুচ্ছেদ 2.20.1)

3. বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের রাজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সমূহের (এস পি এস ই) দ্বারা নিয়ন্ত্রক সম্পদের ব্যবস্থাপনা-এর ওপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা

একটি নিয়ন্ত্রক সম্পদ (আর এ) হল প্রযোজ্য নিয়ন্ত্রক কাঠামোর অধীনে, তার নিয়ন্ত্রকের প্রকৃত বা প্রত্যাশিত কর্মের ফলস্বরূপ, ব্যয়িত খরচের জন্য নির্দিষ্ট বা নির্ণয়যোগ্য পরিমাণ অর্থ পুনরুদ্ধার করার একটি সত্তার অধিকার। 31 মার্চ 2022 পর্যন্ত, চারটি এস পি এস ই-এর আর এ-এর বিশাল সম্ভার ছিল।

(অনুচ্ছেদ 3.1)

সময়মতো বার্ষিক হিসাব প্রস্তুত না করার কারণে, এস পি এস ই গুলি বিলম্বে শুল্ক নির্ধারণের জন্য আবেদন জমা দিয়েছে।

(অনুচ্ছেদ 3.9.2)

এস পি এস ই গুলির বিভিন্ন জেনারেটিং স্টেশনের বিভিন্ন পরামিতির লক্ষ্যমাত্রা প্রাপ্ত নিয়ম-কানুনের ফলে অতিরিক্ত জ্বালানি খরচ এবং বিদ্যুত সংগ্রহ করা হয়েছে যা ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা অস্বীকার করা হয়েছে এবং কম প্ল্যান্ট আভেইল্যাবিলিটি ফ্যাক্টরের কারণে এস পি এস ই গুলির স্থির ব্যয় ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা পুনরুদ্ধার করতে দেওয়া হয়নি।

(অনুচ্ছেদ 3.10.3)

ডব্লিউ বি ই আর সি, তার শুল্ক প্রবিধানে, খরচের উপাদানগুলিকে নিয়ন্ত্রণযোগ্য এবং অ-নিয়ন্ত্রণযোগ্য উপাদানগুলিতে বিভক্ত করেছে। এটা দেখা গেছে যে, এস পি এস ই গুলি নিয়ন্ত্রণযোগ্য উপাদানগুলির উপর বিপুল পরিমাণ খরচ পুনরুদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছে, যেমন মিটার রিডিং এবং বিলিং বন্টন, সংগ্রহ এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি খরচ, কয়লা এবং ছাই চালন এবং ও এন্ড এম ব্যয় ইত্যাদি।

(অনুচ্ছেদ 3.10.5)

অতিরিক্ত সুদের বোঝা এস পি এস ই গুলির আর্থিক স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। ক্রেডিট রেটিং হ্রাসের কারণে, এস পি এস ই গুলিকে ভবিষ্যতে উচ্চ সুদের ব্যয় বহন করতে হবে।

(অনুচ্ছেদ 3.11.3)

জি ও ডব্লিউ বি স্বীকার করেছে যে নিয়ন্ত্রক সম্পদের বর্তমান পরিমাণ এর আগে যেমনটি করা হয়েছিল, সেইভাবে অবলুপ্তি করা তাদের আয়ত্তের বাইরে ছিল। তদনুসারে, ডব্লিউ বি ই আর সি-কে বার্ষিক কর্মক্ষমতা পর্যালোচনা (এ পি আর) আদেশের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যাতে এস পি এস ই এবং ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা স্বীকারকৃত প্রকৃত খরচের সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করা হয়।

(অনুচ্ছেদ 3.11.4)

4. পৌরসংস্থাসমূহ, নগর উন্নয়ন ও পৌরবিষয়ক দপ্তরে কঠিন বর্জ্য পরিচালনার উপর কার্যসম্পাদন নিরীক্ষা

2017-18 থেকে 2021-22 এর মধ্যে রাজ্যে পৌরনিগম কঠিন বর্জ্য (এম এস ডব্লিউ) ব্যবস্থাপনা মূল্যায়নের জন্য 26টি পৌরসংস্থাকে (ইউ এল বি) বেছে নিয়ে 'পৌরসংস্থাসমূহের কঠিন বর্জ্য পরিচালনার' উপর একটি কার্যসম্পাদন নিরীক্ষা করা হয়।

2016 সালের নভেম্বরে গঠিত রাজ্যস্তরীয় উপদেষ্টা কমিটি (এস এল এ বি), 2017 থেকে কাজ করছিল না। দপ্তর নির্মাণ ও ধ্বংসজাত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য তার নীতি বিজ্ঞাপিত করেনি। ইউ এল বি-গুলির জন্য কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা/বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন (ডি পি আর) তৈরিতে বিলম্ব হয়েছিল এবং অনুমোদনের জন্য ইউ এল বি-গুলির নির্বাচিত সংস্থার সামনে এটি রাখা হয়নি।

(অনুচ্ছেদ 4.5.1, 4.5.3 & 4.5.7)

নির্বাচিত ইউ এল বি গুলির 85 শতাংশে দুয়ারে বর্জ্য সংগ্রহ শুরু করা যায়নি। গার্হস্থ্য বিপজ্জনক বর্জ্য অন্যান্য কঠিন বর্জ্যের সাথে মিশে ল্যান্ডফিলগুলিতে পৌঁছায়। নমুনা পরিক্ষিত ইউ এল বি গুলিতে, পৌরসভার কঠিন বর্জ্যের অস্থায়ী সঞ্চয়ের জন্য খোলা ভ্যাট ব্যবস্থা এখনও চালু আছে।

(অনুচ্ছেদ 4.7.3, 4.7.5 এবং 4.7.7)

ইউ এল বি গুলি/উন্নয়ন কর্তৃপক্ষগণ সংগৃহীত এম এস ডব্লিউ ডাম্পসাইটে পক্রিয়াকরণ ছাড়াই ফেলে দেয়। রাজ্যে উৎপন্ন বর্জ্যের মাত্র 23 শতাংশই যে কোনও ধরনের বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের কারনে সৃষ্টি হয়েছিল।

(অনুচ্ছেদ 4.8.1 এবং 4.9.1)

838.09 একর জমিতে 123.87 মেট্রিক টন সমষ্টিগত বর্জ্য সহ 123টি ডাম্পসাইটের মধ্যে সেপ্টেম্বর 2022 পর্যন্ত মাত্র ছয়টি ডাম্পসাইট পরিষ্কার করা হয়েছিল। জৈব-খনন এবং জমাকৃত বর্জ্যের জৈব-প্রতিকারে ধীরগতির ফলে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট স্থাপনে বিলম্ব হয়েছে।

(অনুচ্ছেদ 4.9.5)

এস ডব্লিউ এম, 2016 বাস্তবায়নে ধীর অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে, এন জি টি জুলাই 2020 থেকে মে 2021 সময়ের জন্য 32.91 কোটি টাকা পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ আরোপ করেছে, যার মধ্যে 26.42 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট 6.49 কোটি টাকার পরিবেশগত ক্ষতিপূরন অক্টোবর 2022 পর্যন্ত প্রদান করেনি।

(অনুচ্ছেদ 4.9.7)

রাজ্যে মাত্র দুটি স্যানিটারি ল্যান্ডফিল ছিল। রাজ্যগুলিতে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ সুবিধা এবং স্যানিটারি ল্যান্ডফিলগুলির তীব্র ঘাটতির কারণে, অপরিশোধিত কঠিন বর্জ্যগুলি হয় ডাম্পিং গ্রাউন্ডে, বা রাস্তার পাশে, জলাশয়, ড্রেন, খাল ইত্যাদিতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

(অনুচ্ছেদ 4.10.1)

প্রথম অধ্যায়

বন্যপ্রাণী সংরক্ষন এবং মানব-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্বের প্রশমন ও বন্যপ্রানীজ বস্তুর বেআইনি ব্যবসা কমানোয় রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টা–এর উপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা

প্রথম অধ্যায়

বন দপ্তর

1 বন্যপ্রাণী সংরক্ষন এবং মানব-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্বের প্রশমন ও বন্যপ্রানীজ বস্তুর বেআইনি ব্যবসা কমানোয় রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টা-এর উপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

বন এবং বন্যপ্রাণ হল পশ্চিমবঙ্গের সম্পদ যেখানে অগণিত উদ্ভিদ ও প্রাণিকূলের বাস, যাদের মধ্যে অনেকগুলিই সঙ্কটাপন্ন এবং বেশকিছুর অস্তিত্ব মারাত্বকভাবে বিপন্ন। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারদের জন্য পরিচিত পশ্চিমবঙ্গ, দেশের সেই তিনটি রাজ্যের মধ্যে একটি হওয়ারও গর্বে গর্বিত, যেখানে গন্ডার পাওয়া যায়।

প্রতিটি বন এবং সেখানে বসবাসকারী বন্যপ্রাণের উন্নতির উদ্দেশ্যে বন পরিচালনকারীদের উচিত সংরক্ষন এবং বন্যপ্রাণ সুরক্ষার ও তাদের আবাসস্থলকে আদিম এবং নিবিড় রূপে বজায় রাখার এই দুটি অত্যাবশকীয় বিষয়ে জোর দেওয়া। **"বন্যপ্রাণী সংরক্ষন এবং মানব-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্বের প্রশমন ও বন্যপ্রানীজ বস্তুর বেআইনি ব্যবসা কমানোয় রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টা"** সংক্রান্ত এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্যে হল এটা আশ্বাস দেওয়া যে বনদপ্তর বন এবং তার বন্যপ্রাণীর যত্ন নিয়েছে ও তার রক্ষনাবেক্ষণ করেছে।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে নিরীক্ষায় নমুনাকৃত সুরক্ষিত এলাকাগুলির জন্য (জাতীয় উদ্যান, বন্যপ্রানী অভয়ারন্য এবং সংরক্ষিত সংরক্ষণাগারে প্রাণী সংরক্ষণের জন্য) এবং বাঘ সংরক্ষণ পরিকল্পনার (বাঘ সংরক্ষণের জন্য) ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুত করেনি। সুরক্ষিত এলাকার (পি এ) চারপাশে ইকো- সেন্সিটিভ অঞ্চলগুলির চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তির পরে জোনাল মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুত করা প্রয়োজন। নিরীক্ষায় আরও দেখা গেছে যে, যদিও ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তিগুলি 13টি পি এ-এর চারিদিকে 1097.15 বর্গ কিলোমিটার ইকো- সেন্সিটিভ অঞ্চল যুক্ত করেছে, রাজ্য সরকার এই ইকো- সেন্সিটিভ অঞ্চলগুলিতে কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ ও নিষিদ্ধ করার জন্য জোনাল মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেনি।

ফিসিং ক্যাট, ইন্ডিয়ান উলফ, ইন্ডিয়ান প্যাঙ্গোলিন, রেড পান্ডা, গাঞ্জেটিক ডলফিন, অলিভ রিডলি টার্টল ইত্যাদির মতো বিপন্ন/মহাবিপন্ন প্রজাতির শুমারি নিয়মিতভাবে করা হয়নি, যা যথাযথ সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্ত করে। স্থানান্তরন কৌশলের বিলম্বিত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে, গণ্ডার সংখ্যার ঘনত্বের ক্রমবৃদ্ধি জনিত সমস্যা এবং তার প্রভাব, যেমন অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং মৃত্যু, সম্ভাব্য অপ্রজনন, জিনগত দুর্বলতা এবং রোগ-এর মতো বিষয়সমূহের ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ করা আরও বেশি কঠিন হতে পারে।

বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগার (বি টি আর)-এর 'টাইগার অগমেন্টেশন প্রোগ্রাম'- শুরু হওয়ার পর পাঁচ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরেও সেটির অগ্রগতি অত্যন্ত ধীরগতির ছিল। তাই বাঘ সংরক্ষণাগারের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে জৈবিক চাপ কম করার জন্য সঠিক পদ্ধতিতে প্রাণীকূলের বাসস্থানের উন্নতি করার প্রয়োজন।

অধিকন্তু, অন্যান্য গুরুতরভাবে বিপন্ন প্রজাতির যেমন রেড পান্ডা, শকুন, গাঞ্জেটিক ডলফিন এবং উত্তর ভারতীয় টেরাপিন সংরক্ষণের জন্য পুনরুদ্ধার কর্মসূচির অগ্রগতি সর্বোত্তম ছিল না।

বন্যপ্রাণী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার পরিকাঠামো অপর্যাপ্ত ছিল, যা শুধুমাত্র বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত জরুরী পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতিকেই প্রভাবিত করেনি বরং চাপ কমানো এবং বাস্তুচ্যুত বন্যপ্রাণী ও বন্দী প্রাণীদের কল্যাণের কাজের উন্নতিতেও প্রভাব ফেলেছিল। সুরক্ষিত এলাকার আশেপাশে

রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ বন দপ্তর দ্বারা পর্যাপ্তভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে বলে মনে হয় না। সংরক্ষিত এলাকার আশেপাশে গবাদি পশু, কুকুর এবং বিড়ালদের টিকা দেওয়া হয়নি এবং অনেক সুরক্ষিত এলাকায় পশুচিকিৎসা সহায়তা অপর্যাপ্ত ছিল।

বাসস্থান ব্যবস্থাপনা, ঘাসের প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম পুনরুৎপাদন, পশুখাদ্যের প্রজাতির রোপণ, জলের গর্তের উন্নয়ন, আগাছা অপসারণ এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের মতো কার্যকলাপ পর্যাপ্ত ছিল না, ফলে বন্যপ্রাণীদের আবাসস্থলের অবনতি ঘটে।

বন দপ্তর কর্তৃক বিভাগুলিকে সেইসাথে অর্থপ্রদানে বিলম্বের ফলে নিরীক্ষা সময়কালে বিভিন্ন পরিকল্পিত কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়নি, যা বন্যপ্রাণী সুরক্ষা এবং ব্যবস্থাপনার কাজকে ব্যাহত করেছিল।

মানব হাতির দ্বন্দ্ব রাজ্যের জন্য প্রধান উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বন দপ্তর কর্তৃক গৃহীত প্রশমন ব্যবস্থাগুলি খুব একটা বড় প্রভাব ফেলেনি। আবাসস্থল উন্নত করতে এবং চিহ্নিত করিডোর সুরক্ষিত করার জন্য দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপের পরিবর্তে শুধুমাত্র স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপের দিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। তদুপরি, সংঘাতের শিকার ব্যক্তিদের জন্য স্বল্প পরিমানে, বিলম্বিত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার এবং ক্ষতিপূরণ না দেওয়ার দৃষ্টান্ত ছিল, যার ফলে বন্যপ্রাণী সংরক্ষনে মানুষের মধ্যে অনীহা এবং প্রতিশোধমূলক হত্যা বা পশুদের আঘাতের প্রবণতা বৃদ্ধি করে।

যদিও 2010-17 সালের তুলনায় 2017-22 সালে ট্রেন দুর্ঘটনায় হাতির মৃত্যুর ঘটনাগুলি হ্রাস পেয়েছে, তবুও ট্র্যাকের কিছু অংশ এখনো পর্যন্ত সংঘর্ষ এবং বন্যপ্রাণীর মৃত্যুর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ রয়ে গেছে। হাতির বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার কারণ ছিল বেআইনি বেড়া দেওয়া এবং বৈদ্যুতিক লাইন ঝুলে পড়া। সড়কে বন্য প্রাণের বলি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রশমন ব্যবস্থা যেমন গতি সীমাবদ্ধতা, রাতের চলাচলে নিষেধাজ্ঞা, চেকপোস্ট স্থাপন, বন্যপ্রাণীদের নিরাপদে যাতায়াতের জন্য আন্ডারপাস/ওভারপাস নির্মাণ পর্যাপ্ত ছিল না।

এখনও বি টি আর-এ বেসরকারি পর্যটন প্রতিষ্ঠানগুলি চলছে এবং দপ্তরীয় ট্যুরিস্ট ক্যাম্পিং সুবিধাগুলি অব্যবহৃত রয়ে গেছে, কারণ দপ্তর এখনও ন্যাশনাল গ্রীন ট্রাইবুনাল-এর নির্দেশ অনুযায়ী ক্যাম্পিং পরিকাঠামো ব্যবহার করার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করতে পারেনি। বাঘ সংরক্ষণাগারে ধারণ ক্ষমতার অধিক পর্যটকদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। বি টি আর- এর মূল এলাকা থেকে পনেরটি বন্য গ্রাম এখনও স্থানান্তরিত হয়নি।

টহল কর্মী ও সরঞ্জামের ঘাটতি সংরক্ষণ এবং শিকার বিরোধী প্রচেষ্টার উপর কুপ্রভাব ফেলেছে। এটি লক্ষ্য করা গেছে যে আদালতে বিপুল সংখ্যক মামলা বিচারাধীন রয়েছে এবং অনুসন্ধান করা, বাজেয়াপ্ত করা, প্রমাণ সংগ্রহ করা এবং আদালতে বিচার সংক্রান্ত আইনি প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বন কর্মীদের জ্ঞানের অভাবের কারণ বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়ার হার খুব কম ছিল ।

ধর্মীয় আচারমূলক শিকার নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও, এটি লক্ষ্য করা গেছে যে বেআইনিভাবে সশস্ত্র শিকারীদের এই ধরনের সমাবেশ এবং বিভিন্ন বন্য প্রাণীর শিকার এখনও অব্যাহত রয়েছে, বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের কিছু এলাকায়।

যেমন, পশ্চিমবঙ্গের বনাঞ্চলে বন্যপ্রাণী রক্ষার জন্য কিছু প্রচেষ্টা করা হলেও বর্তমানে ঝুঁকিগুলি প্রচ্ছন্ন এবং আরও কিছু প্রস্তাবনা করা প্রয়োজন।

নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে দপ্তরকে সহায়তা করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, যাতে রাজ্যের উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিকাশ অব্যাহত থাকে।

সুপারিশসমূহ :

1. *দপ্তরকে একটি নির্দিষ্টভাবে নিয়োজিত সেলের মাধ্যমে এবং একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার জন্য নির্দিষ্ট পদক্ষেপের এবং সময়সীমার সঙ্গে পরিকল্পনা প্রক্রিয়াটিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে।*

2. *দপ্তরকে আটটি পি এ-এর জন্য চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তির প্রক্রিয়া একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। বিজ্ঞাপিত এলাকা এবং ডিজিটাইজড মানচিত্রের মধ্যে এলাকার পার্থক্য মেটানো উচিত এবং সেই অনুযায়ী পি এ-এর সীমানা চিহ্নিত করা উচিত।*

3. *রাজ্য সরকারের প্রয়োজন ইকো সেনসিটিভ জোন, জোনাল মাস্টার প্ল্যান এবং ট্যুরিজম প্ল্যানের প্রস্তুতি এবং বিজ্ঞপ্তি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিশ্চিত করা এবং এতে অন্তর্ভুক্ত নিষিদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপের কার্যকর নজরদারি নিশ্চিত করা।*

4. *দপ্তরের উচিত সমস্ত বিপন্ন প্রজাতির জীবকুলের জন্য সঠিক এবং সময়মত শুমারির ব্যবস্থা করা, যাতে এই প্রাণীদের জন্য যথাযথ সংরক্ষণ কৌশল তৈরি করা যায়।*

5. *দপ্তরের উচিত অতিশয় বিপন্ন প্রজাতির জীবের সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাসের কারণগুলি বিশ্লেষণ করা এবং তাদের সংরক্ষণের জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ নেওয়া, যার মধ্যে রয়েছে আবাসস্থলের সুরক্ষা এবং পুনরুদ্ধার, সঠিক প্রজনন কর্মসূচি এবং স্থানান্তর।*

6. *দপ্তরের উচিত প্রশিক্ষিত বন্যপ্রাণী পশুচিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে বন্যপ্রাণী পুনর্বাসন তথা রোগ নজরদারি কেন্দ্র স্থাপন করা ; এবং বন্যপ্রাণীর আপৎকালীন সহায়তা, উদ্ধার ও পুনর্বাসন এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সহায়তা প্রদানের জন্য প্রযুক্তিগতভাবে সজ্জিত ভ্রাম্যমান পশুচিকিৎসা চালু করা। বন দপ্তর রাজ্যের পশুপালন দপ্তরের সাথে সমন্বিতভাবে পি এ গুলির আশেপাশে বসবাসকারী পশুসম্পদগুলির জন্য একটি ব্যাপক টিকাদান কর্মসূচিও শুরু করতে পারে।*

7. *দপ্তর সংরক্ষিত এলাকার বাসস্থান ব্যবস্থাপনার কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ করতে পারে এবং বিঘ্নিত আবাসস্থল পুনরুদ্ধারের জন্য আগাছা ও আক্রমণকারী প্রজাতির প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ।*

8. *বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য দপ্তরের অনুমোদিত বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী তহবিল সংগ্রহ করা উচিত। দপ্তরেরও উচিত উপলব্ধ তহবিলগুলি অবিলম্বে ব্যবহার করা এবং যথাসময়ে কেন্দ্রীয় সহায়তা প্রাপ্তির জন্য ব্যবহারের শংসাপত্র জমা দেওয়া।*

9. *ন্যাশনাল হিউম্যান-ওয়াইল্ডলাইফ কনফ্লিক্ট মিটিগেশন স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান (এইচ ডব্লিউ সি-এন এ পি) 2021-26 এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে দপ্তর মানুষ ও হাতির সংঘাত সংক্রান্ত যথাযথ কৌশল তৈরি ও তারসঙ্গে এটি কার্যকর করার জন্য বিশদ কর্ম পরিকল্পনার জন্য পদক্ষেপ নিতে পারে।*

10. *সংরক্ষিত সংরক্ষনাগারের মূল এলাকায় অবৈধ প্রবেশের বিপদ সম্পর্কে জনগণকে শিক্ষিত করার জন্য, ধারাবাহিক সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচির সাথে সুন্দরবন অরণ্যের সমস্ত প্রবেশ স্থলগুলিকে যথাযথ নজরদারির মধ্যে রাখতে হবে।*

11. *দপ্তর সুরক্ষিত এলাকার অভ্যন্তরে রাত্রিকালীন যান চলাচলের নিষেধাজ্ঞা জারি করার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে পদক্ষেপে নিতে পারে এবং তার সঙ্গে সুরক্ষিত এলাকায় প্রাণীর পথ চিহ্নিত করার পর বন্যপ্রাণীদের জন্য আন্ডারপাস এবং ওভারপাস নির্মানের বব্যস্থা করতে পারে।*

***12.** দপ্তর নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে পি এ-তে বাণিজ্যিক কার্যক্রম বন্ধ করতে এবং পর্যটক প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে পারে। পর্যটকদের প্রবেশের উপর আরও ভাল নজরদারির উদ্দেশ্যে সাফারির জন্য অনলাইন বুকিংয়ের একটি ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে।*

***13.** এন ডব্লিউ এ পি 2017-21-এ উল্লিখিত চোরাশিকার এবং অবৈধ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার গুরুত্বপূর্ণ অগ্রবর্তী সারির ফিল্ড কর্মীদের সংখ্যা বাড়ানোর পদক্ষেপ নিতে পারে এবং তাদের পর্যাপ্ত অস্ত্র এবং প্রয়োজনীয় বেতার সরঞ্জাম সরবরাহ করতে পারে।*

***14.** রাজ্যে অবৈধ বাণিজ্যের ব্যাপক বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে দপ্তর, পুলিশ দপ্তরের সাথে সমন্বয় করে একটি ডেডিকেটেড ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল সেল গঠনের জন্য বিবেচনা করতে পারে।*

***15.** বন্যপ্রাণী মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার হারের স্বল্পতার পরিপ্রেক্ষিতে, দপ্তর পরিবেশ এবং বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রনালয় (এম ও ই এফ এন্ড সি সি), আইন ও বিচার মন্ত্রনালয় এবং রাজ্যের আইন দপ্তরের সহযোগিতায়, বন ও বন্যপ্রাণী অপরাধ মোকাবিলার জন্য ফাস্ট ট্র্যাক বিশেষ আদালত/বেঞ্চ স্থাপনের কথা বিবেচনা করতে পারে।*

***16.** উর্ধ্বতন আধিকারিকদের দ্বারা নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে দপ্তরের পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া উন্নত করতে হবে এবং বন্য প্রাণী শিকার রোধে ইলেকট্রনিক নজরদারি ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে হবে।*

1.1 ভূমিকা

"বন্যপ্রাণী"–র মধ্যে সমস্ত প্রাণী, জলজ বা স্থলজ গাছপালাকেও অন্তর্ভুক্ত করে যা যে কোনো বাসস্থানের অংশ। বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইন, 1972, বন্যপ্রাণী সুরক্ষার সর্বাধিক লক্ষ্যগুলিকে স্বীকৃতি[1] দেয় এবং রাজ্য সরকারকে একটি সুরক্ষিত এলাকা (পি এ), অর্থাৎ জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য এবং সংরক্ষিত বন হিসাবে তাৎপর্যপূর্ণ এলাকাকে ঘোষণা করার অধিকার দেয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে মোট বন ও সুরক্ষিত এলাকার বন্টন, **তালিকা-1.1**-এর উল্লেখ মত ছিল।

তালিকা 1.1: রাজ্যের মোট বনাঞ্চল এবং বিভিন্ন ধরনের পি এ

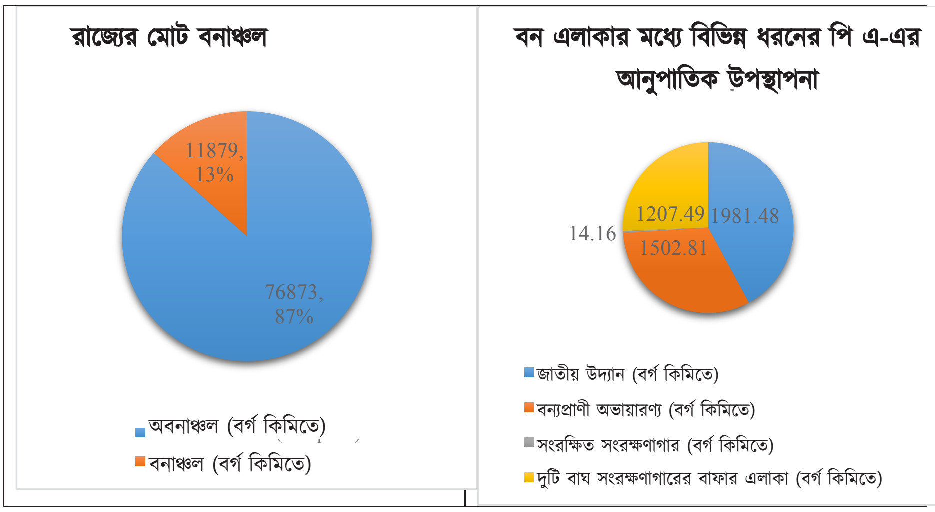

---

[1] *বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইন, 1972-এর ধারা 18 এবং 35-এর অধীনে রাজ্য সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকাকে যথাক্রমে সুরক্ষিত এলাকা অর্থাৎ অভয়ারণ্য এবং জাতীয় উদ্যান হিসাবে ঘোষণা করতে পারে। এছাড়াও, রাজ্য সরকার বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইন, 1972-এর ধারা 38(V)-এর অধীনে বাঘ সংরক্ষণের বিজ্ঞপ্তি জারি করে।*

এছাড়াও, ময়ূরঝর্ণা হাতি সংরক্ষণাগার, যার আয়তন 414.00 বর্গ কিমি এবং ইস্টার্ন ডুয়ার্স হাতি সংরক্ষণাগার যার আয়তন 977.51 বর্গ কিমি এই দুটি হাতি সংরক্ষণাগার রয়েছে। একটি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ আছে যেমন সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ (এস বি আর) নামে একটি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ রয়েছে যার এলাকা 9,630.00 বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত এর মধ্যে রয়েছে সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণাগার এবং লোথিয়ান দ্বীপ, পশ্চিম সুন্দরবন এবং হ্যালিডে দ্বীপ নামে তিনটি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডব্লিউ এল এস)।

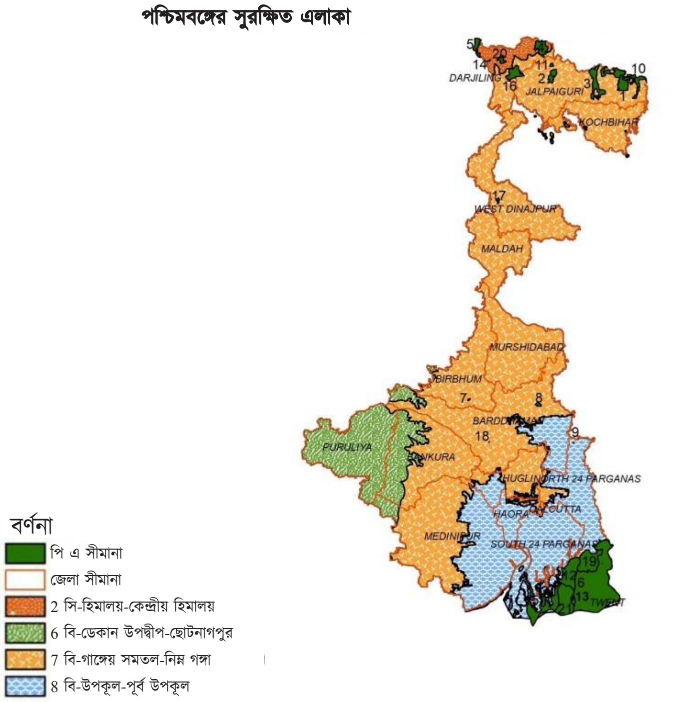

Sl No.	PA Name	Area in km²
1	Buxa NP	117.10
2	Gorumara NP	79.45
3	Jaldapara NP	216.34
4	Neora Valley NP	159.89
5	Singalila NP	78.60
6	Sunderban NP	1330.10
7	Ballavpur WLS	2.02
8	Bethuadahari WLS	0.67
9	Bibhutibhusan WLS	0.64
10	Buxa WLS	314.52
11	Chapramari WLS	9.60
12	Chintamani Kar Bird WLS	0.07
13	Haliday Island WLS	5.95
14	Jorepokhri Salamander	0.04
15	Lothian Island WLS	38.00
16	Mahananda WLS	158.04
17	Raiganj WLS	1.30
18	Ramnabagan WLS	0.14
19	Sajnakhali WLS	362.40
20	Senchal WLS	38.88
21	West Sunderban WLS	556.45
22	Pakhi Bitan WLS	14.09

চিত্র: 1.1 : পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় উদ্যান এবং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের তালিকা

এই রাজ্য বিভিন্ন উন্নত প্রকারের বন এবং বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল[2]। যদিও, মানব ও বন্যপ্রাণীর দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি, বনে নিয়মিতভাবে আগুন লাগা, অবাঞ্ছিত আগাছা প্রজাতির বিস্তার প্রমান করে যে এই সংবেদনশীল বাস্তুতন্তের উপর জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং তৎসহ অরণ্যের বিভিন্ন টুকরো বিভাজন ও অবক্ষয় চাপ সৃষ্টি করেছে।

পশ্চিমবঙ্গে, মানব-বন্য প্রাণীর দ্বন্দ্ব সাধারণতঃ (i) উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গে মানব-হাতি দ্বন্দ্ব (ii) উত্তরবঙ্গে মানব-চিতা দ্বন্দ্ব (iii) সুন্দরবনে মানব-বাঘের দ্বন্দ্ব এবং (iv) উত্তরবঙ্গে মানব-বাইসন দ্বন্দ্ব থেকে প্রতিফলিত হয়। হাতির ক্ষেত্রে ফসল, সম্পত্তি, মানুষের জীবন এবং মানুষের ক্ষতির পাশাপাশি হাতির প্রতিশোধমূলক হত্যার ঘটনা লক্ষ্য করা গেছে; যেখানে, বাঘ, চিতাবাঘ, গন্ডার এবং বাইসনের ক্ষেত্রে গবাদি পশুর ক্ষয়ক্ষতি, মানুষের জীবন এবং আঘাতের পাশাপাশি মানুষের দ্বারা প্রতিশোধ নেওয়া, বন্য প্রাণীদের বিষক্রিয়া/হত্যার পদ্ধতির অবলম্বন সাধারণত দেখা যায়।

বন দপ্তরের বন্যপ্রাণী শাখার বার্ষিক প্রতিবেদন-2019-20 অনুসারে, এই রাজ্য বন্যপ্রাণী এবং তৎসম্পর্কিত সামগ্রীর চলাচলের একটি প্রধান গমন পথ (ট্রানজিট পয়েন্ট) হয়ে উঠেছে।

[2] *সুন্দরবনে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, উত্তরবঙ্গের তরাইতে এক শিংওয়ালা ভারতীয় গন্ডার, হিমালয়ের পাদদেশে চিতাবাঘ এবং হিমালয়ের বাঁশের বাগানে লাল পান্ডা। অত্যন্ত বিপন্ন প্রজাতির মধ্যে রয়েছে এশিয়ান এলিফ্যান্ট, ইন্ডিয়ান বাইসন, মোহনা কুমির, মেছো বিড়াল, পিগমি হগ, বেঙ্গল ফ্লোরিকান, ব্ল্যাক নেকড ক্রেন, গ্রেট পাইড হর্নবিল, গলিয়াথ হেরন, সালভেটর লিজার্ডস, অলিভ রিডলি সামুদ্রিক কচ্ছপ এবং বিরল প্রজাতির বাটাগুর টেরাপিন।*

বন্যপ্রাণী এবং তার থেকে উৎপন্ন সামগ্রীর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হল একটি সংগঠিত এবং প্রতিষ্ঠিত বিশ্বজোড়া অপরাধমূলক কার্যকলাপ যার চক্রকেন্দ্র এবং বাণিজ্যিক পথ বিভিন্ন দেশ ও মহাদেশে বিস্তৃত। অধিকন্তু, বিপুল সংখ্যক বন্যপ্রাণী প্রজাতি অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং চোরাশিকারি ও চোরাকারবারীদের কাছে সেগুলি চলে যাওয়া দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পক্ষে সরাসরি ক্ষতি। ভারত বন্য প্রাণী ও উদ্ভিদের বিপন্ন প্রজাতির আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কনভেনশনে (সি আই টি ই এস)[3]-এর অন্যতম স্বাক্ষরকারী এবং সি আই টি ই এস-এর নিয়মের অধীনে নিষিদ্ধ বন্যপ্রাণী এবং বন্যপ্রাণীজ সামগ্রী সমূহের অবৈধ বাণিজ্য বা স্থানান্তর প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বাধ্য। পশ্চিমবঙ্গে, এই ধরনের অবৈধ ব্যবসার আওতায় রয়েছে বাঘের চামড়া, হাড়, নখ, গন্ডারের শিং এবং হাড়, হাতির দাঁত এবং হাড়, চিতাবাঘের চামড়া এবং হাড়, সাপের চামড়া এবং বিষ, তক্ষক, পাখি, কচ্ছপ। জীবন্ত বন্যপ্রাণী এবং তাদের থেকে প্রাপ্ত সামগ্রী সমূহের অবৈধ বাণিজ্য রোধ করা পশ্চিমবঙ্গের বন দপ্তরের কাছে একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

1.2 সাংগঠনিক কাঠামো

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন দপ্তর (জি ও ডব্লিউ বি) রাজ্যের বন ও বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনার জন্য দায়বদ্ধ। অতিরিক্ত মুখ্য সচিব /প্রধান সচিব বন দপ্তর, জি ও ডব্লিউ বি দপ্তরের প্রশাসনিক প্রধান। প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক (বন বাহিনীর প্রধান) (এইচ ও এফ এফ) বন অধিদপ্তরের প্রধান এবং অপর চারজন প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক (পি সি সি এফ) তাঁকে সহায়তা করেন।

তালিকা 1.2: পশ্চিমবঙ্গ বন দপ্তরের সাংগঠনিক তালিকা

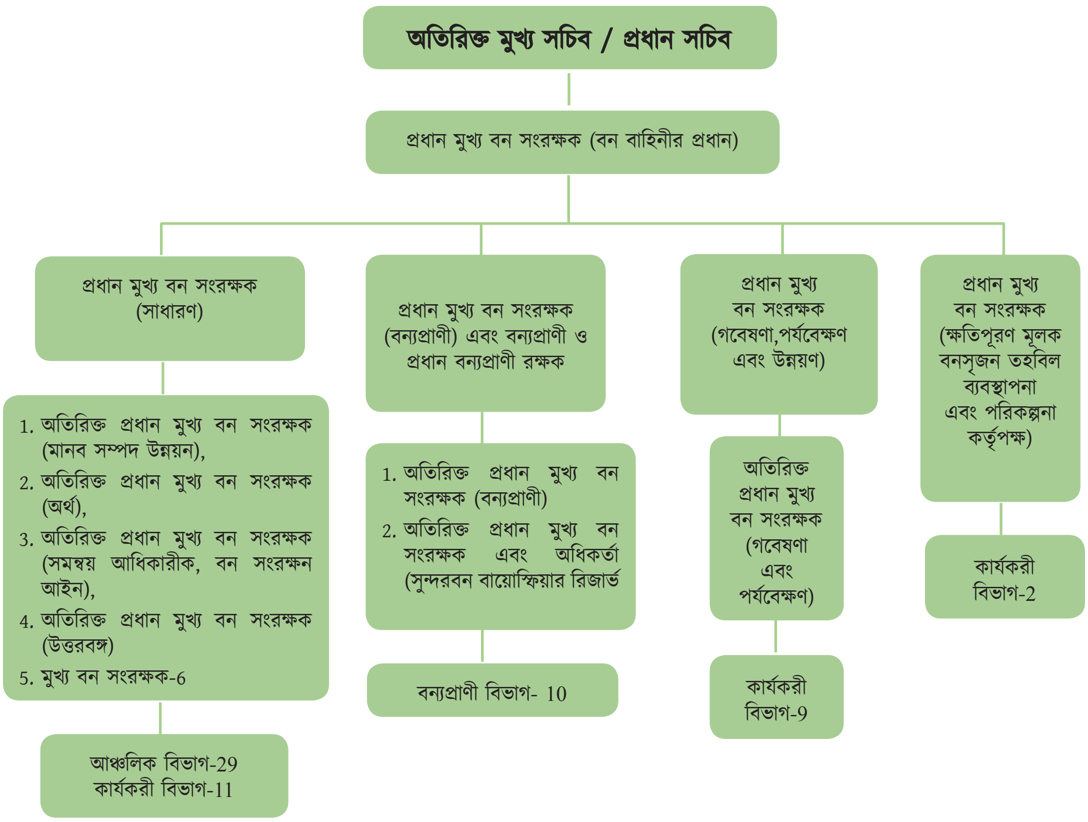

পি সি সি এফ এবং বন বাহিনীর প্রধান (এইচ ও এফ এফ), পশ্চিমবঙ্গ বন অধিদপ্তরের প্রশাসনিক প্রধান। বন অধিদপ্তরের বন্যপ্রাণী শাখার নেতৃত্বে রয়েছেন প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক, বন্যপ্রাণী ও প্রধান বন্যপ্রাণী রক্ষক (সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ)।

---

3 *সরকারের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি। এর লক্ষ্য হল বন্যপ্রাণী এবং উদ্ভিদের নমুনাগুলির আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে প্রজাতিগুলির বেঁচে থাকার জন্য কোনো বিপদের কারণ না হয় তা নিশ্চিত করা।*

এছাড়াও, রাজ্যের উদ্ভিদ ও প্রাণীর সুরক্ষার জন্য বন বিভাগের সাথে সহযোগিতা করার জন্য সুরক্ষিত অঞ্চল (পি এ)-গুলির প্রান্তিক গ্রামগুলিতে স্থানীয় জনগণের সমন্বয়ে 241 টি যৌথ বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (জে এফ এম সি) আছে।

1.3 নিরীক্ষার উদ্দেশ্য

এই সম্পাদন নিরীক্ষার উদ্দেশ্যগুলি ছিল এটা নির্ধারণ করা যে:

- বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সহ তাদের জন্য পর্যাপ্ত পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং সুরক্ষিত এলাকার পরিচালনার জন্য সেগুলির বাস্তবায়ন হয়েছিল ;
- সুরক্ষিত এলাকায় মানব হস্তক্ষেপ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি মোকাবিলার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল;
- বন্যপ্রাণী চোরাচালান ও অবৈধ ব্যবসার ওপর নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

1.4 নিরীক্ষার মানদণ্ড

নিরীক্ষার ফলাফলগুলি প্রাপ্ত হয়েছে যে মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে:

- ভারতীয় বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন (ডব্লিউ এ পি), 1972 এবং এর অধীনস্ত নিয়ম,
- জাতীয় বন্যপ্রাণী কর্ম পরিকল্পনা/ জাতীয় বন্যপ্রাণী কর্মসূচী পরিকল্পনা (এন ডব্লিউ এ পি), 2002-16 এবং 2017-31,
- সুরক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এম পি) / টাইগার সংরক্ষণাগারে বাঘ সংরক্ষণ পরিকল্পনা (টি সি পি)
- জাতীয় বাঘ সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ (এন টি সি এ) দ্বারা জারি করা নির্দেশিকা,
- ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের, ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল (এন জি টি)-এর আদেশ জি ও আই / জি ও ডব্লিউ বি / ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া (ডব্লিউ আই আই), ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার (আই ইউ সি এন) ইত্যাদি দ্বারা জারি করা নির্দেশিকা/ আদেশ।

1.5 নিরীক্ষার পরিধি এবং পদ্ধতি

রাজ্যের ছয়টি জাতীয় উদ্যান (এন পি)[4], 16টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডব্লিউ এল এস)[5], দুটি বাঘ সংরক্ষণাগার (টি আর)[6], দুটি হাতি সংরক্ষণাগার (ই আর)[7] এবং পাঁচটি সংরক্ষিত সংরক্ষণাগার (সি আর)[8] রয়েছে। সমস্ত বাঘ সংরক্ষণাগার, হাতি সংরক্ষণাগার এবং জাতীয় উদ্যানগুলিকে নিরীক্ষার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও, আইডিয়া-এর মাধ্যমে পরিসংখ্যানগত নমুনার ভিত্তিতে দশটি ডব্লিউ এল এস এবং দুটি সি আর নির্বাচন করা হয়েছিল, যা মোট 22টি[9] সুরক্ষিত এলাকাজুড়ে ছিল। দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শন, ছবিসহ প্রমাণ সংগ্রহ এবং দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা, 14টি বিভাগের[10] নথি পরীক্ষা ছাড়াও 2017-22 সময়কালে

---

4 *সিঙ্গালিলা, নেওরা ভ্যালি, বক্সা, গোরুমারা, সুন্দরবন এবং জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান।*

5 *জোরেপোখরি সালামান্ডার, সেঞ্চল, চাপড়ামারি, মহানন্দা, রায়গঞ্জ, বেথুয়াডহরি, বল্লভপুর, রামনাবাগান, বিভূতিভূষণ, চিন্তামনি কর, সজনেখালি, হলিডে আইল্যান্ড, লোথিয়ান দ্বীপ, বক্সা, পশ্চিম সুন্দরবন এবং পাখি বিতান (পাখি অভয়ারণ্য)।*

6 *বক্সা ও সুন্দরবন টাইগার সংরক্ষণাগার।*

7 *ইস্টার্ন ডুয়ার্স ও ময়ূরঝর্ণা এলিফ্যান্ট সংরক্ষণাগার।*

8 *দেউল , হিজলি , তেকোনিয়া , মুকুটমনিপুর এবং গড়পঞ্চকোট সংরক্ষণাগার সংরক্ষণ।*

9 *সমস্ত জাতীয় উদ্যান (ছয়টি), দুটি বাঘ সংরক্ষণাগার, দুটি হাতি সংরক্ষণাগার। এছাড়া 10টি (মোট 16টির মধ্যে) ডব্লিউ এল এস এবং দুটি সংরক্ষণাগার সংরক্ষণ (মোট পাঁচটির মধ্যে) পরিসংখ্যানগত নমুনা (আইডিয়া)-র ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়েছিল।*

10 *দার্জিলিং বন্যপ্রাণী, গোরুমরা বন্যপ্রাণী, জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী, এস টি আর, বি টি আর (পূর্ব ও পশ্চিম), দক্ষিণ 24 পরগণা, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া (উত্তর), বাঁকুড়া (দক্ষিণ), কংসাবতী (দক্ষিণ), ঝাড়গ্রাম, রায়গঞ্জ এবং কংসাবতী (উত্তর)।*

জুলাই থেকে নভেম্বর 2022-এর মধ্যে নিরীক্ষা করা হয়েছিল। নিরীক্ষার উদ্দেশ্য, মানদণ্ড এবং নিরীক্ষার পদ্ধতি, জুলাই 2022-এ পি সি সি এফ এবং এইচ ও এফ এফ- এর সাথে একটি এন্ট্রি কনফারেন্সে আলোচনা করা হয়েছিল। এক্সিট কনফারেন্স ফেব্রুয়ারি 2023-এ পরিচালিত হয়েছিল যেখানে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। দপ্তরের উত্তর মার্চ 2023 এবং জানুয়ারি 2024-এ গৃহীত হয়েছিল এবং প্রতিবেদনে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

1.6 স্বীকৃতি

এই সম্পাদন নিরীক্ষা পরিচালনায় পশ্চিমবঙ্গ বন দপ্তর, বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো এবং হিউম্যান অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট অ্যালায়েন্স লিগ (এইচ ই এ এল)[11]-এর কর্মীদের সহযোগিতাকে নিরীক্ষা স্বীকার করে।

নিরীক্ষার ফলাফল

কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত পর্যবেক্ষণগুলি পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে আলোচনা করা হল।

1.7 বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও সুরক্ষা এবং বাসস্থান ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা

1.7.1 ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা / বাঘ সংরক্ষণ পরিকল্পনা

জাতীয় বন্যপ্রাণী কর্মসূচী পরিকল্পনা 2002-16 এবং 2017-31, অনুসারে প্রতিটি সুরক্ষিত এলাকার সঠিক বৈজ্ঞানিক এবং পরিবেশগত তথ্যের উপর ভিত্তি করে নিজস্ব ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা[12] থাকা উচিত। এম পি-এর সার্বিক সমস্যাগুলির পাশাপাশি এলাকা নির্দিষ্ট বিষয়গুলিতে লক্ষ্য করে যা তাদের প্রভাব দেখাতে দীর্ঘ সময় নেয়। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাগুলিকে আরও খণ্ডিত অ্যানুয়াল প্ল্যান অফ অপারেশনস (এ পি ও) –তে বিভক্ত করা হয়েছে, যা এমন ছোট সমস্যাগুলির নিয়ে কাজ করে যেগুলিতে অবিলম্বে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এছাড়াও, ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাগুলি ভারতের বন্যপ্রাণী প্রতিষ্ঠান দ্বারা জারি করা নির্দেশিকাগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হচ্ছে , অর্থাৎ, "সংরক্ষিত এলাকা এবং পরিচালিত এলাকাতে বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপক পরিকল্পনার নির্দেশিকা"। বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এবং জাতীয় উদ্যানের ক্ষেত্রে যেগুলিকে, বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) (সংশোধন) আইন, 2006- এর ধারা 38V-এর অধীনে বাঘ সংরক্ষণাগার হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল, এই সুরক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা, জাতীয় বাঘ সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ (এন টি সি এ) দ্বারা অনুমোদিত বাঘ সংরক্ষণ পরিকল্পনা (টি সি পি) অনুসারে সম্পন্ন করা হয়। 2007 সালে এন টি সি এ দ্বারা টি সি পি-এর প্রস্তুতির জন্য বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল।

এই বিষয়ে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণগুলি নীচে আলোচনা করা হল:

1.7.1.1 পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া[13] দ্বারা জারি করা "ম্যানুয়াল ফর প্ল্যানিং ওয়াইল্ডলাইফ ম্যানেজমেন্ট ইন প্রোটেক্টেড এরিয়া এন্ড ফরেস্ট" (1995) অনুসারে, সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ-এর অধীনে একটি স্বাধীন পরিকল্পনা সেল-এর প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া, পরিকল্পনার প্রক্রিয়াটির সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ ও সময়সীমা বেঁধে দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রয়োজন, যার ফলে ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এম পি) চূড়ান্তকরণ সম্ভব হয়। এছাড়াও, জাতীয় বন্যপ্রাণী কর্মসূচী পরিকল্পনা

11 *একটি পাবলিক চ্যারিটেবল ট্রাস্ট যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জুড়ে পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কাজ করে।*

12 *একটি ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান হল একটি নথি যা একটি পরিকল্পনা প্রক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত করা হয় যা একটি সুরক্ষিত এলাকার জন্য ব্যবস্থাপনার মান এবং উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে। কৌশল এবং কাজের সময়সূচী উপস্থাপনের মাধ্যমে, পরিকল্পনাটি দেখায় কিভাবে এই উদ্দেশ্যগুলি একটি সময়সীমার মধ্যে অর্জন করা যেতে পারে।*

13 *বন্যপ্রাণী পরিকল্পনা প্রক্রিয়া কার্যকর করার জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন (এম ও ই এফ এন্ড সি সি) মন্ত্রকের অধীনে বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনার জন্য একটি প্রতিস্থান।*

(এন ডব্লিউ এ পি) 2017-31 (বিষয়বস্তু 1, 5.1)- তে ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য এবং পর্যায়ক্রমে পি এ-গুলির ব্যবস্থাপনা কার্যকারিতা পর্যালোচনা করার জন্য সমস্ত রাজ্য বন দপ্তরের সদর দপ্তরে একটি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা উন্নয়ন সেল প্রতিষ্ঠার উপর জোর দিয়েছে।

কিন্তু, নিরীক্ষায় লক্ষ্য করা হয় যে বন দপ্তর গুলির জন্য যেমন ওয়ার্কিং প্ল্যান তৈরি করা হয়েছিল সেইরকম এম পি তৈরির জন্য কোনো পরিকল্পনা সেল তৈরি করা হয় নি। পরিবর্তে ডিসেম্বর 2016-এ পি সি সি এফ, বন্যপ্রাণী এবং সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ, ডব্লিউ বি দ্বারা একটি "ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা কমিটি" গঠিত হয়েছিল, যার মধ্যে এ পি সি সি এফ (বন্যপ্রাণী) চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট সি সি এফ/ সি এফ সদস্য সচিব এবং সংশ্লিষ্ট পি এ-এর ডি এফ ও (বিভাগীয় বন আধিকারিক) এবং এ ডি এফ ও সদস্য হিসাবে থাকবেন। যাইহোক, সুরক্ষা ও সংরক্ষণের নিয়মিত দায়িত্ব ছাড়াও এম পি প্রস্তুত করার দায়িত্বও উদ্যান কর্মকর্তাদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। এটি যে পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করেছে তা স্পষ্ট হয় এই বিষয়টি থেকে যে, 2022 সালের মে মাস পর্যন্ত মোট 19টি পি এ-এর মধ্যে মাত্র 10 টির[14] অনুমোদিত এম পি ছিল। অবশিষ্ট পি এ গুলি এক বছর থেকে সাত বছর পর্যন্ত এম পি ছাড়াই ছিল যা **সারণী 1.1**-এ দেখানো হয়েছে।

সারণী 1.1: ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার বিবৃতি যা এখনও অনুমোদন করা হয়নি

ক্রমিক সংখ্যা	সংরক্ষিত এলাকার নাম	শেষ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ	বর্তমান খসড়া ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সময়কাল	মন্তব্য
1	বল্লভপুর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	31.03.2020	2020-21 থেকে 2030-31 পর্যন্ত	নতুন এম পি তৈরির প্রস্তুতি চলছিল।
2	বিভূতিভূষণ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	31.03.2021	2021-22 থেকে 2031-32 পর্যন্ত	সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ দ্বারা ড্রাফ্ট এম পি সংশোধনের জন্য 23 ডিসেম্বর 2022-এ ডি এফ ও, 24 পরগনা (উত্তর) -এর কাছে ফেরত পাঠান।
3	রায়গঞ্জ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	31.03.2021	2021-22 থেকে 2031-32 পর্যন্ত	নতুন খসড়া এম পি অনুমোদনের জন্য সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ (এপ্রিল 2021)-এ জমা দেওয়া হয়েছে
4	পাখি বিতান বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	পি এ ঘোষণার পর থেকে কোনো এম পি তৈরি হয়নি	খসড়া এম পি এখনো প্রস্তুত করা হয়নি।	11 আগস্ট 2016-এ ডব্লিউ এল এস হিসাবে ঘোষণা করার পর আজ ছয় বছর পেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও অনুমোদিত এম পি নেই।
5	গোরুমারা জাতীয় উদ্যান	31.03.2018	2017-18 থেকে 2026-27 পর্যন্ত	বিভাগ সেপ্টেম্বর 2018-এ নতুন খসড়া এম পি অনুমোদনের জন্য সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ-এর কাছে জমা দিয়েছে।
6	নেওরা ভ্যালি জাতীয় উদ্যান	31.03.2022	2018-19 থেকে 2028-29 পর্যন্ত	নতুন সংযুক্ত 7189.35 হেক্টর এলাকা অন্তর্ভুক্ত করে (সেপ্টেম্বর 2018) খসড়া ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ -তে জমা দেওয়া হয়েছে ।
7	হালিডে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	31.03.2018	2019-20 থেকে 2028-29 পর্যন্ত	আগের খসড়াগুলি অনুমোদন করা হয়নি, পরিকল্পনার সময়কাল পরে পরিবর্তন করা হয় এবং দপ্তর সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ- এর কাছে সাম্প্রতিকতম খসড়াটি নভেম্বর 2019-এ জমা করে।
8	লোথিয়ান বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	31.03.2018	2019-20 থেকে 2028-29 পর্যন্ত	
9.	চিন্তামণি কর	31.03.2015	2015-16 থেকে 2024-25 পর্যন্ত	খসড়া ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এপ্রিল 2021-এ সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ দ্বারা সংশোধনের জন্য ডি এফ ও, দক্ষিণ 24 পরগণার কাছে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

(উৎস: সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ)

[14] *বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগার (বক্সা এন পি এবং বক্সা ডব্লিউ এল এস), সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণাগার (সুন্দরবন এন পি এবং সজনেখালি ডব্লিউ এল এস), জলদাপাড়া এন পি, সিঙ্গালিলা ডব্লিউ এল এস, সেঞ্চাল ডব্লিউ এল এস, চাপরামারী ডব্লিউ এল এস, মহানন্দা ডব্লিউ এল এস, বেথুয়াডহরি ডব্লিউ এল এস, রামনাবাগান ডব্লিউ এল এস এবং পশ্চিম সুন্দরবন ডব্লিউ এল এস।*

নিরীক্ষা লক্ষ্য করে যে, পরিকল্পনাগুলি যাতে সময়মতো প্রস্তুত করা যায় তা নিশ্চিত করার জন্য কোনো প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ছিল না। এই কাজের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মীবর্গ ছিল না, বা কাজের জন্য নির্ধারিত কোনো সময়সীমাও ছিল না। ফরেস্ট রেঞ্জার পর্যায়ে (22 শতাংশ) এবং ডেপুটি ফরেস্ট রেঞ্জার পর্যায়ে (48 শতাংশ) কর্মী ঘাটতির দরুন (***অনুচ্ছেদ 1.9.1***-এ উল্লিখিত), বিভাগগুলি সময়মত ববস্থাপনা পরিকল্পনা সমূহ প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল দিতে পারেনি।

2017 সালে পাঁচটি সংরক্ষিত সংরক্ষণাগার[15] তৈরি করা হয়েছিল[16]। তবে, পাঁচ বছর পেরিয়ে গেলেও তাদের এম পি নেই। এম পি প্রস্তুত না হওয়ার কারণ নথিবদ্ধ ছিল না।

সুতরাং, বিভাগগুলিতে কৃত কর্মকাণ্ডগুলি তদর্থক ছিল না এবং যথাযথভাবে নির্ধারিত লক্ষ্য নিয়ে তৈরি কোনো দীর্ঘমেয়াদি বিজ্ঞান সম্মত পরিকল্পনা নির্ভর ছিল না। দপ্তর টি জানায় যে সি আর গুলিকে এম পি প্রস্তুত করার জন্য নির্দেশিকা জারি করা (মার্চ 2023) হয়েছে।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (জানুয়ারি 2024) যে নিরীক্ষা দ্বারা নির্দেশিত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরির জন্য একটি ডেডিকেটেড সেল স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে কিন্তু জনবলের তীব্র ঘাটতি এই ধরনের সেল স্থাপনে বাধা দেয়। কিছু উদ্যানের সামগ্রিক এলাকার পরিবর্তনের কারণে ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে।

বক্স 1: ঘটনার মূল্যায়ন

1,340.34 হেক্টর সম্বলিত গড়পঞ্চকোট কনজারভেশন রিজার্ভ (জি সি আর)- এর বিজ্ঞপ্তি মে 2017-এ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে পাঁচ বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু এই সি আর-এর জন্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়নি। এই কনজারভেশন রিজার্ভ টি যে সমস্ত প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়, সেগুলি হল জলের অভাব, শুষ্ক মরসুমে পশুখাদ্যের অভাব, অত্যধিক জৈবিক প্রভাব, বনে আগুন, গোচারণ এবং বনের উপর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নির্ভরতা।

নথি থেকে দেখা যায় যে তহবিলের স্বল্পতার কারণে 13টি যৌথ বন ব্যবস্থাপনা কমিটির (জে এফ এম সি) সদস্যদের ইকো-ট্যুরিজম বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি ফলে তাদের ইকো-ট্যুরিজমের সাথে জড়িত করা যায়নি যদিও এটি একটি পর্যটন স্থল। ফেব্রুয়ারী 2018 এবং মার্চ 2022-এ বনে বিশাল আগুন লেগেছিল যা যথাক্রমে 320 হেক্টর এবং 200 হেক্টর বনাঞ্চলকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। এছাড়া এপ্রিল 2020 -এ বনে আরও একটি আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছিল কিন্তু তাতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার পরিমাপ করা হয়নি। 2017-22 সালে বিদ্যমান একটি জলাশয় ছাড়াও সি আর-এ চারটি নতুন জলাশয় তৈরি করা হয়েছিল। শীত ও গ্রীষ্মকালে জলের ঘাটতি এড়াতে আরও জলাশয় তৈরি করা প্রয়োজন।

এই প্রতিকূলতাগুলি কাটিয়ে উঠতে আরও জলাশয় খনন করা, নতুন টহল পথ ও রাস্তা তৈরি করা, মাটি সংরক্ষণের কাজ করা, ফায়ার লাইন তৈরি করা এবং ইকো-ট্যুরিস্টদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা প্রয়োজন। পি এ-এর সফল ব্যবস্থাপনার জন্য 13টি জে এফ এম সি গ্রামেও সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন।

কংসাবতী (উত্তর) বিভাগ জানায় (আগস্ট 2022) যে বনের আগুনের কারণে ক্ষতির মূল্যায়ন করা হয়নি কারণ এটি শুধুমাত্র একটি স্থলভাগের আগুন ছিল এবং এম পি-র অনুমোদনের পরে সীমাবদ্ধতাগুলি কাটিয়ে উঠতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তাই একটি অনুমোদিত এম পি-র অবাস্তবায়নে বাসস্থানের উন্নয়ন, অগ্নি সুরক্ষা ও জীবিকা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রাণী সংরক্ষণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়নি।

---

15 *দেউল সুরক্ষিত সংরক্ষণাগার, হিজলি সুরক্ষিত সংরক্ষণাগার, তেকোনিয়া সুরক্ষিত সংরক্ষণাগার, মুকুটমনিপুর সুরক্ষিত সংরক্ষণাগার, গড়পঞ্চকোট সুরক্ষিত সংরক্ষণাগার।*

16 *বিজ্ঞপ্তি নং 1555 তারিখ 19.05.2017।*

1.7.1.2 পরিকল্পনার পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন

এন ডব্লিউ এ পি 2017-31 অনুসারে পি এ গুলির ব্যবস্থাপনা কার্যকারিতা মূল্যায়ন করার জন্য এম পি গুলির পর্যায়ক্রমে পর্যালোচনা করা হয়েছিল। তিনটি[17] পি এ-এর ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে অনুমোদিত এম পি-তে পাঁচ বছরের জন্য আর্থিক ও বাস্তবিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। যাইহোক, পাঁচ বছর পরও মধ্য-মেয়াদী পর্যালোচনা করা হয়নি বা এম পি-র অবশিষ্ট সময়ের জন্য সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়নি যা **সারণী 1.2**-এ বিশদে বিবরণ দেওয়া হল:

সারণী 1.2: সংশোধিত লক্ষ্য ছাড়াই ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

পি এ-এর নাম	ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা সময়কাল	সময়কালের জন্য এম পি-তে স্থিরীকৃত লক্ষ্য	কোনো সংশোধিত লক্ষ্য ছাড়াই এম পি-র সময়কাল
মহানন্দা ডব্লিউ এল এস	2011-12 থেকে 2021-22 পর্যন্ত	2011-12 থেকে 2016-17 পর্যন্ত	2017-18 থেকে 2021-22 পর্যন্ত
সেঞ্চাল ডব্লিউ এল এস	2012-13 থেকে 2021-22	2012-13 থেকে 2017-18 পর্যন্ত	2018-19 থেকে 2021-22 পর্যন্ত
সিঙ্গালিলা এন পি	2013-14 থেকে 2022-23	2013-14 থেকে 2018-19 পর্যন্ত	2019-20 থেকে 2022-23 পর্যন্ত

(উৎস: সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য)

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে নির্দেশমত এম পি গুলির মধ্য-মেয়াদী পর্যালোচনা করা হবে।

1.7.1.3 সুরক্ষা পরিকাঠামো গঠন

প্রায় 73 বর্গ কিমি অর্থাৎ জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের মোট এলাকার (216.34 বর্গ কিমি) এক তৃতীয়াংশ একটি জাতীয় সড়ক (এন এইচ 31সি) দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত। সুরক্ষা পরিকাঠামো এবং সংগঠিত আবাসস্থলের অভাবে এলাকার উত্তরের অংশ গন্ডারের জন্য চৌহদ্দি সীমার বাইরে দেখা গেছে। এটা দেখা গেছে যে, যদিও জলদাপাড়া এন পি-এর বিজ্ঞপ্তি এপ্রিল 2012-এ জারি করা হলেও বর্তমান এম পি-তে (2018-28) উত্তর অংশে গন্ডারদের আবাসস্থল সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করা হয়নি। ফলস্বরূপ, যখনই গন্ডার উত্তর অংশে প্রবেশ করেছিল সুরক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে তাদের ফিরতি পথে চালিত করা হয়েছিল। সুতরাং তাদের বাসস্থান কঠোরভাবে দক্ষিণাঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। উদ্যানের দক্ষিণ অংশের কিছু পরিসরে ঘনীভূত জনসংখ্যা এবং রোগ ও অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে মৃত্যুর ঘটনা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে, পার্কের উত্তর অংশে গন্ডারের আবাসস্থল এলাকা সম্প্রসারণের বিষয়টি এম পি-তে বিবেচনা করা উচিত ছিল, যেমনটি ***অনুচ্ছেদে 1.7.4.1***- এ বর্ণিত হয়েছে।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে জলদাপাড়ার উত্তর অংশের সাথে আবাসস্থলের অবশিষ্ট অংশের সংযোজনের বিষয়টি বিবেচনাধীন।

সুপারিশ 1:

দপ্তরকে একটি নির্দিষ্টভাবে নিয়োজিত সেলের মাধ্যমে এবং একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার জন্য নির্দিষ্ট পদক্ষেপের এবং সময়সীমার সঙ্গে পরিকল্পনা প্রক্রিয়াটিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে।

1.7.2 অভয়ারণ্য, ই এস জেড এবং করিডোরগুলির আঞ্চলিক অখণ্ডতা

সুরক্ষিত এলাকা (পি এ) হল সুসংজ্ঞায়িত ভৌগলিক স্থান, স্বীকৃত, উৎসর্গীকৃত, এবং প্রকৃতির দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ অর্জনের জন্য আইনি এবং অন্যান্য কার্যকর উপায়ে পরিচালিত। ইকো-সেনসিটিভ জোন (ই এস জেড) হল জাতীয় উদ্যান এবং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের আশেপাশে এম ও

[17] *মহানন্দা ডব্লিউ এল এস, সেঞ্চাল ডব্লিউ এল এস এবং সিঙ্গালিলা এন পি।*

ই এফ সি সি দ্বারা অবহিত করা এলাকা। ই এস জেড ঘোষণার উদ্দেশ্য হল এই ধরনের সুরক্ষিত এলাকার আশেপাশে ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার মাধ্যমে পি এ-গুলির জন্য একটি 'শক অ্যাবজরবার'/'ট্রানজিশন জোন' তৈরি করা। তারা উচ্চ সুরক্ষা এলাকা থেকে কম সুরক্ষা জড়িত এলাকায় একটি রূপান্তর অঞ্চল হিসাবে কাজ করবে। এন ডব্লিউ এ পি অনুসারে, পরিবেশ (সুরক্ষা) আইন, 1986-এর অধীনে পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল অঞ্চলের অবস্থান, পি এ- এর চারপাশে বাফার এবং করিডোরগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য একটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা উচিত।

মনুষ্য কার্যকলাপের কারণে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ক্রমশ খণ্ডিত হয়ে পড়ছে। করিডোরগুলি স্থানের বিভক্তকরণের কিছু প্রতিকূল প্রভাব কমাতে বা পরিমিত করতে সহায়তা করে এবং আবাসস্থলে বন্যপ্রাণীর প্রসার সহজতর করে যা দীর্ঘমেয়াদী জেনেটিক আদান-প্রদানের অনুমতি দেয় এবং খণ্ডিত আবাসস্থলগুলিকে পুনরায় উপনিবেশ করতে দেয় যেখান থেকে বন্যপ্রাণী স্থানীয়ভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

অভয়ারণ্য এবং ই এস জেড-এর চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি, অভয়ারণ্যের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষণাবেক্ষণ এবং ই এস জেড-এর উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের জন্য জোনাল মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলি পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

1.7.2.1 ডব্লিউ পি এ 1972-এর অধীনে সুরক্ষিত এলাকার বিজ্ঞপ্তি

পি এ-এর স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত সীমানা এবং আইনি অবস্থান বন্যপ্রাণীর কার্যকর সুরক্ষায় সহায়তা করে। ফলস্বরূপ এটি দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ নিশ্চিত করবে এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে বিরোধ হ্রাস করবে এবং এর ফলে তাদের সুরক্ষা ও সংরক্ষণের কার্যাবলী কার্যকরভাবে নির্বাহ করতে পি এ ব্যবস্থাপনাকে সহায়তা করবে।

বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইন, 1972 (ডব্লিউ পি এ) (1991 সালে সংশোধিত)-এর ধারা 26A অনুসারে, এই আইনের 18 থেকে 25 ধারায় থাকা প্রক্রিয়া পুরন হওয়ার পরে রাজ্য সরকার একটি এলাকাকে 'অভয়ারণ্য' হিসাবে ঘোষণা করতে পারে। এছাড়াও, আইনের ধারা 66(4) অনুসারে যেখানে 19 থেকে 25 ধারার অধীন কোনো কার্যক্রম সংশোধনী আইন (1991)-এ শুরু হওয়ার তারিখে মুলতুবি থাকে, সেক্ষেত্রে ধারা 18-এর অধীনে ঘোষিত কোনো সংরক্ষিত বন বা আঞ্চলিক জলের অংশকে অভয়ারণ্য হিসেবে গণ্য হবে। এইভাবে, সংরক্ষিত বন এবং আঞ্চলিক জলের অভয়ারণ্য ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলগুলিকে আইনি মর্যাদা দেওয়ার জন্য ডব্লিউ পি এ-এর ধারা 26A-এ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি জারি করা অপরিহার্য।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে রাজ্যের মোট 31টি সুরক্ষিত এলাকার মধ্যে আটটি ডব্লিউ এল এস-এর ক্ষেত্রে 26A-এর অধীনে চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি।

এইভাবে, ডব্লিউ পি এ-এর ধারা 26A-এর অধীনে চূড়ান্ত বিঞ্জপ্তি জারি না করার কারণে, এই আটটি[18] অভয়ারণ্যের আইনগত মর্যাদার অভাব ছিল যা বন্যপ্রাণী এবং এর আবাসস্থলের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য ক্ষতিকর ছিল।

1.7.2.2 জি আই এস মানচিত্র অনুযায়ী বিজ্ঞাপিত এলাকা

সুস্পষ্ট সীমানা নির্ধারণের অভাবে, বন বিভাগের ক্ষেত্রীয় কর্মীরা বন/অভয়ারণ্যের জমি দখল হওয়া থেকে রক্ষা করা কঠিন বলে মনে করেন। এর ফলে স্থানীয় জনগণের সাথে সংঘর্ষ হতে পারে এবং দখলের কারণে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলের জন্য বিপদজ্জনক হতে পারে। সঠিক জরিপ, সীমানা নির্ধারণ, বাউন্ডারি শিলাস্তম্ভ নির্মাণ এবং সীমানায় পাথর/মাটির দেয়াল দিয়ে বেড়া দিয়ে সীমান্তবর্তী বনে দখল এড়ানো যায়।

বন দপ্তর জি আই এস এবং গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জি পি এস) সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য স্যাটেলাইট রিমোট সেন্সিংকে একীভূত করে স্যাটেলাইট

---

18 *জোরপোখরি, রায়গঞ্জ, বল্লভপুর, রামনাবাগান, চিন্তামণি কর, সজনেখালি, হ্যালিডে আইল্যান্ড এবং বক্সা।*

চিত্রের ব্যাখ্যার জন্য একটি ভৌগলিক তথ্য ব্যবস্থা (জি আই এস) সেল জুলাই 1999-এ তৈরি করে। স্যাটেলাইট রিমোট সেন্সিং কৌশলগুলি সীমানা চিহ্নিতকরণের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।

নথি থেকে দেখা গেছে যে, নিম্নোক্ত ছয়টি পি এ-এর ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপিত এলাকা এবং ডিজিটাইজড ম্যাপ এলাকার মধ্যে পার্থক্য ছিল যা **সারণী 1.3**-এ বিশদে দেওয়া হল :

সারণী 1.3 : বিজ্ঞাপিত এলাকা এবং জি আই এস মানচিত্র অনুযায়ী পি এ এলাকা (বর্গ কিমিতে)

ক্রমিক সংখ্যা	পি এ-এর নাম	বিজ্ঞাপিত এলাকা	জি আই এস ডিজিটাল ম্যাপ অনুসারে এলাকা	পার্থক্য
1	নেওরা ভ্যালি এনপি	159.8917	156.4640	3.4277
2	বেথুয়াডহরী	0.6686	0.6600	0.0086
3	সজনখালী ডব্লিউ এল এসএবং	362.4000	362.3790	0.0210
4	হ্যালিডে দ্বীপ	5.9500	5.7570	0.1930
5	বক্সা ডব্লিউ এল এস	314.5200	277.070	37.4500
6	পাখি বিতান (পাখি অভয়ারণ্য)	14.0900	13.0300	1.0600
মোট				**42.1603**

সুতরাং, বন্যপ্রাণীর জন্য উপলব্ধ প্রকৃত এলাকা বিজ্ঞাপিত এলাকার তুলনায় কম ছিল। এটি পি এ-এর পরিমাণ সম্পর্কে ধারণার পার্থক্যের কারণে স্থানীয়দের এবং দপ্তরের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণ হতে পারে, যা সংশ্লিষ্ট পি এ-এর সুরক্ষা, সংরক্ষণ এবং পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন প্রচেষ্টাকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করতে পারে। নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে দুটি পি এ[19]-তে 68.86 হেক্টর জমিতে দখল (ঝুপড়ি ও চাষ) ছিল।

সুপারিশ 2:

দপ্তরকে আটটি পি এ-এর জন্য চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তির প্রক্রিয়া একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। বিজ্ঞাপিত এলাকা এবং ডিজিটাইজড মানচিত্রের মধ্যে এলাকার পার্থক্য মেটানো উচিত এবং সেই অনুযায়ী পি এ-এর সীমানা চিহ্নিত করা উচিত।

1.7.2.3 পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল অঞ্চল বাস্তবায়ন

ন্যাশনাল বোর্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফের গৃহীত সিদ্ধান্তের (17 মার্চ 2005) অনুসরণে, এম ও ই এফ এন্ড সি সি সমস্ত রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকারগুলিকে জাতীয় উদ্যান (এন পি) এবং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডব্লিউ এল এস)-এর আশেপাশে পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল অঞ্চল (ই এস জেড) ঘোষণার জন্য স্থান-নির্দিষ্টকরণ প্রস্তাব প্রেরণ করার নির্দেশ দেয় (27 মে 2005)। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে ই এস জেড হিসাবে বর্ণিত এলাকার স্থান-নির্দিষ্ট হতে হবে এবং নির্দিষ্ট কার্যকলাপের উপর নিষেধাজ্ঞার পরিবর্তে নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হবে। এই বিষয়ে বেশ কিছু অনুস্মারকও এম ও ই এফ এন্ড সি সি দ্বারা রাজ্য সরকারগুলিকে পাঠানো হয়। মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকারকে এই বিষয়ে এম ও ই এফ এন্ড সি সি-এর কাছে প্রস্তাব পাঠানোর নির্দেশ দেয় (4 ডিসেম্বর 2006)। এ এন পি এবং ডব্লিউ এল এস গুলির আশেপাশে পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল অঞ্চল (ই এস জেড) ঘোষণার জন্য এম ও ই এফ এন্ড সি সি 9 ফেব্রুয়ারি 2011 একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করে নির্দেশিকা অনুসারে বাণিজ্যিক খনন, করাত কল স্থাপন, দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প স্থাপন, বড় জলবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন এবং হোটেল/রিসোর্ট স্থাপন, প্রাকৃতিক জল সম্পদের বাণিজ্যিক ব্যবহার ইত্যাদির মতো বেশ

[19] *নেওরা উপত্যকা (50.86 হেক্টর) এবং জলদাপাড়া (18 হেক্টর)।*

কয়েকটি নিয়ন্ত্রিত ক্রিয়াকলাপ নিষিদ্ধ করে। এই নির্দেশিকা অনুসারে ই এস জেড ঘোষণার জন্য গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতিগুলির সাথে সম্পর্কিত। নির্দেশিকা অনুসারে, এন পি এবং ডব্লিউ এল এস গুলির চারপাশে ই এস জেড ঘোষণা করার উদ্দেশ্য হল পি এ-এর জন্য অপ্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করার একপ্রকার বন্দোবস্ত। এগুলি বেশি সুরক্ষিত এলাকা ও কম সুরক্ষিত এলাকার মধ্যে রূপান্তরের মধ্যবর্তী এলাকা হিসাবে কাজ করবে।

নয়টি ডব্লিউ এল এস-এর ক্ষেত্রে খসড়া বিজ্ঞপ্তি জমা দেওয়ার বিষয়ে এম ও ই এফ এন্ড সি সি-এর অনেকগুলি অনুস্মারক পাওয়া সত্ত্বেও দপ্তর সেপ্টেম্বর 2022 পর্যন্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেনি **সারণী 1.4**-এ বিশদে বলা হল :

সারণী 1.4 : এন পি এবং ডব্লিউ এল এস গুলির ই এস জেড-এর চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি জমা দেওয়ার বিশদ বিবরণ

ক্রমিক সংখ্যা	পি এ-গুলির নাম	চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ
1	সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যান	17.11.2017
2	সেঞ্চাল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	15.01.2019
3	মহানন্দা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	22.09.2020
4	চাপড়ামারী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	07.06.2019
5	নেওরা ভ্যালি জাতীয় উদ্যান	12.09.2017
6	জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান	22.08.2017
7	চিন্তামনি কর পাখি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	15.01.2019
8	বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগারের মধ্যে বক্সা জাতীয় উদ্যান	11.06.2019
9	বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগারের মধ্যে বক্সা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	07.09.2020
10	রায়গঞ্জ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	26.11.2018
11	বল্লভপুর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	27.09.2019
12	রামনাবাগান বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	30.08.2019
13	বিভূতিভূষণ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	10.10.2019
14	পাখি বিতান (পাখি অভয়ারণ্য)	সেচ বিভাগ থেকে জমি হস্তান্তর এখনও সম্পূর্ণ হয়নি এবং পি এ-এর চারপাশে ই এস জেড ঘোষণা এখনও মুলতুবি রয়েছে
15	গোরুমরা জাতীয় উদ্যান	এই ছয়টি পি এ-এর খসড়া বিজ্ঞপ্তি এখনও এম ও ই এফ এন্ড সি সি-তে জমা দেওয়া বাকি আছে
16	সজনেখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এবং সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান[20]	
17	হ্যালিডে দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	
18	লোথিয়ান দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	
19	পশ্চিম সুন্দরবন বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	
20	বেথুয়াডহরী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	এম ও ই এফ এন্ড সি সি প্রক্রিয়াধীন আছে
21	জোরপোখারি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	

(উৎস: বন্যপ্রানী অধিকার দ্বারা পেশ করা তথ্য)

ভারতের মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট (3 জুন 2022) প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পি সি সি এফ-কে এই মর্মে নির্দেশ দেন যে, প্রাসঙ্গিক বিবরণসহ ই এস জেড-এর মধ্যে বিদ্যমান কাঠামোর একটি তালিকা অবিলম্বে তৈরি করতে হবে এবং তিন মাসের মধ্যে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের

[20] *এই দুটির জন্য একটি একক খসড়া বিজ্ঞপ্তি প্রস্তুত করা হয়েছে কারণ কিছু এলাকায় যৌথ সীমানা উভয়েই ভাগ করে নিয়েছে।*

সামনে একটি রিপোর্ট পেশ করতে হবে। যদিও দপ্তর সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশের মান্যতা দেওয়ার জন্য আরও 90 দিনের জন্য সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন করে (সেপ্টেম্বর 2022)। নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে, ই এস জেড গুলির বিজ্ঞপ্তি জারি করার এবং পরবর্তীকালে সেই বিজ্ঞপ্তিগুলির বাস্তবায়নে দীর্ঘ বিলম্বের কারণে নিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপের সম্প্রসারণ অব্যাহত থাকে। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ অনুসারে পি এ-গুলির ই এস জেড-এর মধ্যে বিদ্যমান কাঠামোর তালিকা এখনও (নভেম্বর 2022) প্রস্তুত করা হচ্ছে।

(i) জোনাল মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুতি

এম ও এফ এন্ড সি সি-এর এন পি এবং ডব্লিউ এল এস-গুলির আশেপাশে ই এস জেড ঘোষণার (9 ফেব্রুয়ারী 2011) নির্দেশিকা অনুযায়ী রাজ্য সরকার ই এস জেড-এর উদ্দেশ্যে রাজ্যের সক্ষম আধিকারিকের অনুমোদনের জন্য ই এস জেড বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে একটি জোনাল মাস্টার প্ল্যান (জেড এম পি) প্রস্তুত করার প্রয়োজন। অনুমোদিত বর্তমান ভূমি ব্যবহার, পরিকাঠামো এবং কার্যক্রমের উপর জেড এম পি বিধিনিষেধ আরোপ করবে না, যদি না বিজ্ঞপ্তিতে সেরকম কিছু করার বিষয়ে উল্লেখ থাকে এবং যদি না তা আরও দক্ষ এবং পরিবেশ-বান্ধব হওয়ার জন্য সমস্ত পরিকাঠামো ও কার্যক্রমের উন্নতির কারণে করা হয়।

যাইহোক, বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে দুই থেকে পাঁচ বছর কেটে যাওয়ার পরেও রাজ্য সরকার এখনও (আগস্ট 2022) পর্যন্ত ইকো-ট্যুরিজম মাস্টার প্ল্যান[21] সহ একটি জোনাল মাস্টার প্ল্যান তৈরি করতে পারেনি।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (জানুয়ারি 2024) যে, বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগার ই এস জেড এবং জলদাপাড়া ই এস জেড-এর জেড এম পি গ্লোবাল টাইগার ফোরামের সহযোগিতায় পরিচালিত হচ্ছে এবং বাকিগুলি শীঘ্রই সম্পন্ন করা হবে।

(ii) নজরদারি কমিটি গঠন

পরিবেশ (সুরক্ষা) আইন, 1986-এর ধারা 3-এর অধীনে উপ-ধারা (3)-এর বিজ্ঞপ্তির নিয়মগুলির কার্যোপযোগী পর্যবেক্ষণের জন্য এম ও এফ এন্ড সি সি নির্ধারিত গঠন অনুযায়ী নজরদারি কমিটি তৈরি করা, যার নেতৃত্বে চেয়ারম্যান হিসাবে সংশ্লিষ্ট জেলা কালেক্টর, সদস্য সচিব হিসাবে উদ্যান কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্র[22] থেকে রাজ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত অন্যান্য সদস্যগন থাকবেন। নজরদারি কমিটির মেয়াদ হবে তিন বছর বা রাজ্য সরকার দ্বারা নতুন কমিটির পুনর্গঠন না হওয়া পর্যন্ত।

নজরদারি কমিটিকে প্রতি বছরের 31শে মার্চ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের কার্যকলাপের বার্ষিক প্রতিবেদন সেই বছরের 30 জুনের মধ্যে রাজ্যের প্রধান বন্যপ্রাণী রক্ষকের কাছে জমা দেওয়া প্রয়োজন।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে, ই এস জেড বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে এইরকম 13টি পি এ-এর মধ্যে সেখানে নজরদারি কমিটিগুলি শুধুমাত্র দুটি পি এ (বক্সা জাতীয় উদ্যান এবং বক্সা অভয়ারণ্য)-তে নজরদারি কমিটি গঠন করেছিল, যদিও ই এস জেড-এর বিজ্ঞপ্তিগুলি দুই থেকে পাঁচ বছর আগেই জারি করা হয়েছিল। বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগার (বি টি আর)-এ নজরদারি কমিটি বিজ্ঞপ্তির তারিখের প্রায় দুই বছর পরে 28 জুন 2022-এ গঠিত হয়েছিল। আগস্ট 2022 পর্যন্ত তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তবে পরিবেশ বিশেষজ্ঞ, পূর্ত দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (ডব্লিউ বি পি সি বি)-এর মধ্যে থেকে কোনো সদস্যকে, এখনও সংশ্লিষ্ট দপ্তর দ্বারা মনোনীত করা হয়নি। যাইহোক, প্রধান বন্যপ্রাণী রক্ষকের কাছে সমগ্র বিষয়টিতে নজরদারি কমিটির জমা করা কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন সম্বন্ধীয় কোনো তথ্য নথিভুক্ত ছিল না।

21 *নতুন হোটেল ও রিসর্ট, বাণিজ্যিক স্থাপনা ইত্যাদি নির্মাণের নিয়ম।*

22 *বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কাজ করা বেসরকারী প্রতিনিধি জীববৈচিত্র্য, বাস্তুবিদ্যা এবং পরিবেশ বিশেষজ্ঞ, রাজ্যের পূর্ত দপ্তর এবং রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ-এর একজন প্রতিনিধি।*

এইভাবে, কমিটি গঠনে অত্যধিক বিলম্বের ফলে এই বিজ্ঞপ্তির নিয়মগুলিকে মান্যতা দেওয়া যায় নি, এটি বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার এবং লাইন ডিপার্টমেন্টের মধ্যে সমন্বয়কেও প্রভাবিত করে।

উত্তরে দপ্তর জানায় (জানুয়ারি 2024) যে এই ই এস জেড-এর নজরদারি কমিটিগুলি রাজ্য সরকার দ্বারা অবহিত করা হচ্ছে।

বক্স 2: ঘটনার মূল্যায়ন

- বিজ্ঞপ্তি জারির পর থেকে জলদাপাড়া এন পি-এর ইকো-সেন্সিটিভ জোনের মধ্যে 159টি হোমস্টে/রিসর্ট (নিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপ) তৈরি করা হয়। আরও, দুটি করাত কল, যেগুলি ই এস জেড বিজ্ঞপ্তির নিষিদ্ধ তালিকার অধীনে রয়েছে, বিজ্ঞপ্তির তারিখের পরে সেগুলির নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়। যেহেতু সুরক্ষিত এলাকায় এবং তার আশেপাশে হোটেল এবং রিসর্টের মতো বাণিজ্যিক কার্যকলাপগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার, অনুমোদনের/ নিয়ন্ত্রণের অভাব বন্যপ্রাণী এবং তাদের আবাসস্থলের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে। উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে হোমস্টে ই এস জেড গুলিতে নিষিদ্ধ কার্যকলাপ নয়। উত্তরটি এই মর্মে পর্যালোচনা করা যেতে পারে যে, জলদাপাড়া এন পি-এর ই এস জেড বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, সমস্ত নতুন ইকো-ট্যুরিজম কার্যক্রম ট্যুরিজ্ম মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী হতে হবে, যা জোনাল মাস্টার প্ল্যানের অংশ হবে। কিন্তু, এখনও পর্যন্ত (মার্চ 2023) এন পি-এর জন্য ট্যুরিজ্ম মাস্টার প্ল্যান বা জোনাল মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুত করা হয়নি।
- সজনেখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এবং সুন্দরবন জাতীয় উদ্যানের জন্য ইকো-সেন্সিটিভ জোনের খসড়া প্রস্তাবটি এখনও (সেপ্টেম্বর 2022) এম ও ই এফ এফ-এর কাছে পাঠানো হয়নি। এদিকে ই এস জেড বিজ্ঞপ্তির অবর্তমানে পর্যটন লজগুলির বিস্তার নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত থাকে। নভেম্বর 2022 পর্যন্ত, 84টি ট্যুরিস্ট লজ এস টি আর[23]-এর সীমানায় কাজ করছিল। এই লজগুলিতে আবর্জনা এবং পয়ঃনিষ্কাশনের সঠিক বন্দোবস্ত ছিল না। নদীর তীরে খোলা গর্তে আবর্জনা ফেলা হচ্ছিল এবং জোয়ারের সময় এই ক্ষয়হীন বর্জ্যের বেশিরভাগই জোয়ারের জলে ম্যানগ্রোভ ইকো-সিস্টেমে পরিবাহিত হচ্ছিল। উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে বিভাগ (আগস্ট 2022) ট্যুরিস্ট লজগুলির তালিকা তৈরি করেছে এবং নিশ্চিত করেছে যে তারপর থেকে কোনও নতুন রিসর্ট তৈরি করা হয়নি। যাইহোক, বিষয়টি হল এই যে দপ্তর, এস টি আর-এর আশেপাশে ই এস জেড এলাকা ঘোষণা করতে অত্যধিক বিলম্ব করেছে (**সারণী 1.4**, ক্রমিক সংখ্যা 16-19 -এ বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে)।

সুপারিশ 3:

রাজ্য সরকারের প্রয়োজন ইকো সেনসিটিভ জোন, জোনাল মাস্টার প্ল্যান এবং ট্যুরিজম প্ল্যানের প্রস্তুতি এবং বিজ্ঞপ্তি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিশ্চিত করা এবং এতে অন্তর্ভুক্ত নিষিদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপের কার্যকর নজরদারি নিশ্চিত করা।

1.7.2.4 করিডোর ব্যবস্থাপনা

এন ডব্লিউ এ পি 2017-31 (অধ্যায় 1-এর 8.1) অনুসারে, রাজ্য বন দপ্তরকে করিডোরের[24] জন্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা উচিত। উত্তরবঙ্গের ল্যান্ডস্কেপ 14টি চিহ্নিত

23 *সজনেখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এবং সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান এস টি আর-এর অংশ।*

24 *বন্যপ্রাণী করিডোর হল স্থানীয় গাছপালাসহ একটি সংকীর্ণ জমির টুকরো যা দুই বা তার অধিক সমতুল্য আবাস অথবা বন খণ্ডের বৃহৎ অঞ্চলের সাথে সংযোগ স্থাপন করে এবং স্থানান্তরন, উপনিবেশ স্থাপন ও উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের আন্তঃ প্রজননসহ বাস্তুতন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং এর ফলে বেঁচে থাকার সুযোগও বৃদ্ধি পায়।*

করিডোর (***অনুচ্ছেদ 1.8.1.2***-এ বর্ণিত) নিয়ে গঠিত, যা তরাই অঞ্চলের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারের তিনটি জেলা জুড়ে বিস্তৃত। এই করিডোরগুলির মাধ্যমে বন্যপ্রাণীর চলাচল সুরক্ষিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলি হাতিদের স্থানান্তরের সময় তাদের দ্বারা ক্ষতির কারণে বিশাল অর্থনৈতিক ক্ষতির ঝুঁকি থাকে। 2017-22 সময়কালে, 148 জন মানুষের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে, যার ফলে 12.90 কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে উত্তরবঙ্গে সাতটি করিডোরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং তারপরে আরও জানায় (জানুয়ারি 2024) যে রাজ্য স্তরের নজরদারি কমিটি পাইলট প্রকল্প হিসাবে তিতি-রেঠি নামে একটি করিডোর গ্রহণ করার অনুমোদন দিয়েছে এবং এই বিষয়টির তহবিলের জন্য 2023-2024-এ একটি প্রস্তাব এম ও ই এফ এন্ড সি সি -এ পাঠানো হয়েছে তবে, দপ্তর এখনও এই করিডোরগুলির জন্য একটি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করতে পারেনি, যা মানব-প্রাণী সংঘর্ষকে কমিয়ে আনবে।

1.7.2.5 বন্যপ্রাণীর ব্যবস্থাপনা ও সুরক্ষার জন্য নজরদারির ব্যবস্থা

বন দপ্তর, জি ও ডব্লিউ বি, বন্যপ্রাণীর (সুরক্ষা) সংশোধন আইন, 2002 (ধারা 6) অনুসারে স্টেট বোর্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ (এস বি ডব্লিউ এল) গঠন করেছে (6 নভেম্বর 2003)। আইন (ধারা 7 এবং 8) অন্যান্য বিষয়ের সাথে শর্ত দিয়েছে যে বন্যপ্রাণী এবং সংরক্ষিত অঞ্চলগুলির ব্যবস্থাপনা এবং সুরক্ষার বিষয়ে রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য এস বি ডব্লিউ এল -এর সভা বছরে কমপক্ষে দুবার অনুষ্ঠিত হতে হবে।

দেখা গেছে যে এস বি ডব্লিউ এল-এর প্রথম সভা 24 ডিসেম্বর 2003-এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং শেষ সভা (11তম সভা) 13 জুন 2017-এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এইভাবে, 2022 সালের মার্চ পর্যন্ত, নিয়ম অনুযায়ী 37টি সভার পরিবর্তে মাত্র 11টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নিয়মিত বোর্ড মিটিংয়ের অভাবে, পর্যবেক্ষণ এবং সুরক্ষার মত বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন : (i) গন্ডারের জন্য বিকল্প আবাসস্থল গড়ে তোলা (ii) একটি ডলফিন কমিউনিটি রিজার্ভ তৈরি করা এবং (iii) উত্তরবঙ্গের পি এ-তে শুধুমাত্র সেগুন গাছ চাষের জন্য ক্যানোপি মুক্ত করা এবং পরবর্তীকালে তৃণভূমি সৃষ্টি এর উপর বিরূপভাবে প্রভাব ফেলেছিল, যা পরবর্তী (***অনুচ্ছেদ 1.7.4.1, 1.7.4.4*** এবং ***1.7.6.2***) বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। উত্তরে, দপ্তর (ফেব্রুয়ারী 2023) জানায় যে, সর্বশেষ সভাটি সেপ্টেম্বর 2022-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

1.7.3 বিপন্ন প্রজাতির সংরক্ষণ

এন ডব্লিউ এ পি 2017-31- এ বিপন্ন প্রজাতি এবং তাদের আবাসস্থল সংরক্ষণকে উচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। 'ইন্টিগ্রাল ডেভেলপমেন্ট অফ ওয়াইল্ডলাইফ হ্যাবিটেট' (আই ডি ডব্লিউ এইচ)-এর মত একটি কেন্দ্র পোষিত প্রকল্প (সি এস এস)-এর অধীনে রাজ্য সরকারগুলিকে পি এ-গুলির বাইরে অত্যন্ত বিপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবাসস্থল শনাক্ত করতে এবং এই ধরনের আবাসস্থলগুলির সংরক্ষণ ও দীর্ঘমেয়াদী নজরদারি করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। বিপন্ন প্রজাতির বিষয়ে এম ও ই এফ এন্ড সি সি (আগস্ট 2018)-এর অনুরোধের জবাবে, রাজ্য জানায় (ডিসেম্বর 2018) যে, এই ধরনের 22টি প্রজাতির মধ্যে রাজ্যের পাঁচটি প্রজাতি ছিল, যেমন চিতাবাঘ, রয়েল বেঙ্গল টাইগার, বাইসন, গন্ডার ও হাতি। "মহাবিপন্ন প্রজাতির জন্য পুনরুদ্ধার কর্মসূচি" (সেপ্টেম্বর 2018) বিষয়ে এম ও ই এফ এন্ড সি সি-এর প্রতিক্রিয়ায়, রাজ্য জানায় যে, এই ধরনের মোট 17টি প্রজাতির মধ্যে রাজ্যে ডলফিন (সুসুক এবং ইরাবতি ডলফিন), গন্ডার এবং শকুন (হোয়াইট-ব্যাকড শকুন এবং স্লেন্ডার-বিলড শকুন) তিনটি প্রজাতি ছিল। এছাড়াও, ন্যাশনাল বোর্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফের স্থায়ী কমিটির 49 তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের ফলস্বরূপ (13 জুন 2018), তালিকার মধ্যে 17 টির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে চারটি[25] প্রজাতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

[25] *উত্তর ভারতীয় টেরাপিন, রেড পান্ডা, মেঘলা চিতাবাঘ এবং আরব সাগরীয় হাম্পব্যাক তিমি।*

1.7.3.1 বিপন্ন প্রজাতির অনুমান

সুরক্ষিত এলাকার (পি এ) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জন্য বন্যপ্রাণীর সংখ্যার অনুমান একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনা উপকরন। এন ডব্লিউ এ পি 2017-31-এ বিপন্ন[26] এবং মহাবিপন্ন[27] প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর তালিকা পর্যালোচনা এবং আপডেট করার পরিকল্পনা এবং ভারতের স্থানীয় প্রজাতির লাল তালিকাভুক্তিকরন সম্পন্ন করার বিষয়ে[28]- এ উল্লেখ আছে। প্রক্রিয়াটি 2020 সালের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা ছিল। বন্যপ্রাণী প্রজাতির নিয়মিত শুমারি পি এ ম্যানেজারকে কার্যকরী সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম করে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে :

- শুধুমাত্র তিনটি প্রাণীর ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে শুমারি করা হয়েছিল[29] সেগুলি হল- বাঘ, হাতি এবং গন্ডার। চিতাবাঘ এবং বাইসনের শুমারি[30] প্রায় দশ বছর আগে করা হয়েছিল। উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে, চিতাবাঘের মতো বাঘের সহ-শিকারীর সংখ্যার গণনা বাঘ শুমারির সাথে করা হয়েছিল। যাইহোক, ঘটনাটি থেকে দেখা যায় যে সহ-শিকারীর আনুমানিক পরিসংখ্যান বার্ষিক প্রতিবেদনে উপলব্ধ ছিল না বা নিরীক্ষায় পেশ করা হয়নি। দপ্তর পুনরায় জানিয়েছে হিমালয়াণ ব্ল্যাক বিয়ার এই বছরে (জানুয়ারি 2024) প্রথম গণণা করা হয়েছে।
- ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার (আই ইউ সি এন)-এর রেড ডাটা বুক[31] এবং বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন, 1972-এর তফসিল-I-[32] অনুযায়ী রেড পান্ডাকে হিমালয় অঞ্চলের একটি মহাবিপন্ন প্রজাতি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সিঙ্গালিলা ন্যাশনাল পার্ক (এস এন পি) এবং নেওরা ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক (এন ভি এন পি) উভয় রেড পান্ডা সম্বলিত জাতীয় উদ্যানে যথাক্রমে মার্চ 2018 এবং 2019-এ শুমারি হয়েছে। এস এন পি-তে 2012 সালের সংখ্যা 38 থেকে 2018 সালে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে 49 হয়েছে । কিন্তু, অক্টোবর 2022 পর্যন্ত, এন ভি এন পি সংক্রান্ত শুমারি প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়নি। 2012 সালের শুমারি অনুসারে, এন ভি এন পি-এ রেড পান্ডার সংখ্যা ছিল 32, যদিও, এন ভি এন পি-তে বর্তমান সংখ্যার বিষয়ে দপ্তরের কাছে কোনো পরিসংখ্যান নেই। এটি উদ্যানে চলমান সংরক্ষণ কার্যক্রমকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে তা ***অনুচ্ছেদ 1.7.4.2***-এ বিশদে দেওয়া হয়েছে।
- মেছো বিড়াল পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য প্রাণী। এটিকে আই ইউ সি এন-এর লাল তালিকায় "সংকটাপন্ন"[33] প্রাণী হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন, 1972-এর অধীনে তফসিল-I প্রজাতি হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। মেছো বিড়ালের সংখ্যার বেশিরভাগই সংরক্ষিত এলাকার বাইরে পাওয়া যায়, যেখানে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা দুর্বল । এটি জলাভূমি ক্ষেত্র এবং ব্যাপকভাবে মানব অধ্যুষিত অঞ্চলে পাওয়া যায় এবং যা : (i) সড়ক দুর্ঘটনা (ii) বাসস্থানের ক্ষতি (iii) প্রতিশোধমূলক হত্যা এবং

[26] *আই ইউ সি এন অনুসারে বন্য অঞ্চলে বিলুপ্তির বেশি উচ্চ ঝুঁকির সম্মুখীন।*

[27] *আই ইউ সি এন অনুসারে বন্য অঞ্চলে বিলুপ্তির অত্যন্ত উচ্চ ঝুঁকির সম্মুখীন।*

[28] *ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার লাল তালিকায়, 'রেড' সেই প্রজাতিগুলিকে নির্দেশ করে যেগুলি বিলুপ্তির সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে।*

[29] *2012, 2013, 2014, 2016-17, 2018-19, 2019-20 সালে বাঘ শুমারি, 2014, 2017 সালে হাতি শুমারি এবং 2012, 2013, 2014, 2015, 2019, 2022 সালে গণ্ডার শুমারি করা হয়েছে।*

[30] *2012 সালে চিতাবাঘ, 2013-14 সালে বাইসন।*

[31] *লাল ডাটা বুক হল আই ইউ সি এন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নথি যা একটি রাজ্য বা দেশের মধ্যে বিদ্যমান বিরল এবং বিপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ, প্রাণী, ছত্রাক এবং কিছু স্থানীয় প্রজাতির নথিভুক্ত করার জন্য।*

[32] *ডব্লিউ পি এ, 1972-এর তফসিল 1-এ তালিকাভুক্ত প্রজাতিগুলির জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রয়োজন।*

[33] *আই ইউ সি এন অনুসারে বন্য অঞ্চলে বিলুপ্তির উচ্চ ঝুঁকির সম্মুখীন।*

(iv) ধর্মীয় শিকার- প্রবণতা যুক্ত। তবে, শুমারির পরিসংখ্যান না পাওয়ায় বিপন্ন প্রজাতির বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন করা যায়নি। উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে সুন্দরবনে মেছো বিড়ালদের সংখ্যার আনুমানিক হিসাব করা হয়েছে (2022) তবে, এটি রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলে করা হয়নি।

চিত্র 1.2: শিকারীদের দ্বারা নিহত মেছো বিড়াল এবং জংলি বিড়াল

(উৎস: এইচ ই এ এল[34])

- সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ ইকো-সিস্টেম রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছাড়াও অনেক বিরল এবং বিপন্ন প্রজাতির প্রানীকে আশ্রয় প্রদান করে। এর মধ্যে রয়েছে মোহনা কুমির *(ক্রোকোডাইলাস পোরোসাস)*। লক্ষ্য করা গেছে যে, 2021 সালে শুমারি অনুসারে, সুন্দরবনে (এস টি আর এবং দক্ষিণ 24 পরগনা বিভাগসহ) 86টি নোনা জলের কুমির ছিল (সরাসরি দেখা) যেখানে, একই এলাকায় গত আদমশুমারি (2012 সরাসরি দেখা) অনুসারে সংখ্যাটি ছিল 140টি।

ক্ষেত্র অধিকর্তা (এফ ডি), সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণাগার (এস টি আর) জানায় (নভেম্বর 2022) যে, 2021 সালের ফেব্রুয়ারিতে শুমারির সময়, আবহাওয়া মেঘলা এবং কুয়াশাচ্ছন্ন থাকায়, কুমিরের সরাসরি দেখা পাওয়ার হার ন্যূনতম ছিল। সুতরাং, আদমশুমারিটি শুধুমাত্র আংশিকভাবে সফল হয়েছিল এবং তা প্রকৃত চিত্র প্রদান করেনি। উত্তরটি এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা যেতে পারে যে, আদমশুমারির আংশিক সাফল্য ফাইলে নথিভুক্ত তো হয়নি উপরন্তু, প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণের জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে নুতন করে শুমারি করার জন্য কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

সুপারিশ 4:

দপ্তরের উচিত সমস্ত বিপন্ন প্রজাতির জীবকূলের জন্য সঠিক এবং সময়মত শুমারির ব্যবস্থা করা, যাতে এই প্রাণীদের জন্য যথাযথ সংরক্ষণ কৌশল তৈরি করা যায়।

1.7.4 মহাবিপন্ন প্রজাতির সংরক্ষণের জন্য পুনরুদ্ধার কর্মসূচি

1.7.4.1 গন্ডার সংরক্ষণ

দেশের তিনটি[35] গন্ডার সম্বলিত রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ একটি, যেখানে একশৃঙ্গ গন্ডারের সংখ্যা দেশের মোট বন্যপ্রাণী সংখ্যার প্রায় 10 শতাংশ। জলদাপাড়া ন্যাশনাল পার্ক এবং

34 *হিউম্যান অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট অ্যালায়েন্স লীগ, একটি পাবলিক চ্যারিটেবল ট্রাস্ট সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জুড়ে পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কাজ করে।*

35 *আসাম, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ।*

গোরুমারা ন্যাশনাল পার্ক এই দুটি পি এ-তে সংরক্ষণের উদ্যোগ সফল হয়েছে, যা 1980-এর দশকের মাঝামাঝি প্রাপ্ত পরিসংখ্যান 14 এবং 5 থেকে বর্তমান সময়ে (2022 শুমারি) অনুসারে যথাক্রমে 292 এবং 55 প্রজাতির জনসংখ্যার বৃদ্ধি থেকে স্পষ্ট। কিন্তু, উভয় স্থানেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি নতুন সমস্যার জন্ম দিয়েছে, যেটির ভারতীয় একশৃঙ্গ গন্ডারের জাতীয় সংরক্ষণ কৌশলের অংশ হিসাবে যত্ন নেওয়া দরকার। এম ও ই এফ এন্ড সি সি, "ভারতীয় গণ্ডারের জন্য জাতীয় সংরক্ষণ কৌশল"-এর প্রেক্ষাপটে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্ধারণ করেছে:

- চোরাশিকার বিরোধী কার্যকলাপ এবং অবৈধ বাণিজ্যমূলক অপরাধের বিরুদ্ধে কার্যকর আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সেগুলিকে রোধ করে বিদ্যমান প্রাণীসংখ্যার সুরক্ষা জোরদার করা।
- প্রাণীর বৃদ্ধি এবং তাদের বর্তমান পরিসর বাড়ানোর জন্য সম্ভাব্য আবাসস্থলে স্থানান্তরনের মাধ্যমে গন্ডারের পুনঃপ্রবেশ ঘটানো।

স্টেট বোর্ড অফ ওয়াইল্ডলাইফ হ্যাবিটেট গন্ডারের জন্য বিকল্প আবাস[36] গড়ে তোলার প্রস্তাব অনুমোদন করেছে (জুন 2017)। সি সি এফ, বন্যপ্রাণী (সদর দফতর) পশ্চিমবঙ্গ, 'মহাবিপন্ন প্রজাতির জন্য পুনরুদ্ধার কর্মসূচি' সম্পর্কিত প্রতিবেদনে, এম ও ই এফ এন্ড সি সি-কে জানিয়েছেন (ডিসেম্বর 2018) যে অতিরিক্ত গন্ডাররের স্থান সংকুলানের জন্য নতুন সাইটগুলি (পাতলাখাওয়া এবং নাথুয়া) চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই বিষয়ে, নিরীক্ষা নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করেছে:

- উত্তরবঙ্গের পি এ-তে বাসস্থান ব্যবস্থাপনা এবং তৃণভোজীর ধারণ ক্ষমতার উপর চূড়ান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন[37] (সেপ্টেম্বর 2021) থেকে দেখা যায় যে জলদাপাড়া এবং গোরুমারা এন পি-এর মোট তৃণভূমি এলাকা যথাক্রমে 111টি এবং 38টি গন্ডারকে প্রতিপালন করতে পারে। অতএব, এই পি এ-গুলি ধারণ ক্ষমতার শেষ সীমায় পৌঁছেছিল এবং পশুরা কৃষিক্ষেত্রে ঢুকে পড়তে শুরু করেছিল। দপ্তর জানায় এই দুই এন পি-তে ধারণ ক্ষমতা ভুল অনুমানের ভিত্তিতে করা হয়েছিল (জানুয়ারি 2024) ফলাফল ত্রুটিপূর্ণ। নিরীক্ষা সুপারিশ করে জলদাপাড়া এবং গরুমারা এন পি-তে ধারন ক্ষমতার মূল্যায়ণ দপ্তর করতে পারে।
- কোচবিহার বন বিভাগ চারটি বন সুরক্ষা কমিটির সহায়তায় পাতলাখাওয়া সংরক্ষিত বন (পি এফ) পরিচালনা করছে। রেকর্ডগুলি দেখায় যে গণ্ডার পুনঃপ্রবর্তনের জন্য বাসস্থান উন্নয়নের অংশ হিসাবে এই পি এফ-তে 70 হেক্টর তৃণভূমি (2017-19 এর মধ্যে) তৈরি করা হয়েছিল। তবে এখানে গন্ডারের নিয়ে আসা যায়নি। সংশ্লিষ্ট ডি এফ ও (কোচবিহার বিভাগ), পি এফ ব্যবস্থাপনা এবং গন্ডার পুনঃপ্রবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়/সমস্যা[38] সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ-এর নজরে এনেছেন (মার্চ 2022)।
- উত্তর অংশে (এন এইচ দ্বারা বিভক্ত; প্রায় 73 বর্গ কিমি অর্থাৎ উদ্যানের মোট এলাকার এক তৃতীয়াংশ) গন্ডারের আবাসস্থল সম্প্রসারণের একটি প্রস্তাব, সি সি এফ বন্যপ্রাণী (উত্তর) দ্বারা সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ-এর কাছে পাঠানো হয়েছিল (2022 সালের সেপ্টেম্বরে)। সুরক্ষা পরিকাঠামো এবং আবাসস্থল ব্যবস্থাপনার অভাবের কারণে এই

36 *যেমন বক্সায় নিমাটি, কোচবিহারে পাতলাখাওয়া এবং জলদাপাড়ার তিতি।*

37 *জে আই সি এ তহবিলের অধীনে পশ্চিমবঙ্গ বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প দ্বারা পরিচালিত জলদাপাড়া এন পি, গরুমারা এন পি এবং মহানন্দা ডব্লিউ এল এস-এ তৃণভোজীদের আবাসস্থল ব্যবহারের ধরণ এবং তৃণভোজী ধারন ক্ষমতার উপর আবাসস্থল ব্যবস্থাপনা অনুশীলনের প্রভাব বিশেষ করে ক্যানোপি ম্যানিপুলেশন এবং তৃণভূমি পুনরুদ্ধার।*

38 *(i) বন্য প্রাণীদের সুরক্ষার জন্য আইনি ব্যবস্থার অনুপস্থিতি (ii) ওয়াচ টাওয়ারগুলি সঠিক অবস্থানে ছিল না এবং গণ্ডারদের থেকে সুরক্ষার সরঞ্জাম ছাড়াই খারাপ অবস্থায় ছিল (iii) বিপথগামী হওয়া রোধ করার জন্য তড়িৎযুক্ত বিদ্যুতের বেড়ার অনুপস্থিতি (iv) কর্মী সংখ্যা খুবই কম ছিল এবং সুরক্ষার জন্য যথেষ্ট দক্ষ এবং প্রশিক্ষিতও ছিল না (v) পর্যাপ্ত তৃণভূমির অনুপস্থিতি (vi) যোগাযোগের জন্য আর টি সেট/ওয়াকি টকির ব্যবস্থা।*

এলাকাটি গন্ডারের বিচরণ সীমানার বাইরে ছিল। অন্যান্য বিষয়ের সাথে এন পি-এর পূর্ব সীমানায় বন সড়ক-তথা-বাঁধ নির্মাণ, ওয়াচ টাওয়ার, পিলখানা[39], জলাশয় তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং আবাসন উন্নয়নের কাজ প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার আনুমানিক ব্যয় 57.27 কোটি টাকা। কাজগুলি গ্রহণের জন্য সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ দ্বারা (অক্টোবর 2022) অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তবে, এখনও পর্যন্ত (নভেম্বর 2022) তহবিল সরবরাহ করা হয়নি। গোরুমারার এই প্রাণীদের জন্য নাথুয়ায় প্রস্তাবিত স্থানের বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

- এইভাবে, 2022 সালের অক্টোবর পর্যন্ত, দপ্তর চিহ্নিত সাইটগুলিতে বর্তমান বণ্টন পরিসর প্রসারিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। এদিকে বর্তমান বন্টন পরিসর সম্প্রসারণের প্রক্রিয়ায় বিলম্বের কারণে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং রোগের ঘটনা বেড়েই চলেছে। 2017-22 সালে, 78টি গন্ডার মারা গিয়েছিল। এই এন পি গুলির মধ্যে লড়াই এবং রোগের কারণে 24 টি গন্ডারের মৃত্যু এই পরিসংখ্যানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে জলদাপাড়ার উত্তর অংশের উন্নয়নের কাজ ফেব্রুয়ারি 2023 –এ শুরু হয়েছে।

1.7.4.2 রেড পান্ডা সংরক্ষণ

পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্ক (পি এন জেড এইচ পি) দার্জিলিং, 2019 সালে “সিঙ্গালিলা ন্যাশনাল পার্ক (এস এন পি) এবং নেওরা ভ্যালি ন্যাশনাল পার্কে (এন ভি এন পি) রেড পান্ডা অগমেন্টেশন প্রোগ্রাম” নামে একটি প্রকল্প শুরু করেছে এস এন পি এবং এন ভি এন পি-তে রেড পান্ডাদের বাসস্থানের উন্নতি, পুনরুদ্ধারে সহায়তা এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য। প্রস্তাবটি বন দপ্তর, জি ও ডব্লিউ বি দ্বারা এম ও ই এফ এন্ড সি সি -এর কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল (এপ্রিল 2019)। এস এন পি এবং এন ভি এন পি-তে রেড পান্ডাদের সফলভাবে প্রসারের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত ছিল যাতে বিপদের মূল্যায়ন সহ তাদের প্রশমিত করার ব্যবস্থা; লাল পান্ডা নির্বাচন; কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি; মুক্তির স্থান চয়ন করা; বাসস্থান উন্নতি এবং সুরক্ষা পরিকল্পনা; মুক্তি-পরবর্তী প্রাণীদের পর্যবেক্ষণ এবং অস্থায়ী বাজেট অন্তর্ভুক্ত ছিল। জুন 2019-এ এম ও ই এফ এন্ড সি সি এবং সেপ্টেম্বর 2019-এ কেন্দ্রীয় চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ, পরিবেশ ও বন মন্ত্রক (জি ও আই) (সি জেড এ) দ্বারা পাঁচ বছরের জন্য মোট 16.66 কোটি টাকা ব্যয়ের এই প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছিল। এন পি এন জেড এইচ পি থেকে এস এন পি এবং এন ভি এন পি-থেকে চারটি করে মোট আটটি রেড পান্ডা মুক্তির প্রস্তাবটি পরিকল্পিত হয়েছিল। সংরক্ষণ কর্মসূচিতে মার্চ 2022 পর্যন্ত 3.79 কোটি টাকা[40] খরচ হয়েছে। যাইহোক, সেপ্টেম্বর 2022 পর্যন্ত এস এন পি-তে মাত্র চারটি প্রাণী ছাড়া গেছে (জানুয়ারি 2022) আটটি (এস এন পি এবং এন ভি এন পি-তে চারটি করে) লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে, প্রতিকুল পরিবেশে মুক্তির সুবিধার জন্য এন ভি এন পি-তে স্থান নির্বাচন করা যায়নি।

এস এন পি-তে চারটি পান্ডা মুক্তির সাথে সম্পর্কিত নথিগুলি থেকে দেখা যায় যে একটি পুরুষ পান্ডা পাইথোরাক্স-এর (সংক্রামক উৎস) কারণে মারা গিয়েছিল (7 মার্চ 2022) প্রতিকুল পরিবেশে মুক্তির সুবিধার ঘেরাটোপে, বনে মুক্তির আগে। পরবর্তীকালে, নিউমোনিয়ার কারণে আরেকটি মহিলা পান্ডা মারা গিয়েছিল (9 এপ্রিল 2022)। দেখা গেছে যে উভয় প্রাণীর বয়স নয় বছরের বেশি। এটি এই বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যেতে পারে যে বন্য পরিবেশে

---

39 *যেখানে পালিত হাতি রাখা হয়।*

40 *এস এন পি-তে লাল পান্ডা পুনরুদ্ধার করার জন্য পি এন এইচ জেড পি দ্বারা 0.76 কোটি টাকা খরচ হয়েছে, এস এন পি এবং এন ভি এন পি-এর আবাসস্থলের উন্নতির জন্য 1.54 কোটি টাকা এবং দার্জিলিং বন্যপ্রাণী বিভাগ এবং গোরুমরা বন্যপ্রাণী বিভাগ যথাক্রমে 1.49 কোটি টাকা ব্যয় করেছে।*

রেড পান্ডার আয়ু 10 থেকে 12 বছরের মধ্যে। অতএব, তাদের জীবনচক্রের শেষ পর্যায়ে বন্য পরিবেশে ছেড়ে দেওয়ার জন্য প্রাণীদের নির্বাচন ন্যায়সঙ্গত ছিল না।

কোর কমিটি[41], জানুয়ারি 2022- এ অনুষ্ঠিত তার অষ্টম সভায়, 20টি রেড পান্ডা বন্য পরিবেশে (এস এন পি-তে 12টি এবং এন ভি এন পি- তে 8টি) মুক্তির প্রস্তাবের মাধ্যমে, পরিবর্ধন প্রোগ্রামটি সংশোধন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কনসেপ্ট নোট [42](সেপ্টেম্বর 2022) প্রানীসংখ্যাকে পর্যাপ্তভাবে পুনরুদ্ধার করার জন্য এবং তারপরে এন ভি এন পি-তে প্রানীসংখ্যা পুনরুদ্ধার করার জন্য এস এন পি -তে 20টি রেড পান্ডা ছাড়ার প্রস্তাব করেছে, যাতে পুনঃপ্রবর্তন কর্মসূচি দীর্ঘমেয়াদী এবং বাস্তব প্রভাব ফেলতে পারে। এখনও পর্যন্ত (সেপ্টেম্বর 2022), পাঁচ বছরের কম বয়সী মাত্র তিনটি রেড পাণ্ডা সংরক্ষণ প্রজনন কেন্দ্র এবং পি এন এইচ জেড পি থেকে পুনরায় এস এন পি-তে মুক্তির জন্য ছাড়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল।

এইভাবে, পরিকল্পনার ঘাটতির কারণে, দুটি জাতীয় উদ্যানে ছেড়ে দেওয়া প্রাণীর সংখ্যা ঘন ঘন পরিবর্তন করা হয়েছিল এবং মার্চ 2022-তে মুক্তি পাওয়া দুটি নয় বছর বয়সী প্রাণীর মৃত্যুর আগে অবমুক্ত করা প্রাণীদের বয়সের কারণ বিবেচনা করা হয়নি। এছাড়াও, সংশ্লিষ্ট গোরুমরা বন্যপ্রাণী বিভাগ দ্বারা আবাসস্থলের উন্নতির জন্য 1.49 কোটি টাকা ব্যয় করার পরেও এন ভি এন পি-তে প্রতিকুল পরিবেশে মুক্তির জন্য স্থান চিহ্নিত করা যায়নি ।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে প্রাণীদের মুক্তির জন্য বয়সের ফ্যাক্টর প্রাণীদের প্রাপ্যতা এবং আচরণগত দক্ষতার উপর নির্ভর করে। যদিও, পি এন জেড এইচ পি-এর বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে দেখা গেছে যে মার্চ 2022 পর্যন্ত চিড়িয়াখানায় পাঁচ বছরের কম বয়সী 15 টি প্রাণী ছিল।

1.7.4.3 শকুন সংরক্ষণ

শকুনের নয়টি প্রজাতির মধ্যে হোয়াইট-ব্যাকড শকুন *(জিপস বেঙ্গলেন্সিস)*, লং-বিলড শকুন *(জিপস ইন্ডিকাস)* এবং স্লেন্ডার-বিলড *(জিপস টেনুরোস্ট্রিস)* শকুন ছিল, ভারতের সবচেয়ে জনবহুল প্রজাতি। তবে, শেষের দশকে থেকে দেশের বেশিরভাগ অঞ্চলে এই শকুনগুলির সংখ্যা 99 শতাংশের বেশি হ্রাস পেয়েছে। পতনের সামগ্রিক কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে 'ডাইক্লোফেনাক' নামক ওষুধ, যা প্রানীকে প্রদাহ প্রশান্তিদায়ক ওষুধ হিসাবে দেওয়া হয় এবং শকুন এই জাতীয় প্রাণীর মৃতদেহ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে।

বন দপ্তর, জি ও ডব্লিউ বি এবং একটি বেসরকারী সংস্থা (এন জি ও) বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি (বি এন এইচ এস) এর মধ্যে জিপস প্রজাতির সংরক্ষণ ও প্রজননের জন্য একটি সমঝোতা স্মারক (এম ও ইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছিল (জুন 2005) শকুন সংরক্ষণ প্রজনন কেন্দ্র (ভি সি বি সি), রাজাভাতখাওয়া, বি টি আর-এ।

এই কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য ছিল হোয়াইট-ব্যাকড শকুন, স্লেন্ডার-বিল্ড শকুন এবং লং-বিলড শকুন-এর প্রতিটির 25 জোড়া রাখা এবং 2005 সাল থেকে মুক্তি কার্যক্রম শুরুর 15 বছরের

[41] *পরিচালক, সি সি এফ বন্যপ্রাণী উত্তর, পি এন এইচ জেড পি, ডি এফ ও, দার্জিলিং বন্যপ্রাণী বিভাগ, ডি এফ ও, দার্জিলিং বিভাগ, ডি এফ ও, গোরুমরা বন্যপ্রাণী বিভাগ, ভেটেরিনারি অফিসার, পি এন এইচ জেড পি, রিসার্চ বায়োলজিস্ট, পি এন এইচ জেড পি-এর সমন্বয়ে জুলাই 2018-এ একটি কোর কমিটি পি সি সি এফ, ডব্লিউ এল এবং সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ দ্বারা এস এন পি এবং এন ভি এন পি-এর বন্য আবাসস্থলগুলিতে বন্দী লাল পান্ডা শাবকগুলির স্থানান্তর এবং পুনরুদ্ধারের সমস্ত দিকগুলি দেখার জন্য গঠিত হয়েছিল।*

[42] *পি এন এইচ জেড পি দার্জিলিং দ্বারা এস এন পি এবং এন ভি এন পি-তে রেড পান্ডা অগমেন্টেশন প্রোগ্রাম।*

মধ্যে তিনটি প্রজাতির প্রতিটির 100 জোড়া ছেড়ে দেওয়া। পরিচালনা পরিষদ[43]-এর ষষ্ঠ এবং সপ্তম সভা (যথাক্রমে 19 জুন 2017 এবং 22 ফেব্রুয়ারি 2019) অনুসারে, সংরক্ষণ প্রজনন কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল বন্দি শকুন শাবকদের বনে ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে বন্যপ্রানীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা। কিন্তু, এটি দেখা গেছে যে, মার্চ 2023 পর্যন্ত শুধুমাত্র 33টি হোয়াইট-ব্যাকড শকুনকে বনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, একটিও স্লেন্ডার-বিলড এবং লং-বিলড শকুন ছাড়া হয়নি।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে শকুনের সংখ্যা হ্রাস এবং প্রজননের জন্য পরিণত হওয়ার দীর্ঘ (5-7 বছর) সময়ের কারণে মুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যায়নি। যাইহোক, ঘটনাটি হল এই সমস্ত দিক বিবেচনা করেই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল।

1.7.4.4 গাঙ্গেয় ডলফিন সংরক্ষণ

গাঙ্গেয় ডলফিন, মে 2010 থেকে জাতীয় জলজ প্রাণী হিসাবে মনোনীত হয়েছে, এবং ভারতীয় বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন, 1972-এর তফসিল I-এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটি আই ইউ সি এন-এর লাল তালিকায় 'বিপন্ন' হিসাবেও শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। 1982 সালে গাঙ্গেয় ডলফিনের সংখ্যা 4,000 থেকে 5,000 এর মধ্যে অনুমান করা হয়েছিল। বিশ্ব বন্যপ্রাণী তহবিল (ডব্লিউ ডাব্লিউ এফ)-এর সমীক্ষা অনুসারে, জানুয়রি 2024-এ দপ্তর জানায় যে এদের সংখ্যা 650-এ (কমপক্ষে) নেমে গেছে। বার্ষিক মৃত্যুর হার 130 থেকে 160 সহ এদের সংখ্যা 2014 সালের মধ্যে 2,000-এর কম হয়েছে। অন্যান্য বিষয়ের সাথে গাঙ্গেয় ডলফিন সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত প্রধান বিপদগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে :

- 40-90 মিলিমিটারের কম আকারের অবৈধ মাছ ধরার জালের নির্বিচারে ব্যবহার।
- গঙ্গা নদীতে দূষণ।
- ব্যারেজ নির্মাণ, ফলে আবাসস্থল খণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে।
- তেল এবং মাংসের জন্য ডলফিন শিকার।

অবৈধ পদ্ধতিতে মাছ ধরার ফলে ডলফিনের মৃত্যু (উৎস: এইচ ই এ এল)

মালদায় ডলফিন শিকার (উৎস: সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ)

চিত্র 1.3: অবৈধ পদ্ধতিতে মাছ ধরা এবং গাঙ্গেয় ডলফিন শিকার

স্টেট বোর্ড অফ ওয়াইল্ডলাইফ (এস বি ডব্লিউ এল) একটি ডলফিন কমিউনিটি রিজার্ভ তৈরির অনুমোদন দিয়েছে (অক্টোবর 2015)। যাইহোক, এখন পর্যন্ত কোন কমিউনিটি রিজার্ভ ঘোষণা করা হয়নি (অক্টোবর 2022)।

43 *সমঝোতা স্মারকের অনুচ্ছেদ 4বি অনুসারে গুরুতরভাবে বিপদগ্রস্ত শকুন সংরক্ষণের জন্য একটি পরিচালনা পর্ষদ গঠন করা হয়েছিল যার চেয়ারম্যান ছিলেন প্রধান সচিব বন দপ্তর, জি ও ডব্লিউ বি এবং অন্যান্য 13 জন সদস্য ছিলেন।*

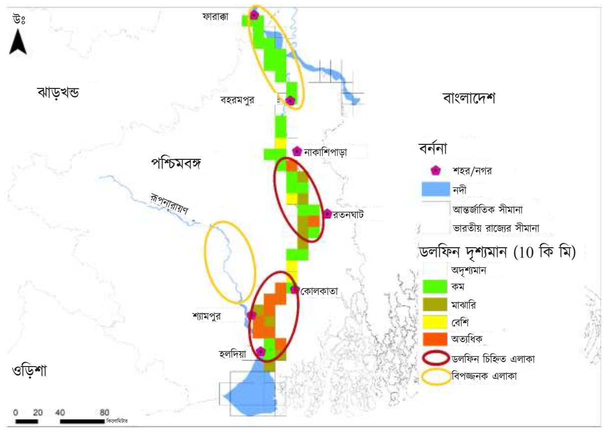

চিত্র 1.4: হুগলি নদীতে চিহ্নিত ডলফিনের প্রধান এলাকা

ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া (ডব্লিউ আই আই)-এর প্রতিবেদন 2021 অনুসারে, তেলের জন্য ডলফিন শিকারের ঘটনা বাড়ছে এবং (ফারাক্কা থেকে হলদিয়া পর্যন্ত) এই অঞ্চলে নেট ফাঁদে পড়ার কারণে মৃত্যুর ঘটনা বাড়ছে। নৌচলাচল এবং মোটর চালিত নৌকা বৃদ্ধির সাথে সাথে ডলফিনের উপর আরো চাপ সৃষ্টি হচ্ছে কারণ তারা বেঁচে থাকার জন্য শাব্দিক সংকেতের উপর নির্ভর করে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে রূপনারায়ণের সঙ্গম এবং ফারাক্কা ও বহরমপুরের মধ্যে প্রসারিত এলাকাগুলি জটিল এলাকায় পরিণত হয়েছে যখন নাকাশিপাড়া এবং রতনঘাট, কলকাতা এবং হুগলির মধ্যে প্রসারিত অংশ বিশেষভাবে সংরক্ষণ করা উচিত, কারণ এইগুলি হুগলিতে ডলফিনের দুটি প্রধান এলাকা।

তোর্শা নদীতে ডলফিন সংরক্ষণের বিষয়ে কোচবিহারের ডি এফ ও দ্বারা একটি প্রস্তাব (নভেম্বর 2020) পাঠানো হয়েছিল, কারণ ডলফিনগুলি বারবার দেখা গিয়েছিল, কিন্তু নদীর তলদেশে বালি খননের ঘটনা, নদী প্রবাহ অবরুদ্ধ করে ক্ষণস্থায়ী মাছ ধরার মতো সমস্যাগুলি ছিল এবং প্রতিমা বিসর্জনের কারণে নদী দূষণ, যা আবাসস্থলকে প্রভাবিত করেছে। প্রস্তাবটি পি সি সি এফ, বন্যপ্রাণী এবং সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ দ্বারা গৃহীত হয়নি (মে 2022 অনুযায়ী)।

নির্দিষ্ট স্থানে লাগানো কয়েকটি সচেতনতামূলক সাইনবোর্ড ছাড়া ডলফিনের মৃত্যু ট্র্যাক/প্রতিরোধ করার জন্য সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান প্রয়োগকারী প্রচেষ্টা বা পদ্ধতিগত টহল ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। অধিকন্তু, নিষিদ্ধ মাছ ধরার জালের ব্যবহার প্রতিরোধে বন ও মৎস্য দপ্তর সহযোগিতা করেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে এম ও ই এফ এন্ড সি সি, সি এস এস-আই ডি ডব্লিউ এইচ স্কিমের অধীনে গাঙ্গেয় ডলফিন সংরক্ষণের জন্য 134.62 লক্ষ টাকা ব্যয়ে পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে। এতে আরও বলা হয়েছে যে, দপ্তর অবৈধ চীনা জালের ব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে মৎস্য দপ্তরের পরিচালককে চিঠি দিয়েছে। উত্তরটি এই তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যেতে পারে যে স্টেট বোর্ড অফ ওয়াইল্ডলাইফ (এস বি ডব্লিউ), ইতিমধ্যে 2015 সালে প্রস্তাবটি অনুমোদন করেছে, কিন্তু এই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি এখনও মুলতুবি আছে।

1.7.4.5 বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগারে বাঘের বৃদ্ধি

একটি বনে বাঘেদের সংখ্যার পরিমাণ তার বাস্তুতন্ত্রের একটি স্বাস্থ্যকর সূচক। বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগার (বি টি আর) বাঘেদের একটি স্বাস্থ্যকর আবাসস্থল ছিল, কিন্তু কয়েক দশক ধরে প্রধানত নৃতাত্ত্বিক কারণে বাস্তুতন্ত্রের ক্রমশ অবক্ষয়, ক্রমাগত পতনের সাক্ষী। ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি (এন টি সি এ) এর টাইগার সেন্সাস রিপোর্ট 2018, ঘোষণা করেছে যে, বি টি আর-এ কোন বাঘ নেই। বাঘের সংখ্যা হ্রাসের জন্য বিবেচিত প্রধান কারণগুলির মধ্যে ছিল শিকার, চারণ, গাছ কাটা, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ এবং ছিটমহল গ্রামের উপস্থিতি। বাঘের আবাসস্থলের মান হ্রাসের অন্যান্য প্রধান কারণ ছিল আক্রমণাত্মক আগাছার প্রজাতি, তৃণভূমি ও অন্যান্য এলাকায় সেগুন গাছ লাগানো।

এই প্রেক্ষাপটে, 'টাইগার অগমেন্টেশন প্রোগ্রাম'-এর উপর একটি বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন (ডি পি আর) প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং মার্চ 2017 সালে এন টি সি এ-তে জমা দেওয়া হয়েছিল।

স্থানীয় বিলুপ্তি এড়াতে এবং বাঘের সংখ্যার দীর্ঘকালীন অস্তিত্ব নিশ্চিত করার জন্য এটি একটি অপরিহার্য পদক্ষেপ ছিল। আসামের কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যান থেকে ছয়টি বাঘ (2:1 অনুপাত, অর্থাৎ দুটি স্ত্রী বাঘের জন্য একটি পুরুষ বাঘ) স্থানান্তরিত করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। তদনুসারে, এন টি সি এ প্রকল্পটি অনুমোদন করেছে (এপ্রিল 2017) এই শর্তে যে বৃদ্ধি এবং দীর্ঘমেয়াদী পর্যবেক্ষণ এন টি সি এ-র এস ও পি অনুসারে হবে, সুরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হবে এবং গ্রামগুলিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থানান্তর করা হবে।

যাইহোক, নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে, বি টি আর-এ টাইগার পুনঃপ্রবর্তনের জন্য শুধুমাত্র কিছু ছোটখাটো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল যার মধ্যে রয়েছে :

- শিকারের ঘাঁটি সমৃদ্ধ করার জন্য 644টি চিতল হরিণকে বনে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল (2017-18 এবং 2022)।
- গাঙ্গুটিয়া এবং ভুটিয়াবস্তি নামে দুটি বন্য গ্রাম[44] এন টি সি এ-তে স্থানান্তরের (পর্যায়-I) জন্য (অক্টোবর 2022) প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু, 2023 সালের মার্চ পর্যন্ত প্রস্তাবটি অনুমোদনের অপেক্ষায় ছিল।
- প্রস্তুতিমূলক কাজ যেমন বাসস্থান ম্যাপিং, শিকারের স্থল মূল্যায়ন এবং প্রতীকী পর্যবেক্ষণ এবং বাঘ এবং সহ-শিকারীর জন্য ক্যামেরা ট্যাপিং করা হয়েছিল।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে গ্রাম স্থানান্তর, বাসস্থানের উন্নতি এবং বাঘের জন্য প্রতিকূল পরিবেশে মুক্তির সুবিধা তৈরি করা ব্যয়বহুল এবং প্রয়োজনীয় অগিম তহবিল ছিল না। দপ্তর পুনরায় জানায় যে, জি ও ডব্লু বি 36-70 কোটি টাকা ইতিমধ্যেই প্রদান করেছে উপরের উল্লেখিত দুটি গ্রামের স্থানান্তরণের জন্য (জানুয়ারি 2024) এবং ভারতের বণ্যপ্রাণী সংস্থা (ডব্লিউ আই আই) এবং এন টি সি এ-এর পরামর্শ অনুসারে বাঘেদের স্থানানন্তরণ করা হয়েছে।

যাইহোক, ঘটনাটি হল যে মানবজনিত চাপ যেমন গ্রাম স্থানান্তর, সঙ্কটপূর্ণ বাঘ অঞ্চলে অন্য তিনটি গ্রামকে স্থানান্তর করতে হবে টি আর-এর আশেপাশে পর্যটন কার্যক্রম ইত্যাদি কমানোর জন্য সক্রিয় পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল, ***অনুচ্ছেদ 1.8.5.1*** এবং ***1.8.7.1***-এ বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ফলস্বরূপ, এন টি সি এ এবং স্টেট বোর্ড অফ ওয়াইল্ডলাইফের অনুমোদনের পাঁচ বছর পরেও বাঘের পুনঃপ্রবর্তন করা যায়নি।

বক্স 3: সঠিক পদক্ষেপ

- পান্না বাঘ সংরক্ষণাগার মধ্য ভারতে অবস্থিত। 2009 সাল নাগাদ এই রিজার্ভ থেকে সমগ্র বাঘের সংখ্যা নির্মূল করা হয়েছিল। টাইগার পুনঃপ্রবর্তন কার্যক্রম নভেম্বর 2009-এ শুরু হয়েছিল এবং 2018 সালের বাঘ শুমারি অনুসারে, বাঘ সংরক্ষণাগারে 25টি প্রাপ্তবয়স্ক বাঘ রয়েছে, যা এটিকে একটি সাফলতার গল্প করে তুলেছে।
- ওড়িশার সাতকোশিয়া বাঘ সংরক্ষণাগার-এ বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং পুনরুদ্ধার সহ মধ্যপ্রদেশ থেকে দুটি অপ্রাপ্তবয়স্ক বাঘের সফল স্থানান্তর 2017 থেকে 2022 সালে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

সুপারিশ 5 :

দপ্তরের উচিত অতিশয় বিপন্ন প্রজাতির জীবের সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাসের কারণগুলি বিশ্লেষণ করা এবং তাদের সংরক্ষণের জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ নেওয়া, যার মধ্যে রয়েছে আবাসস্থলের সুরক্ষা এবং পুনরুদ্ধার, সঠিক প্রজনন কর্মসূচি এবং স্থানান্তর।

[44] *গাঙ্গুটিয়া বন্য গ্রামের 195 জন এবং ভুটিয়াবস্তির 51 জন সুবিধাপ্রাপক।*

1.7.5 বন্যপ্রাণী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

জাতীয় বন্যপ্রাণী কর্মসূচী পরিকল্পনা (এন ডব্লিউ এ পি)-2017-2031 অনুসারে, জনসাধারণ এবং বন্যপ্রাণীদের দ্বারা বনের ব্যবহারের ক্রমবর্ধমানতা, মানব সংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি, আবাসস্থল বিভক্তকরণ এবং ভূমি-ব্যবহার যা বন্যপ্রাণীদের ঘন ঘন মানুষের সংস্পর্শে আসতে বাধ্য করে। বন্যপ্রাণী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এখন বন্য অঞ্চলে উদ্ধার করা বা বাস্তুচ্যুত প্রাণীদের পুনর্বাসনের জন্য সম্প্রসারিত হয়েছে। স্থানান্তর এবং পুনঃপ্রবর্তনের উদ্দেশ্যে বন্যপ্রাণীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা; স্থানীয় এবং উদীয়মান সংক্রামক উভয় রোগের জন্য নজরদারি বজায় রাখা; এবং বন্য প্রাণী, মানুষ এবং গবাদি পশুর মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার কারণে জুনোটিক রোগের সম্ভাব্য বিস্তারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এন ডব্লিউ এ পি 2017-31, অন্যান্য বিষয়ের সাথে এই বিষয়ে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি নির্ধারণ করে :

- টি আর, পি এ এবং সাধারণ বন গুলিতে নিয়মিত নজরদারি ও তত্বাবধান এবং পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার সাথে রোগ পর্যবেক্ষণের অনুশীলনকে একীভূত করা।
- প্রাণীদের অস্বাভাবিক মৃত্যু বা আচরণগত পরিবর্তন নথিভুক্তকরণ এবং বিবৃতি দেওয়া।
- বন্যপ্রাণী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং এইচ ডব্লিউ সি-এর সাথে ডিল করার জন্য রাজ্য বন দপ্তর এবং বন সংবলিত জেলাগুলিতে অবস্থিত রাজ্যের পশুপালন দপ্তরের পশুচিকিৎসকদের দক্ষতা তৈরি করা।
- বন্যপ্রাণী উদ্ধার/পুনর্বাসন এবং রোগ পর্যবেক্ষণের জন্য পি এ-এর আশেপাশে সুসজ্জিত কেন্দ্র স্থাপন ও শক্তিশালী করা।

1.7.5.1 উদ্ধার কেন্দ্র/চিড়িয়াখানায় বন্দী প্রাণীদের ব্যবস্থাপনা

রাজ্যে 13টি স্বীকৃত উদ্ধার কেন্দ্র[45]/চিড়িয়াখানা রয়েছে। এই 13টি কেন্দ্রের মধ্যে চারটি[46] নিরীক্ষার আওতায় ছিল কারণ এগুলো নমুনাকৃত ইউনিটের আওতাধীন ছিল। বন্যপ্রাণী বিভাগের নিয়ন্ত্রণে কোনো পশুচিকিৎসা হাসপাতাল ছিল না এবং শুধুমাত্র তিনটি[47] কেন্দ্রে একটি পশু হাসপাতাল/পলিক্লিনিক ছিল। নিরীক্ষা পুনরায়, নিম্নলিখিতগুলি পর্যবেক্ষণ করে :

ক) জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগের অধীনে দক্ষিণ খয়রাবাড়িতে উদ্ধার কেন্দ্র

দক্ষিণ খয়রাবাড়ি উদ্ধার কেন্দ্র এবং চিতাবাঘ সাফারি/মিনি চিড়িয়াখানা, দক্ষিণ খয়রাবাড়ি, 65 হেক্টর এলাকা জুড়ে, আগস্ট 2005 সাল থেকে কাজ করছে। উদ্দেশ্য ছিল উত্তরবঙ্গ থেকে অসুস্থ, আহত, ধৃত এবং অনাথ প্রাণীদের গ্রহণের জন্য কেন্দ্র হিসাবে কাজ করা, যাতে প্রানীগুলিকে উপযুক্ত বাসস্থানের প্রাপ্যতা সাপেক্ষে অস্থায়ী আশ্রয়, চিকিৎসা এবং বনে এদের ছাড়া যায়। সেপ্টেম্বর 2015 থেকে, এটি শুধুমাত্র উদ্ধার কেন্দ্র হিসাবে স্বীকৃত ছিল। ইতিমধ্যে, চিতাবাঘ সাফারি, তৃণভোজী এবং মাংসাশী প্রাণীদের জন্য সীমাবদ্ধ এলাকা সহ একটি মিনি চিড়িয়াখানা হিসাবে স্বীকৃতির জন্য মাস্টার লেআউট প্ল্যান (এম এল পি) অনুমোদনের বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ এবং সি জেড এ-এর সাথে একাধিকবার যোগাযোগ করা হয়েছিল। অবশেষে, সি জেড এ মে 2020-তে এম এল পি অনুমোদন করে। যাইহোক, অক্টোবর 2022 পর্যন্ত নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়নি। নভেম্বর 2022 পর্যন্ত কেন্দ্রে বিভিন্ন বয়সের 21 টি[48] চিতাবাঘ ছিল।

---

45 *'উদ্ধার কেন্দ্র' মানে পশুদের যত্নের জন্য একটি স্থাপনা যা জনসাধারণের প্রদর্শনীর জন্য উন্মুক্ত নয়।*

46 *দক্ষিণ খয়েরবাড়ি উদ্ধার কেন্দ্র, সুরুলিয়া মিনি চিড়িয়াখানা, জঙ্গলমহল জুলজিক্যাল পার্ক এবং সুন্দরবন বন্য প্রাণী পার্ক।*

47 *আলিপুর জুলজিক্যাল গার্ডেন, শিলিগুড়ি এবং পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্ক।*

48 *(i) পাঁচ বছরের কম-পাঁচ টি, (ii) পাঁচ থেকে দশ বছরের- চার টি, (iii) দশ থেকে 15 বছরের- আট টি এবং (iv) 15 বছরের বেশি –চার টি।*

নিরীক্ষায় এই বিষয়ে নিম্নলিখিত ঘাটতিগুলি পরিলক্ষিত হয়েছে :

- সি জেড এ মানদণ্ড অনুযায়ী, প্রতিটি উদ্ধার কেন্দ্রকে চিড়িয়াখানায় উৎপন্ন কঠিন এবং তরল উভয় বর্জ্যের একটি সঠিক বর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। উদ্ধার কেন্দ্রে সঠিক বর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেই বলে দেখা গেছে।
- মানদণ্ড অনুযায়ী কেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসার সুবিধা সহ একটি চিকিৎসা কক্ষ, বিভন্ন শ্রেনীর ওষুধের প্রাপ্তি এবং পশু স্বাস্থ্যের যত্ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি রেফারেন্স লাইব্রেরি প্রয়োজন। তবে দেখা গেছে, বর্তমানে মাদারিহাটে অবস্থিত মূল ভান্ডার থেকে ওষুধ সরবরাহ করা হচ্ছে।
- মানদণ্ড অনুসারে নতুন আগত প্রাণী এবং অসুস্থ প্রাণীদের যত্ন নেওয়ার জন্য বিচ্ছিন্ন এবং কোয়ারেন্টাইন ওয়ার্ডগুলি নির্ধারণ করেছে, যাতে চিড়িয়াখানার অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে সংক্রমণ ছড়ানোর সম্ভাবনা হ্রাস করা যায়। তবে এ ধরনের আইসোলেশন ও কোয়ারেন্টাইন ওয়ার্ড পাওয়া যায়নি। 2017-22 সময়কালে, বিভিন্ন রোগের কারণে 14টি চিতাবাঘ মারা গিয়েছিল।
- মানদণ্ড অনুসারে, ধৃত প্রাণীর জন্য উপযুক্ত গাছপালা বা "সরঞ্জাম" যা স্বাছন্দে চলাচল এবং স্বাবাভিক আচরণ (আরোহণ, সাঁতার, দৌড়ানো, গর্ত করা, খনন করা ইত্যাদি) প্রদান করে তা রাখা উচিত। নিরীক্ষা এবং দপ্তরীয় কর্মীদের সাথে যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শন (12 নভেম্বর 2022) প্রকাশ করেছে যে চিতাবাঘগুলি বন্ধ খাঁচা সংলগ্ন খোলা বেষ্টনীর মধ্যে যেতে অনিচ্ছুক ছিল। যৌথভাবে পরিদর্শনের সময় অনুষ্ঠিত আলোচনা অনুসারে, চিতাবাঘরা যাতে উন্মুক্ত পরিবেশে খোলা বেষ্টনীর মধ্যে আরও বেশি সময় কাটাতে পারে সেজন্য আরও কিছু সুবিধা প্রদান করা দরকার।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ, 2023) যে, পশ্চিমবঙ্গ চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ (ডব্লিউ বি জেড এ) উদ্ধার কেন্দ্রের সংস্কারের পরিকল্পনা করছে এবং নিরীক্ষায় উল্লেখ করা ঘাটতিগুলি সমাধান করা হবে।

খ) ঝাড়খালিতে সুন্দরবন বন্য প্রাণী উদ্যান

পার্কের ইনভেন্টরি রেজিস্টার যাচাই করে দেখা গেছে যে ডিসেম্বর 2018 পর্যন্ত চিড়িয়াখানায় কোনো হরিণ ছিল না। জানুয়ারি 2019-তে গড়চুমুক মিনি চিড়িয়াখানা থেকে 22টি হরিণ চিড়িয়াখানায় আনা হয়েছিল। জানুয়ারী 2019 থেকে মার্চ 2022-এর মধ্যে 28টি হরিণের জন্ম হয়েছিল। তবে এ সময় 27 টি হরিণ মারা যায়। এইভাবে, মার্চ 2022 পর্যন্ত তাদের মোট সংখ্যা ছিল 23। মৃত্যুর প্রধান কারণগুলির মধ্যে রয়েছে জোয়ারের নোনা জলের কারণে হরিণের বেষ্টনীর জলমগ্নতা, সাপের কামড় সহ অন্তর্দ্বন্দ্বের আঘাত, বাইরের প্রাণীর আক্রমণ ইত্যাদি। 16 অগাস্ট 2022-এ চিড়িয়াখানার যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় দেখা গেছে যে ভাটার সময়েও হরিণের বেষ্টনীতে জোয়ারের জল থাকে। মাতলা রেঞ্জের ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার (এফ আর) এই বিষয়টি (আগস্ট 2020) দক্ষিণ 24 পরগনা বিভাগের ডি এফ ও-এর নজরে এনেছিলেন। এফ আর বন্দী প্রাণীদের বাঁচানোর জন্য বেড়িবাঁধের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং জরুরী ভিত্তিতে স্লুইস গেট সিস্টেম স্থাপনের পরামর্শ দিয়েছে।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে বাঁধের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রস্তাবটি ক্ষতিপূরণমূলক বনসৃজন তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ (ক্যাম্পা) তহবিল থেকে বিবেচনাধীন আছে।

যাইহোক, ঘটনাটি হল যে, মার্চ 2023 পর্যন্ত, বন্দী হরিণকে নোনা জল থেকে বাঁচানোর জন্য বাঁধের উচ্চতা বাড়ানো হয়নি বা স্লুইস গেটও স্থাপন করা হয়নি, যার ফলে হরিণ বেষ্টনী জোয়ার ভাটার কারণে প্লাবিত হবার আশঙ্কা ছিল।

গ) সুরুলিয়া মিনি চিড়িয়াখানা, পুরুলিয়া

সেন্ট্রাল জু অথরিটির (সি জেড এ) নির্দেশিকা 2008[49] অনুসারে, একটি সফলভাবে মুক্তির প্রোগ্রামের পূর্বশর্তগুলি হল মুক্তির[50] স্থানে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলের সক্ষমতার মূল্যায়ন; যে প্রাণীগুলিকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, তাদের বন্যের মধ্যে মানিয়ে নেওয়ার এবং সফলভাবে নিজেদের রক্ষা করার ক্ষমতার মূল্যায়ন; এবং মুক্তির জন্য নির্ধারিত প্রজাতির সূক্ষ্ম চাহিদার মূল্যায়ন করা। মুক্তির জন্য নির্ধারিত প্রাণীগুলিকে প্রাথমিকভাবে একটি প্রতিকূল পরিবেশ[51] ব্যবস্থায় স্থানান্তরিত করা উচিত যাতে প্রয়োজন হলে, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এবং বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে বন্যের মধ্যে বেঁচে থাকার জন্য মানিয়ে নিতে পারে। এছাড়া, মুক্তির পরের ক্রিয়াকলাপগুলি যার মধ্যে সংখ্যাগত, পরিবেশগত এবং আচরণগত অধ্যয়ন, মুক্তিপ্রাপ্ত প্রাণীদের উপর চালিয়ে যাওয়া উচিত।

কংসাবতী (উত্তর ও দক্ষিণ) বিভাগের তথ্যের যাচাই থেকে জানা যায় যে সি সি এফ/ দক্ষিণ-পশ্চিম সার্কেলকে একটি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল (জানুয়ারি 2019), সুরুলিয়া মিনি চিড়িয়াখানা থেকে 30টি চিতল হরিণকে, ট্রায়াল ভিত্তিতে একটি সাইটে[52] ছেড়ে দেওয়ার জন্য যেহেতু সাইটটি খাদ্য, গাছপালার আচ্ছাদন, জলের উৎস ইত্যাদির ক্ষেত্রে উপযুক্ত ছিল। সি এফ ওয়াইল্ডলাইফ (এইচ কিউ)-এর অনুমোদন (ফেব্রুয়ারি 2019) অনুসারে, স্থানান্তর প্রোগ্রামটি মার্চ 2019-এর মধ্যে হাতে নেওয়ার কথা ছিল। তবে দেখা গেছে যে 30টি চিতল হরিণ কাঁটাগোড়া মৌজা যা আগে চিহ্নিত করা হয়েছিল তার পরিবর্তে একটি নতুন সাইট নতুনডিহ মৌজা-তে মার্চ 2019-তে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। আসন্ন শিকার উৎসব[53]-এর সময় চোরাশিকারের আশঙ্কা বিরুদ্ধে নজরদারি করার জন্য প্রস্তাবিত সাইটটি অনেক দূরে হওয়ায় সাইটটি পরিবর্তন করা হয়েছে।

তবে, পরিবর্তিত সাইটের উপযুক্ততা মূল্যায়ন করা হয়নি। কংসাবতী (দক্ষিণ) বিভাগে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সংক্রান্ত নথি পাওয়া যায়নি। মুক্তিপ্রাপ্ত 30টি হরিণের মধ্যে নয়টি হরিণ কুকুরের কামড়ে মারা গেছে (মার্চ 2019 থেকে 2021-এর মধ্যে)।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে মুক্তিপ্রাপ্ত হরিণগুলিকে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত যৌথ বন ব্যবস্থাপনা কমিটির (জে এফ এম সি) সদস্যদের সহায়তায় নজরদারিতে রাখা হয়েছিল। তবে রাতে তাদের খোঁজ করা সম্ভব হয়নি। আরও বলা হয়েছিল যে আগের সাইটে ট্রায়াল রিলিজ নেওয়া হয়নি, কারণ সেই সাইটে ইতিমধ্যেই প্রানীর অস্তিত্ব ছিল এবং প্রাণীসংখ্যা ক্রমবর্ধমান ছিল। যাইহোক, সত্যটি এই যে বন্য অঞ্চলে চিড়িয়াখানার বন্দী প্রাণীদের সফল মুক্তির জন্য প্রাক-মুক্তির প্রয়োজনীয়তা এবং মুক্তি-পরবর্তী পর্যবেক্ষণও সি জেড এ নির্দেশিকা অনুসরণ করা হয়নি।

সুতরাং, চূড়ান্ত মুক্তির তারিখের তিন দিন আগে চূড়ান্ত মুক্তির স্থান পরিবর্তন করা হয়েছিল (6 মার্চ 2019), যার কারণে, পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে প্রতিকূল পরিবেশে ছেড়ে দেওয়ার অনুশীলন পরিচালিত হয়নি। মুক্তি-পরবর্তী পর্যবেক্ষণও অপর্যাপ্ত ছিল, যার ফলে নতুন বন্য আবাসস্থলে ছেড়ে দেওয়ার পরে নয়টি হরিণ মারা গিয়েছিল।

---

49 *ভারতে চিড়িয়াখানা প্রতিস্থাপন ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জন্য।*

50 *সরাসরি অরন্যে প্রাণীদের মুক্তি।*

51 *প্রতিকুল পরিবেশে মুক্তির সুবিধা হল রিলিজ সাইটের কাছাকাছি বিশেষভাবে তৈরি করা একটি সুবিধা, যেখানে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলের সমস্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেখানে প্রাণীদের ছেড়ে দেওয়া হবে, তাদের বন্যের মধ্যে বেঁচে থাকার জন্য মানিয়ে নেওয়ার জন্য সময় দিতে হবে।*

52 *যমুনা রেঞ্জের নান্না বিটের অধীনে কান্তগোরা মৌজা (জে এল নং 122)।*

53 *আদিবাসীদের শিকার উৎসব।*

ঘ) উদ্ধার করা ও ধৃত প্রাণীদের চিকিৎসা

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্বীকৃত চিড়িয়াখানা/উদ্ধার কেন্দ্র ছাড়াও বন্যপ্রাণী বিভাগে উদ্ধারকৃত ধৃত প্রাণীদের চিকিৎসার জন্য পাঁচটি[54] কেন্দ্র রয়েছে। নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে এই কেন্দ্রগুলিতে অত্যধিক পরিকাঠামোগত বাধা রয়েছে। উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে দুটি প্রাণী উদ্ধার কেন্দ্র (উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে একটি করে) স্থাপনা বিবেচনাধীন রয়েছে। এর ফলে উদ্ধার হওয়া প্রাণীদের চিকিৎসায় প্রভাব পড়ে। এটি ময়নাতদন্তের মাধ্যমে মৃত্যুর কারণ সনাক্তকরণের উপরও প্রভাব ফেলেছিল, যা নীচে বিশদে বলা হলঃ

ঙ) ডি এফ ও রায়গঞ্জের অধীনে কুলিক বন্যপ্রাণী রেঞ্জে উদ্ধার কেন্দ্র

রায়গঞ্জ বিভাগের বিভিন্ন রেঞ্জ অফিস, সেইসাথে পুলিশ এবং বি এস এফ-এর মতো অন্যান্য দপ্তর দ্বারা উদ্ধার করা বন্য প্রাণীদের চিকিৎসার জন্য কুলিক বন্যপ্রাণী রেঞ্জে আনা হয় এবং পরবর্তীতে বনে ছেড়ে দেওয়া হয়। ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (2011-12 থেকে 2020-21) সঠিক পশুচিকিৎসা সহ একটি পূর্ণাঙ্গ উদ্ধার কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে। নিরীক্ষা নিম্নলিখিতগুলি পর্যবেক্ষণ করেছে:

- পশু চিকিৎসায় প্রশিক্ষিত কর্মীদের নিয়োগ করা হয়নি, বা কেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসার সুবিধাও ছিল না। জরুরি পরিস্থিতিতে এ আর ডি ডি-এর ভেটেরিনারি ডাক্তারকে চিকিৎসার জন্য ডাকা হচ্ছিল।
- রেঞ্জ অফিস/উদ্ধার কেন্দ্রে ওষুধ, অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি, পোস্ট মর্টেম রুম এবং কোয়ারেন্টাইনের জায়গা ছিল না।
- নভেম্বর 2018 থেকে এপ্রিল 2022 এর মধ্যে, 11টি নীলগাইকে উদ্ধার করে একটি বেষ্টনীতে রাখা হয়েছিল এবং এই সময়ের মধ্যে সাতটি বাছুর জন্মগ্রহণ করেছিল, কিন্তু নীলগাই বেষ্টনীতে জায়গা যথেষ্ট ছিল না। মার্চ 2022-তে রেঞ্জ অফিসার, কুলিক বন্যপ্রাণী রেঞ্জের দ্বারা বিষয়টি ডি এফ ও, রায়গঞ্জ বিভাগের নজরে আনা হয়েছিল। কিন্তু অতিরিক্ত নীলগাইদের জন্য স্থান বাড়ানোর জন্য কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বা অতিরিক্ত নীলগাইগুলিকে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত করা হয়নি।
- নীলগাইদের অত্যধিক সংখ্যা ভয়ঙ্কর দ্বন্দ্বের দিকে পরিচালিত করে, যার ফলে আহত হয়, সংক্রমণ ঘটে এবং মার্চ 2022 থেকে আগস্ট 2022-এর মধ্যে 13টি নীলগাই মারা যায়। সেপ্টেম্বর 2022-এ শুধুমাত্র দুটি নীলগাইকে বনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

উত্তরে দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণটি নজরে রাখা হয়েছে এবং বিষয়টি ডব্লিউ বি জেড এ দ্বারা দেখা হচ্ছে।

চ) জলদাপাড়া এন পি-তে দপ্তরীয় বন্দী হাতির ব্যবস্থাপনা

দপ্তরীয় বন্দী হাতিগুলি উত্তরবঙ্গের পি এ-তে বন সুরক্ষা এবং ইকোট্যুরিজমের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও, হাতি পরিচালনার জন্য[55] তাদের নিয়মিত দক্ষিণবঙ্গে পাঠানো হত। জলদাপাড়া ন্যাশনাল পার্কে 83টি বন্দী হাতি সুরক্ষার দায়িত্বে এবং পর্যটনের উদ্দেশ্যে, 33টি অন্যান্য পিলখানার সাথে সেন্ট্রাল পিলখানা[56] হলং-এ রয়েছে, যেখানে হাতি রাখা হয়। সদ্য জন্ম নেওয়া হাতি এবং উদ্ধার করা হাতিদের সাধারণত সেন্ট্রাল পিলখানায় রাখা হয়।

---

54 *(i) বি টি আর-এর জন্য রাজাভাতখাওয়া, (ii) জলদাপাড়া এন পি-এর জন্য মাদারিহাট, (iii) গোরুমারার জন্য লাটাগুড়ি, নেওরা এন পি এবং চাপরামারী ডব্লিউ এল এস (iv) এস টি আর এবং (v) কুলিক ডব্লিউ এল এস-এর জন্য রায়গঞ্জ।*

55 *যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বন্য হাতিদের মানব বসতির জায়গা থেকে বনে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।*

56 *এটি হল হাতি আশ্রয়কেন্দ্র যেখানে দপ্তরের পালিত হাতিদের সুরক্ষা এবং পর্যটন দায়িত্বের জন্য রাখা হয়।*

পাঁচটি পিলখানার[57] যৌথ পরিদর্শনে, নিম্নলিখিতগুলি প্রকাশ পেয়েছেঃ

- একটি ছাড়া[58], অন্য কোনো পিলখানায় হাতির জন্য পর্যাপ্ত শেড[59] বা কোনো শেড[60] ছিল না। দপ্তর উত্তরে, জানায় (মার্চ 2023) যে ওয়াচ টাওয়ারের সাথে সংযুক্ত পিলখানাটি অস্থায়ী প্রকৃতির এবং বড় পিলখানাগুলিতে পাকা শেড ছিল। উত্তরটি এই বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যেতে পারে যে দুটি[61] বড় পিলখানার ক্ষেত্র পরিদর্শনে সময় দেখা গেছে যে শেডে মাত্র দশটি হাতি থাকতে পারে কিন্তু মোট 18টি হাতি রয়েছে।
- বর্তমানে 83টি নির্ধারিত মজুরীর দৈনিক শ্রমিক পি ডি এল এবং 76টি দৈনিক শ্রমিক ডি এল মাহুত ও পাতাওয়ালা হিসেবে নিয়োজিত আছে, তারা দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে কাজ করছে। পি ডি এল এবং ডি এল উভয়কেই সরকারী চিকিৎসার সুবিধা প্রদান করা হয় না। নিরীক্ষা সময়কালে 18 জন ডি এল/ পি ডি এল হয় পালিত হাতিদের দ্বারা নিহত বা আহত হয়েছিল যা তাদের দুর্বল পরিস্থিতি ইঙ্গিত করে। দপ্তর ঘটনাটি স্বীকার করেছে (মার্চ 2023) এবং বলেছে যে মাহুত এবং পাতাওয়ালাদের চাকরির শর্তের বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।
- জলদাপাড়া এন পি-এর ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুযায়ী, হাতির গিয়ার যেমন গদ্দি, বেল্ট নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে এবং পরিবর্তন করতে হবে। বর্তমানে, গদ্দি, বেল্ট, ধুচির[62] মতো হাতির গিয়ার বছরে একবার পরিবর্তন করা হয় তবে, পরিধানের কারণে এগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাই কার্যস্থল পরিদর্শনকারী কর্মীরা অভিমত দেন যে হাতিদের সামগ্রিক ভালোর জন্য প্রতি ছয় মাসে একবার পরিবর্তন বিবেচনা করা যেতে পারে। উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে, সরঞ্জামগুলি সহজে এক বছরের জন্য টেকসই হয় তাই সেইগুলির বদলের প্রয়োজন নেই। তবে উত্তরটি কার্যস্থল পরিদর্শনকারী কর্মীদের মতামতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে কোনও হাতি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নেই বলেও নজরে এসেছে। সমস্যাটি কাটিয়ে ওঠার জন্য ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানে (2018-28), মাহুত এবং পাতাওয়ালাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য, নিয়মিতভাবে তাদের দক্ষতা বাড়াতে, দপ্তরীয় হাতিদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য, তাদের সক্ষমতা উন্নত করতে সালকুমার ফরেস্ট ব্লকে একটি নতুন হাতি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রস্তাব করা হয়েছিল (এপ্রিল 2019)। ওই স্থানে একটি হাতি উদ্ধার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং একটি পশুচিকিৎসা কেন্দ্রেরও প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রটি আজ পর্যন্ত (নভেম্বর 2022) প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

কেন হাতি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র করা হয়নি সে বিষয়ে দপ্তর মন্তব্য করেনি, তবে, জানায় (মার্চ 2023) যে মাহুত এবং পাতাওয়ালাদের প্রশিক্ষণ নিয়মিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে। যদিও, নিরীক্ষা সময়কালে, শুধুমাত্র তিনটি প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়।

1.7.5.2 জাতীয় উদ্যানের চারপাশে গবাদি পশুর টিকা প্রদান

এন ডব্লিউ এ পি-2017-31, স্থানীয় এবং উদীয়মান সংক্রামক উভয় রোগের জন্য নজরদারি বজায় রাখা এবং বন্য প্রাণী, মানুষ এবং গবাদি পশুর মধ্যে পারস্পরিক মিলমিশের কারণে জুনোটিক রোগের সম্ভাব্য বিস্তারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা করেছে।

[57] *চিলাপাতা ওয়াচ টাওয়ার (সি ডব্লিউ টি), হলং, জলদাপাড়া ইস্ট রেঞ্জ (এইচ কিউ), এন ই সি এবং জলদাপাড়া ওয়াচ টাওয়ার।*

[58] *চিলাপাতা ওয়াচ টাওয়ার (সি ডব্লিউ টি)।*

[59] *হলং, জলদাপাড়া পূর্ব রেঞ্জ (এইচ কিউ)।*

[60] *এন ই সি এবং জলদাপাড়া ওয়াচ টাওয়ার।*

[61] *হলং, জলদাপাড়া পূর্ব রেঞ্জ (এইচ কিউ)।*

[62] *এটি জি আই পাইপ দিয়ে তৈরি এবং এটি একটি হাতির গিয়ার।*

জলদাপাড়া, গোরুমারা এবং বি টি আর-এর পি এ-এর ভিতরে গবাদি পশুদের চরানোর ফলে বন্য প্রাণীদের গবাদি পশুবাহিত রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলছে। বিভাগগুলির নথি অনুসারে এই পি এ গুলির মধ্যে প্রান্তিক গ্রাম, বন্য গ্রাম এবং চা বাগানে মোট পশু সংখ্যা[63] প্রায় 2.70 লক্ষ। গবাদি পশুরাও সাধারণ জলের গর্তগুলি বন্য প্রাণীদের সাথে ভাগ করে নেয়। তাই, বন্য প্রাণীদের মধ্যে গবাদি পশুবাহিত রোগ (অ্যানথ্রাক্স, এফ এম ডি, এইচ এস বি কিউ ইত্যাদি) ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

নিরীক্ষা সময়কালে এই পি এ-গুলিতে টিকা দেওয়ার বিবরণ **সারণী 1.5**-এ বিশদে দেওয়া হল:

সারণী 1.5: গোরুমারা, জলদাপাড়া এন পি এবং বি টি আর-এ গবাদি পশুদের টিকা দেওয়া

পি এ	পশুসংখ্যা	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
গোরুমরা	41,000	23,900	15,250	5,930	1,100	0
জলদাপাড়া	78,496	68,500	73,500	85,000	50,800	50,900
বি টি আর	1,50,000	1,023	956	1,200	1,820	0

সুতরাং, এটি দেখা যায় যে গোরুমারাতে টিকা প্রদান 1,100 থেকে 23,900 (2.7 থেকে 58 শতাংশ) এর মধ্যে ছিল, যেখানে বি টি আর-এ তা ছিল 956 থেকে 1,820 (2017-18 থেকে 2020-21 –এ যথাক্রমে 0.64 থেকে 1.21 শতাংশ)। 2021-22 সালে, গোরুমরা এবং বি টি আর-এ কোনও টিকা দেওয়া হয়নি, যা বন্য প্রাণীদের গবাদি পশু বাহিত রোগের জন্য সংবেদনশীল করে তুলেছিল। এই পি এ গুলির নথি থেকে দেখা যায় যে নিরীক্ষা সময়কালে (2017-22) 39টি প্রাণী[64] সন্দেহজনক এফ এম ডি, অ্যানথ্রাক্স এবং অনির্দিষ্ট রোগে মারা গিয়েছিল। 2019-20 সময়কালে এটিও লক্ষ্য করা যায় যে জলদাপাড়া এন পি-তে গবাদি পশুর তুলনায় টিকা প্রদান বেশি ছিল। যদিও এই বিষয়ে উপলব্ধ নথিতে এর উল্লেখ ছিল না।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচি প্রাণী সম্পদ দপ্তরের সহযোগিতায় করা হয়েছিল। যাইহোক, রোগের কারণে বিপুল সংখ্যক প্রাণীর মৃত্যু আরও ঘন ঘন টিকাদান কর্মসূচির প্রয়োজন নির্দেশ করে।

1.7.5.3 প্রাণীর মৃত্যুর বিবরণী পেশ করার জন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি

এন ডব্লিউ এ পি -2017-31-এ প্রাণীদের অস্বাভাবিক মৃত্যু বা আচরণগত বিকৃতির নিবন্ধীকরন এবং বিবরণী পেশ করার কথা উল্লেখ আছে। বন দপ্তরের (ওয়াইল্ড লাইফ উইং), জি ও ডব্লিউ বি দ্বারা প্রকাশিত প্রমুখ বন্যপ্রাণীর মৃতদেহ উদ্ধারের জন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি (এস ও পি), অন্যান্য বিষয়ের সাথে নির্দেশ দেয় যে দপ্তরের পশুচিকিৎসা আধিকারিক (পশুচিকিৎসক) বা স্থানীয় পশুচিকিৎসা আধিকারিককে অবিলম্বে অবহিত করা উচিত এবং তাঁকে মৃতদেহ উদ্ধারের জায়গায় নিয়ে যাওয়া উচিত। পশুচিকিৎসা আধিকারিকের বিহিত এবং পরামর্শ অনুযায়ী, মৃতদেহটিকে হয় সাইটে বা উপযুক্ত স্থানে ময়নাতদন্ত (পি এম) করা উচিত। এছাড়াও ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহ করতে হবে। পি এম রিপোর্ট এবং ডি এফ ও-এর মন্তব্য সহ, নির্ধারিত প্রোফরমা অনুযায়ী ডি এফ ও-দের এই বিষয়ে সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ -এর কাছে বিশদ প্রতিবেদন জমা দিতে হবে।

পাঁচটি বন্যপ্রাণী বিভাগের[65] বন্যপ্রাণীর মৃত্যুর রেজিস্টার/ফাইলগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত থেকে জানা গেছে যে 2017-22 পর্যন্ত 1,223টি বন্যপ্রাণীর মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে বন্যপ্রাণী

[63] *41,000-গোরুমারা, 78,496-জলদাপাড়া এবং 1,50,000-বি টি আর।*

[64] *গৌর-17, গন্ডার-14, চিতা-4 ও সম্বর-4।*

[65] *বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগার পশ্চিম ও পূর্ব, জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগ, গোরুমরা বন্যপ্রাণী বিভাগ এবং দার্জিলিং বন্যপ্রাণী বিভাগ।*

(সংরক্ষণ) আইন, 1972-এর তফসিল-I-এ তালিকাভুক্ত 165টি প্রধান প্রাণী[66] সহ বন্যপ্রাণীর 236[67] পি এম রিপোর্ট নথি থেকে পাওয়া যায়নি।

এস ও পি অনুযায়ী, মৃত্যুর নথিপত্র এবং প্রতিবেদনে দপ্তরের ত্রুটিগুলি নির্দেশ করে, যা পি এ গুলির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছিল।

উত্তরে দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে সমস্ত মৃত্যু নথিবদ্ধ করা হয়েছে এবং ময়নাতদন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত হয়েছে এবং এই সম্পর্কিত প্রতিবেদন বিভাগগুলিতে উপলব্ধ আছে। তবে, নিরীক্ষার সময় এই ধরনের প্রতিবেদন পেশ করা হয়নি।

বক্স 4: সঠিক পদক্ষেপ

সিমিলিপাল বাঘ সংরক্ষণাগারে (ওড়িশায়) মোবাইল ভেটেরিনারি সার্ভিস (এম ভি এস) ইউনিট এপ্রিল-2014 থেকে কাজ করছে। এম ভি এস ইউনিট বাস্তুচ্যুত বন্য প্রাণীদের উদ্ধার ও পুনর্বাসন, রোগাক্রান্ত প্রাণীদের ক্লিনিকাল চিকিৎসা, পশুচিকিৎসা সহায়তা এবং মানব-বন্যপ্রাণী মিথস্ক্রিয়া (এইচ ডব্লিউ আই) ক্ষেত্রে জরুরী প্রতিক্রিয়া এবং বিভিন্ন বন্য প্রাণীর ময়নাতদন্তের সাথে জড়িত। নিবেদিত এম ভি এস দল সিমিলিপাল বাঘ সংরক্ষণাগারের বন্দী হাতির স্বাস্থ্য এবং ব্যবস্থাপনার দিকগুলিও দেখাশোনা করে।

সুপারিশ 6:

দপ্তরের উচিত প্রশিক্ষিত বন্যপ্রাণী পশুচিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে বন্যপ্রাণী পুনর্বাসন তথা রোগ নজরদারি কেন্দ্র স্থাপন করা ; এবং বন্যপ্রাণীর আপৎকালীন সহায়তা, উদ্ধার ও পুনর্বাসন এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সহায়তা প্রদানের জন্য প্রযুক্তিগতভাবে সজ্জিত ভ্রাম্যমান পশুচিকিৎসা চালু করা। বন দপ্তর রাজ্যের পশুপালন দপ্তরের সাথে স্বমন্বিতভাবে পি এ গুলির আশেপাশে বসবাসকারী পশুসম্পদগুলির জন্য একটি ব্যাপক টিকাদান কর্মসূচিও শুরু করতে পারে।

1.7.6 বাসস্থান ব্যবস্থাপনা

বাসস্থান ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য হ'ল বিঘ্নিত আবাসস্থল চিহ্নিত করা এবং বন্যপ্রাণী এবং মানুষ উভয়ের দ্বারা জমির অব্যাহত ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী পুনরুদ্ধার করা। ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বাসস্থান পুনরুদ্ধারের মধ্যে রয়েছে ঘাসের প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম পুনরুৎপাদন, পশুখাদ্যের প্রজাতির রোপণ, জলের গর্তের উন্নয়ন, আগাছা অপসারণ এবং স্থলভাগের আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার লাইনের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের মতো কার্যক্রম। সমস্ত বাসস্থান উন্নয়ন কার্যক্রম অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

1.7.6.1 তৃণভূমি ব্যবস্থাপনা

জলদাপাড়া এবং গোরুমরা এন পি এক শিংওয়ালা গন্ডারের জন্য বিখ্যাত। ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মতে, এই দুটি এন পি-তে গন্ডার সংরক্ষণের একটি সীমিত কারণ হল এই প্রজাতির জন্য অপর্যাপ্ত তৃণভূমির আবাসস্থল। এই দুটি এন পি-তে, তৃণভূমির পরিমাণ ছিল 30.55 বর্গ কিমি এবং 7.5 বর্গ কিমি অর্থাৎ মোট এলাকার যথাক্রমে 14.11 এবং 9.38 শতাংশ। ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মতে, দুটি জাতীয় উদ্যানে তৃণভূমি এলাকা সম্প্রসারণের পাশাপাশি বিদ্যমান তৃণভূমি বজায় রাখার প্রয়োজন ছিল। পশুখাদ্য গাছ এবং ঘাসের লক্ষ্যমাত্রার সাপেক্ষে প্রাপ্তি, **সারণী 1.6**-এ বিশদে বলা হয়েছে :

66 *বাইসন, হাতি, গন্ডার, চিতাবাঘ।*

67 *বাইসন-119, হাতি-24, গন্ডার-13, চিতা-19 এবং অন্যান্য পশু-61টি।*

সারণী 1.6 : বাসস্থান ব্যবস্থাপনায় লক্ষ্যমাত্রা সাপেক্ষে প্রাপ্তি

কার্যকলাপ	2017-22 সময়কালে					
	লক্ষ্যমাত্রা (হেক্টর)		প্রাপ্তি (হেক্টর)		প্রাপ্তি শতাংশে	
	জলদাপাড়া	গোরুমারা	জলদাপাড়া	গোরুমারা	জলদাপাড়া	গোরুমারা
চারাগাছ এবং ঘাস লাগানো	2,500	925	1,735.03	570	69	62
আক্রমণাত্মক প্রজাতি/আগাছা অপসারণ	2,500	750	1,252	325.9	50	43
অতিরিক্ত বৃক্ষরাজি অপসারণ	1,000	300	500	183.14	50	61

(উৎস: ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ দ্বারা প্রাপ্ত তথ্য)

এইভাবে, এটি দেখা যায় যে ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাগুলিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার সাপেক্ষে প্রাপ্তি 43 থেকে 69 শতাংশের মধ্যে ছিল। জলদাপাড়ার চারটি রেঞ্জ[68]-এ যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনে (12 এবং 13 নভেম্বর 2022) দেখা গেছে আগাছার উপদ্রব (যেমন *ল্যান্টানা কামারা*) এবং অতিরিক্ত বৃক্ষরাজির আচ্ছাদনের কারণে তৃণভূমিগুলি হ্রাস পেয়েছে[69]। অতএব, তৃণভোজীদের সংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে জরুরী হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

চিত্র 1.5: জলদাপাড়া পূর্ব রেঞ্জের মালঙ্গী 1 ও 2-এ ক্ষয়প্রাপ্ত তৃণভূমি

(উৎস: ক্ষেত্র পরিদর্শন)

দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে কোভিড এবং তহবিলের অভাবের কারণে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যায়নি। যাইহোক, বিষয়টি হল কোভিড সময়ের আগে এবং পরেও লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি।

1.7.6.2 তৃণভূমির সৃষ্টির পর একক সেগুন চাষের ক্যানোপি খোলা

স্টেট বোর্ড অফ ওয়াইল্ডলাইফ (এস বি ডব্লিউ এল), তার 11তম বৈঠকে (13 জুন 2017) নির্দেশ দেয় যে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং এবং দার্জিলিং-এর জাতীয় উদ্যান এবং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যগুলিতে সেগুনের একক চাষকে তৃণভূমিতে রূপান্তরিত করা এবং বৃদ্ধির জন্য পরিচালিত করা দরকার। শিকারের ঘাঁটি এবং যথাযথ তৃণভোজী ব্যবস্থাপনা, পাশাপাশি উন্মুক্ত এলাকা তৈরির জন্য, অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা/বাঘ সংরক্ষণ পরিকল্পনার অধীনে নির্ধারিত। এটিও প্রস্তাব করা হয়েছিল যে বন অধিদপ্তর, জি ও ডব্লিউ বি-এর বিদ্যমান

68 *চিলাপাতা, কোদালবস্তি, জলদাপাড়া (পূর্ব) এবং জলদাপাড়া (পশ্চিম)।*

69 *তৃণভূমি এলাকা, যেখানে ঘাসের চারার প্রজাতি বৃক্ষরাজি দ্বারা ঢেকে যাবার উপক্রম এবং ঘাস খুবই কমে গেছে, অতিরিক্ত বৃক্ষরাজি অপসারণের জন্য নির্বাচন করতে হবে।*

নিয়ম অনুসারে কাঠের নিষ্পত্তি করা হবে এবং তহবিলটি সংশ্লিষ্ট এম পি/ডব্লিউ এল এস-এর উন্নয়ন এবং জে এফ এম সি-এর সুবিধার জন্য ফেরত দেওয়া হবে।

বি টি আর-এর বাঘ সংরক্ষণ পরিকল্পনা (টি সি পি) (আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলায়) 2014-15 থেকে 2022-23 সময়কালে 381.68 হেক্টর একক সেগুন চাষের ক্যানোপি খোলার[70] প্রস্তাব করেছে, তারপরে তৃণভূমি তৈরি করা হয়েছে এবং গোরুমরা এন পি-র খসড়া এম পি (জলপাইগুড়ি জেলা) 2017-22 সময়কালে 100 হেক্টর প্রস্তাব করেছে। জলদাপাড়ার (জলপাইগুড়ি জেলা) এম পি কোনো ছাউনি খোলার প্রস্তাব দেয়নি।

এটি লক্ষ্য করা গেছে যে 2017-22 সালে, সমস্ত পি এ-তে একক সেগুন চাষের ক্যানোপি খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বি টি আর এস বি ডব্লিউ এল -এর নির্দেশনা অনুযায়ী পি সি সি এফ, বন্যপ্রাণী এবং সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ-এর কাছে ক্যানোপি খোলার মাধ্যমে সেগুনের একক চাষকে তৃণভূমিতে রূপান্তরের জন্য একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছে (জুন 2022)। 2022-23 থেকে 2028-29 সময়কালে দক্ষিণ রাজাভাতখাওয়া-2 অংশে 120 হেক্টর জমিতে ক্যানোপি খোলা এবং তৃণভূমি তৈরির প্রস্তাব করা হয়েছিল। যাইহোক, সেপ্টেম্বর 2022 পর্যন্ত, প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়নি। ফলস্বরূপ, এই পি এ গুলিতে তৃণভূমি তৈরি করে বন্যপ্রাণীর অভ্যাসের উন্নতি করা যাচ্ছে না।

দপ্তর জানায় যে (মার্চ 2023) মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে বি টি আর -এ সেগুন কাঠের জমি অপসারণের অনুমতি দেয়নি। যাইহোক, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা গঠিত কেন্দ্রীয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটির সুপারিশ অনুসারে, যেখানে ব্যবস্থাপনার জন্য গাছগুলির অপসারণ অবশ্য প্রয়োজন সেখানে কাটা গাছগুলিকে পি এ সীমানার বাইরে নিয়ে যাওয়া অথবা কোনো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা উচিৎ নয়। এইভাবে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা অনুযায়ী কাটা গাছগুলি অপসারণ না করে ক্যানোপি আবরণ খোলার উদ্যোগ নিতে পার।

1.7.6.3 ক্ষয়প্রাপ্ত জমির উন্নতি

টি সি পি অনুসারে, বি টি আর-এ 5,550 হেক্টর ফাঁকা এবং অবনমিত এলাকা ছিল (2016)। এই অবক্ষয়িত এলাকাগুলিকে বৃক্ষরোপণ, পশুখাদ্যের আবাদ এবং তৃণভূমির জন্য নেওয়া হয়েছিল। স্থানীয় ও দেশজ প্রজাতি, সুস্বাদু ঘাস এবং ফল ও পশুখাদ্য প্রজাতির আবাদের মাধ্যমে এই অঞ্চলের আবাসস্থল পুনরুদ্ধার করতে হবে।

বি টি আর (পূর্ব ও পশ্চিম) দ্বারা প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা গেছে যে, 2017-22 সালে, বন্যপ্রাণী এবং পশুখাদ্য প্রাপ্যতাকে পর্যাপ্ত করতে বৃক্ষ রোপণ এবং তৃণভূমি ও মৃত্তিকা সংরক্ষণের মাধ্যমে মাত্র 892.50 হেক্টর[71] জমি পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। এইভাবে, মার্চ 2022 পর্যন্ত 4,657.50 হেক্টর জমি ক্ষয়প্রাপ্ত রয়ে গেছে। উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে অবনমিত এলাকাটি আগামী বছরে বনসৃজনের জন্য নেওয়া হবে।

1.7.6.4 আক্রমণাত্মক এলিয়েন প্রজাতির পর্যবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

পি এ-তে, অন্যান্য জায়গার মত, আক্রমণাত্মক এলিয়েন প্রজাতি (আই এ এস)[72] বাস্তুতন্ত্রের কার্যকারিতা, কাঠামো এবং প্রজাতির সম্প্রদায় বা বাসস্থানের স্তরের পাশাপাশি প্রজাতির স্তরের

[70] *ক্যানোপি খোলা মানে ঘন সেগুন শনাক্ত করা এবং সেগুলি কাটা।*

[71] *বি টি আর (পশ্চিম)-251.50 হেক্টর (বিবিধ বৃক্ষরোপণ), 200 হেক্টর (ফোডার) এবং বি টি আর (পূর্ব) -251 হেক্টর (বিবিধ বৃক্ষরোপণ, 190 হেক্টর (ফোডার)।*

[72] *জৈবিক বৈচিত্র্যের (সি বি ডি) কনভেনশনের পরিপ্রেক্ষিতে আক্রমণাত্মক এলিয়েন প্রজাতি (আই এ এস), যার জন্য ভারত স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে একটি হল প্রজাতি যাদের পরিচিতি এবং/অথবা তাদের প্রাকৃতিক অতীত বা বর্তমান বিতরণের বাইরে ছড়িয়ে পড়া জৈবিক বৈচিত্র্যকে বিপদের মুখে ফেলে। আই এ এস প্রাণী, উদ্ভিদ, ছত্রাক এবং অণুজীব সহ সমস্ত শ্রেণীবিন্যাস গোষ্ঠীতে ঘটে এবং সমস্ত ধরণের বাস্তুতন্ত্রকে প্রভাবিত করতে পারে।*

উপর প্রভাব ফেলে। জৈবিক বৈচিত্র্যের কনভেনশন (সি বি ডি)[73] এই বিশ্বব্যাপী সমস্যাটির গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয় এবং চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলিকে আহ্বান জানায়: "যেসব এলিয়েন প্রজাতি বাস্তুতন্ত্র, বাসস্থান এবং প্রজাতিকে আসন্ন বিপদের মুখে ফেলে তাদের নিবারণ, নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূল করতে" {ধারা 8(h)}। ভারতের ন্যাশনাল বায়োডাইভারসিটি অ্যাকশন প্ল্যান (এন বি এ পি) 2019 অনুসারে, আই এ এস হল সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া প্রজাতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে পরিচিত দ্বিতীয় আসন্ন বিপদ। এন বি এ পি, আই এ এস-এর শনাক্তকরণ এবং চিকিৎসাকে পি এ এবং জলাভূমি ব্যবস্থাপনার একটি অপরিহার্য অংশ হিসাবে নির্ধারণ করেছে। এছাড়াও 2019 সাল নাগাদ জাতীয় বন্যপ্রাণী কর্মসূচী পরিকল্পনা (এন ডব্লিউ এ পি-2017-31) আই এ এস-এর মূল্যায়ন, পর্যবেক্ষণ এবং পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় উপযুক্ত বিধান করার কথা বলা হয়েছে।

চিত্র 1.6: জলদাপাড়া এন পি-তে ল্যানটানা ক্যামরা

(উৎস: ক্ষেত্র পরিদর্শন)

যদিও আই এ এস একটি বড় বিপদ হয়ে উঠেছে, নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে নির্বাচিত পি এ-তে এর প্রভাব মূল্যায়ন এবং এই বিপদের দ্রুত প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করার জন্য দপ্তরীয় গবেষণা পরিচালিত হয়নি। এছাড়াও, নিরীক্ষা আরও নিম্নলিখিতগুলি পর্যবেক্ষণ করেছে :

- জলদাপাড়া এন পি-এর বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (2018-19 থেকে 2028-29) অনুযায়ী, আগাছা একটি প্রধান সমস্যা এবং সেগুন বাগান ব্যতীত, অন্য সব গাছপালা আগাছা[74] বৃদ্ধিতে আক্রান্ত হয়, বিশেষ করে বর্ষাকালে যা হতে পারে তৃণভূমি আবাসস্থলের জন্য বিপদ।
- বি টি আর-এর টি সি পি (2016-17 থেকে 2026-27) ইউপেটোরিয়ম, মিকেনিয়া এবং ল্যান্টানার মতো আক্রমণাত্মক আগাছার অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছে।

যাইহোক, আই এ এস-এর মূল্যায়ন, নিরীক্ষণ এবং পরিচালনার জন্য কোন উপযুক্ত নিয়ম এতে পরিকল্পনা করা হয়নি।

দপ্তর নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ মেনে নেয় করেছে (মার্চ 2023) এবং জানায় যে স্থানীয় পর্যায়ে আগাছা নির্মূল কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এবং স্যাটেলাইট চিত্রের মাধ্যমে আই এ এস-এর নজরদারি করছে।

সুপারিশ 7:

দপ্তর সংরক্ষিত এলাকার বাসস্থান ব্যবস্থাপনার কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ করতে পারে এবং বিঘ্নিত আবাসস্থল পুনরুদ্ধারের জন্য আগাছা ও আক্রমণকারী প্রজাতির প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

---

73 *জৈব বৈচিত্র্যের উপর জাতিসংঘের কনভেনশন, অনানুষ্ঠানিকভাবে জীববৈচিত্র্য কনভেনশন নামে পরিচিত, একটি বহুপাক্ষিক চুক্তি যা 1992 সালে রিও ডি জেনেইরোতে আর্থ সামিটে স্বাক্ষরের জন্য খোলা হয়েছিল। এটি দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন সংক্রান্ত একটি মূল দলিল।*

74 *কামারা, ইউপেটোরিয়াম ওডোরাটাম, এজেরাটাম কনিজোয়েডস, ক্লেরোডেনড্রন সহ এসপিপি, ক্যাসিয়া তোরা, সোলানাম নিগ্রাম এবং মিমোসা হিমালয়েনসিস, এন পি-তে পাওয়া গেছে।*

1.7.7 আর্থিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা

বন্যপ্রাণী শাখা, রাজ্যে বন্যপ্রাণী এবং তাদের আবাসস্থল সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন কেন্দ্র পোষিত প্রকল্প (সি এস এস), পাশাপাশি রাজ্য পরিকল্পনা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, যেমন প্রজেক্ট টাইগার[75] (এস টি আর এবং বি টি আর), প্রজেক্ট এলিফ্যান্ট[76] এবং বন্যপ্রাণী বাসস্থানের সমন্বিত উন্নয়ন (আই ডি ডব্লিউ এইচ)[77] ইত্যাদি চলমান সি এস এস যার অধীনে রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সরকারগুলিকে বন্যপ্রাণী এবং এর আবাসস্থলগুলির সুরক্ষা এবং সংরক্ষণ সেইসাথে বাইরের পি এ গুলির পাশাপাশি গুরুতরভাবে বিপন্ন প্রজাতির পুনরুদ্ধার কর্মসূচির জন্যও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। সি এস এস প্রকল্পের অধীনে বরাদ্দের সাপেক্ষে ব্যয়-এর বিবরণ **সারণী 1.7**-এ বিশদে বলা হল :

সারণী 1.7 : সি এস এস-এর অধীনে বরাদ্দের সাপেক্ষে ব্যয়

(কোটি টাকায়)

কেন্দ্র পোষিত প্রকল্প							
বছর	প্রদত্ত পরিমাণ		ব্যয়		অব্যবহৃত পরিমাণ		মোট অব্যবহৃত তহবিল
	কেন্দ্রের ভাগ	রাজ্যের ভাগ	কেন্দ্রের ভাগ	রাজ্যের ভাগ	কেন্দ্রের ভাগ	রাজ্যের ভাগ	
2017-18	16.78	13.96	14.94	12.65	1.84	1.32	3.16
2018-19	25.33	17.09	22.16	16.75	3.16	0.34	3.50
2019-20	21.15	14.25	17.83	13.26	3.32	0.99	4.31
2020-21	16.68	10.64	15.63	10.20	1.05	0.44	1.49
2021-22	13.37	9.05	3.06	2.16	10.31	6.89	17.20
মোট	**93.31**	**64.99**	**73.62**	**55.02**	**19.68**	**9.98**	**29.66**

(উৎস: দপ্তরীয় তথ্য)

উপরের সারণী থেকে, এটি দেখা যায় যে 2017-22-এ সম্পূর্ণ তহবিল ব্যবহার করা যায়নি এবং প্রতি আর্থিক বছরে 1.49 থেকে 17.20 কোটি টাকা পর্যন্ত অব্যয়িত থেকে গেছে।

এছাড়াও, রাজ্য সরকার বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনার জন্য রাজ্য উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে বাজেট তহবিল প্রদান করে, যেমন বন সুরক্ষা, প্রকৃতি সংরক্ষণ, শিকার নিয়ন্ত্রণ, হাতি সংরক্ষণ ইত্যাদি, **সারণী 1.8**-এ বিশদে বলা হল :

সারণী 1.8: বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনার জন্য রাজ্য উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে বরাদ্দের সাপেক্ষে ব্যয়

(কোটি টাকায়)

বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনার জন্য রাজ্য উন্নয়ন প্রকল্প				
বছর	বাজেটের বিধান	রাজ্য সরকার কর্তৃক তহবিল মুক্তি	খরচ হয়েছে	অব্যবহৃত পরিমাণ
2017-18	24.55	22.08	21.40	0.68
2018-19	27.81	24.34	23.53	0.81
2019-20	28.10	21.63	19.24	2.39
2020-21	30.97	14.25	14.17	0.08
2021-22	41.46	20.21	19.77	0.43
মোট	**152.89**	**102.51**	**98.11**	**4.39**

(উৎস: দপ্তরীয় তথ্য)

[75] *জি ও আই স্কিম যা অ-পুনরাবৃত্ত ব্যয়ের জন্য 60 শতাংশ এবং পুনরাবৃত্ত ব্যয়ের জন্য 50 শতাংশ তহবিল সরবরাহ করে।*

[76] *60:40 বন্য হাতির জনসংখ্যা সংরক্ষণের জন্য সি এস এস।*

[77] *জি ও আই অংশ: 60; রাজ্যের অংশ: 40।*

উপরের সারণী থেকে এটা স্পষ্ট যে 2017-22- তে 0.08 থেকে 2.39 কোটি টাকা পর্যন্ত অব্যয়িত থেকে গেছে।

1.7.7.1 কেন্দ্র পোষিত প্রকল্পে তহবিল ব্যবস্থাপনা

2017 থেকে 2022-এ সি এস এস-প্রজেক্ট টাইগার' আই ডি ডব্লিউ এইচ এবং প্রজেক্ট এলিফ্যান্ট -এর সাথে সম্পর্কিত ব্যয়ের বরাদ্দ **সারণী 1.9** -এ বিশদে দেওয়া হল :

সারণী 1.9: রাজ্যে প্রজেক্ট টাইগার, আই ডি ডব্লিউ এইচ এবং প্রজেক্ট এলিফ্যান্টের অধীনে সি এস এস তহবিলের সদ্ব্যবহার

(কোটি টাকায়)

বছর	জি ও আই দ্বারা এ পি ও-তে অনুমোদিত পরিমাণ			জি ও আই দ্বারা দেওয়া নিট পরিমাণ	বিগত বছরের অব্যয়িত ব্যালেন্স সমন্বয় করা হয়েছে	জি ও আই দ্বারা দেওয়া মোট পরিমাণ	জি ও আই দ্বারা কম অর্থ প্রদান প্রকাশ	অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ		বিভাগ দ্বারা কম অর্থ প্রদান		ইউ সি অনুযায়ী ব্যবহৃত অর্থ		মুক্তিপ্রাপ্ত তহবিলের সাপেক্ষে ব্যয়ের ঘাটতি	মোট এ পি ও-এর সাপেক্ষে ব্যয়ের ঘাটতি
	মোট এ পি ও	কেন্দ্রের ভাগ	রাজ্যের ভাগ					কেন্দ্রের ভাগ	রাজ্যের ভাগ	কেন্দ্রের ভাগ	রাজ্যের ভাগ	কেন্দ্রের ভাগ	রাজ্যের ভাগ		
1	2	3	4	5	6	(7) = 5+6	(8) = 3-7	9	10	(11) = 7-9	(12) = 4-10	13	14	(15) = (9+10) – (13+14)	(16)= 2-(13+14)
2017-18	25.75	14.79	10.96	11.24	0.86	12.10	2.69	10.97	9.44	1.13	1.52	10.45	8.80	1.16	6.50
2018-19	29.27	16.98	12.29	13.87	1.42	15.29	1.69	13.99	11.00	1.30	1.29	13.79	10.73	0.47	4.75
2019-20	28.69	16.56	12.13	13.51	1.26	14.77	1.79	12.55	9.33	2.22	2.80	12.27	8.73	0.88	7.69
2020-21	18.81	10.80	8.01	5.51	2.14	7.65	3.15	7.02	4.80	0.63	3.21	6.26	4.79	0.77	7.76
2021-22	27.65	16.03	11.62	10.17	1.58	11.75	4.28	8.33	6.16	3.42	5.46	8.26	6.16	0.07	13.23
মোট	**130.17**	**75.16**	**55.01**	**54.30**	**7.26**	**61.56**	**13.6**	**52.86**	**40.73**	**8.70**	**14.28**	**51.03**	**39.21**	**3.35**	**39.93**

(উৎস: দপ্তরীয় তথ্য)

এই বিষয়ে, নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে:

- ভারত সরকার (জি ও আই) প্রকল্পের বার্ষিক পরিকল্পনা (এ পি ও) অনুমোদন করেছে, যার মোট পরিমাণ 130.17 কোটি টাকা (কেন্দ্রের ভাগ: 75.16 কোটি টাকা এবং রাজ্যের ভাগ: 55.01 কোটি টাকা)। যাইহোক, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের (জি ও ডব্লিউ বি) থেকে দ্বিতীয় কিস্তির প্রস্তাব না পাওয়ার কারণে জি ও আই শুধুমাত্র 61.56 কোটি টাকা প্রদান করেছিল।
- জি ও আই দ্বারা প্রদত্ত 61.56 কোটি টাকার মধ্যে দপ্তর দ্বারা 52.86 কোটি টাকা, অর্থাৎ, 8.7 কোটি টাকা কম প্রদান করেছে। এছাড়াও 55.01 কোটি টাকার অনিবার্যভাবে প্রদত্ত শেয়ারের বিপরীতে, দপ্তর 40.73 কোটি টাকা প্রদান করেছে অর্থাৎ 14.28 কোটি টাকা কম প্রদান করেছে। এইভাবে দপ্তর দ্বারা মোট 22.98 কোটি টাকা (8.7 কোটি টাকা + 14.28 কোটি টাকা) কম প্রদান করা হয়েছে।
- মোট 93.59 কোটি টাকা (52.86 কোটি টাকা + 40.73 কোটি টাকা) তহবিলের মধ্যে, দপ্তর 90.24 কোটি টাকা ব্যয় করেছে (51.03 কোটি টাকা + 39.21 কোটি টাকা)। এর

ফলে 3.35 কোটি টাকা অব্যয়িত রয়ে গেছে যার ফলে প্রতি বছরের পরবর্তী এ পি ও -তে জি ও আই তহবিল হ্রাস পেয়েছে।

এটি লক্ষ্য করা গেছে যে, পি এ-তে তহবিল কম প্রদানের কারণে বন্যপ্রাণী সুরক্ষা এবং ব্যবস্থাপনার কাজ যেমন নৌকা/লঞ্চ ভাড়া করা, শিকার বিরোধী টহলদারির জন্য জ্বালানী ক্রয়, মানব-বাঘ সংঘর্ষ প্রশমিত করার জন্য নাইলন জালের বেড়া রক্ষণাবেক্ষণ, বাঘ বৃদ্ধির কর্মসূচির জন্য বেষ্টনী নির্মাণ ইত্যাদির কাজ বিঘ্নিত হয়েছে যা ***পরিশিষ্ট 1, 2*** এবং ***3***-এ বিশদে বলা হয়েছে।

উত্তরে, দপ্তর (মার্চ 2023) জানায় যে অনুমোদন নেওয়ার দীর্ঘ প্রক্রিয়ার কারণে বিলম্ব হয়েছে এবং স্বীকার করেছে যে ব্যয় এবং তহবিল সময়মতো প্রকাশের পদ্ধতিকে সহজ করার সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও জানায় যে অব্যয়িত তহবিলের কারণে ভারত সরকার কর্তৃক তহবিল দেরীতে প্রদান করা হয়েছে এবং অনেক কিস্তিতে তহবিল প্রদান অর্থাৎ পূর্ব প্রদানের ব্যবহার শংসাপত্রের সাথে প্রতিটি কিস্তির লিঙ্ক করার কারণেও তহবিলের অ-ব্যবহার হয়েছে।

1.7.7.2 বন ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সুবিধা বিতরণ

জাতীয় বন নীতি, 1988 স্বীকৃত যৌথ বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (জে এফ এম সি) বন সুরক্ষা এবং ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রবিন্দু। রাজ্যে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং পি এ-এর ব্যবস্থাপনার একটি কর্মসূচি 1996[78] সালে নেওয়া হয়েছিল। কর্মসূচী অনুযায়ী পি এ-গুলির সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি (ই ডি সি/জে এফ এম সি) গঠন করা হবে। ই ডি সি সদস্যরা পি এ-তে পর্যটক, গাড়ি চলাচল, ফটোগ্রাফি এবং এই জাতীয় অন্যান্য কার্যকলাপের জন্য সরকারী প্রাপ্তির 25 শতাংশ পাওয়ার যোগ্য ছিল।

জে এফ এম সি-এর কাজ ছিল কমিটির সদস্যদের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ, দখল, চারণ, আগুন, চোরাচালান, চুরি ইত্যাদি প্রতিরোধ করে বন ও বন্যপ্রাণীর সুরক্ষা নিশ্চিত করা, বন কর্মীদের পি এ-তে অবৈধ কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করা; মানব-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্ব প্রশমনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ; এবং কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। সদস্যরা, পি এ-গুলির ব্যবস্থাপনায় সুরক্ষা এবং অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম এক বছরের জন্য তাদের সন্তোষজনক অবদানের জন্য, পর্যটক এবং গাড়ি চলাচল, ফটোগ্রাফি এবং ইকো-ট্যুরিজম সম্পর্কিত পি এ-গুলির অন্যান্য কার্যকলাপের জন্য সরকারী প্রাপ্তির 40 শতাংশের যোগ্য ছিল।

পি এ-তে ইকো-ট্যুরিজম ক্রিয়াকলাপ থেকে প্রাপ্ত আর্থিক প্রাপ্তিগুলি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বন উন্নয়ন সংস্থা (ডব্লিউ বি এস এফ ডি এ)[79] এর অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়েছিল, যেখান থেকে 40 শতাংশ অর্থ পি এ পরিচালকদের কাছে, বিভিন্ন জে এফ এম সি-তে বিতরণের জন্য, ব্যবহারিক সুবিধা হিসাবে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। চারটি বিভাগের[80] পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই থেকে দেখা গেছে যে আটটি পি এ সুরক্ষার জন্য 123টি জে এফ এম সি[81] ছিল । 2017-22-এর মধ্যে এই বন্যপ্রাণী এলাকায় ইকো-ট্যুরিজম কার্যক্রম থেকে 19.45 কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে এবং এটি ডব্লিউ বি এস এফ ডি এ-এর অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়েছে। এইভাবে জে এফ এম সি গুলি 7.78 কোটি টাকা[82] সুবিধা পাওয়ার অধিকারী ছিল। যাইহোক, নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে:

---

[78] *রেজোলিউশন নং 3841-For/d/11M-795, তারিখ 26ই জুন, 1996।*

[79] *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বন উন্নয়ন সংস্থা (ডব্লিউ বি এস এফ ডি এ) একটি নিবন্ধিত সমিতি 'ওয়েস্ট বেঙ্গল সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, 1961'-এর অধীনে এবং পশ্চিমবঙ্গের বন অধিদপ্তরের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।*

[80] *গোরুমারা, দার্জিলিং, রায়গঞ্জ ও জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগ।*

[81] *দার্জিলিং বন্যপ্রাণী বিভাগের 31টি জে এফ এম সি, গোরুমরা বন্যপ্রাণী বিভাগের 18টি জে এফ এম সি এবং জলদাপাড়া ডব্লিউ এল বিভাগের 71 জে এফ এম সি এবং রায়গঞ্জ বিভাগের 3টি জে এফ এম সি।*

[82] *19.45 কোটির 40 শতাংশ।*

- 2017-18 এবং 2018-19 সময়ের জন্য, ডব্লিউ বি এস এফ ডি এ তাদের অনুরোধের ভিত্তিতে 2019-20 সালে তিনটি বিভাগে[83] 2.46 কোটি টাকা প্রদান করেছে, যা আগস্ট 2022 পর্যন্ত 114 জে এফ এম সি[84]-এর মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। গোরুমারার ছয়টি জে এফ এম সি এই সময়কালে সুবিধা পায়নি। তিনটি জে এফ এম সি-তে সুবিধা বিতরণের জন্য রায়গঞ্জ বিভাগ ডব্লিউ বি এস এফ ডি এ-তে অনুরোধ পাঠায়নি কারণ জে এফ এম সি গুলি অকার্যকর ছিল, যদিও 2017-22 সালে ইকো-ট্যুরিজম কার্যকলাপ থেকে 0.55 কোটি টাকা আদায় করা হয়েছিল।
- গোরুমারা বিভাগ 2022 সালের জানুয়ারিতে ডব্লিউ বি এস এফ ডি এ-কে 1.05 কোটি টাকা দাবি করেছিল এবং ফেব্রুয়ারি 2022-এ তা পেয়েছিল। তবে, আট মাস অতিবাহিত হওয়ার পরেও, 1.05 কোটি টাকা বিতরণ করা হয়নি (অক্টোবর 2022)।

প্রদত্ত অর্থ সুবিধার অবিতরণ/দেরিতে বিতরণের কারণে রায়গঞ্জ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে চারণের মতো বেআইনি কার্যকলাপের উদাহরণ থেকে প্রকাশ পায় যে বন্যপ্রাণী সুরক্ষা এবং ব্যবস্থাপনার কাজে প্রান্তিক লোকদের জড়িত করার উদ্দেশ্য কিছুটা হতাশ হয়েছিল। নিরীক্ষা এবং বিভাগীয় আধিকারিকদের সাথে যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শন (নভেম্বর 2022) নিশ্চিত করেছে যে স্থানীয় লোকেরা সহজেই রায়গঞ্জ ডব্লিউ এল এস-এর বেড়হীন অংশগুলিতে গবাদি পশু চরানো, পিকনিক এবং অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রবেশ করছে, যার ফলে অভয়ারণ্যের বন্যপ্রাণী বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে।

উত্তরে দপ্তর (জানুয়ারি 2024) জানায়, জে এফ এম সি সুবিধা প্রদান না করা/বিলম্বে প্রদান করার সমস্যাগুলি দেখা হবে এবং সমাধান করা হবে।

সুপারিশ 8:

বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য দপ্তরের অনুমোদিত বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী তহবিল সংগ্রহ করা উচিত। দপ্তরেরও উচিত উপলব্ধ তহবিলগুলি অবিলম্বে ব্যবহার করা এবং যথাসময়ে কেন্দ্রীয় সহায়তা প্রাপ্তির জন্য ব্যবহারের শংসাপত্র জমা দেওয়া।

1.8 মানব-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্ব

মানব-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্ব (এইচ ডব্লিউ সি) বলতে মানুষ এবং বন্য প্রাণীর মধ্যে নেতিবাচক সংযোগ বোঝায়, যা মানুষের জীবন, ফসল, পশুসম্পদ এবং অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষতি বা তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে, এমনকি বন্য প্রাণী এবং তাদের বাসস্থানের উপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে।

সাধারণত বন্য প্রাণীদের পথভ্রষ্ট হয়ে আবাসস্থলে আসার কারণে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, যার ফলস্বরূপ বন্য প্রাণী হত্যা অথবা মানুষের মৃত্যু/জখম, ফসল/গবাদি পশু/বাড়ির ক্ষতি হয়, যা বন্য আবাসস্থলের ক্ষতি, বনে পশুখাদ্য/শিকারের ঘাঁটি সঙ্কুচিত এবং বনের চারপাশে বর্ধিত কার্যকলাপহওয়ার কারণে তীব্র হয়। বাসস্থান, কৃষি এবং চা বাগানের দ্রুত সম্প্রসারণ, বিস্তৃত-পরিসর প্রাণীদের স্থানান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় করিডোরগুলিকে ছিন্ন করে দিয়েছে। প্রাকৃতিক তৃণভূমি হ্রাস এবং প্রাকৃতিক বনকে বাণিজ্যিক প্রজাতির বৃক্ষরোপণে রূপান্তরিত করা হাতি এবং অন্যান্য বন্য প্রাণীদের খাদ্যের ভিত্তিকে আরও সীমিত করেছে। হরিণ এবং অন্যান্য ছোট শিকার-প্রাণীর শিকারের ফলে কিছু এলাকায় বাঘ এবং চিতাবাঘের মতো বড় বিড়ালদের শিকার-ঘাঁটি হ্রাস পেয়েছে। দ্বন্দ্বের ফলে বন্য প্রাণীর পাশাপাশি মানুষ উভয়েরই ক্ষতি হয়, যা শেষ পর্যন্ত বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্ত করে।

[83] *গোরুমারা, দার্জিলিং ও জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগ।*

[84] *দার্জিলিং বন্যপ্রাণী বিভাগের 31টি জে এফ এম সি, গোরুমরা বন্যপ্রাণী বিভাগের 12টি জে এফ এম সি এবং জলদাপাড়া ডব্লিউ এল বিভাগের 71 জে এফ এম সি।*

রাজ্যের এইচ ডব্লিউ সি-তে জড়িত কিছু প্রধান প্রজাতি হল বৃহৎ তৃণভোজী, যেমন হাতি এবং মাংসাশী প্রাণী যেমন বাঘ এবং চিতাবাঘ। এই প্রধান প্রজাতিগুলি ছাড়াও, বাইসন এবং গন্ডারও ফসল, মানুষের জীবন এবং সম্পত্তির ক্ষতি করে। 2017-22 সালের মধ্যে দ্বন্দ্বের সামগ্রিক সংখ্যা, সেইসাথে পশুর উৎপাতের কারণে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ, **সারণী 1.10**-এ বিশদে বলা হল :

সারণী 1.10: পশুর উৎপাতের কারণে প্রদত্ত বছরভিত্তিক ক্ষতিপূরণ

(কোটি টাকায়)

বছর	নিহত ব্যক্তি সংখ্যা	আহত ব্যক্তি সংখ্যা	নিহত ও আহত ব্যক্তি সংখ্যা	মানুষের মৃত্যু/আঘাতের জন্য প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ	প্রাণিসম্পদ নিহত/আহত	নিহত প্রাণিসম্পদের জন্য প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ	ফসলের ক্ষতি (হেক্টর)	ফসলের ক্ষতির জন্য প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ	কুঁড়েঘরের ক্ষতি	কুঁড়েঘরের ক্ষতির জন্য প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ	মোট প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ
2017-18	73	185	258	1.54	423	0.07	4613	8.53	3516	1.18	11.32
2018-19	104	159	263	2.34	514	0.13	3771	5.10	3531	1.49	9.06
2019-20	134	229	363	3.29	430	0.08	3905	5.45	2928	1.06	9.88
2020-21	122	229	351	3.37	367	0.08	5123	5.31	2812	1.16	9.92
2021-22	117	88	205	2.70	272	0.06	4853	5.03	2321	1.01	8.80
মোট	**550**	**890**	**1,440**	**13.24**	**2,006**	**0.42**	**22,265**	**29.42**	**15,108**	**5.90**	**48.98**

(উৎস: সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ-এর তথ্য)

1.8.1 মানব-হাতির দ্বন্দ্ব

হাতি, মূল সংঘাতের একটি প্রজাতি হিসাবে চিহ্নিত কারণ তারা উচ্চ অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ এবং অনেক সংখ্যক মানুষের প্রাণহানির জন্যও দায়ী। 2017-22 সালে দেওয়া মোট 48.98 কোটি টাকা ক্ষতিপূরণের মধ্যে, 46.70 কোটি টাকা (96 শতাংশ) মানব-হাতি দ্বন্দ্বের (এইচ ই সি) ক্ষতিপূরণের জন্য ছিল। হাতির আবাসস্থল (বন) খুবই খণ্ডিত এবং বন ও কৃষি জমি উভয়ের সমন্বয়ে গঠিত। এখানে ধান, ভুট্টা, শসা, কুমড়া, লাউ এবং আলু, ব্যাপকভাবে চাষ করা হয় যা হাতিকে আকর্ষণ করে।

আলু ফসলে হাতির উপদ্রব

ধানের খামারে হাতি

চিত্র 1.7: হাতির উপদ্রবের কারণে কৃষির ক্ষতি

(উৎস: জাইকা রিপোর্ট)

2022 সালের এপ্রিল পর্যন্ত, দুটি ল্যান্ডস্কেপে পশ্চিমবঙ্গে হাতির আবাসস্থলের মোট এলাকা ছিল 6,392.83 বর্গ কিমি, যেমন (i) দক্ষিণবঙ্গে (3,740.51 বর্গ কিমি), দশটি আঞ্চলিক বিভাগ[85] নিয়ে গঠিত এবং (ii) উত্তরবঙ্গে (2,652 বর্গ কিমি), মোট ছয়টি[86] বন্যপ্রাণী এবং চারটি[87] আঞ্চলিক বিভাগ নিয়ে গঠিত। রাজ্যে দুটি নোটিফাইড হাতি সংরক্ষণাগার রয়েছে, যেমন উত্তরবঙ্গে ইস্টার্ন ডুয়ার্স হাতি সংরক্ষণাগার এবং দক্ষিণবঙ্গের ময়ূরঝর্ণা হাতি সংরক্ষণাগার (এম ই আর), মোট 1,391.51 বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে রয়েছে। রেকর্ড অনুসারে, প্রভাব বিস্তারকারী মোট অঞ্চল হল 3,236 বর্গ কিমি। সর্বশেষ হাতি শুমারি, 2017 অনুযায়ী উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে যথাক্রমে 488 এবং 194টি হাতি ছিল।

তালিকা 1.3: উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে বছরভিত্তিক হাতির জনসংখ্যা (দক্ষিণবঙ্গে 2014 সালে আদমশুমারি করা হয়নি)

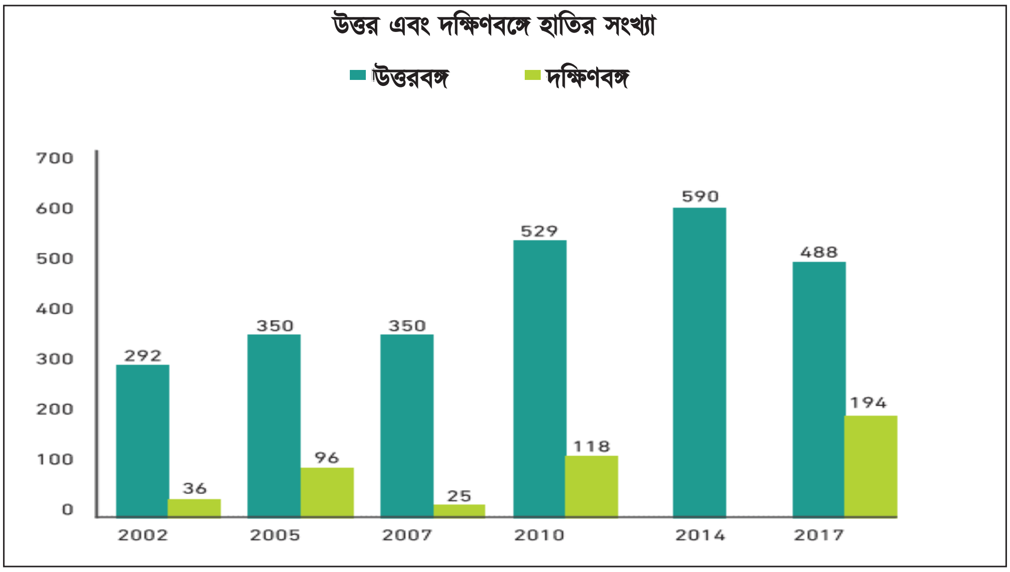

(উৎস: বন্যপ্রাণী শাখার বার্ষিক প্রতিবেদন)

2017-22-এর সময় 'প্রজেক্ট এলিফ্যান্ট' (60:40 শেয়ারিং সহ একটি কেন্দ্র পোষিত প্রকল্প-এর অধীনে 7.23 কোটি টাকা বরাদ্দের সাপেক্ষে 6.83 কোটি টাকা খরচ হয়েছে। এছাড়াও "হাতি সংরক্ষণ একটি রাজ্য উন্নয়ন প্রকল্প বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের জন্য[88] 55.00 কোটি টাকা বাজেটের বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে 41.09 কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছিল-যার মধ্যে 37.96 কোটি টাকা খরচ হয়েছে। এছাড়াও, রাজ্য বন উন্নয়ন সংস্থা তহবিল থেকে বন্যপ্রাণী দ্বারা ক্ষয়ক্ষতির জন্য দপ্তর দ্বারা 46.42 কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছিল।

মানুষের মৃত্যু এবং এইচ ই সি-এর কারণে ক্ষতিপূরণের বিশদ বিবরণ **সারণী 1.11**-এ দেখানো হল :

85 *পুরুলিয়া, কংসাবতী (দক্ষিণ), কংসাবতী (উত্তর), বাঁকুড়া (দক্ষিণ), বাঁকুড়া (উত্তর), পাঞ্চেত, মেদিনীপুর, রূপনারায়ণ, খড়গপুর এবং ঝাড়গ্রাম।*

86 *বি টি আর (পূর্ব), বি টি আর (পশ্চিম), জলদাপাড়া, গোরুমারা, নেওরা উপত্যকা এবং মহানন্দা বন্যপ্রাণী বিভাগ।*

87 *কার্সিয়ং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি এবং বৈকুণ্ঠপুর।*

88 *ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ, পরিখা/বেড়া নির্মাণ, জনবল নিয়োগ/মজুরি, নিরাপত্তা সরঞ্জাম ক্রয়, প্রশান্তির প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।*

সারণী 1.11: হাতির উৎপাতের কারণে প্রদত্ত বছরভিত্তিক মোট ক্ষতিপূরণ

(কোটি টাকায়)

বছর	নিহত ব্যক্তি সংখ্যা	আহত ব্যক্তি সংখ্যা	মানুষের মৃত্যু/আঘাতের জন্য প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ (টাকায়)	ফসলের ক্ষতি (টাকায়)	ফসলের ক্ষতির জন্য প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ (টাকায়)	কুঁড়েঘরের ক্ষতি (সংখ্যা)	কুঁড়েঘরের ক্ষতির জন্য প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ (টাকায়)	প্রাণিসম্পদ নিহত/আহত (সংখ্যা)	নিহত পশুদের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে (টাকায়)	মোট (টাকায়)
2017-18	66	98	1.44	4613	8.53	3516	1.17	0	0.00	11.14
2018-19	80	81	1.94	3771	5.10	3531	1.49	0	0.00	8.53
2019-20	116	80	3.07	3905	5.45	2928	1.06	0	0.00	9.58
2020-21	117	229	3.17	5123	5.31	2812	1.16	367	0.08	9.72
2021-22	77	190	2.96	4058	3.90	2879	0.85	81	0.01	7.72
মোট	**456**	**678**	**12.59**	**21,470**	**28.29**	**15,666**	**5.73**	**448**	**0.09**	**46.70**

(উৎস: সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ-এর তথ্য)

রাজ্যে এইচ ই সি দুটি ভিন্ন ল্যান্ডস্কেপ পর্যায় যেমন দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হল:

1.8.1.1 দক্ষিণবঙ্গে মানব হাতির দ্বন্দ্ব

2017 সালের হাতি শুমারি অনুসারে, দক্ষিণবঙ্গে 194টি হাতি (পরিযায়ী সংখ্যাসহ) ছিল। ঝাড়খণ্ডের দলমা বন থেকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে প্রতি বছর প্রায় 120-135টি হাতি চলে আসে। সাধারণত এই হাতিরা পশ্চিমবঙ্গে কাঁকরাঝোর বনের (ঝাড়গ্রাম) কাছে জুলাই মাসে প্রবেশ করে এবং পরবর্তী বছরের ফেব্রুয়ারি/মার্চ মাসে চলে যায়। তাদের দীর্ঘস্থায়ী অবস্থানের সময়, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলায় প্রায় 3,236 বর্গ কিমি অঞ্চলে তাদের আধিপত্য থাকে।

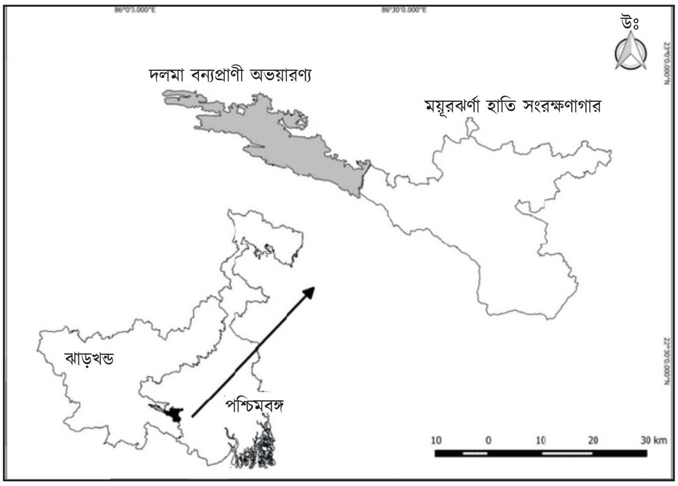

চিত্র 1.8 : ময়ূরঝর্ণা হাতি সংরক্ষণাগার এবং দলমা বণ্যপ্রাণী অভয়রণ্যের মানচিত্র

দ্বন্দ্ব কমানোর জন্য অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যেমন। (i) এলিফ্যান্ট ড্রাইভিং স্কোয়াড (ii) এলিফ্যান্ট প্রুফ বৈদ্যুতিক বেড়া নির্মাণ (iii) এলিফ্যান্ট প্রুফ ট্রেঞ্চ (ই পি টি) ইত্যাদি খনন। এছাড়াও, ময়ূরঝর্ণা হাতি সংরক্ষণাগার (এম ই আর) এর ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার বিবেচনা করা হয়েছে, যার মধ্যে, আবাসস্থলের ব্যাপক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাতে এই ল্যান্ডস্কেপের হাতি জনগোষ্ঠীকে উচ্চ মানের খাদ্য, জল এবং আশ্রয় প্রদান করা যায়। যদিও, মানুষের মৃত্যুর ঘটনা বেড়েছে এবং ফসলের

ক্ষতিও বেশি ছিল, দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে 2017-22 সালে ক্ষতিপূরণ হিসাবে 31 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল, যা এইচ ই সি-তে রাজ্যের মোট ক্ষতিপূরণের প্রায় 66 শতাংশ ছিল।

দক্ষিণ বঙ্গের নির্বাচিত পাঁচটি বিভাগের[89] তথ্যের তদন্তে পুনরায় নিম্নলিখিতগুলি প্রকাশিত হয়েছে:

(i) প্রশমন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন

হাতি তাড়ানো এবং লোকালয়ে তাদের ঢুকে পড়া আটকানোর জন্য বার্ষিক ব্যয় **সারণী 1.12**-এ দেখানো হল:

সারণী 1.12: বিভিন্ন প্রশমন কর্মসূচিতে পাঁচটি বন বিভাগে বরাদ্দের সাপেক্ষে ব্যয়

(কোটি টাকায়)

সময়কাল	বরাদ্দ (টাকায়)	ব্যয় (টাকায়)	হাতি তাড়ানোর খরচ (হুল্লা পার্টির মজুরি, আগুন জ্বালানো, হুল, জ্বালানি ইত্যাদি) (টাকায়)	ই পি টি নির্মাণে ব্যয়, রক্ষণাবেক্ষণ সহ ই পি এক্স নির্মাণ (টাকায়)	জলাশয় তৈরিতে ব্যয় (টাকায়)	পশুখাদ্য আবাদে ব্যয় (টাকায়)	অন্যান্য খরচ (টাকায়)
2017-18	4.49	4.47	2.00	1.61	0.20	0.00	0.65
2018-19	3.90	3.90	2.12	0.78	0.16	0.00	0.83
2019-20	3.61	3.61	2.15	0.46	0.09	0.00	0.91
2020-21	1.58	1.58	1.16	0.19	0.00	0.00	0.23
2021-22	0.86	0.75	0.31	0.20	0.00	0.00	0.24
মোট	**14.44**	**14.31**	**7.74**	**3.24**	**0.45**	**0.0 0**	**2.86**

(উৎস: বিভাগীয় নথি)

উপরোক্ত থেকে, এটি দেখা যায় যে বিভাগ হাতি তাড়ানোর জন্য 7.74 কোটি টাকা (হাতি সংরক্ষণের মোট ব্যয়ের 54 শতাংশ) এবং হাতির ঢুকে পড়া আটকানোর জন্য 3.24 কোটি টাকা ব্যয় করেছে যেখানে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থাপনায় অর্থাৎ পশুখাদ্য রোপণের মাধ্যমে হাতির আবাসস্থলের উন্নয়নে অতি সামান্য তহবিল ব্যয় করেছে। দপ্তর জানায় (জানুয়ারি 2024) যে, একটি মূল্যায়ণ যথাক্রমে 2022-23 এবং 2023-24 সময়ে করা হয়েছিল যেখানে দেখা গেছে 1,831.66 হেক্টর এবং 2,507.90 হেক্টর অঞ্চলে বনসৃজন করা হয়েছিল।

(ii) হুল্লা ড্রাইভিং এর মাধ্যমে দ্বন্দ্ব প্রশমন

নথিগুলি থেকে দেখা যায় যে, ফসল-অভিযানের মরসুমে, বন দপ্তরের প্রতিটি বিভাগে হাতির গতিপথে নজরদারির জন্য এবং ফসলের ক্ষেত থেকে পশুদের তাড়াতে গ্রামবাসীদের সাহায্য করার জন্য একটি স্কোয়াড ছিল। স্কোয়াডের সদস্যরা এলাকা থেকে বন্য হাতিদের তাড়াতে শক্তিশালী স্পটলাইট, সাইরেন, ক্র্যাকার, হুলা[90] ব্যবহার করত। যেহেতু হাতি বারবার ফিরে আসে তাই স্কোয়াডগুলি একটি সাময়িক ত্রান সরবরাহ করেছিল, তাই এটি একটি সঠিক দ্বন্দ্ব প্রশমন নীতি হিসাবে কাজ করতে পারে না। আরও, এই ধরনের ঘন ঘন ড্রাইভ হাতিদের খুব বেশি বিশ্রাম এবং খাবার ছাড়াই ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য করে, তাদের ফসলের জমিকে ধ্বংস করার সময় আরও ঝুঁকি নিতে প্ররোচিত করে। এই ঝুঁকি গ্রহণের মনোভাব মানুষের সাথে সংযোগ বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে এবং দ্বন্দ্বের হার বাড়িয়ে দিতে পারে।

---

89 *তিনটি বিভাগ-এম ই আর-এর ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া দক্ষিণ এবং কংসাবতী দক্ষিণ এবং দুটি সর্বাধিক প্রভাবিত বিভাগ-বাঁকুড়া উত্তর ও মেদিনীপুর বন বিভাগ পরীক্ষামূলক অনুশীলনে নির্বাচিত প্রভাবিত অঞ্চল।*

90 *এক প্রান্তে জ্বলন্ত উপকরণ সহ একটি দীর্ঘ লাঠি।*

চিত্র 1.9 : এলিফ্যান্ট ড্রাইভিং ফোর্স (হুলা পার্টি)

(উৎস: এইচ ই এ এল)

(iii) ময়ূরঝর্ণা হাতি সংরক্ষণাগারের ব্যবস্থাপনা (এম ই আর)

দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের হাতির সংখ্যার জন্য একটি নিরাপদ আবাস্থল প্রদান এবং মানব-হাতি দ্বন্দ্ব প্রশমিত করার লক্ষ্যে 414 বর্গ কিমি নিয়ে গঠিত ময়ূরঝর্ণা হাতি সংরক্ষণাগার (এম ই আর) ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলার মধ্যে তৈরি করা হয়েছিল (অক্টোবর 2002)।

এম ই আর-এর প্রথম অনুমোদিত ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (এম পি) (2015) এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল (1) বৈজ্ঞানিক এবং নিবিড় বাসস্থানের উন্নতির মাধ্যমে এম ই আর-এর মধ্যে হাতির পালকে সীমাবদ্ধ করা, যাতে এই এলাকায় হাতিদের বছরের সর্বাধিক সময়ের জন্য উচ্চ মানের খাদ্য, জল এবং আশ্রয় প্রদান করা যায়, (2) এম ই আর এবং এর আশেপাশের দীর্ঘস্থায়ী, বৈজ্ঞানিক এবং প্রয়োজন ভিত্তিক পরিবেশ-উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয় প্রান্তিক জনসংখ্যার উন্নতি এবং (3) মানব-হাতি দ্বন্দ্বের প্রশমন। এম ই আর-এর মধ্যে হাতিদের অবাধে ঘোরাফেরা নিশ্চিত করার জন্য এবং হাতিদের খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে, এম ই আর-এর ধারণ ক্ষমতার সর্বাধিকীকরণ করে, এই এম পি করিডোরগুলির সুরক্ষা এবং পরিচালনারও পরিকল্পনা করেছিল।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্পের প্রতিবেদন[91], জি ও ডব্লিউ বি অনুসারে, ক্ষয়প্রাপ্ত আবাসস্থল পুনরুদ্ধার এবং আরও চারা গাছের প্রজাতি রোপণ, বাসস্থানের উন্নতিতে সাহায্য করতে পারে। প্রজাতির[92] প্রতিস্থাপন হাতির খাবারের প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে বনকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করবে বলে আশা করা হয়েছিল। বনাঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণে সুস্বাদু খাদ্যের উপস্থিতি হাতিদের এই বনের মধ্যে আরও বেশি সময় কাটাতে বাধ্য করতে পারে। এইভাবে, অবশেষে, এই এলাকায় মানব -হাতি মুখোমুখি হাওয়া এবং দ্বন্দ্ব উভয়ই হ্রাস করা যেতে পারে।

উল্লিখিত প্রতিবেদন থেকে এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে, বর্তমানে, ছোট পাল বা নিঃসঙ্গ পৃথক প্রাণীরা সংরক্ষণালয়ে কিছু সময় কাটাচ্ছে, কিন্তু তারা পশ্চিম মেদিনীপুরে পৌঁছানোর জন্য একটি করিডোর হিসাবে এম ই আর ব্যবহার করছে। প্রতিবেদন অনুসারে, জেলার অন্যান্য অংশে 0.52 হাতি/বর্গ কিমি এর তুলনায় এম ই আর-তে আনুমানিক হাতির ঘনত্ব ছিল 0.0029 হাতি/কিমি^{2}। বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমান্তে এম ই আর-এর মধ্যে, কাকরাঝোরের পূর্ববর্তী প্রবেশ পথ, গত তিন বছরে দলমার পরিযায়ী হাতির পাল ব্যবহার করেনি। পরিবর্তে, এম ই আর-এর বাইরে গিধনি এবং পারিহাটি রেঞ্জ একটি নতুন এন্ট্রি পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহার করছে।

---

[91] *'দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গে হাতির বাস্তুশাস্ত্র যার মধ্যে রয়েছে জনসংখ্যার গতিশীলতা, পরিযায়ী নিদর্শন, খাওয়ানোর অভ্যাস এবং মানব-হাতি দ্বন্দ্ব (জুন 2019)'।*

[92] *যেমন শোরিয়া রোবাস্টা এবং ইউক্যালিপটাস টেরেটিকোর্নিস সহ মতো পশুখাদ্যের প্রজাতি যেমন ল্যানিয়ার গ্র্যান্ডিস, এগেল মারমেলোস, মধুকা লংফোলিয়া, পেট্রকারপাস মারসুপিয়াম এবং বুকাননিয়া কোচিনচিনেনসিস।*

এম ই আর-এর মধ্যে তিনটি রেঞ্জের[93] যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনে (21 এবং 26 জুলাই 2022) দেখা যায় বনাঞ্চলে বাবুই ঘাসের ব্যাপক চাষ যা হাতির খাদ্য নয় এবং এটি ময়ূরঝর্ণা ই আর-এর অবক্ষয়ের জন্য দায়ী। বিপরীতে, নতুন প্রবেশ পথগুলির যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনে (28 জুলাই 2022) যেখানে গত তিন বছরে ভাল সংখ্যায় (গড় 60-100) হাতি সারা বছর জুড়ে ছিল এবং হাতিদের জন্য একটি সম্ভাব্য প্রাকৃতিক আবাস ছিল, নিম্নলিখিতগুলি প্রকাশ পায়:

- জলাশয় তৈরি, লবণ-গর্ত বা পশুখাদ্য/ফলের আবাদের মতো বাসস্থানের উন্নতির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।
- এই দুটি রেঞ্জে 2018-19 সালে নির্মিত 7.2 কিমি দৈর্ঘ্যে এলিফ্যান্ট প্রুফ ট্রেঞ্চস (ই পি টি), অবিলম্বে রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন ছিল, কারণ এই পরিখাগুলি ধীরে ধীরে অগভীর হয়ে গিয়েছিল যাহা হাতিদের দল সহজেই অতিক্রম করতে পারে।
- বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমান্তে এই নতুন প্রবেশ পথে শুধুমাত্র একটি ওয়াচ টাওয়ার[94] ছিল। বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে নজরদারির জন্য পর্যাপ্ত পরিকাঠামো সহ আরও ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ করা প্রয়োজন।

এটি ইঙ্গিত দেয় যে আবাসস্থলের উন্নতির জন্য দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপের পরিবর্তে স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে , যাতে হাতি সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে থাকে। এইভাবে, রিজার্ভ তৈরির মূল উদ্দেশ্য, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক এবং নিবিড় বাসস্থানের উন্নতির মাধ্যমে এম ই আর-এর মধ্যে হাতির পালকে বছরের সর্বাধিক সময়ের জন্য সীমাবদ্ধ করা, অর্জন করা যায়নি।

উত্তরে, দপ্তর (মার্চ 2023) তথ্যগুলি মেনে নেয় এবং জানায় যে বাসস্থান ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে হাতি তাড়ানোর জন্য বেশি ব্যয় করা হয়েছে কারণ জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা কৌশলগত দীর্ঘমেয়াদী হস্তক্ষেপের চেয়ে অগ্রাধিকার পেয়েছে।

(iv) দক্ষিণবঙ্গে মানব হাতির দ্বন্দ্বের ব্যবস্থাপনার জন্য প্রকল্প

বন বিভাগ জি ও ডব্লিউ বি 32.74 কোটি টাকা ব্যয়ে দক্ষিণবঙ্গে মানব-হাতির সংঘর্ষ পরিচালনা এবং মানুষের জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি কমানোর জন্য (সেপ্টেম্বর 2019) প্রশাসনিক অনুমোদন দিয়েছে। প্রকল্পের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (i) বিদ্যমান 30 কিমি এলিফ্যান্ট প্রুফ ট্রেঞ্চ (ই পি টি) -এর সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অংশের সংস্কার (ii) বিদ্যমান ই পি টি বরাবর বিদ্যুতের বেড়া নির্মাণ (iii) বিদ্যমান ই পি টি বরাবর কাঁটাযুক্ত গাছপালা দিয়ে বেড়া তৈরি করা এবং (iv) বিদ্যমান ই পি টি-র পাশে অ্যাপ্রোচ রোড। এই প্রশাসনিক অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে, জুলাই 2022 পর্যন্ত শুধুমাত্র 40.50 লক্ষ টাকার আর্থিক অনুমোদন পাওয়া গেছে। পরবর্তীকালে, সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ, ডব্লিউ বি-এর নির্দেশ অনুসারে, ডিসেম্বর 2020-এ ডি এফ ও, ঝাড়গ্রাম বিভাগের দ্বারা একটি সংশোধিত প্রস্তাব জমা দেওয়া হয়েছিল। মোট আনুমানিক 32.33 কোটি টাকা খরচে (i) অবশিষ্ট 60 কিলোমিটার সীমানার জন্য ই পি টি খনন করা (ii) সমগ্র 123 কিলোমিটারের জন্য বিদ্যুৎ বেড়া নির্মাণ এবং (iii) ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে ই পি টি সুরক্ষার জন্য 25.97 কিলোমিটার বোল্ডার পিচিং এই কাজের পরিধির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

যাইহোক, দপ্তর সংশোধিত প্রস্তাব অনুমোদন করেনি, বা অতিরিক্ত তহবিল প্রদান করেনি শুধুমাত্র 40.50 লক্ষ টাকা দিয়েছিল যা 2019-20-এর মধ্যে দুটি ওয়াচ-টাওয়ার[95] নির্মাণ এবং 2.23 কিলোমিটার নতুন ই পি টি তৈরির জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।

[93] *বর্ধমান-I, বেলপাহাড়ি ও ভুলবেধা।*

[94] *চাঁদুয়া জোনকা গিধনি রেঞ্জের আওতাধীন আমতলিয়া বীটের মৌজা।*

[95] *ধানগিকুসুমে ভুলবেধা রেঞ্জের অধীনে ওদালচুয়ার বিট এবং চন্দ্র-জোনকা মৌজায় গিধনি রেঞ্জের অধীনে আমতলিয়ার বীট।*

(v) ময়ূরঝর্ণা হাতি সংরক্ষণাগারের ব্যবস্থাপনার জন্য বন্যপ্রাণী বিভাগ স্থাপন (দক্ষিণ)

পি সি সি এফ, বন্যপ্রাণী এবং সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ, জি ও ডব্লিউ বি, প্রাথমিকভাবে এম ই আর-এর আরও ভাল ব্যবস্থাপনার জন্য একটি বন্যপ্রাণী (দক্ষিণ) বিভাগ তৈরি করার জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করেছে যাতে (i) মানব-হাতি প্রশমন ব্যবস্থার সমন্বয় সাধনের জন্য (ii) ধর্মীয় উপজাতীয় শিকারের বিপদের বিরুদ্ধে লড়াই করা সমন্বিত প্রচেষ্টা উন্নত করা যায় এবং (iii) দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের বিপন্ন প্রাণী যেমন, হায়না, বেঙ্গল ফক্স এবং নেকড়েদের আরও ভাল সংরক্ষণ।

তদনুসারে, বন দপ্তর, জি ও ডব্লিউ বি ঝাড়গ্রামে সদর দফতর সহ বন্যপ্রাণী (দক্ষিণ) বিভাগের নামে একটি নতুন বিভাগ তৈরি করার জন্য নির্দেশ (ফেব্রুয়ারি 2016) জারি করেছিল। বিভাগটি 2017-18 অর্থবছর থেকে কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। যাইহোক 2022 সালের মে পর্যন্ত, বিভাগটি চালু ছিল না, যার কারণ নথি থেকে পাওয়া যায়নি।

উত্তরে দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে হাতিরা খুব কমই এম ই আর-তে থাকে, তাই একটি নতুন বন্যপ্রাণী বিভাগ স্থাপন করা বিচক্ষণ নয়। উত্তরটি এই সত্যের আলোকে দেখা যেতে পারে যে প্রভাবিত অঞ্চলটি এখনও এম ই আর-এর অন্তর্গত জেলাগুলির অধীনে রয়েছে। তদুপরি, প্রস্তাবিত বন্যপ্রাণী বিভাগের ভূমিকা ছিল মানব-হাতি দ্বন্দ্বের বিরুদ্ধে বন বিভাগের মধ্যে সমন্বিত প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করা, ধর্মীয় শিকারের প্রশমন এবং দক্ষিণবঙ্গের বিপন্ন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করা। এলাকায় একটি জেলা অফিসের অনুপস্থিতিতে কীভাবে এগুলি নেওয়া হবে সেই কৌশল দপ্তরকে চূড়ান্ত করতে হবে। দপ্তর আরও জানায় যে হাতিদের দীর্ঘ সময়ের জন্য ধরে রাখার জন্য কিছু নির্বাচিত পকেটে বাসস্থানের উন্নতির ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

1.8.1.2 উত্তরবঙ্গে মানব হাতির দ্বন্দ্ব

উত্তরবঙ্গের হাতি ভারতে এশিয়ান হাতির উত্তর-পূর্ব জনসংখ্যার পশ্চিমাংশের প্রতিনিধিত্ব করে। এলিফ্যান্ট রেঞ্জ পশ্চিমে নেপাল, উত্তরে ভুটান, পূর্বে আসাম এবং দক্ষিণে বাংলাদেশ দ্বারা বেষ্টিত। 2017 সালের শুমারি অনুসারে এই অঞ্চলে প্রায় 488টি হাতি রয়েছে। হাতির অভিবাসন পথটি হল আসাম সীমান্ত থেকে উত্তরবঙ্গের নেপাল সীমান্ত পর্যন্ত, যা নয়টি বন বিভাগকে[96] অন্তর্ভুক্ত করে। উত্তরবঙ্গের হাতি রেঞ্জের প্রায় 34 শতাংশ বনের আওতায়, 22 শতাংশ চা বাগানের অধীনে, 17 শতাংশ কৃষি এবং 27 শতাংশ বাসস্থান ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অধীনে। ডুয়ার্স এবং তরাই অঞ্চলে গড় মানব ঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গ কিলোমিটারে 679। যদিও এই অঞ্চলটি ভারতের মোট হাতির সংখ্যার দুই শতাংশেরও কম ধারণ করে, তবে দেশে হাতির হানায় মানুষের মৃত্যুর প্রায় 12 শতাংশের মত এখানে ঘটে। মানুষের আঘাত বা মৃত্যু, ফসল বিনষ্ট এবং সম্পত্তির ক্ষতির ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে।

মুখ্য বন্যপ্রাণী রক্ষক (সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ)-এর দপ্তর দ্বারা প্রদত্ত নথি থেকে, এটি দেখা গেছে যে, 2017-22 সময়কালে, 259 জন হাতির দ্বারা নিহত হয়েছিল এবং উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ক্ষতিপূরণের[97] জন্য 16.08 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল।

দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার এই তিনটি জেলা নিয়ে ইস্টার্ন ডুয়ার্স হাতি সংরক্ষণাগার (ই ডি ই আর) তৈরি করা হয়েছিল (আগস্ট 2002)। ই ডি ই আর-এর মোট ভৌগলিক এলাকা হল 484 বর্গ কিমি। যদিও, এই রিজার্ভের জন্য একটি পৃথক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এম পি) প্রস্তুত করা হয়নি।

বন্যপ্রাণী করিডোর পুনরুদ্ধার

একটি বন্যপ্রাণী করিডোর হল স্থানীয় গাছপালা সহ জমির একটি সংকীর্ণ টুকরো যা অনুরূপ আবাসস্থল বা বনের অংশগুলিকে দুই বা ততোধিক বৃহত্তর অঞ্চলকে সংযুক্ত করে এবং এটি

96 *বি টি আর (পূর্ব), বি টি আর (পশ্চিম), জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগ, জলপাইগুড়ি, গোরুমরা বন্যপ্রাণী বিভাগ, বৈকুণ্ঠপুর বিভাগ, কার্সিয়ং , কালিম্পং এবং দার্জিলিং বন্যপ্রাণী বিভাগ।*

97 *ফসল, গবাদি পশু এবং মানুষের ক্ষয়ক্ষতি, মানুষের আঘাত এবং সম্পত্তি ধ্বংসের উদাহরণ।*

স্থানান্তর, উপনিবেশ এবং উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্প্রদায়ের আন্তঃপ্রজনন সহ পরিবেশগত প্রক্রিয়ার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং এরফলে বন্যপ্রাণীর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বাড়ে দ্রুত মানব বিকাশের কারণে বনের বিভাজন এবং দুটি বনের ক্ষণ্ডগুলির সাথে সংযোগকারী পথগুলির দখল, হাতি এবং বাঘের মতো বৃহৎ স্তন্যপায়ী প্রাণীর চলাচলকে প্রভাবিত করে। ওয়াইল্ডলাইফ ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া দ্বারা মোট ৪৪ টি বন্যপ্রাণী (হাতি) করিডোর চিহ্নিত করা হয়েছিল যা হাতিদের সংরক্ষণের জন্য তাদের দ্বারা প্রস্তুত প্রতিবেদন "রাইট অফ প্যাসেজ" (2005)-এ প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্যে 14টি করিডোর উত্তরবঙ্গে চিহ্নিত করা হয়েছিল যা **চিত্র 1.10**-এ দেখানো হয়েছে।

এগুলির মধ্যে পরিবেশগত অগ্রাধিকারের[98] ভিত্তিতে 1টি উচ্চ এবং 13টি মাঝারি হিসাবে বিবেচিত হয়। সংরক্ষণের সম্ভাব্যতার পরিপ্রেক্ষিতে[99] নয়টি মাঝারি এবং পাঁচটি নিম্নমানের বিবেচিত হয়। এই করিডোরগুলির অবস্থা, পরিবেশগত অগ্রাধিকারের এবং সংরক্ষণের সম্ভাব্যতা ***পরিশিষ্ট-4*** এ তুলে ধরা হয়েছে।

চিত্র 1.10 : পশ্চিমবঙ্গের উত্তরঅংশে চিত্র এলিফ্যান্ট করিডোরের মানচিত্র

সি এফ অ্যান্ড এফ ডি, বি টি আর এবং সি সি এফ ওয়াইল্ডলাইফ নর্থ, এই 14টি করিডোরের মধ্যে সাতটি সুরক্ষিত করার প্রস্তাব করেছেন (সেপ্টেম্বর 2022)। প্রস্তাবগুলিতে বলা হয়েছে যে এই করিডোরগুলির মাধ্যমে হাতিদের স্থান পরিবর্তনের কারণে এই অঞ্চলগুলিতে অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে। 2017-22 এই সময়ে, এই সাতটি করিডোরে মানুষের মৃত্যুর মোট সংখ্যা ছিল 148 যার জন্য 12.90 কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে।

হাতির টাস্ক ফোর্স, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের (অগাস্ট 31, 2010)-এর রিপোর্টে[100] সুপারিশ করা হয়েছে যে, তালিকাভুক্ত সমস্ত এলিফ্যান্ট করিডোরকে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা উচিত।

উত্তরে দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে সাতটি চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ করিডোরের মধ্যে একটিকে[101] পরীক্ষামূলকভাবে কমিউনিটি রিজার্ভ রূপে ঘোষণা করার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

সুপারিশ 9:

ন্যাশনাল হিউম্যান-ওয়াইল্ডলাইফ কনফ্লিক্ট মিটিগেশন স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান (এইচ ডব্লিউ সি-এন এ পি) 2021-26 এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে দপ্তর মানুষ ও হাতির সংঘাত সংক্রান্ত যথাযথ কৌশল তৈরি ও তারসঙ্গে এটি কার্যকর করার জন্য বিশদ কর্ম পরিকল্পনার জন্য পদক্ষেপ নিতে পারে।

98 *হাতি চলাচলের ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে হাতির করিডোরগুলিকে উচ্চ, মাঝারি এবং নিম্ন হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়।*

99 *জমির মালিকানা, মানব বসতির সংখ্যা, করিডোর খণ্ডিত হওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলিকে বিবেচনা করে করিডোরগুলি সংরক্ষণের সম্ভাব্যতার উপর উচ্চ, নিম্ন এবং মাঝারি হিসাবে গ্রেড করা হয়।*

100 *গজহ, ভারতে হাতির ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করে।*

101 *তিতি বক্সা করিডোর।*

1.8.2 ক্ষতিগ্রস্তদের মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ প্রদান

মানব-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্ব অনেক ক্ষতি বহন করে, বিশেষ করে মানুষের মৃত্যু, যা মানব সম্প্রদায়কে বন্যপ্রাণীর প্রতি কম সহনশীল করে তোলে। যাইহোক, দ্রুত সহায়তা প্রদান স্থানীয় স্তরে কিছু পরিমাণে বন্যপ্রাণীর প্রতি বিরোধিতা প্রশমিত করতে সাহায্য করতে পারে। এন ডব্লিউ এ পি 2017-31, ন্যূনতম কাগজপত্র দেখে এবং অন্যান্য ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করে ত্রাণ অবিলম্বে বিতরণ করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য, এইচ ডব্লিউ সি-এর কারণে ক্ষতিগ্রস্থদের মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য সরকারী পদ্ধতিকে সুগম করার জন্য রাজ্য বন বিভাগগুলিকে দায়িত্ব দিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি[102] অনুসারে, বন্যপ্রাণীর আক্রমনে নিহত ব্যক্তির আইনগত উত্তরাধিকারী/আত্মীয়দের কাছ থেকে একটি লিখিত আবেদন পাওয়ার পরে, মোট মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণের [103]75 শতাংশ ঘটনাস্থলেই প্রদান করতে হবে। অবশিষ্ট 25 শতাংশ, (i) পুলিশ/রেঞ্জ অফিসারের থেকে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কিত প্রতিবেদন পাওয়ার পর (ii) সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তারের দেওয়া মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রাপ্তির পর দিতে হবে। জরুরী ক্ষেত্রে, ডি এফ ও উপরে উল্লিখিত আনুষ্ঠানিকতাগুলি পর্যবেক্ষণ করার পরে একবারে সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান করতে পারেন।

পাঁচটি বন্যপ্রাণী বিভাগের[104] নথি যাচাই করে দেখা গেছে যে 2017-22 সময়কালে এইচ ডব্লিউ সি-র কারণে 203 জন মানুষ মারা গেছে। দেখা গেছে যে ক্ষতিপূরণের অর্থ মৃত ব্যক্তিদের নির্ভরশীলদের সময়মতো প্রদান করা হয়নি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘটনাস্থলেই মৃত ব্যক্তিদের আইনি উত্তরাধিকারীদের শুধুমাত্র 20,000 থেকে 30,000 টাকা প্রদান করা হয়েছিল। ক্ষতিপূরণের অবশিষ্ট পরিমাণ বিলম্বে প্রদান করা হয়েছিল। এটি দেখা গেছে যে, মোট 203টি মৃত্যুর মামলার মধ্যে, শুধুমাত্র 59টি ক্ষেত্রে (29 শতাংশ) মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ সময়মত বিতরণ করা হয়েছে। বাকি 144টি মামলায় 13 জন ভুক্তভোগী দুই বছরের বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও ক্ষতিপূরণ পাননি। 17টি ক্ষেত্রে, ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি, কারণ সংরক্ষিত এলাকার (পি এ) মধ্যে মৃত্যু হয়েছে এবং বাকি 127টি ক্ষেত্রে, ক্ষতিপূরণ প্রদানে এক মাস থেকে দুই বছরেরও বেশি সময় পর্যন্ত বিলম্ব হয়েছে, যা নিচে বিশদে বলা হল:

সারণী 1.13: ক্ষতিপূরণ প্রদানে বিলম্ব

বিলম্বের সময়কাল	মামলার সংখ্যা
01 থেকে 03 মাস	23
03 থেকে 06 মাস	24
06 থেকে 12 মাস	35
01 বছর থেকে 02 বছর	18
দুই বছরের বেশি	14
কোনো সুফল পাননি	13
মোট	**127**
বনাঞ্চলের মধ্যে মৃত্যু হওয়ায় ক্ষতিপূরণ পান নি	17

(উৎস: বিভাগীয় নথি)

[102] *নং 1547, তারিখ 13.06.2016 বন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।*

[103] *এপ্রিল 2017-অক্টোবর 2018-2.5 লক্ষ টাকা, নভেম্বর 2018- ফেব্রুয়ারি 2021-4.0 লক্ষ টাকা এবং মার্চ 2021 তারিখ পর্যন্ত- 5.0 লক্ষ টাকা।*

[104] *বি টি আর পশ্চিম, বি টি আর পূর্ব, জলদাপাড়া, গোরুমারা এবং দার্জিলিং।*

এই ধরনের বিলম্বিত এবং/অথবা অ-প্রদানের ঘটনাগুলি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রতি স্থানীয় সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ বাড়িয়ে তুলবে, যার ফলে প্রতিশোধমূলক হত্যা বা পশুদের আহত করার ঘটনা ঘটতে পারে।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে জানুয়ারী 2023 থেকে, 24 ঘন্টার মধ্যে হাতির আক্রমণে মানুষের মৃত্যুর জন্য 100 শতাংশ অর্থ প্রদান করা হবে এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের মুলতুবি মামলাগুলি এখন থেকেই মীমাংসা করা হচ্ছে। দপ্তর পুনরায় জানায় (জানুয়ারি 2024) যে, সম্প্রতি (মে 2023) পশ্চিমবঙ্গ সরকার বন্যপ্রাণী দ্বারা নিহত ব্যক্তিদের নিকটতম আত্মীয়দের বন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে চাকরি প্রদানের একটি কর্মসূচী চালু করেছে।

বক্স 5: সঠিক পদক্ষেপ

"অনুকাম্পা" হল একটি সহজে ব্যবহার যোগ্য সফ্টওয়্যার যা উড়িষ্যা সরকার তার প্রযুক্তিগত অংশীদার অর্থাৎ ওড়িশা স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার (ও আর এস এ সি), ভুবনেশ্বরের সহযোগিতায় তৈরি এবং চালু করেছে। পোর্টালটি বন্য প্রাণীদের দ্বারা মানুষ হত্যা, মানুষের আঘাত, গবাদি পশু হত্যা, ফসলের ক্ষতি বা বাড়ির ক্ষতির জন্য সহানুভূতিশীল অর্থ দাবি করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। নিরীক্ষার পরামর্শ মেনে নিয়ে দপ্তর জানায় (জানুয়ারী 2024) যে একটি অনুরূপ আবেদন এই রাজ্যে তৈরি করা হচ্ছে।

1.8.3 এস টি আর-এ মানব বাঘের দ্বন্দ্ব

সুন্দরবন বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ এবং একমাত্র ম্যানগ্রোভ বন যেখানে বাঘ পাওয়া যায়। সুন্দরবনের বাঘ তাদের, মানুষ খাওয়ার অভ্যাস এবং মানুষের বাসস্থানের মধ্যে চলে আসার অদ্ভুত স্বভাবের জন্য পরিচিত। কারন এই বন এবং গ্রাম শুধুমাত্র একটি ছোট নদীপথ দ্বারা পৃথক করা থাকে এবং আশেপাশের মানুষ তাদের জীবিকার জন্য বনের উপর নির্ভরশীল।

নাইলন-নেটের বেড়া গ্রামগুলিতে বাঘের প্রবেশ রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে। টি আর সহ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় 106 কিলোমিটার নাইলন জালের বেড়া স্থাপন করা হয়েছে। নাইলন-নেট বেড়া রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি নিয়ম তৈরি করা হয়েছে, যার লক্ষ্য হল এটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা এবং যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করা। এই নিয়মে স্থানীয় মানুষদের বন সুরক্ষা কমিটি বা ইকো-ডেভেলপমেন্ট কমিটির (এফ পি সি/ই ডি সি) সদস্য হিসাবে বন কর্মীদের সাথে যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। ফলস্বরূপ, মূল অঞ্চলের বাইরে বাঘের বেরিয়ে আসা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং সুরক্ষিত এলাকার বাইরে বাঘের আক্রমণও হ্রাস পেয়েছে। 2017-22 সালে সুন্দরবনে মাত্র 14টি বাঘ বেরিয়ে আসার ঘটনা ঘটে ছিল, যেখানে 2010-17 সালে 61টি ঘটনা ছিল।

সুতরাং, মূল অঞ্চলে অবৈধ প্রবেশের কারণে এখনও মৃত্যুর প্রচুর ঘটনা ঘটে। 2017-22 সময়কালে, বাঘের আক্রমণে 68 জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণাগারের অফিস থেকে অনুমতি পাওয়ার পর জেলেরা মাছ ধরার জন্য এস টি আর এলাকায় প্রবেশ করে। রেজিস্টার্ড বোট লাইসেন্স সার্টিফিকেট (বি এল সি)-এর বিনিময়ে জারি করা এই পারমিটগুলি একটি নির্দিষ্ট সময় এবং এলাকার জন্য দেওয়া হয়। বাফার এলাকায় বাঘ ঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে, বাঘের আক্রমণে মৃত্যু বা আহতের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় যদি ব্যক্তির একটি বৈধ বি এল সি থাকে এবং মাছ ধরার জন্য উপযুক্ত অনুমতি থাকে। যে সকল ক্ষেত্রে, ব্যক্তি আইনানুগ অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করেছে, ক্ষতিপূরণের দাবি মানা হয়নি।

চিত্র 1.11 : সুন্দরবনে এস টি আর প্রান্তবর্তী গ্রামের মানচিত্র এবং নাইলন নেট-জালের ছবি

(উৎস: দপ্তর)

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, 2017-20 সময়কালে, বাঘের আক্রমণে মানুষের মৃত্যুর সর্বাধিক ঘটনা (34টি ঘটনার মধ্যে 29টি) ঘটেছে, পীরখালী এবং পাঁচমুখী এলাকায়, যেখানে 2020-22 সময়কালে সর্বাধিক ঘটনা ঘটেছে (34টি মামলার মধ্যে 27টি) ঘটেছে ঝিলা এলাকায়। এই দুটি এলাকায় এত ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও, এস টি আর কর্তৃপক্ষ এই এলাকায় দন্দ্বের কারণ খুঁজে বের করার জন্য গবেষণা বা সমীক্ষা শুরু করেনি।

2017-22 সালে, মোট 68টি বাঘের আক্রমনে মৃত্যুর ঘটনার শুধুমাত্র 12টি ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তিদের উপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যরা ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন। বাঘ সংরক্ষণাগারের সীমানার ভিতরে কোন গ্রাম নেই এবং মূল এলাকাটিতে মানুষের সব ধরনের গতিবিধি সীমাবদ্ধ করা গেছে । যদিও, কখনও কখনও জেলেরা, যারা নির্দিষ্ট এলাকায় মাছ ধরার অনুমতি পায়, তারা অবৈধভাবে মাছ ধরার জন্য এবং সরু খাঁড়ি বরাবর কাঁকড়া সংগ্রহের জন্য নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ করে এবং তার ফলে বাঘের আক্রমণের ঘটনা ঘটে। ফলস্বরূপ, টি সি পি অনুসারে ঘটনার স্থানটি নিষিদ্ধ এলাকায় হওয়ায় বাঘের আক্রমনে মৃতরা ক্ষতিপূরণ পায়নি। এটি, জেলেদের অন্যায়ের পাশাপাশি সুরক্ষিত এলাকায় চলাচল আটকানোর জন্য এস টি আর কর্তৃপক্ষের টহলদারির অভাব ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করে।

দপ্তর এই ধরনের অবৈধ প্রবেশের জন্য টহলদারির জন্য কর্মীর ঘাটতিকে (মার্চ 2023) দায়ী করেছে। দপ্তর আরও জানায় যে, খাঁড়িতে বাধা স্বরূপ বেড়া নির্মাণের প্রস্তাব বিবেচনা করা হচ্ছে।

সুপারিশ 10:

সংরক্ষিত সংরক্ষনাগারের মূল এলাকায় অবৈধ প্রবেশের বিপদ সম্পর্কে জনগণকে শিক্ষিত করার জন্য, ধারাবাহিক সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচির সাথে সুন্দরবন অরণ্যের সমস্ত প্রবেশ স্থলগুলিকে যথাযথ নজরদারির মধ্যে রাখতে হবে।

1.8.4 বন্যপ্রাণী সুরক্ষায় গমন পথের উন্নয়নের প্রভাব

বন্যপ্রাণী সুরক্ষার অন্যতম প্রধান ঝুঁকি হল গমন পথের উন্নয়ন, যেমন রেললাইন, বিদ্যুৎ লাইন এবং পি এ-এর মধ্যে রাস্তা। 25 জানুয়ারী 2018-এ অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল বোর্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফের স্থায়ী কমিটির 47 তম সভার কার্যবিবরণী অনুসারে, উচ্চ গতির এবং একাধিক লেনের রাস্তা,

প্রশস্ত খাল এবং রেললাইনগুলি কেবল প্রাণীদের মৃত্যুর কারণই নয়, বন্যপ্রাণীর চলাচলকে সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ করে, যার ফলে আবাসস্থল খণ্ডিত হয়। এই পটভূমিতে, প্রতিটি গমন পথের প্রকল্প প্রস্তাবে মানচিত্রে বন্যপ্রাণী প্যাসেজের অবস্থান সহ, বাস্তব সম্মত পরীক্ষা করতে হবে এবং রাজ্যের মুখ্য বন্যপ্রাণী রক্ষক দ্বারা অনুমোদিত একটি এক পৃষ্ঠার প্যাসেজ প্ল্যান থাকতে হবে। কমিটি আরও সুপারিশ করেছে যে, ভবিষ্যতে, গমণপথের পরিকাঠামো উন্নয়নের সাথে জড়িত ব্যবহারকারী সংস্থাগুলিকে ভারতীয় বন্যপ্রাণী ইনস্টিটিউটের নির্দেশিকাগুলিতে প্রণীত পরামর্শগুলিকে বিবেচনা করতে হবে, সুরক্ষিত এলাকা (পি এ) গুলির ভিতরে গমনপথের পরিকাঠামো নকশা তৈরি করার সময়, পি এ-গুলির আশেপাশের ই এস জেড এলাকাগুলিকে অবহিত করা উচিত।

1.8.4.1 সুরক্ষিত এলাকার মধ্যে রেল লাইনের প্রভাব

চিত্র 1.12: রেলপথে দুর্ঘটনায় হাতির মৃত্যু

(উৎস: দপ্তর)

উত্তরবঙ্গের ল্যান্ডস্কেপে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে রেলপথের 74 কিমি, মহানন্দা ডব্লিউ এল এস, চাপরামারী ডব্লিউ এল এস, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান, গোরুমারা জাতীয় উদ্যান এবং বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগারের মধ্য দিয়ে গেছে। দক্ষিণবঙ্গে বন্যপ্রাণীকে আঘাত, বিশেষ করে হাতি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের দুটি রেলপথে ঘটেছে যেগুলি হল খড়গপুর - টাটানগর এবং খড়্গাপুর -আদ্রা। খড়গপুর -টাটানগর অংশের ঝুঁকিপূর্ণ বিভাগটি ঝাড়গ্রাম বন বিভাগের অধীনে মানিকপাড়া থেকে গিধনির মধ্যে অবস্থিত।

ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট-এর আদেশে (2 সেপ্টেম্বর 2014), ভারতীয় রেলওয়ে এবং বন দপ্তর, জি ও ডব্লিউ বি এবং অন্যান্যদের এই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা[105] নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর থেকে, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ নির্দেশাবলী মেনে চলার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল, যেমন গতি সীমাবদ্ধতা, লাইনে পরিবর্তন, অবতরণ নির্মাণ, ভাল দৃশ্যমানতার জন্য গাছপালা পরিষ্কার করা ইত্যাদি।

এর ফলে হাতি মৃত্যুর সংখ্যা কিছুটা কমেছে। 2010-11 থেকে 2016-17 সালের মধ্যে 51টি মৃত্যুর তুলনায় 2017-22 সালে ট্রেন দুর্ঘটনায় 14টি হাতির মৃত্যু ঘটেছে। যদিও, দেখা গেছে যে, 14টি মৃত্যুর মধ্যে আটটি শুধুমাত্র গোরুমরা বন্যপ্রানী বিভাগ এবং ঝাড়গ্রাম বিভাগের একতিয়ারে হয়েছিল। এটি নির্দেশ করে যে কিছু অংশ এখনও ঝুঁকিপূর্ণ আছে।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে টানা নজরদারির জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার এবং আন্ডার পাস বা ওভার পাস নির্মাণ এই ধরনের দুর্ঘটনা হ্রাস করার জন্য বিবেচনা করা হবে।

1.8.4.2 বিদ্যুৎ লাইনের কারণে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

উত্তরবঙ্গে বিদ্যুতের লাইন 2017-22 পর্যন্ত চার বছরের মধ্যে 27টি হাতির মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। হাতির বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার প্রাথমিক কারণ ছিল বেআইনি হুকিং এবং হাই-ভোল্টেজ বিদ্যুৎ লাইনের ঝুলে পড়া।

[105] *পরিখা নির্মাণ, চিহ্নিত করিডোরে আন্ডারপাস, গতির সীমাবদ্ধতা, রাডার সিস্টেমের মতো প্রযুক্তির ব্যবহার, স্যাটেলাইট স্পেস নেভিগেশন সিস্টেম, আধুনিক বেতার প্রাণী ট্র্যাকিং সিস্টেম।*

নভেম্বর 2020-তে বন দপ্তর ও বিদ্যুৎ দপ্তরের মধ্যে উত্তরবঙ্গে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হাতি মৃত্যুর ঘটনার বিষয়ে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছিল। এই বৈঠকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয়েছিল :

চিত্র 1.13: বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হাতির মৃত্যু

(উৎস: এইচ ই এ এল)

- বন অধিদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যৎ বন্টন কোম্পানি লিমিটেড (ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল), জেলা প্রশাসন, পঞ্চায়েত এবং পুলিশ-এর স্থানীয় আধিকারিকদের সমন্বয়ে দ্রুততার সঙ্গে একটি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট প্রতিরোধ সেল গঠন করা যার কাজ হবে দুর্ঘটনা এড়াতে বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক এবং প্রশমন ব্যবস্থার কৌশল তৈরি করা, অবৈধ বৈদ্যুতিক বেড়া রোধ করার উপায় নির্ধারণ এবং উচ্চ-শক্তির লাইনের ঝুলে পড়া (স্যাগিং) চিহ্নিত করে তা উত্থাপনের ব্যবস্থা করা।
- ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল 30 এপ্রিল 2021-এর মধ্যে চিহ্নিত করিডোর বরাবর এলটি লাইনে ইনসুলেটেড এরিয়াল বাঞ্চ তার সরবরাহ করবে।
- ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল অবিলম্বে এলটি লাইনের জি আই এস ম্যাপিং সম্পূর্ণ করবে।

এই বিষয়ে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে:

- সমস্ত নির্বাচিত বিভাগে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট প্রতিরোধ সেল গঠন করা হয়েছিল। যদিও, বেআইনি বিদ্যুতের বেড়া দেওয়া, বিদ্যুতের লাইনের ঝুলে থাকা অব্যাহত ছিল এবং 2021-22 সালে এর ফলে চারটি হাতির মৃত্যু হয়েছিল।
- গোরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগে, সংবেদনশীল এলিফ্যান্ট করিডোর/জোনে এল টি লাইনে ইনসুলেটেড কেবল/এরিয়াল বাঞ্চ তার জন্য 408.91 কিমি চিহ্নিত করা হয়েছে। যদিও, 2022 সালের জুলাই পর্যন্ত মাত্র 59.08 কিমি কাজ সম্পাদিত হয়েছিল। নভেম্বর 2020-এর পরে, এই এলাকায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একটি হাতি মারা গিয়েছিল।
- বি টি আর-এ, কিছু এলাকায় প্রাথমিক সমীক্ষা করা হয়েছিল (নভেম্বর 2021) যেখানে ইনসুলেটেড এরিয়াল বাঞ্চ তার স্থাপন করা প্রয়োজন ছিল। যদিও, 2022 সালের নভেম্বর পর্যন্ত ইনস্টলেশন করা হয়নি। এছাড়াও, 2022 সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এল টি লাইনের জি আই এস চিহ্নিতকরন সম্পূর্ণ হয়নি।
- দার্জিলিং বন্যপ্রাণী বিভাগে, পি এ গুলির মধ্য দিয়ে 79.80 কিলোমিটার বৈদ্যুতিক লাইন গেছে। যাইহোক, বিভাগটি এখনও চা বাগানগুলিতে বন্যপ্রাণী করিডোরের মধ্যে বৈদ্যুতিক লাইনের ঝুলে পড়া (স্যাগিং) শনাক্ত করার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে মিলে সম্পূর্ণ সমিক্ষা পরিচালনা করতে পারেনি। মোট 12টি কার্য্যকরী রেঞ্জের মধ্যে, শুধুমাত্র একটি রেঞ্জ- এ (স্কোয়াড-1, সুকনা) দুটি জায়গা চিহ্নিত করেছে এবং 470-মিটারের মোট দৈর্ঘ্য ইনসুলেটেড তারের ব্যবস্থা করার জন্য চিহ্নিত করেছে যার মধ্যে এলিফ্যান্ট করিডোরের সংবেদনশীল এলাকা রয়েছে।
- দক্ষিণবঙ্গে নিরীক্ষায় লক্ষ্য করা গেছে যে নভেম্বর 2020-এর পরে, বাঁকুড়া উত্তর বিভাগে এল টি বিদ্যুৎ লাইন থেকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিনটি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এল টি বিদ্যুৎ

লাইন ইনসুলেট করার বিষয়ে বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যৌথ সমীক্ষা করা হলেও কাজ শেষ হয়নি।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে অ্যারিয়েল বাঞ্চ তারের কাজটি ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর সাথে পরামর্শ করে ত্বরান্বিত করা হবে। দপ্তর আরও জানায় যে মহানন্দা ডব্লিউ এল এস-এর বৈদ্যুতিক লাইনের বিষয়টি পর্যালোচনা করা হবে।

1.8.4.3 সড়কে মৃত্যু

মানব ক্রিয়াকলাপ এবং গমন পথের উন্নয়নের কারণে বন্যপ্রাণীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রতিবেদন 2020, পর্যায়ক্রমে বন্যপ্রাণীদের নিরাপদ যাতায়াতের জন্য গতি বিধিনিষেধ, রাতে চলাচলে নিয়ন্ত্রণ, চেকপোস্ট স্থাপন, আন্ডারপাস/ওভারপাস নির্মাণ ইত্যাদির মতো প্রশমন ব্যবস্থার সুপারিশ করেছে।

জাতীয় মহাসড়ক 31সি হল প্রধান হাইওয়ে যা বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগার, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান, গোরুমারা জাতীয় উদ্যান এবং মহানন্দা ডব্লিউ এল এস এই বনগুলির মধ্যে দিয়ে গেছে। 2017-22 সময়কালের নিরীক্ষায় 62টি বন্যপ্রাণী মৃত্যুর ঘটনা (চিতা-16, গৌর-4, গন্ডার-2, হাতি-2 এবং অন্যান্য-38টি যেমন হরিণ, সাম্বার অজগর, বানর, শিয়াল ইত্যাদি) নথিভুক্ত করা হয়েছে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে প্রতিবেদনের সুপারিশমত এমন কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

এক বছরে (অক্টোবর 2020 থেকে সেপ্টেম্বর 2021) ডি এফ ও/গোরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগ দ্বারা 13টি বন্য প্রাণীর (তফসিল-I, II এবং III-এর অধীনে) মৃত্যুর ঘটনা জানানো হয়েছে। জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষের কাছে সংশ্লিষ্ট ডি এফ ও অনুরোধ করা সত্ত্বেও, (সেপ্টেম্বর 2017 এবং সেপ্টেম্বর 2021) রাস্তার দুর্ঘটনার হাত থেকে বন্য প্রাণীদের বাঁচানোর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় স্পিড ব্রেকার স্থাপন করা হয়নি। অন্যান্য পি এ (জলদাপাড়া এবং বি টি আর) এর ক্ষেত্রে, এন এইচ এ আই-এর সাথে যোগাযোগ, রাস্তায় বন্যপ্রাণ মৃত্যু প্রশমিত করার পদক্ষেপ সম্পর্কে তথ্য রেকর্ডে পাওয়া যায়নি।

উত্তরে, সরকার জানায় (মার্চ 2023) যে মহাসড়কে প্রবেশ দ্বারের কাছে স্থানান্তরণযোগ্য বেড়া, গোটা রাস্তা জুড়ে সাইনবোর্ডের মতো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। পুনরায়, এটা জানায় যে খড়্গপুর-চিচিরা মহাসড়ক এবং কুমারী-গৈরিবাস সড়ক ইত্যাদিতে পশুর আন্ডারপাস/ওভারপাস তৈরি করা হচ্ছে। যদিও, এটাই সত্য যে সড়ক দুর্ঘটনায় বন্য প্রাণী হত্যা একটি গুরুতর সমস্যা এবং দপ্তরের পক্ষ থেকে সক্রিয় পদক্ষেপ প্রয়োজন।

বক্স 6: সঠিক পদক্ষেপ

নাগপুর এবং মুম্বাইয়ের মধ্যে সমৃদ্ধি মহামার্গে (এক্সপ্রেসওয়ে) বন্য প্রাণীদের চলাচলের জন্য নয়টি সবুজ সেতু (ওভারপাস) এবং 17টি আন্ডারপাস রয়েছে

সুপারিশ 11:

দপ্তর সুরক্ষিত এলাকার অভ্যন্তরে রাত্রিকালীন যান চলাচলের নিষেধাজ্ঞা জারি করার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে পদক্ষেপে নিতে পারে এবং তার সঙ্গে সুরক্ষিত এলাকায় প্রাণীর পথ চিহ্নিত করার পর বন্যপ্রাণীদের জন্য আন্ডারপাস এবং ওভারপাস নির্মানের বব্যস্থা করতে পারে।

1.8.5 সুরক্ষিত এলাকায় এবং তার আশেপাশে বাণিজ্যিক কার্যক্রম এবং পরিবেশভিত্তিক পর্যটন

জাতীয় বন্যপ্রাণী কর্মসূচী পরিকল্পনা (এন ডব্লিউ এ পি) 2017-31 অনুসারে, পরিবেশ বান্ধব এবং নিয়ন্ত্রিত বন্যপ্রাণী ভিত্তিক পর্যটন (পরিবেশভিত্তিক পর্যটন) একটি গুরুত্বপূর্ণ সংরক্ষণের হাতিয়ার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ এটি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য জনসমর্থন অর্জনে সহায়তা করে। যদিও, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পরিবেশভিত্তিক পর্যটন সুবিধার বৃদ্ধির ফলে অনেকগুলি পি এ -তে অতিরিক্ত ব্যবহার, ঝামেলা এবং গুরুতর ব্যবস্থাপনা সমস্যা দেখা দিয়েছে।

1.8.5.1 বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগারে পরিবেশভিত্তিক পর্যটন

বন্য প্রাণীর উপর কম প্রভাব ফেলবে এমন পর্যটনের জন্য এন টি সি এ একটি নির্দেশিকার[106] মাধ্যমে প্রস্তাব রাখে, যা বন এবং বন্যপ্রাণী এলাকার পরিবেশগত অখণ্ডতা রক্ষা করবে এবং যেখানে ভ্রমণ এবং পর্যটন হবে সেখানে এবং তাদের আশেপাশের অঞ্চলগুলির বন্যপ্রাণীর জীবন সুরক্ষিত করবে। নির্দেশিকাগুলি ***(অনুচ্ছেদ 2.2.9 দ্রষ্টব্যঃ)*** নিয়ন্ত্রিত এবং কম-প্রভাব ফেলবে এমন পর্যটনের জন্য বাঘের যে মূল আবাসস্থল তার 20 শতাংশ ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার সুপারিশ করেছে। এই ধরনের অঞ্চলগুলিকে পর্যটন অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করা উচিত ছিল এবং স্থান অনুযায়ী কত লোক যেতে পারেন তা ঠিক করে কঠোরভাবে মেনে চলার প্রয়োজন ছিল। নির্দেশিকাতে আরও বলা হয়েছে যে বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইন, 1972 এবং মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশাবলী লঙ্ঘন করে বাঘ সংরক্ষণের মূল বা গুরুত্বপূর্ণ বাঘের আবাসস্থলের মধ্যে কোনও নতুন পর্যটন পরিকাঠামো স্থাপন করা উচিত নয়। রাজ্যের মুখ্য বন্যপ্রাণী রক্ষককে নিশ্চিত করতে বলা হয়েছিল যে প্রতিটি বাঘ সংরক্ষণাগার একটি পর্যটন পরিকল্পনা তৈরি করবে যা, বাঘ সংরক্ষণ পরিকল্পনার অংশ হবে তথা জাতীয় বাঘ সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষের প্রযুক্তিগত নির্দেশিকাগুলি মেনে হবে । এই স্থান ভিত্তিক পর্যটন পরিকল্পনা যা বাঘ সংরক্ষণ পরিকল্পনার অংশ এবং তা বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইন, 1972-এর নিয়ম অনুসারে অনুমোদিত হতে হবে।

উল্লিখিত নির্দেশিকাগুলি ***(অনুচ্ছেদ 2.2.13 দ্রষ্টব্যঃ)*** আরও নির্দিষ্ট করেছে যে স্থায়ী পর্যটন সুবিধাগুলি যা মূল বা গুরুত্বপূর্ণ বাঘের আবাসস্থলের অভ্যন্তরে হবে এবং বন্যপ্রাণী পর্যটনের জন্য ব্যবহৃত হবে তা স্থানীয় উপদেষ্টা কমিটির দ্বারা নির্ধারিত একটি সময়-ফ্রেমে পর্যায়ক্রমে বন্ধ করা হবে (এল এ সি)[107]। বাঘের মূল বা গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থলের অভ্যন্তরে, যেখানে রাত্রিযাপনের অনুমতি আছে, সেখানে ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত কোনো সুবিধা যেমন ক্যাটারিং ইত্যাদি যেন না থাকে। এই ধরনের সুযোগ-সুবিধা যদি আগে থেকে হয়ে আসে তবে তা

[106] *এফ নং. 15-31/2012-এন টি সি এ তারিখ 15 অক্টোবর 2012-এর মাধ্যমে বাঘ সংরক্ষণের এবং তার আশেপাশে পর্যটনের জন্য নির্দেশিকা ।*

[107] *প্রতিটি বাঘ সংরক্ষণাগারের জন্য রাজ্য সরকার বিভাগীয় অধ্যক্ষ বা সমতুল্য পদমর্যাদার একজন আধিকারিককে নিয়ে গঠিত কমিটি গঠন করবে যা রাজ্য সরকার চেয়ারপারসন এবং অন্যান্য সদস্য হিসাবে মনোনীত করবে (ক) রাজ্য বিধানসভার সদস্য/সদস্যরা যারা সংশ্লিষ্ট বাঘ সংরক্ষণাগার নিয়ে গঠিত এলাকার প্রতিনিধিত্ব করেন; (খ) জেলা কালেক্টর (গ) স্থানীয় বাঘ সংরক্ষণাগার-এর ফিল্ড ডিরেক্টর (সদস্য সচিব) (ঘ) টেরিটোরিয়াল ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার (ঙ) সম্মানিত বন্যপ্রাণী রক্ষক (যদি উপস্থিত থাকে) (চ) রাজ্য পর্যটন বিভাগের আধিকারিক ইত্যাদি।*

টাইগার কনজারভেশন ফাউন্ডেশন দ্বারা পরিচালিত হবে। অধিকন্তু, বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইন, 1972-এর ধারা 33(a)-এর অধীনে নিয়ম অনুসারে, জাতীয় পর্ষদের পূর্বানুমতি ব্যতীত অভয়ারণ্যের অভ্যন্তরে বাণিজ্যিক ট্যুরিস্ট লজ, হোটেল, চিড়িয়াখানা এবং সাফারি পার্ক নির্মাণ করা যাবে না। এন টি সি এ (18 জুলাই 2018) ব্যাঘ্র সংরক্ষণের মূল এলাকা থেকে পর্যটন (রাত্রিবাস) পর্যায়ক্রমে বন্ধ করার বিষয়ে উপরোক্ত পরামর্শগুলি পুনর্ব্যক্ত করেছে। আবার অক্টোবর 2019-এ, এন টি সি এ সমস্ত রাজ্যের, যেখানে বাঘ সংরক্ষণাগার আছে, মুখ্য বন্যপ্রাণী রক্ষকের কাছে অনুরোধ করেছিল যে বাঘ সংরক্ষণাগারের মূল অঞ্চলগুলির (কোর) মধ্যে উপলব্ধ স্থায়ী পর্যটন সুবিধাগুলির (রাত্রিবাস) বিবরণ জানাতে, 2012-এর পূর্বোক্ত নির্দেশিকাগুলির পরে এখনও অবধি পর্যায়ক্রমে কতটা বন্ধ করা গেছে এবং এই স্থায়ী পর্যটন সুবিধাগুলি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার সময়সীমাও জানানোর কথা বলা ছিল। এই বিষয়ে, নিরীক্ষা নিম্নলিখিতগুলির পর্যবেক্ষণ করেছে :

চিত্র 1.14: বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগার-এর মূল অঞ্চলে বেআইনি নির্মাণ

(উৎসঃ এলাকা পরিদর্শন)

- স্থানীয় জনগণকে জীবিকার সুযোগ প্রদান এবং ভঙ্গুর ইকোসিস্টেমের উপর তাদের নির্ভরতা হ্রাস করার উদ্দেশ্যগুলিকে বি টি আর (2016-27) এর টি সি পি-এর ইকো- ট্যুরিজম প্ল্যানে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। এটি মূল অঞ্চলে 7,749.65 হেক্টর মোট আয়তনের একটি পরিবেশভিত্তিক পর্যটন এলাকা চিহ্নিত করেছে, যা মোট মূল অঞ্চলের প্রায় 19.8 শতাংশ। টি সি পি আরও পরিকল্পনা করেছিল যে মূল অঞ্চলে অবস্থিত জয়ন্তী এবং বক্সাদুয়ার, উভয়ই মূল অঞ্চলে, স্যাটেলাইট পর্যটন ক্ষেত্র হিসাবে বিকাশ করা হবে। এটি বাঘ সংরক্ষণাগারের মূল অঞ্চল থেকে পর্যটন (রাত্রিবাস) বন্ধ করার নির্দেশিকাগুলির বিরুদ্ধ ছিল।

- রাজ্য সরকার দ্বারা স্থানীয় উপদেষ্টা কমিটি (এল এ সি) যা প্রতিটি বাঘ সংরক্ষণাগারের জন্য গঠন করা দারকার ছিল, সেপ্টেম্বর 2022 পর্যন্ত গঠিত হয়নি।

- বি টি আর-এর মূল অঞ্চলে আগস্ট 2017 পর্যন্ত, ব্যক্তিগত মালিকানায় 69টি এবং জি ও ডব্লিউ বি-এর ব্যবস্থাপনায় 20টি প্রতিষ্ঠান ছিল[108]। ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল (এন জি টি), তার 31 আগস্ট 2017–এ আদেশের মাধ্যমে, বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগারের মূল অঞ্চলের মধ্যে নির্মিত সমস্ত অবৈধ স্থাপনা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিল। দপ্তর যদিও, অননুমোদিত স্থাপনাকে বন্ধ করার নোটিশ (সেপ্টেম্বর 2017) জারি করা ছাড়া অন্য কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে হোটেল/রিসোর্ট এবং অবৈধ স্থাপনা বন্ধ করার পরিবর্তে এই ধরনের আরও নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ফলস্বরূপ, এন জি টি নির্দেশ দিয়েছে (মে 2022) সমস্ত অবৈধ স্থাপনা দুই মাসের মধ্যে বন্ধ করতে। আরও, পর্যটন ক্যাম্পিং সুবিধাগুলি, যা পর্যটন বিভাগ দ্বারা মূল অঞ্চলের অভ্যন্তরে পরিচালিত হচ্ছিল তা, বন বিভাগের কাছে হস্তান্তর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, এবং সেগুলি প্রকৃতি সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য একটি ব্যাখ্যা-কাম-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হবে। এন জি টি-এর আদেশ মেনে, সমস্ত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, হোটেল/রেস্তোরাঁগুলিকে 2022 সালের জুলাই মাসে আবার নোটিশ দেওয়া হয়েছিল।

[108] *পূর্ত, সেচ ও জলপথ এবং পর্যটন দপ্তরের অধীনস্ত স্থাপনা।*

যদিও, এখনও বিভিন্ন হোটেল/হোমস্টে চালানো হচ্ছে ***(পরিশিষ্ট-5)***। এছাড়াও, ট্যুরিস্ট ক্যাম্পিং সুবিধা, যা পর্যটন দপ্তর দ্বারা চালিত হচ্ছিল অব্যবহৃত রয়ে গেছে কারণ এন জি টি-র নির্দেশ অনুসারে দপ্তর এখনও এই ধরনের ক্যাম্পিং পরিকাঠামো ব্যবহার করার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে পারেনি।

দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে বি টি আর-এ পরিবেশভিত্তিক পর্যটন সুবিধাগুলি বন্ধ করে মাননীয় এন জি টি -এর আদেশ কার্যকর করা হয়েছিল তবে, মাননীয় কলকাতা হাইকোর্ট এন জি টি-র আদেশ কার্য্যকরী করা স্থগিত করেছে (জুলাই 2022)।

1.8.5.2 বাঘ সংরক্ষণাগারে পর্যটক যান চলাচল

এন টি সি এ-র নির্দেশিকা অনুসারে, এলাকার ধারণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পর্যটকদের সংখ্যা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। ইফেক্টিভ পারমিসিবল ক্যারিয়িং ক্যাপাসিটি (ই সি সি) হল ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি (এম সি) উপলব্ধ থাকলে একটি জায়গা বহন করতে পারে এমন সর্বাধিক সংখ্যক দর্শক।

(i) এস টি আর-এ পর্যটকদের নৌকার প্রবেশের অনুমোদন

এস টি আর-এর বাঘ সংরক্ষণ পরিকল্পনায় (2017-2027) প্রতিদিন[109] জলযানের পরিপ্রেক্ষিতে বহন ক্ষমতা পরিকল্পিত। এটি পরিলক্ষিত হয়েছে যে পর্যটকদের সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে ধারণ ক্ষমতা অনুমিত হয়নি যদিও পূর্ববর্তী টি সি পি (2012-17)-তে প্রতিদিন 650 জনের মতো অনুমান করা হয়েছিল। তবে এটি পর্যবেক্ষণ করা হয় যে 2012 সালের এন টি সি এ নির্দেশিকা অনুসারে, প্রতি যানে ছয়জন পর্যটক বহনকারী পরপর দুটি যানের মধ্যে ন্যূনতম ব্যবধান যেখানে 500 মিটার বজায় রাখতে হবে, সেখানে এস টি আর-এর টি সি পি (2017-2027)-তে, সর্বনিম্ন ব্যবধান 200 মিটার হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। ফলস্বরূপ, যানবাহনের পরিপ্রেক্ষিতে ধারণ ক্ষমতা বেড়ে 212 হয়েছিল। এন টি সি এ-এর নির্দেশিকা অনুসরণ করা হলে, যানবাহনের বহন ক্ষমতা 85 হতে পারত, অর্থাৎ প্রতিদিন 510 জন পর্যটককে[110] অনুমতি দেওয়া হত, যেমন ***পরিশিষ্ট-6***-এ বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। 2017-22 সালে সংরক্ষণাগার পরিদর্শনকারী পর্যটকদের সংখ্যা **সারণী 1.14**-এ বিশদে বলা হল:

সারণী 1.14: সংরক্ষণাগারে অনুমোদিত পর্যটকদের সংখ্যা

সময়কাল	পর্যটকদের সংখ্যা	মরশুমে প্রতিদিন পর্যটক (ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি)	এন টি সি এ নির্দেশিকা অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য	অতিরিক্ত অনুমোদিত (শতাংশ)
2017-18	2,29,051	1,781	510	1,271 (249)
2018-19	2,05,581	1,584	510	1,074 (211)
2019-20	2,12,782	1,632	510	1,122 (220)
2020-21	50,158	672	510	162 (32)
2021-22	1,22,039	879	510	369 (72)

(উৎস: বিভাগীয় নথি)

সুতরাং, এটা দেখা যায় যে, 2017-18 থেকে 2019-20 সালগুলির ভরা মরশুমে (ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি) 211 থেকে 249 শতাংশের মধ্যে অতিরিক্ত পর্যটকদের সংখ্যা ছিল। 2020-21 এবং 2021-2022 অর্থবর্ষে, কোভিড মহামারীর জন্য এটা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে যেহেতু বন্যপ্রাণীরা দ্বীপগুলিতে থাকে, তাই, পর্যটক এবং বন্যজীবনের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা (লক্ষণ রেখা) ছিল এবং ধারণ ক্ষমতা অনুমোদিত

[109] *212 (দুই সিলিন্ডার) নৌকা 151 (চার সিলিন্ডার) নৌকার সমতুল্য 118 (ছয় সিলিন্ডার) নৌকার সমান এবং প্রতিদিন 88টি লঞ্চের সমতুল্য।*

[110] *85 X 6।*

জলযানের সংখ্যার ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছিল। উত্তরটি এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যেতে পারে যে সুন্দরবন একটি অনন্য বাস্তুতন্ত্র যেখানে প্রাণীদের আবাসস্থল হিসেবে স্থল এবং জল উভয়ই রয়েছে। এছাড়াও, টি সি পি-তে ধারণ ক্ষমতার গণনা এন টি সি এ নির্দেশিকাগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না কারন সেখানে আসন সংখ্যার উপর ভিত্তি করে যানবাহনের সংখ্যা নির্ধারণ করার কথা বলা আছে।

(ii) বি টি আর এ জিপ সাফারি

বি টি আর-এর মূল অঞ্চলে মোট 69 কিলোমিটারের তিনটি সাফারি রুট রয়েছে এবং বাফার জোনে 25 কিলোমিটারের একটি সাফারি রুট রয়েছে। বাঘ সংরক্ষণ পরিকল্পনায় (2016-27) বি টি আর-এর কার্যকরী অনুমতিযোগ্য ধারণ ক্ষমতা (ই সি সি)[111] ছিল প্রতিদিন 19টি যানবাহন। অতএব, গাড়ি প্রতি সর্বোচ্চ ছয়জনের অনুমতি দেওয়া হলে, প্রতিদিন মোট পর্যটকের সংখ্যা হবে 114 জন। যেহেতু বনটি নয় মাস খোলা থাকে, সেহেতু সর্বোচ্চ 30,780 জন পর্যটকের অনুমতি দেওয়া যেত (114 X 30 X 9)। 2017-22 সালে সংরক্ষণাগারে জন্য অনুমোদিত পর্যটক যানের সংখ্যা **সারণী 1.15** -এ বিশদ বিবরণ বলা হল :

সারণী 1.15: সংরক্ষণাগারে অনুমোদিত পর্যটক যানের সংখ্যা

বি টি আর বছর	পর্যটকের সংখ্যা	প্রতিদিন পর্যটক	টি সি পি অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য	অতিরিক্ত অনুমোদিত (শতাংশ)
2017-18	64,376	238	114	124 (109)
2018-19	1,62,638	602	114	488 (428)
2019-20	1,32,400	490	114	376 (330)
2020-21	18,694	69	114	শূন্য (কোভিড -এর কারণে)
2021-22	56,117	208	114	94 (82)

(উৎস: বিভাগীয় নথি)

এটা দেখা যাচ্ছে যে, 2017-18 থেকে 2019-20 বছরগুলিতে এবং 2021-22 সালে নির্ধারিত সংখ্যার তুলনায় পার্কে অনুমোদিত পর্যটকের সংখ্যা অতিরিক্ত ছিল (82 থেকে 428 শতাংশের মধ্যে)। 2020-21 সালে, কোভিড মহামারীর কারণে এটি কম ছিল।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে টি সি পি অনুযায়ী ধারণ ক্ষমতা জীপ সাফারির পরিপ্রেক্ষিতে এবং তা পর্যটক/দর্শনার্থী/ বনসংলগ্ন গ্রামবাসীদের পরিপ্রেক্ষিতে নয়। তবুও বলা যেতে পারে যে টি সি পি-তে বাঘ সংরক্ষণাগারের সব ধরনের প্রবেশ বিবেচনা করা উচিত ছিল।

সুপারিশ 12:

দপ্তর নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে পি এ-তে বাণিজ্যিক কার্যক্রম বন্ধ করতে এবং পর্যটক প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে পারে। পর্যটকদের প্রবেশের উপর আরও ভাল নজরদারির উদ্দেশ্যে সাফারির জন্য অনলাইন বুকিংয়ের একটি ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে।

1.8.6 এস টি আর-এ মাছ ধরা

সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণাগার (এস টি আর) তৈরি হওয়া এবং সেইসাথে সজনেখালি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এবং এস টি আর-এর মূল অঞ্চলকে জাতীয় উদ্যান হিসাবে ঘোষণা করার পরে, বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইন, 1972-এর নিয়ম অনুসারে এই অঞ্চলগুলিতে মাছ ধরার বিধিনিষেধ

111 *ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি (এম সি) উপলবব্ধ থাকলে পর্যটকের সর্বোচ্চ সংখ্যা যা একটি স্থান বহন করতে পারে একটি সাইট টিকিয়ে রাখতে পারে এমন।*

চালু করা হয়েছিল। যাইহোক, জেলেরা সুন্দরবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়ায়, "নৌকার লাইসেন্স সার্টিফিকেট" (বি এল সি) নামে পরিচিত পারমিট জারি করার ভিত্তিতে ঐতিহ্য অনুসারে তাদের মাছ ধরার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। বি এল সি-র সংখ্যা বাড়ানোর জন্য প্রতিনিয়ত দাবি উঠেছে। অধিকর্তা, সুন্দরবন বায়োশেরে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ সুন্দরবনে মাছ ধরার সাথে সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি সমস্যা উল্লেখ করেছেন (সেপ্টেম্বর 2015) যার মধ্যে রয়েছে (i) বেনামি বি এল সি-এর অস্তিত্ব, (ii) সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভে মাছ ধরার ক্রিয়াকলাপের ধারণ ক্ষমতার কোনো মূল্যায়নের অনুপস্থিতি, (iii) বি এল সি পুনর্নবীকরণের জন্য স্পষ্ট নিয়ম এবং নীতির অনুপস্থিতি। এর ফলে নির্বিচারে মাছ ধরা চলার ফলে আঞ্চলিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। নভেম্বর 2015 পর্যন্ত, 4,722টি বি এল সি-এর মধ্যে 1,719টি নিষ্ক্রিয় ছিল, যার বিশদ বিবরণ **সারণী 1.16**- এ দেওয়া হল :

সারণী 1.16: সুন্দরবনে বন দপ্তর কর্তৃক মাছ ধরার অনুমতি (বি এল সি)

ইউনিট	মোট মাছ ধরার বি এল সি-এর সংখ্যা	সক্রিয় বি এল সি-এর সংখ্যা	নিষ্ক্রিয় বি এল সি-এর সংখ্যা
24 পরগণা (দক্ষিণ) বিভাগ	3,793	2,312	1,481
সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণাগার	929	691	238
সুন্দরবনের জন্য মোট বি এল সি	**4,722**	**3,003**	**1,719**

(উৎস: বিভাগীয় নথি)

পি সি সি এফ, বন্যপ্রাণী এবং সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ, বন বিভাগ, জি ও ডব্লিউ বি দ্বারা প্রণীত বি এল সি প্রদানের পদ্ধতি পরিবর্তনের প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়ায় (ফেব্রুয়ারি 2017) বন দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী জারি করেছে :

- অবিলম্বে নিষ্ক্রিয় বি এল সি বাতিল করা এবং সক্রিয় বি এল সি গুলির মধ্যে প্রকৃত জেলেদের চিহ্নিত করার একটি প্রক্রিয়া পরিচালনা করা।
- বি এল সি গুলি শুধুমাত্র প্রান্তবর্তী গ্রাম থেকে গঠিত জে এফ এম সি থেকে জেলেদের জন্য সীমাবদ্ধ থাকবে।
- সঠিক শনাক্তকরণের জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল মেরিন ফিশিং রেগুলেশন অ্যাক্ট, 1993-এর অধীনে নথিভুক্ত নৌকাগুলিতে বি এল সি গুলিকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।
- এস বি আর-এ আইন দ্বারা অনুমোদিত মাছ ধরার অঞ্চলগুলির ধারন ক্ষমতা দেখার জন্য একটি নামী সংস্থার দ্বারা সমীক্ষা করা হবে।

এ পি সি সি এফ এবং অধিকর্তা সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ (এস বি আর) নিষ্ক্রিয় 862 টি বি এল সি কে (এস টি আর-এর 207 টি এবং দক্ষিণ 24 পরগণার 655 টি) বাতিল করেছেন (জুন 2017) এবং ক্ষেত্রীয় অধিকর্তা (এফ ডি), এস টি আর এবং ডি এফ ও, দক্ষিণ 24-কে নির্দেশ দিয়েছেন যে নতুন বি এল সি জারি করার জন্য উপরে উল্লিখিত আদেশে অনুমোদিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এফ ডি, এস টি আর জানিয়েছেন (নভেম্বর 2022) সক্রিয় বি এল সি এবং জে এফ এম সি থেকে প্রকৃত জেলেদের সনাক্ত করার প্রক্রিয়া প্রক্রিয়াধীন আছে।

সুতরাং, এটাই ঘটনা যে আগস্ট 2022 পর্যন্ত সক্রিয় বি এল সি এবং জে এফ এম সি থেকে প্রকৃত জেলেদের সনাক্ত করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়নি এবং মাছ ধরার এলাকার ধারণ ক্ষমতা মূল্যায়নের জন্য সমীক্ষাটি[112] এখনও খসড়া পর্যায়ে আছে। নিষিদ্ধ এলাকায় অবৈধ প্রবেশ এখনও অব্যাহত আছে, যার ফলে ওই অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পাশাপাশি মানব-বাঘ দ্বন্দ্বের উপর বিরূপ প্রভাব পড়েছে। দপ্তর নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ মেনে নেয় (মার্চ 2023)।

[112] *সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ থেকে আহরিত মৎস্যসম্পদ সহ জলজ জীববৈচিত্র্যের পরিমাণ এবং স্থানিক ব্যাপ্তি মূল্যায়ন করা।*

1.8.7 মানব এবং জৈবিক চাপ অপসারণ

জাতীয় বন্যপ্রাণী কর্মসূচী পরিকল্পনা 2002-16-এ উল্লেখ আছে যে পি এ গুলির বাইরে গ্রামগুলির স্বেচ্ছায় স্থানান্তর এবং পুনর্বাসন করা দরকার এবং গ্রামগুলির স্থানান্তর এবং পুনর্বাসন স্বেচ্ছা ভিত্তিতে করা উচিত বা পি এ গুলির উচ্চ সংরক্ষণ মূল্যের অংশগুলি থেকে যেমন আদি/পুরাতন বৃদ্ধির ক্ষেত্র বা এন পি গুলির মূল অংশ থেকে কথা বার্তা বলে করা উচিত। মানব ও বন্যপ্রাণীর দ্বন্দ্ব কমানো ও আটকানোর জন্যও এটি অপরিহার্য ছিল।

রাজ্যে ডিসেম্বর 2022 পর্যন্ত ছয়টি পি এ[113]-তে 73টি বন্য গ্রাম ছিল। তবে নিরীক্ষায় দেখা যায় যে বন্য গ্রামগুলিকে স্থানান্তরের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। একমাত্র উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছে বি টি আর-এর মূল অঞ্চলের মধ্যে দুটি গ্রামের বিষয়ে যা নিচে বিশদভাবে বলা হয়েছে :

1.8.7.1 বি টি আর থেকে গ্রাম স্থানান্তর

বন্যপ্রানী (সুরক্ষা) আইন (ডব্লিউ পি এ)[114] 1972 অনুসারে, এন পি/ডব্লিউ এল এস-এর মূল বা ঝুঁকিপূর্ণ বাঘের আবাসস্থল এলাকাগুলিকে বাঘ সংরক্ষণের জন্য অক্ষত অবস্থায় রাখতে হবে এবং এই উদ্দেশ্যে গঠিত একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির সাথে পরামর্শ করে তফসিলি উপজাতি ও অন্যান্য আবহমান বনবাসীদের অধিকারকে প্রভাবিত না করে রাজ্য সরকারকে অবহিত করতে হবে। লোকেদের স্বেচ্ছায় স্থানান্তর শুধুমাত্র বাঘ সংরক্ষণের চিহ্নিত মূল/ঝুঁকিপূর্ণ বাঘের আবাসস্থলে করা হবে।

চিত্র 1.15: গাঙ্গুটিয়া বন্য

(উৎসঃ ক্ষেত্র পরিদর্শন)

অধিকন্তু, জাতীয় বাঘ সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ (এন টি সি এ) দ্বারা জারি করা বাঘ সংরক্ষণ পরিকল্পনা (2007) প্রণয়নের নির্দেশিকা অনুসারে, বাঘের একটি কার্যকর জনসংখ্যার (20 টি প্রজননক্ষম বাঘিনী) জন্য ন্যূনতম 800-1200 বর্গ কিলোমিটার এলাকা প্রয়োজন এবং একটি পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল (বাফার/সহ-অস্তিত্ব এলাকা/মাল্টিপল ইউজ এরিয়া) 1,000-3,000 বর্গ কিমি অঞ্চলের আশেপাশে প্রজননক্ষম অতিরিক্ত বাঘ এবং পুরানো বাস্তুচ্যুত বাঘের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজন ছিল। এন টি সি এ নির্দেশিকা (মার্চ 2010) বন্য গ্রামগুলিকে স্থানান্তরের জন্য দুটি বিকল্প নির্ধারণ করেছে: প্রথম বিকল্পের মধ্যে রয়েছে যদি নিজেরা বেছে নেয় তবে কোনো পরিবারকে সম্পূর্ণ প্যাকেজ পরিমাণ (পরিবার প্রতি 10 লক্ষ টাকা) প্রদান করা, যাতে কোনো পুনর্বাসন/স্থানান্তর প্রক্রিয়া দরকার না হয়। দ্বিতীয় বিকল্প এর মধ্যে রয়েছে বন বিভাগ দ্বারা সুরক্ষিত এলাকা/বাঘ সংরক্ষণ থেকে গ্রামের স্থানান্তর/পুনর্বাসন। উপরোক্ত প্যাকেজের অধীনে আর্থিক সীমা 8 এপ্রিল 2021 থেকে সংশোধিত হয়ে প্রতি পরিবার পিছু 15 লক্ষ টাকা হয়েছে। ক্ষেত্রিয় অধিকর্তাকে, মুখ্য বন্যপ্রাণী সংরক্ষক, রাজ্য সরকারের মাধ্যমে, আর্থিক সহায়তা পাওয়ার জন্য নির্ধারিত ফরম্যাটে গ্রাম স্থানান্তর প্রস্তাব (ভি পি আর) জাতীয় বাঘ সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ/প্রজেক্ট টাইগারের কাছে জমা দিতে হবে।

---

[113] *বি টি আর-এ 37টি বন্য গ্রাম এবং তিনটি ফিক্সড ডিমান্ড হোলিং গ্রাম, জলদাপাড়া এন পি-তে 12টি বন্য গ্রাম, গোরুমরা এন পি-তে সাতটি, সেঞ্চল ডব্লিউ এল এস-এ ছয়টি, মহানন্দা ডব্লিউ এল এস-এ সাতটি, সিংগালিলা এন পি-তে একটি।*

[114] *ধারা 38ভি।*

টি সি পি (2016-17 থেকে 2026-27) অনুযায়ী বি টি আর-এ 40টি বন্য গ্রাম ছিল, যার মধ্যে 15টি বন্যগ্রামে[115] 1,019টি পরিবার রয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায়। যেহেতু এই গ্রামগুলি মূল অঞ্চলে বিদ্যমান ছিল, তাই এই গ্রামে বসবাসকারী লোকদের স্থানান্তর করার জন্য বি টি আর-এর উদ্যোগের প্রয়োজন ছিল। এই বিষয়ে নিরীক্ষা নিম্নলিখিতগুলি পর্যবেক্ষণ করেছে:

- মূল অঞ্চল থেকে এই 15টি বন্য গ্রামকে স্থানান্তরের জন্য একটি রাজ্য স্তরের নজরদারি কমিটি গঠন করা হয়েছিল (এপ্রিল 2010)। এছাড়াও, নয়টি গ্রামের পরিবারগুলি (আগস্ট 2010) স্থানান্তর করতে ইচ্ছুক ছিল এবং কমিটি এই গ্রামবাসীদের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক (এম ও ইউ) স্বাক্ষর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল (সেপ্টেম্বর 2010)। নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে গ্রামবাসীরা স্থানান্তরনে ইচ্ছুক হলেও তাদের সাথে এম ও ইউ স্বাক্ষরিত হয়নি।
- পরবর্তীকালে, বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইন 1972-এর নিয়ম অনুসারে এবং এন টি সি এ দ্বারা জারি করা নির্দেশিকা অনুসারে, ভুটিয়া বস্তি গ্রামের (51 পরিবার) স্থানান্তরের প্রস্তাব (জুলাই 2019) সচিব, বন দপ্তর, জি ও ডব্লিউ বি-এর কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও, গাঙ্গুটিয়া গ্রামের (195 পরিবার) স্থানান্তর পরিকল্পনাটি 9 নভেম্বর 2021-এ সি সি এফ এবং ক্ষেত্রীয় অধিকর্তার কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল। উল্লিখিত উভয় বন্য গ্রামের গ্রামবাসীরা বিকল্প 1 বেছে নিয়েছিল। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ 36.90 কোটি টাকা হবে।
- এটি আরও লক্ষ্য করা গেছে যে দপ্তর 8 অক্টোবর 2021 তারিখে একটি জেলা স্তরের বাস্তবায়ন কমিটি (ডি এল আই সি) গঠন করেছে যা স্থানান্তরের প্রস্তাব প্রাপ্তির দুই বছরেরও বেশি সময় পরে, যদিও এন টি সি এ-র নির্দেশিকা অনুসারে, স্থানান্তরের প্রস্তাবের জন্য ডি এল আই সি গঠন একটি পূর্বশর্ত ছিল।

উত্তরে দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে দুটি গ্রাম স্থানান্তরের জন্য প্রস্তাবগুলি অক্টোবর 2022-এ এন টি সি এ-তে পাঠানো হয়েছিল।

সুতরাং, বি টি আর-এর মূল অঞ্চলে বসবাসকারী মোট 1,019টি পরিবারের মধ্যে মাত্র 246টি পরিবারের ক্ষেত্রে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া এখনও পর্যন্ত (মার্চ 2023) শুরু করা গেছে।

বক্স 7: সঠিক পদক্ষেপ

ওড়িশা রাজ্য সরকার বাঘ সংরক্ষণাগারের অভ্যন্তরে অবস্থিত মূল গ্রামের বাসিন্দাদের জন্য আর্থিক সহায়তা এবং অন্যান্য ইনসেনটিভ/সুবিধা আরও সম্প্রসারণের জন্য নির্দেশিকাগুলির একটি অতিরিক্ত নির্দেশিকা জারি করেছে (2016)। বাঘ সংরক্ষণাগারের মূল অঞ্চল ব্যতীত পি এ-গুলিতে অবস্থিত গ্রামগুলিতেও সুবিধাটি উপলব্ধ ছিল। রাষ্ট্রীয় নির্দেশিকাগুলির একটি ব্যাপক প্রযোজ্যতা ছিল এবং এন টি সি এ নির্দেশিকা দ্বারা পরিচালিত নয় এমন জাতীয় উদ্যান এবং অভয়ারণ্যগুলির সমস্ত গ্রামে প্রসারিত হয়েছিল।

এই নির্দেশিকাতে আর্থিক সহায়তা (পরিবার পিছু 15.00 লক্ষের এককালীন সাহায্য ছাড়াও 5.00 লক্ষ টাকার ইনসেনটিভ) এবং অন্যান ইনসেন্টিভ/সুবিধা সমস্ত পি এ গুলিতে অবস্থিত গ্রামগুলির পাশাপাশি দুর্গম বনাঞ্চল, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলগুলির সাথে সংযোগকারী এলাকাগুলি সহ প্রদান করা হয়। 1994-95 থেকে 2021-22 এর মধ্যে, 1,280টি পরিবার নিয়ে গঠিত 18টি গ্রাম পি এ গুলি থেকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল (যার মধ্যে 2021-22 সালে 479টি পরিবার সহ 6টি গ্রাম অন্তর্ভুক্ত ছিল)।

[115] *রাইমাটাং, আদমা, চুনাভাটি, সাঁতরাবাড়ি, লেপচাখাওয়া, ভুটিয়াবস্তি, নিউল্যান্ডস, কুমারগ্রাম, বক্সা দুয়ার এফ ডি হোল্ডিং, পাম্পু বস্তি, গাঙ্গুটিয়া, 28 তম মাইল, 29 তম মাইল, জয়ন্তী ফিক্সড ডিমান্ড হোল্ডার এবং পানা।*

1.9 বন্যপ্রাণীর শিকার এবং অবৈধ ব্যবসার উপর নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ

ভুটান, নেপাল এবং বাংলাদেশের সাথে পশ্চিমবঙ্গ তার সীমান্ত ভাগ করে নিয়েছে। উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স এবং তরাই অঞ্চল, সেইসাথে কলকাতা অবৈধ বন্যপ্রাণী বাণিজ্যের জন্য ট্রানজিট রুট হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এন ডব্লিউ এ পি 2017-31, চোরাচালান এবং অবৈধ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি পরিকল্পনা করেছে :

- বন্যপ্রাণী রক্ষার জন্য ফ্রন্টলাইন ক্ষেত্রীয় কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং যথাযথ সজ্জিতকরণের মাধ্যমে ক্ষমতা বাড়িয়ে সুনির্দিষ্ট অপরাধ প্রতিরোধ, টহল এবং রিপোর্টিং বাড়ানো,
- বন ও বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধ মোকাবিলার জন্য ফাস্ট-ট্র্যাক বিশেষ আদালত/বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা,
- কাস্টমস, পুলিশ, আধাসামরিক বাহিনী, উপকূলরক্ষী, ডাক ও কুরিয়ার পরিষেবা এবং অন্যান্য সংস্থাগুলিকে এই ব্যাপারে জড়িত করা যা বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধ প্রতিরোধে একটি প্রধান নিয়ামক ভূমিকা পালন করবে,
- সংগঠিত বন্যপ্রাণী অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে, 2017-22 সালে, 75,254টি জীবিত প্রাণী উদ্ধার করা হয়েছে এবং 1,24,322টি বন্যপ্রাণী সামগ্রী, যার মধ্যে 36টি বিষের জার এবং 1,321.64 কেজি বিভিন্ন বন্যপ্রাণী সামগ্রী/পণ্য আটক করা হয়েছে। অধিকন্তু, নির্বাচিত বিভাগের নথি পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে 58টি[116] চোরাশিকারের ঘটনা আনুষ্ঠানিকভাবে নথিবদ্ধ করা হয়েছে এবং 13টি[117] বন্য প্রাণী বিষক্রিয়ার কারণে মারা গেছে।

1.9.1 টহল কর্মী

পি এ গুলিতে বন্যপ্রাণীর সুরক্ষা ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য টহল অপরিহার্য। সাধারণভাবে পি এ গুলির সুরক্ষার দায়িত্ব বনরক্ষী, প্রধান বনরক্ষী এবং বনরক্ষীদের উপর বর্তায়, কারণ তাদের দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে টহল দেওয়া এবং পর্যবেক্ষণ করা, সেইসাথে বনের গভীরে টহল দেওয়ার সুবিধার্থে চৌকিতে ক্যাম্প করা।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে টহল দেওয়ার জন্য নিয়োজিত কর্মীদের উল্লেখযোগ্য ঘাটতি ছিল। 1 এপ্রিল 2017 এবং 31 মার্চ 2022 তারিখে বন্যপ্রাণী শাখার অনুমোদিত কর্মচারী সংখ্যার সাপেক্ষে কত কর্মচারী আছেন তা তুলনায় **সারণী 1.17**- এ বিশদভাবে বর্ণনা করা হল :

সারণী 1.17: বন্যপ্রাণী শাখায় অনুমোদিত কর্মীর তুলনায় কর্মরত কর্মী সংখ্যা

পদের নাম	01.04.2017 তারিখে				31.03.2022 তারিখে			
	কর্মচারী সংখ্যা	কতজন কর্মচারী আছেন	শূন্যপদ	শতাংশ	কর্মচারী সংখ্যা	কতজন কর্মচারী আছেন	শূন্যপদ	শতাংশ
বনরক্ষক	108	68	40	37	115	90	25	22
সহকারী বনরক্ষক/বনকর্মী	258	160	98	38	285	149	136	48
প্রধান বনরক্ষী	73	31	42	58	73	22	51	70
বনরক্ষী	728	391	337	46	757	310	447	59

(উৎস: তথ্য বন্যপ্রাণী শাখা দ্বারা প্রদত্ত তথ্য)

116 *বাঘ- 2, বাইসন-2, গন্ডার-6, চিতা-4 এবং অন্যান্য-35 যেমন হরিণ, সম্বর, হায়না, ঘুঘু, প্যাঙ্গোলিন ইত্যাদি।*

117 *চিতা-4 এবং হাতি-2 এবং অন্যান্য-6 যেমন হরিণ, হাঁস ইত্যাদি।*

সুতরাং, 1 এপ্রিল 2017 এবং 31 মার্চ 2022 পর্যন্ত, যথাক্রমে 38 থেকে 58 শতাংশ এবং 48 থেকে 70 শতাংশের মধ্যে বিভিন্ন ফ্রন্টলাইন কর্মীদের পদ শূন্য ছিল, এবং বনরক্ষক পদে ব্যতীত অন্যান্য পদে শূন্যপদ বৃদ্ধি পেয়েছে। দপ্তর নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ মেনে নেয় (মার্চ 2023)।

1.9.2 অস্ত্রের উপলব্ধতা

পি এ গুলির রক্ষণাবেক্ষন, চোরাশিকারি এবং অন্যান্য অপরাধীদের সশস্ত্র আক্রমণের মোকাবিলা করা এবং বন্য প্রাণীদের আকস্মিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য অস্ত্র এবং গোলাবারুদ খুব জরুরী।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে অস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়নের জন্য দপ্তর যথাযথ প্রয়োজনীতা বিশ্লেষণ করেনি, যার অভাবে অস্ত্রের উপলব্ধতা পর্যাপ্ত কিনা তা নিশ্চিত করা যায়নি। সাতটি বন্যপ্রাণী বিভাগে সরবরাহ করা অস্ত্র এবং গোলাবারুদের বিবরণ এবং তাদের অবস্থা, **সারণী 1.18**-এ দেওয়া হল :

সারণী 1.18: বন্যপ্রাণী বিভাগে অস্ত্রের অবস্থা

বন্যপ্রাণী বিভাগ	ডাবল বোরড/সিঙ্গেল ব্যারেল বন্দুক		পাম্প অ্যাকশন বন্দুক		রাইফেলস		মোট	
	সংখ্যা	ব্যবহার যোগ্য	সংখ্যা	ব্যবহার যোগ্য	সংখ্যা	ব্যবহার যোগ্য	সংখ্যা	ব্যবহার যোগ্য
দক্ষিণ 24- পরগণা	31	13	02	02	45	28	78	43
গোরুমরা ডব্লিউ এল	52	37	20	15	18	17	90	69
দার্জিলিং ডব্লিউ এল	53	26	25	10	18	09	96	45
জলদাপাড়া ডব্লিউ এল	104	74	21	17	40	40	165	131
বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগার (পূর্ব)	53	53	02	02	14	14	69	69
বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগার (পশ্চিম)	111	87	12	11	15	14	138	112
সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণাগার	32	24	17	16	55	35	104	75
মোট							**740**	**544**

(উৎস: বিভাগীয় নথি)

দেখা যায় যে, সাতটি বন্যপ্রাণী বিভাগে সরবরাহ করা 740টি অস্ত্রের মধ্যে মাত্র 544টি অস্ত্র (74শতাংশ) কর্মক্ষম অবস্থায় আছে।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (জানুয়ারি 2024) যে 2023-24 অর্থবর্ষে অস্ত্র ও গোলাবারুদের একটি নতুন চালান ক্রয় করা হয়েছে এবং নিরীক্ষা সম্পূর্ণ হবার পরে পরবর্তী অর্থবর্ষের জন্য এরকম আরো ক্রয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

1.9.3 ওয়্যারলেস, আর টি সেটের উপলব্ধতা

সব রকম আবহাওয়াতে কর্মীদের মধ্যে যোগাযোগ যাতে চালু থাকে সেইজন্য সমস্ত বন বিভাগে বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বেতার সরঞ্জামগুলির মধ্যে রয়েছে স্ট্যাটিক সেট, মোবাইল সেট, ওয়াকি টকিজ, রিপিটার, রিপিটারের চার্জার ইত্যাদি। ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক কার্যকর রাখার জন্য, এই সমস্ত সরঞ্জামগুলির চালু থাকা খুব জরুরী। সাতটি বন্যপ্রাণী বিভাগে বেতার ব্যবস্থার সরঞ্জাম গুলির অবস্থা **সারণী 1.19** -এ দেওয়া হল :

সারণী 1.19 : বন্যপ্রাণী বিভাগে বেতার সরঞ্জামের অবস্থা

বন্যপ্রাণী বিভাগ	ওয়াকি-টকি		আর টি সেট		মোট যন্ত্র	
	সংখ্যা	কাজ করছে	সংখ্যা	কাজ করছে	সংখ্যা	কাজ করছে
দক্ষিণ 24 পরগণা	25	18	24	16	49	34
গোরুমরা ডব্লিউ এল	70	44	52	40	122	84
দার্জিলিং ডব্লিউ এল	69	36	45	41	114	77
জলদাপাড়া ডব্লিউ এল	61	33	56	35	117	68
বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগার (পূর্ব)	22	19	18	15	40	34
বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগার (পশ্চিম)	30	30	34	34	64	64
সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণাগার	29	29	29	29	58	58
মোট					**564**	**419**

(উৎস: বিভাগীয় নথি)

সারণী থেকে এটা দেখা যায় যে, 564টি ওয়্যারলেস সেটের মধ্যে 419টি (74 শতাংশ) চালু অবস্থায় ছিল।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মার্চ 2023) যে ত্রুটিপূর্ণ আর টি সেট মেরামত করার জন্য পদক্ষেপ করা হবে।

সুপারিশ 13:

এন ডব্লিউ এ পি 2017-21-এ উল্লিখিত চোরাশিকার এবং অবৈধ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার গুরুত্বপূর্ণ অগ্রবর্তী সারির ফিল্ড কর্মীদের সংখ্যা বাড়ানোর পদক্ষেপ নিতে পারে এবং তাদের পর্যাপ্ত অস্ত্র এবং প্রয়োজনীয় বেতার সরঞ্জাম সরবরাহ করতে পারে।

1.9.4 "ই-আই"-এর ইনস্টলেশন-একটি বাস্তব সময়ের চোরাশিকার প্রতিরোধ সক্রান্ত নজরদারি ব্যবস্থা

এন ডব্লিউ এ পি 2017-31-তে সুরক্ষিত এলাকা নেটওয়ার্ককে শক্তিশালীকরণ এবং উন্নত করার প্রেক্ষাপটে (অনুচ্ছেদ 6.1, অধ্যায় 1) অত্যন্ত সংবেদনশীল বাঘ সংরক্ষণাগার (টি আর) এবং পি এ গুলিতে ইলেকট্রনিক আই (ই-আই) নজরদারি স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে এবং ড্রোনের ব্যবহারও শুরু করেছে/বন্যপ্রাণীর আরও ভাল সুরক্ষা এবং পর্যবেক্ষণের জন্য একটি বায়ুবাহিত পর্যবেক্ষণ/সতর্কতা ব্যবস্থা হিসাবে মনুষ্যবিহীন আকাশযান প্রযুক্তি।

শুধুমাত্র জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের জন্য 1.88 কোটি টাকা আনুমানিক ব্যয়ে মনুষ্যবিহীন নজরদারি ব্যবস্থা ব্যবহার করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরাসরি চাক্ষুষ নজরদারি প্রদানের লক্ষ্যে, "ই-আই" - একটি বাস্তব সময়ের চোরাশিকার প্রতিরোধ সংক্রান্ত নজরদারি সিস্টেম স্থাপন করার একটি প্রস্তাব পি সি সি এফ, বন্যপ্রাণী এবং সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল (অক্টোবর 2019)। সিস্টেমটি সংরক্ষণাগার এলাকায় ন্যূনতম সেটআপ এবং হস্তক্ষেপ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক নজরদারি বেতার প্রযুক্তি সমর্থন করার জন্য দীর্ঘ পরিসরের পরিষ্কার দৃষ্টি অপটিক্যাল এবং তাপ সেন্সরগুলির উপর ভিত্তি করে ছিল। তদনুসারে ই-টেন্ডার করা হয়েছিল এবং কেবল একজন দরদাতা প্রযুক্তিগতভাবে যোগ্য ছিল। ফলস্বরূপ, দরপত্রটি বাতিল করা হয়েছিল (জুলাই 2020) এবং এর বাস্তবায়নের জন্য আর কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

দেখা গেছে যে তিনটি পি এ-তে (ই- আই) ইলেকট্রনিক আই নজরদারি সফলভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। জিম করবেট জাতীয় উদ্যান (উত্তরাখণ্ড), কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যান (আসাম) এবং রাতাপানি টি আর (মধ্যপ্রদেশ)। যাইহোক, রাজ্য এখনও তার কোনও পি এ-তে ইলেকট্রনিক আই (ই-আই) নজরদারির মাধ্যমে বাস্তব সময়ের চোরাশিকার প্রতিরোধ সংক্রান্ত নজরদারি ব্যবস্থা কার্যকর করতে

পারেনি। উত্তরবঙ্গের পি এ গুলির চোরাশিকার মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সংবেদনশীল হওয়া সত্ত্বেও এটি ছিল।

1.9.5 বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা

বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (এম ও ই এফ এন্ড সি সি)-এর বন্যপ্রাণ অপরাধ অনুসন্ধান 2013-এর হ্যান্ডবুক অনুসারে, বন্যপ্রাণ (সংরক্ষণ) আইন, 1972-এর ধারা 55[118]-এর অধীনে যে মামলার বিচার চলে তা ফৌজদারী আইনের ধারা 244 থেকে ধারা 248-এর অধীনে বিচার্য হয়। হ্যান্ডবুকে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে অভিযোগ দায়ের করার পরে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া বিলম্বিত করা উচিত নয়। তদন্তকারী অফিসার এবং পাবলিক প্রসিকিউটরের একসাথে কাজ করা উচিত, এই ধরনের বিলম্ব এড়াতে। তদন্তকারী অফিসারকে শুনানির তারিখে আদালতে সাক্ষীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে, সাক্ষীদের যথাযথভাবে ঘটনা সম্পর্কে জানতে হবে এবং সময়মতো বিচার শেষ করার জন্য পি পি/ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে সমন্বয় সাধন করতে হবে।

নির্বাচিত বন্যপ্রাণী বিভাগে মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত রেকর্ড থেকে জানা যায় যে, 2017-22 সালে, 225টি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছিল, যার বিরুদ্ধে দোষী সাব্যস্ত/নিষ্পত্তির হার ছিল মাত্র চারটি (দুই শতাংশ)। এটি আরও দেখা গেছে যে, 1991-2022 এই সময়কালে দায়েরকরা মামলাগুলির মধ্যে 1,290টি মামলা মার্চ 2022 পর্যন্ত আদালতে বিচারাধীন ছিল এবং 206টি মামলা বন দপ্তরগুলিতে বিচারাধীন ছিল।

নথির পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই থেকে আরও দেখা গেছে যে, বি টি আর (পশ্চিম) বন্যপ্রাণী বিভাগে, মোট 471টি বিচারাধীন মামলার মধ্যে, 429টি ক্ষেত্রে, প্রসিকিউশন অফেন্স রিপোর্ট (পি ও আর) জমা দেওয়া হয়নি। এছাড়াও, 82টি মামলার[119] ক্ষেত্রে বিভাগগুলি পি ও আর জমা দিতে এক থেকে 20 বছর সময় নিয়েছে।

এটি আরও লক্ষ্য করা গেছে যে, 2021 সালের মার্চ মাসে, অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, দ্বিতীয় আদালত, আলিপুরদুয়ার, মাননীয় হাইকোর্টের নির্দেশে, সি সি এফ এবং এফ ডি, বি টি আর-কে চিঠি লিখে অধস্তন দপ্তরগুলিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমস্ত মুলতুবি মামলাগুলিতে পি ও আর ফাইল করার নির্দেশ দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন এবং এটাও নিশ্চিত করতে বলেছিল যে বন কর্মীরা এই ধরনের মামলার ক্ষেত্রে যখন আদেশ পাবেন তখন যেন আদালতে হাজির হন।

উত্তরে, সরকার জানায় (মার্চ 2023) যে যোগ্য কর্মীদের অভাবের কারণে সময়মত পি ও আর জমা দেওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা রাজ্যে অপরাধ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলিও পর্যবেক্ষণ করেছে:

1.9.5.1 বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ মোকাবিলা করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক গঠন

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে রাজ্যে বন্যপ্রাণী অপরাধ প্রশমিত করার জন্য, সেইসাথে চোরাচালান/অবৈধ ব্যবসায়ীদের গতিবিধির গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ বা ট্র্যাক করার জন্য বন্যপ্রাণী শাখায় কোনও প্রাতিষ্ঠানিক গঠন ছিল না।

আঞ্চলিক এবং বন্যপ্রাণী বিভাগের ডি এফ ও-রা তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধ মোকাবিলা করেন এবং তাদের নিজ নিজ সি এফ/ সি সি এফ-এর মাধ্যমে সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ-কে বিবরণ পেশ করেন। যাইহোক, এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে স্টেট বোর্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ, 10 ফেব্রুয়ারী 2015-তে অনুষ্ঠিত তার নবম সভায়, বন অধিদপ্তরের বন্যপ্রাণী

[118] *যে কোনও ব্যক্তি কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার বা অনুমোদিত আধিকারিকের কাছে অভিযুক্ত অপরাধের এবং অভিযোগ করার অভিপ্রায়ে যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে কমপক্ষে 60 দিনের নোটিশ দিয়েছেন।*

[119] *বি টি আর (ডব্লিউ) (34), গরুমারা ডব্লিউ এল ডি (22), দার্জিলিং ডব্লিউ এল ডি (18) রায়গঞ্জ বিভাগ (8)।*

শাখার অধীনে একটি বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ সেল স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে, এবং সেই সেল তার সদর দপ্তর কলকাতায় এবং দুটি 'বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ সেল' একটি উত্তরবঙ্গে (শিলিগুড়ি) এবং অন্যটি দক্ষিণবঙ্গে (কলকাতা) তাদের মাধ্যমে সুষ্ঠভাবে এবং নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রেখে রাজ্যে বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করবে তদনুসারে, বিভিন্ন কমিটি এবং ইউনিটের গঠন, তাদের শর্তাবলী সহ, অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তির খসড়া বন দপ্তর, জি ও ডব্লিউ বি-তে জমা দেওয়া হয়েছিল (জুলাই 2015)। যাইহোক, এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি এখনও পর্যন্ত জারি করা হয়নি (মার্চ 2023)।

বক্স 8: সঠিক পদক্ষেপ

মধ্যপ্রদেশ বন দপ্তর রাজ্য পুলিশের সদস্যদের নিয়ে একটি বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ সেল গঠন করেছিল। একইভাবে, ওড়িশা পুলিশ বিভাগ বন দপ্তরের একজন সদস্যের সাথে বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ সেল প্রতিষ্ঠা করেছে। আসাম এবং নাগাল্যান্ডের মতো রাজ্যেও বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট কার্যকর ছিল।

সুপারিশ 14:

রাজ্যে অবৈধ বাণিজ্যের ব্যাপক বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে দপ্তর, পুলিশ দপ্তরের সাথে সমন্বয় করে একটি ডেডিকেটেড ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল সেল গঠনের জন্য বিবেচনা করতে পারে।

1.9.5.2 বন ও বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধের জন্য ফাস্ট ট্র্যাক বিশেষ আদালত/বেঞ্চ

এন ডব্লিউ এ পি 2017-31 বন ও বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধ মোকাবেলার জন্য ফাস্ট-ট্র্যাক বিশেষ আদালত/বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছে। ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুরো (ডব্লিউ সি সি বি) একটি বহু-মুখী সংস্থা যেটি বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন, 1972-এর অধীনে দেশে সংগঠিত বন্যপ্রাণী অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রতিষ্ঠিত। এর কাজের মধ্যে রয়েছে বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধ, তদন্তে সক্ষমতা বৃদ্ধি, বন্যপ্রাণী অপরাধ সংক্রান্ত মামলার বিচারে সহায়তা ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি দ্বারা পদক্ষেপের সমন্বয় সাধন। ডব্লিউ সি সি বি নিয়মিতভাবে জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরে বিভিন্ন এজেন্সির মধ্যে সমন্বয় সাধন করার জন্য মিটিং করে। এই বিষয়ে, নিরীক্ষা নিম্নলিখিতগুলি পর্যবেক্ষণ করেছে:

- অতিরিক্ত পি সি সি এফ (উত্তর বঙ্গ) বন্যপ্রাণী অপরাধ প্রতিরোধে আঞ্চলিক আন্তঃ-এজেন্সি সমন্বয় সভায় বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধের মামলার যে সমস্ত পাবলিক প্রসিকিউটর আইনি লড়াই করেন তাদের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা আইনি সহায়তার প্রয়োজনীয়তা পুনর্ব্যক্ত করেছেন (7 মার্চ 2017)। তিনি বন্যপ্রাণী এবং বনের ক্ষেত্রে আইনী বিশেষজ্ঞদের একটি কেন্দ্রীয় পুল গঠনের পরামর্শ দিয়েছেন, যাদের সঙ্গে দরকারে বন্যপ্রাণী মামলাগুলি আরও কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে যে কোনো আধিকারিক নিজের বা রাজ্য বন দপ্তর যোগাযোগ করতে পারে।
- নিরীক্ষা প্রশ্নের জবাবে, ডব্লিউ সি সি বি-এর আঞ্চলিক ডেপুটি ডিরেক্টর উল্লেখ করেছেন (জুন 2022) যে যোগ্য আইনজীবির অভাব হল প্রধান বাধা, কারণ সরকারী তালিকাভুক্ত আইনজীবিদের অধিকাংশই বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন, 1972 এর সাথে ভালভাবে পরিচিত ছিলেন না।
- সভার[120] কার্যবিবরণী থেকে (ডিসেম্বর 2020) দেখা গেছে যে সি আই ডি, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি, প্রস্তাব করেছিলেন যে বন ও বন্যপ্রাণীর মামলা মোকাবিলা করার জন্য বিশেষ

[120] *বন্যপ্রাণী এবং বন্যপ্রাণী নিবন্ধের অবৈধ বাণিজ্য প্রশমিত করার জন্য প্রথম কো-অর্ডিনেশন সভা 15 ডিসেম্বর 2020-এ অনুষ্ঠিত হয়।*

আদালত গঠন করা হবে যাতে প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত হয়। সেই বৈঠকে পি সি সি এফ, ওয়াইল্ডলাইফ এন্ড সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ, পশ্চিমবঙ্গ বলেছিলেন যে প্রস্তাবটি সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে।

যাইহোক, অক্টোবর 2022 পর্যন্ত, রাজ্যে এই ধরনের আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সুপারিশ 15:

বন্যপ্রাণী মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার হারের স্বল্পতার পরিপ্রেক্ষিতে, দপ্তর পরিবেশ এবং বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রনালয় (এম ও ই এফ এন্ড সি সি), আইন ও বিচার মন্ত্রনালয় এবং রাজ্যের আইন দপ্তরের সহযোগিতায়, বন ও বন্যপ্রাণী অপরাধ মোকাবিলার জন্য ফাস্ট ট্র্যাক বিশেষ আদালত/বেঞ্চ স্থাপনের কথা বিবেচনা করতে পারে।

দপ্তর (জানুয়ারি 2024) ফাস্ট ট্র্যাক বিশেষ আদালত এবং বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ সেল স্থাপনের পরামর্শকে স্বাগত জানিয়েছে এবং বলেছে যে বিষয়টি রাজ্য সরকারের কাছে উত্থাপন করাহবে।

1.9.6 ধর্মীয় কারনে শিকার করা

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, 1972-এর অধীনে ধর্মীয় আচার পালনের জন্য শিকার আইনত নিষিদ্ধ। এই ধরনের শিকার, যা "শিকার উৎসব" নামে পরিচিত এর ফলে পরিবেশগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিপন্ন বন্যপ্রাণীকে ব্যাপকভাবে হত্যা করা হয়। শিকার উৎসব, যা বছরে 50 দিনের বেশি হয় সেটি বিনোদনমূলক।

13 এপ্রিল 2018-এ ঝাড়গ্রামের পাখিবাঁধে বন্য শুয়োর	*ছোট ভারতীয় সিভেট, পাখিবাঁধ, ঝাড়গ্রাম। 13 এপ্রিল 2022*

চিত্র 1.16: ধর্মীয় কারনে শিকার করা

(উৎস: এইচ ই এ এল)

একটি জনস্বার্থ মামলার জবাবে, মাননীয় কলকাতা হাইকোর্ট, 2019-এর 18 এপ্রিল তার আদেশ দ্বারা, মুখ্য বন্যপ্রাণী সংরক্ষককে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে ধর্মীয় শিকার বন্ধ করার জন্য জেলা প্রশাসন এবং রেলওয়ের সাথে মিলে অবিলম্বে পদক্ষেপ নিতে। বন দপ্তরকে সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে এবং ইস্টার্ন রেলওয়েকে, সব ধরনের সম্ভাব্য সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যাতে ধর্মীয় শিকার রোধ করা যায়। হাইকোর্টের নির্দেশগুলি 26 মার্চ 2021 তারিখে একটি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সম্পর্কিত স্বতঃপ্রণোদিত জনস্বার্থ মামলায়। হাইকোর্ট এই আদেশে আবার পুনর্ব্যক্ত করেছিল।

এটি দেখা গেছে যে, ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুরো (ডব্লিউ সি সি বি), পি সি সি এফ (বন্যপ্রাণী) এবং সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ দ্বারা সময়ে সময়ে জারি করা সতর্কতার ভিত্তিতে,

উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উপদেষ্টা এবং নির্দেশনা জারি করেছে, যেমন কৌশলগত অবস্থানে উপযুক্ত পিকেটিং, জেলা কর্তৃপক্ষ, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ, জে এফ এম সি সদস্য সাথে সমন্বয়, মানুষকে সংবেদনশীল করা ইত্যাদি। নথিপত্র থেকে দেখা যায় যে শিকারের জন্য জনসমাগম নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল, যেমন বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে পোস্টার লাগানোর মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার, প্রচারপত্র বিতরণ, প্রান্তিক বন্য গ্রামে চোরাশিকার বিরোধী মিটিং, জেলা প্রশাসন, পুলিশ ও রেলওয়ের সাথে সমন্বয় সভা বিভাগ দ্বারা বিভিন্ন স্থানে নাকা চেকিং ইত্যাদি।

যাইহোক, মাননীয় হাইকোর্টের দায়ের করা অবমাননার পিটিশন এবং তা সংক্রান্ত আদেশ (29 জুন 2022) থেকে এটি লক্ষ্য করা গেছে যে সশস্ত্র শিকারীদের এই ধরনের বেআইনি সমাবেশ অব্যাহত ছিল, বিশেষ করে ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুর বিভাগের অধীনস্থ কিছু জায়গায়। এপ্রিল/মে 2022-এ শিকার উৎসবের সময় বন্য প্রাণী যেমন ছোট ভারতীয় সিভেট, বন বিড়াল, বন্য শুকর ইত্যাদি শিকার করা হয়েছিল। সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ-তে বিভাগগুলির পাঠানো প্রতিবেদন থেকে আরও দেখা গেছে যে এপ্রিল/মে 2022-এ কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি বা কোনও ব্যক্তিকে ধর্মীয় শিকারের কারনে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

বক্স 9 : দুই মাসেরও বেশি সময় ধরে পথভ্রষ্ট একটি জীবিত বাঘকে ধরতে দপ্তরের ব্যর্থতা

জানুয়ারী 2018-এর শেষে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার লালগড় আঞ্চলিক বন এলাকা থেকে বাঘের চলাচলের খবর পাওয়া যায় এবং ফেব্রুয়ারি 2018-এর শুরুতে এর পদ চিহ্নগুলি লক্ষ্য করা যায়। লালগড়ের কাঁটাপাহাড়ি বিটে মেলখেরিয়া বনে স্থাপিত ক্যামেরা ট্র্যাপের মাধ্যমে 2 মার্চ 2018-তে বাঘটিকে প্রথম দেখা যায়। যদিও সেই এলাকায় যে শিকার উৎসব হবে সে সম্পর্কে তথ্য ছিল বাঘটিকে জীবিত ধরা যায়নি। অবশেষে, পশ্চিম মেদিনীপুরের চাঁদড়া রেঞ্জের অন্তর্গত গাড়া মৌজায় (13 এপ্রিল 2018) বাঘটির মৃতদেহ পাওয়া যায়।

চিত্র 1.17: "শিকার উৎসব"-এ শিকার করা–রয়েল বেঙ্গল টাইগার, অবস্থান: লালগড়, পশ্চিম মেদিনীপুর, 13 এপ্রিল 2018-এ

(উৎস: এইচ ই এ এল)

এন টি সি এ মনোনীত দল দ্বারা মৃতদেহের বাহ্যিক পরীক্ষার প্রতিবেদন দেখা গেছে যে মৃতদেহের মাথায় ধারালো বস্তু দিয়ে গুরুতর আঘাত করা হয়েছিল। প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের সংশ্লিষ্ট পশু চিকিৎসা আধিকারিক কর্তৃক পরিচালিত পঞ্চনামা রিপোর্ট অনুযায়ী মৃত্যুর কারণ ছিল 'কোমা'। যাইহোক, জুন 2022 পর্যন্ত চূড়ান্ত পি এম *(ময়নাতদন্ত)* রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। ফলস্বরূপ তদন্ত প্রক্রিয়া চালানো যায়নি। মেদিনীপুরের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেও একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে আর কোনো অগ্রগতি হয়নি।

বক্স 10 : সুন্দরবনে চোরাশিকারের ঘটনা

দক্ষিণ 24 পরগণার ডি এফ ও-এর কার্যালয়ের নথিপত্রের সমীক্ষাথেকে জানা যায় যে, 8 এপ্রিল 2019-এ, সুন্দরবনের সংরক্ষিত বনে (কুলতলী বিটের নীচে আজমলমারী-I কর্ম্পাটমেন্ট) ফাঁদে আটকে থাকা একটি বাঘের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। 08 এপ্রিল 2019 –এ 11 জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বাঘের শিকার এবং অবৈধ শিকার সরঞ্জাম রাখা সংক্রান্ত একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। তদন্তে জানা গেছে যে মামলা দায়েরের দুই বছর পরে, এপ্রিল 2021-এ চূড়ান্ত পি ও আর জমা দেওয়া হয়েছিল। তবে মামলার বিচার এখনো শুরু হয়নি। এই উদাহরণটি থেকে দেখা যায় যে সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থানে হরিণের মাংসের জন্য ফাঁদ বিছানোর প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। হরিণের মাংস নিয়ে বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত দুটি[121] মামলা এর আগে হয়েছে। যাইহোক আগস্ট 2022 পর্যন্ত কেউ দোষী সাব্যস্ত হয়নি।

সরকার জানায় (মার্চ 2023) যে মাননীয় কলকাতা হাইকোর্ট প্রত্যেক জেলার সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের নিয়ে একটি 'মানবিক কমিটি' (ফেব্রুয়ারি 2023) গঠন করেছিল সামগ্রিকভাবে ধর্মীয় শিকার নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং কমিটি কাজ শুরু করেছিল। পরবর্তীকালে (জানুয়ারি 2024) নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণগুলি মেনে নিয়ে, দপ্তর জানায় যে বন দপ্তর কর্তৃক গৃহীত শক্তিশালী এবং বহু-প্রণোদিত পদক্ষেপের কারণে, ধর্মীয় কারনে শিকার তারপর থেকে ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। দপ্তর আরও জানায় যে এই বিষয়ে নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণগুলি নথিবদ্ধ করা হয়েছে ভবিষ্যতে মান্যতার জন্য।[121]

সুপারিশ 16:

উর্ধ্বতন আধিকারিকদের দ্বারা নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে দপ্তরের পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া উন্নত করতে হবে এবং বন্য প্রাণী শিকার রোধে ইলেকট্রনিক নজরদারি ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে হবে।

[121] *সিএমসি-8344/15 (2015-16 সালের পি ও আর নং-50/আরডি এবং 2018-19 সালের নং-405/আরডি)।*

দ্বিতীয় অধ্যায়

গৌণ খনিজগুলির খনন কার্যক্রমের রাজস্ব সংগ্রহ এবং নিয়ন্ত্রণ–এর উপর বিস্তারিত মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষা

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিল্প, বাণিজ্যিক ও উদ্যোগ দপ্তর এবং ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং শরনার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর

2 গৌণ খনিজগুলির খনন কার্যক্রমের রাজস্ব সংগ্রহ এবং নিয়ন্ত্রণ-এর উপর বিস্তারিত মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষা

2.1 ভূমিকা

খনিজ সম্পদ একটি দেশ বা রাজ্যে শিল্প বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তি প্রদান করে। বৈচিত্র্যময় ভূতাত্ত্বিক গঠনের কারণে পশ্চিমবঙ্গ বিভিন্ন ধরনের খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এবং এটা দেশের অন্যতম খনিজ সমৃদ্ধ রাজ্য। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলি ভারতে খনি খাতের উন্নয়ন এবং খনিজ উৎপাদনের জন্য যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। সংসদ 1957 সালে খনি ও খনিজ (উন্নয়ন ও প্রনিয়ম) (এম এম ডি আর) আইন, প্রণয়ন করেছে যা দেশের খনি প্রনিয়ম এবং খনিজ উন্নয়নের জন্য মৌলিক আইনি কাঠামো তৈরি করে। এম এম ডি আর আইন, 1957-এর আইন অনুসারে, খনিজগুলিকে বিস্তৃতভাবে দুটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে যথা প্রধান খনিজ যেমন কয়লা, লৌহ আকরিক ইত্যাদি এবং গৌণ খনিজ যেমন পাথর, নুড়ি, সাধারণ মাটি, সাধারণ বালি, চিনা মাটি, ফায়ার ক্লে, কোয়ার্টজ ইত্যাদি। এম এম ডি আর আইন, 1957-এর, ধারা 3(ই) অনুযায়ী "গৌণ খনিজ" মানে নির্মাণের পাথর, নুড়ি, সাধারণ কাদামাটি, সাধারণ বালি (নির্ধারিত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বালি ব্যতীত) এবং অন্য কোনো খনিজ যা কেন্দ্রীয় সরকার অফিসিয়াল গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা একটি গৌণ খনিজ হিসাবে ঘোষণা করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ গৌণ খনিজ নিয়মাবলি (ডব্লিউ বি এম এম আর) -2002 অনুযায়ী, এই রাজ্যে 23 প্রকারের গৌণ খনিজ রয়েছে।

এম এম ডি আর আইন, 1957-এর ধারা 15 অনুযায়ী রাজ্য সরকার খাজনা, রয়্যালটি, ফি, ডেড রেন্ট, জরিমানা বা অন্যান্য চার্জ নির্ধারণ এবং সংগ্রহ সহ গৌণ খনিজগুলির জন্য খনিজ ছাড় দেওয়ার নিয়ম প্রণয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত।

রাজ্য সরকার গৌণ খনিজগুলির ক্ষেত্রে খনির ইজারা, খনন ইজারা এবং অন্যান্য খনিজ ছাড়ের মঞ্জুরি নিয়ন্ত্রণের জন্য ডব্লিউ বি এম এম আর, 2002 প্রণয়ন করেছে। পশ্চিমবঙ্গ গৌণ খনিজ ছাড় (ডব্লিউ বি এম এম সি) নিয়মাবলী, 2016 প্রণয়ন করেছে (ক) স্বল্প-মেয়াদী খনন লাইসেন্স[122] (খ) সম্ভাব্য লাইসেন্স সহ খনন ইজারা[123] এবং (গ) খনন ইজারা[124] নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। পশ্চিমবঙ্গ গৌণ খনিজ (নিলাম) (ডব্লিউ বি এম এম এ) নিয়মাবলি, 2016 সালে প্রণীত একটি বিজ্ঞপ্তি যার লক্ষ্য হল গৌণ খনিজ রয়েছে এমন এলাকায় খনন ইজারা প্রদানের নিলাম প্রক্রিয়া শুরু করা।

---

[122] *স্বল্প-মেয়াদী খনন লাইসেন্স:- অধ্যায় IV-এর নিয়মগুলির অধীনে রয়্যালটি, সেস এবং অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ পাওনা পরিশোধের উপর একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট এলাকা থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণে কোনো গৌণ খনিজ উত্তোলন এবং অপসারণ করার জন্য প্রদত্ত একটি লাইসেন্স।*

[123] *সম্ভাব্য লাইসেন্স-সহ-খনন ইজারা:- মানে একটি দুই পর্যায়ের ছাড় যা খনির কাজগুলি অনুসরণ করে সম্ভাব্য কাজ করার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত।*

[124] *খনন ইজারা:- খনন কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত একটি ইজারা এবং এই উদ্দেশ্যে প্রদত্ত একটি উপ-ইজারা অন্তর্ভুক্ত।*

রাজ্যে পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ গৌণ খনিজগুলি হল গ্রানাইট[125], ব্ল্যাক স্টোন[126], ট্যালক এবং স্টেটাইট[127], বালি[128], ডলোমাইট[129], কোয়ার্টজ এবং ফেল্ডস্পার[130], চিনা মাটি এবং ফায়ার ক্লে[131]। রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে দামোদর ও অজয় নদীর তলদেশ থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বালির মজুদ পাওয়া যায়।

এই রাজ্যে গৌণ খনিজ থেকে প্রাপ্ত আদায়ে রয়্যালটি[132], ডেড রেন্ট[133], ভূপৃষ্ঠ ভাড়া[134], জলের হার[135], খনিজ মূল্য[136] ইজারা/পারমিটের জন্য আবেদন ফি[137] এবং বিডের পরিমাণ[138] ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও, খনির ইজারাদারদের কাছ থেকে চার ধরনের সেস যেমন গ্রামীণ কর্মসংস্থান (আর ই) কর, পথ কর, পাবলিক ওয়ার্কস (পি ডব্লিউ) সেস এবং প্রাথমিক শিক্ষা (পি ই) করও আদায় করা হয়।

2017-22 সালে খনি ও খনিজ থেকে 2,256.94 কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে।

2.2 সাংগঠনিক কাঠামো

পশ্চিমবঙ্গে, ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং শরণার্থী, ত্রাণ ও পুনর্বাসন (এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর) দপ্তর বালি, বোল্ডার, নুড়ি, মোরাম, মাটি ইত্যাদির জন্য দীর্ঘমেয়াদী খনির ইজারা (এল টি এম এল), স্বল্পমেয়াদী খনির ইজারা (এস টি এম এল) মঞ্জুর করে। সংস্থাটি রয়্যালটি, সেস, ডেড রেন্ট ইত্যাদির মূল্যায়ন ও সংগ্রহের দায়িত্বপ্রাপ্ত।

শিল্প বাণিজ্য ও উদ্যোগ (আই সি এন্ড ই) দপ্তর পাথর, গ্রানাইট, চিনা মাটি, ফায়ার ক্লে ইত্যাদির ক্ষেত্রে খনির ইজারা প্রদান করে এবং এর উপর রয়্যালটি এবং ডেড রেন্ট মূল্যায়ন করে। এই গৌণ খনিজগুলির রাজস্ব সংগ্রহ করে এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তর। এই গৌণ খনিজগুলির রয়্যালটি, কর ইত্যাদির হারের বিজ্ঞপ্তিও আই সি এন্ড ই দপ্তর সময়ে সময়ে জারি করে।

[125] *পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় পাওয়া গেছে।*

[126] *বীরভূম, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় পাওয়া গেছে।*

[127] *দার্জিলিংয়ে পাওয়া গেছে।*

[128] *রাজ্যজুড়ে পাওয়া গেছে।*

[129] *পুরুলিয়ায় পাওয়া গেছে।*

[130] *পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম এবং বীরভূমে পাওয়া গেছে।*

[131] *বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় পাওয়া গেছে।*

[132] *'রয়্যালটি' হল রাজ্য সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে বিজ্ঞাপিত হারে ইজারাকৃত এলাকা থেকে উত্তলন করা বা অপসারণ করা বা গ্রহণ করা খনিজগুলির মূল্য। প্রদেয় রয়্যালটির পরিমান তাই নিষ্কাশিত পরিমানের অনুপাতে ইজারাদার কর্তৃক উত্তোলিত বা গৃহীত খনিজগুলির পরিমান দ্বারা নির্ধারিত হয়।*

[133] *'ডেড রেন্ট' হল একটি খনন ইজারা প্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা এক বছরে প্রদেয় ন্যূনতম পরিমাণ তা নির্বিশেষে খনন ইজারার নিয়ম বা চুক্তি অনুযায়ী তিনি এলাকাটি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিচালনা করতে পারেন।*

[134] *ইজারাদারকে খনন কাজের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূপৃষ্ঠের জন্য নির্ধারিত হারে অর্থ প্রদান করতে হবে।*

[135] *ইজারাদারকে খনন কাজের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের জন্য নির্ধারিত হারে অর্থ প্রদান করতে হবে।*

[136] *যখনই কোনো ব্যক্তি কোনো আইনগত অনুমতি ছাড়া কোনো জমি থেকে কোনো খনিজ উত্তোলন করে, রাজ্য সরকার সেই ব্যক্তির কাছ থেকে খনিজ উদ্ধার করতে পারে সেই খনিজগুলির রয়্যালটির পরিমাণের 1.5 গুণ নির্ধারিত মূল্য আদায় করতে পারে।*

[137] *একটি স্বল্পমেয়াদী খনন লাইসেন্স জারি করার জন্য আবেদন ফি নির্ধারিত ফর্মে অ-ফেরতযোগ্য পরিমাণের আমানত দেখানো একটি চালানসহ জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে হবে।*

[138] *সফল দরদাতা দ্বারা সংরক্ষিত মূল্যের উপরে এবং তার উপরে উদ্ধৃত পরিমাণ।*

ডব্লিউ বি এম এম এ নিয়মাবলি অনুসারে গৌণ খনিজ উত্তোলনের জন্য খনির ইজারা প্রদান প্রতিযোগিতামূলক দরপ্রদানের মাধ্যমে করা হবে এবং খনিজ ব্লকের সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারণের জন্য একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক দরপ্রদান পরিচালনার জন্য আই সি এন্ড ই দপ্তর দ্বারা নিয়ম প্রণয়ন করা হবে।

রাজ্য সরকার (জুলাই 2021) বালির খনন নীতি-2021 প্রবর্তন করেছে যার উদ্দেশ্যে হল বালি খনন, স্থানান্তরণ, সঞ্চয়, বিক্রয় এবং ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা এবং পশ্চিমবঙ্গ খনিজ উন্নয়ন ও ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেড (ডব্লিউ বি এম ডি টি সি এল) (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন একটি উদ্যোগ)-এর মনোনীত সংস্থা হিসাবে নীতির উদ্দেশ্যগুলি কার্যকর করা।

উভয় দপ্তর সংস্লিস্ট প্রধান সচিব/সচিব-এর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের অধীন এবং যারা নির্দেশক এবং জেলা স্তর, উপ-বিভাগ স্তর এবং ব্লক স্তরের আধিকারিকদের দ্বারা সহায়তা প্রাপ্ত, যা (**তালিকা-2.1**)-এ দেখানো হয়েছে।

তালিকা 2.1 পশ্চিমবঙ্গে খনন কার্য পরিচালনার জন্য সাংগঠনিক কাঠামো

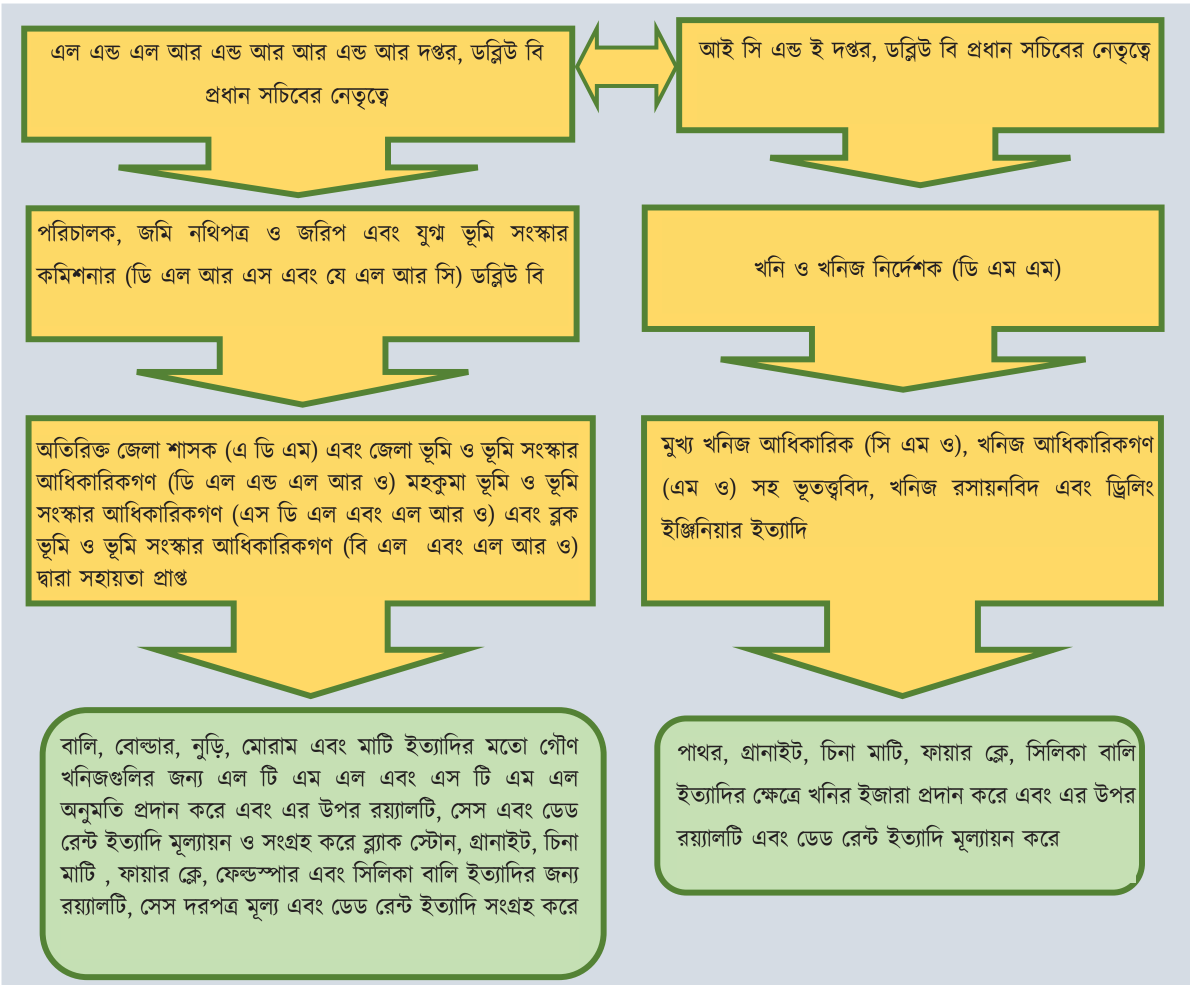

2.3 রাজস্বের প্রবণতা

বছরভিত্তিক বাজেটের অনুমান এবং খনি ও খনিজ থেকে রয়্যালটি সংগ্রহের পরিমাণ 2017-18 থেকে 2021-22 পর্যন্ত **তালিকা-2.2**-এ দেখানো হয়েছে।

তালিকা 2.2: বাস্তবের তুলনায় বাজেটের অনুমান (কোটি টাকায়)

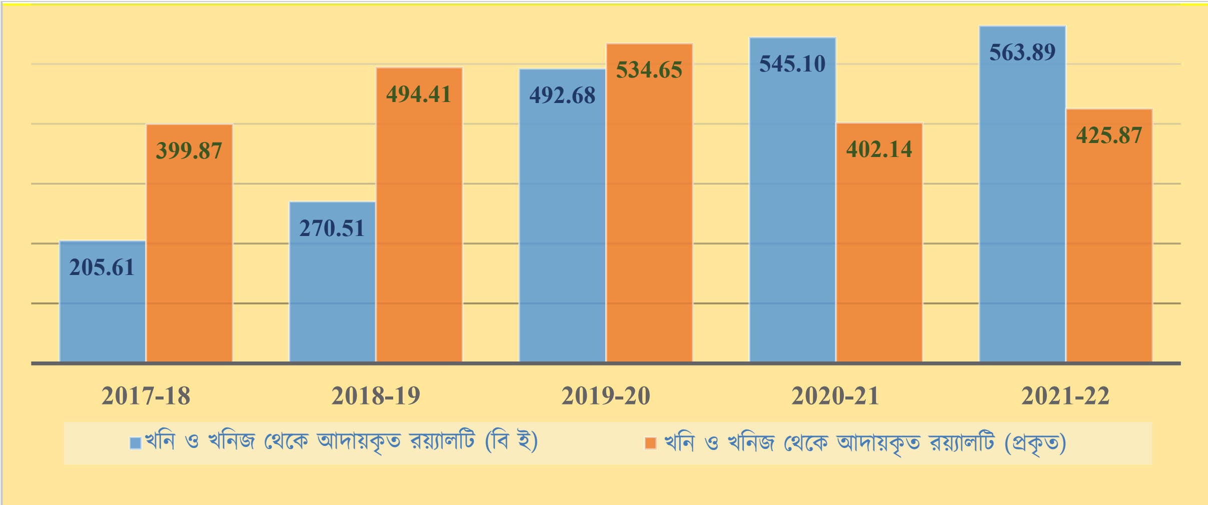

তালিকায় দেখানো হয়েছে যে 2017-18 অর্থবর্ষ থেকে 2019-20 অর্থবর্ষের মধ্যে খনি ও খনিজ থেকে আদায়কৃত প্রকৃত রয়্যালটি বাজেট অনুমানের (বি ই) থেকে বেশি ছিল। যাইহোক 2020-21 এবং 2021-22 অর্থবর্ষে প্রকৃত রয়্যালটি বাজেটের অনুমানের চেয়ে কম ছিল। বি ই-এর সাথে রয়্যালটির প্রকৃত সংগ্রহের তফাতের কারণ নিরীক্ষায় (এপ্রিল 2023 এবং জুন 2023) জানতে চাওয়া হলেও দপ্তর উত্তর দেয়নি।

2.4 নিরীক্ষার উদ্দেশ্য

বিস্তারিত মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষা (ডি সি এ) পরিচালিত হয়েছিল নিশ্চিত করতে যে:

ক) গৌণ খনিজগুলির জন্য রয়্যালটি, খাজনা, ফি, জরিমানা ইত্যাদি ধার্য ও আদায়ের ব্যবস্থা কার্যকর, পর্যাপ্ত এবং বিদ্যমান আইন ও নিয়মাবলীর নির্দেশাবলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল কিনা;

খ) আইন, বিধান এবং দপ্তরীয় নির্দেশাবলী অবৈধ খননের পরিমাণ চিহ্নিত করতে এবং অবৈধ খননকে উৎসাহিত করে এমন কার্যকলাপগুলি চিহ্নিত করার জন্য পর্যাপ্ত কিনা;

গ) খনির দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক উদ্বেগগুলিকে মোকাবেলা করার জন্য কার্যকর নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থা ছিল কিনা;

ঘ) রাজস্ব ফাঁকি প্রতিরোধের জন্য অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং মনিটরিং প্রক্রিয়া পর্যাপ্ত এবং কার্যকর ছিল এবং ডেটা/তথ্যের আন্তঃ-দপ্তরীয় প্রতিপরীক্ষা জন্য ব্যবস্থা আছে কিনা;

ঙ) খনির ইজারা পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিবেশগত আইনগুলি মেনে চলা হয়েছিল এবং রাজ্যে অবৈধ খনির আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশগত প্রভাবগুলি হ্রাস করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল;

চ) খনন কার্যক্রম সফল করার জন্য টেকসই ব্যবহার এবং উৎপাদনের ধরণ অনুসরণ করা হয়েছে (এস ডি জি-12)।

2.5 নিরীক্ষার মানদণ্ড

গৌণ খনিজ থেকে প্রাপ্তিগুলি নিরীক্ষার মানদণ্ড গঠনকারী নিম্নলিখিত আইন ও নিয়মাবলীর অধীনে নিয়ন্ত্রিত হয় :

- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বেঙ্গল পাবলিক ডিমান্ডস রিকভারি (বি পি ডি আর) অ্যাক্ট, 1913
- ভারত সরকার (জি ও আই) খনি ও খনিজ (উন্নয়ন ও প্রনিয়ম) আইন, 1957

- ভারত সরকারের পরিবেশ সুরক্ষা (ই পি) আইন, 1986
- পশ্চিমবঙ্গ খনিজ (অবৈধ খনন, স্থানান্তরণ এবং মজুদ প্রতিরোধ) (ডব্লিউ বি এম পি আই এম টি এস) নিয়মাবলী, 2002, রাজ্য সরকারের শিল্প, বাণিজ্যিক ও উদ্যোগ দপ্তর
- পশ্চিমবঙ্গ গৌণ খনিজ আইন (ডব্লিউ বি এম এম আর), 2002 রাজ্য সরকারের শিল্প, বাণিজ্যিক ও উদ্যোগ দপ্তর
- পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক (এম ও ই এফ সি সি) দ্বারা সময় সময় জারি করা সংশোধিত পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন বিজ্ঞপ্তি, 2006
- ভারত সরকারের খনিজ ছাড় (এম সি) নিয়মাবলী, 2016
- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খনিজ (ছাড়) (ডব্লিউ বি এম এম সি) নিয়মাবলী, 2016 রাজ্য সরকারের শিল্প, বাণিজ্যিক ও উদ্যোগ দপ্তর
- পশ্চিমবঙ্গ গৌণ খনিজ (নিলাম) (ডব্লিউ বি এম এম এ) নিয়মাবলী, 2016 রাজ্য সরকারের শিল্প, বাণিজ্যিক ও উদ্যোগ দপ্তর
- পশ্চিমবঙ্গ ডিস্ট্রিক্ট মিনারেল ফাউন্ডেশন (ডব্লিউ বি ডি এম এফ) নিয়মাবলী, 2016 রাজ্য সরকারের শিল্প, বাণিজ্যিক ও উদ্যোগ দপ্তর
- ভারত সরকারের খনিজ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (এম সি ডি) নিয়মাবলী, 2017
- পশ্চিমবঙ্গ বালি (খনন, স্থানান্তরণ, মজুত এবং বিক্রয়) নিয়মাবলী, 2021 রাজ্য সরকারের শিল্প, বাণিজ্যিক ও উদ্যোগ দপ্তর
- পশ্চিমবঙ্গ বালি খনন নীতি, 2021 রাজ্য সরকারের শিল্প, বাণিজ্যিক ও উদ্যোগ দপ্তর
- খনন পরিকল্পনা, পরিবেশগত ছাড়পত্র, স্টেট এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অথরিটি (এস ই আই এ এ) এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (ডব্লিউ বি এস পি সি বি) দ্বারা জারি করা পরিচালন সম্মতি
- এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর এবং আই সি এন্ড ই দপ্তর দ্বারা জারি করা নির্দেশিকা/ম্যানুয়াল/নির্দেশাবলী/সার্কুলার/আদেশ।

2.6. নিরীক্ষার পরিধি

আই সি এন্ড ই দপ্তর, জমি নথিপত্র ও জরিপ পরিচালক (ডি এল আর এস), খনি ও খনিজ নির্দেশক (ডি এম এম), সাতটি[139] নির্বাচিত জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক (ডি এল এন্ড এল আর ও), এবং মুখ্য খনন আধিকারিক (সি এম ও) কার্যালয় আসানসোল, চারটি[140] মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক (এস ডি এল এন্ড এল আর ও) এবং 25টি[141] ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকগন (বি এল এণ্ড এল আর ও)-এর রেকর্ড পরীক্ষামুলকভাবে যাচাইয়ের মাধ্যমে এপ্রিল এবং অক্টোবর 2022 এর মধ্যে 2017-18 থেকে 2021-22 অর্থবর্ষে ডি সি এ পরিচালিত হয়েছিল। আইডিয়া সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে স্তরিত যথেচ্ছ নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি অবলম্বন করে এই সাতটি জেলার নির্বাচন করা হয়েছিল। গৌণ খনিজগুলির বার্ষিক রাজস্ব সংগ্রহের ভিত্তিতে চারটি এস ডি এন্ড এল আর ও এবং 25টি বি এল এন্ড এল আর নির্বাচন করা হয়েছিল।

[139] *বাঁকুড়া, বীরভূম, কালিম্পং, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ববর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া।*

[140] *বাঁকুড়া-খাতরা, বিষ্ণুপুর ও বাঁকুড়া সদর ; বীরভূম - বীরভূম সদর।*

[141] *বাঁকুড়া-বরজোড়া, বিষ্ণুপুর, খাতরা ও সালতোরা; বীরভূম-বোলপুর, মহম্মদ বাজার, নলহাটি-I ও রামপুরহাট-I; পশ্চিম বর্ধমান- অন্ডাল, জামুরিয়া, কানস্কা, রানিগঞ্জ ও সালানপুর; পূর্ব বর্ধমান-বর্ধমান-II, গলসি-II, জামলাপুর, খন্ডঘোষ এবং মঙ্গোলকোট; পূর্ব মেদিনীপুর- নন্দীগ্রাম-III, পাঁশকুড়া-II, রামনগর-I ও II; পুরুলিয়া- বড়বাজার, মানবাজার-I ও রঘুনাথপুর-I।*

আই সি এন্ড ই দপ্তর চারটি নির্বাচিত জেলায়, 74টি ইন-সিটু খনি[142] ইজারা দিয়েছে যেগুলি নিরীক্ষায় পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই করা হয়েছিল। নির্বাচিত তিনটি জেলায় কোনো ইন-সিটু খনি ছিলনা। এছাড়াও, এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তর 811টি বালি ব্লক ই-নিলাম করেছিল, সাতটি নির্বাচিত জেলায় এবং 587 জন দরদাতাকে লেটারস অফ ইনটেন্ট (এল ও আই) জারি করেছিল যেগুলি নিরীক্ষায় পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই করা হয়েছিল।

2.7 নিরীক্ষা পদ্ধতি

নিরীক্ষা নির্বাচিত ক্ষেত্র কার্যালয়গুলিতে রয়্যালটি এবং অন্যান্য বকেয়া মূল্যায়ন এবং সংগ্রহের প্রক্রিয়া সম্পর্কিত রেকর্ডগুলি পরীক্ষা করেছে। এছাড়াও, নিরীক্ষা খনন ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন বিজ্ঞপ্তি, 2006 বাস্তবায়ন সম্পর্কিত নথিগুলি বিশ্লেষণ করেছে এবং এই সময়কালে জারি করা নীতি, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ এবং সার্কুলারগুলির প্রতিপালন যাচাই করেছে।

বরাদ্দকৃত খনন এলাকা/কার্যকলাপের ম্যাপিং/যাচাই নিশ্চিত করার জন্য দুটি জেলার[143] রাজ্য খনন আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এয়ারস্পেস রিসার্চ, এম আই টি ক্যাম্পাস, আন্না ইউনিভার্সিটি, চেন্নাইয়ের সেন্টার ফর অ্যারোস্পেস রিসার্চের একটি বিশেষজ্ঞ দলের সাথে তিনটি খনন এলাকায়[144] ভূ-স্থানীয় গবেষণা করা হয়েছিল (মার্চ 2023) পাশাপাশি ইউ এ ভি[145], ডি জি পি এস[146] ইন্সট্রুমেন্ট, বাথমেট্রিক[147] এবং ভৌগলিক তথ্য প্রণালী (জি আই এস)[148] প্রযুক্তি ব্যবহার করে রাজ্যে খনন করা গৌণ খনিজগুলির পরিমাণ অনুমান করা হয়েছিল।

'গুগল আর্থ প্রো' সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে এপ্রিল 2017 এবং সেপ্টেম্বর 2022-এর মধ্যে ঐতিহাসিক চিত্রানুযায়ী, ভূ-স্থানীয় গবেষণার জন্য অনুমোদিত ইজারা দেওয়া এলাকার বাইরে খনন কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে তিনটি খনন এলাকা নির্বাচন করা হয়েছিল।

আগস্ট 2022-এ এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তর-এর সচিব এবং আই সি এন্ড ই দপ্তরের সচিবের সঙ্গে এন্ট্রি কনফারেন্স হয় যেখানে নিরীক্ষার উদ্দেশ্য, নিরীক্ষার মানদণ্ড, পরিধি এবং নিরীক্ষার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 09 জুন 2023-এ এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তরের সাথে এবং আই সি এন্ড ই দপ্তরের প্রধান সচিবের সাথে 26 জুন 2023-এ এক্সিট কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

---

142 *ইন সিটু খনি, যা সলিউশন মাইনিং নামেও পরিচিত, এর মধ্যে আকরিককে মাটিতে যেখানে আছে সেখানে রেখে দেওয়া এবং এর মাধ্যমে পাম্প করা তরল ব্যবহার করে লিচিংয়ের মাধ্যমে আকরিক থেকে খনিজ পদার্থ বের করা।*

143 *বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া।*

144 *বিভাস কুমার দাস, বৃন্দাবনপুর ফায়ার ক্লে এবং চিনা মাটি খনি, বাঁকুড়া জেলায়; এম/এস টোডি খনিজ প্রাইভেট লিমিটেড, গ্রানাইট/পাথর খনি, পুরুলিয়া জেলার এবং মিস্টার অরুণ সরফ, জি ডি খনি প্রাইভেট লিমিটেড বালি খনি, পুরুলিয়া জেলায়।*

145 *'মানববিহীন এরিয়াল যান' (ইউ এ ভি) একটি সাধারণ বিমান, যা কোনো মানব পাইলট ছাড়াই চালানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি বায়বীয় চিত্র এবং ঐতিহ্যগত জরিপ কৌশলগুলিকে একত্রিত করে ম্যাপিংয়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এটি বায়বীয় ম্যাপিং প্রযুক্তির বিকল্প হিসাবে কাজ করতে পারে।*

146 *ডিফারেনশিয়াল গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম' (ডি জি পি এস) হল গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জি পি এস)-এর একটি বর্ধিতরূপ, যা সঠিক উন্নত অবস্থান প্রদান করে।*

147 *'বাথমেট্রি' হল জলাশয়ের "তল" বা "তলদেশ"।*

148 *একটি 'ভৌগলিক তথ্য প্রণালী' (জি আই এস) যা পৃথিবী পৃষ্ঠের অবস্থান সম্পর্কিত ডেটা ক্যাপচার, সংরক্ষণ, পরীক্ষা এবং প্রদর্শনের জন্য একটি কম্পিউটার ভিত্তিক প্রণালী।*

নিরীক্ষার ফলাফল

কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত পর্যবেক্ষণগুলি পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে আলোচনা করা হল।

2.8 খনির ইজারা ব্যবস্থাপনা

মাইনিং প্ল্যান হল গৌণ খনিজ খনির জন্য ইজারা/লাইসেন্স/কাজ করার অনুমতি প্রদান এবং নবীকরণ করার পূর্বশর্ত। ডব্লিউ বি এম এম সি নিয়মাবলী, 2016 এর নিয়ম 4 (2)(b)-এর অধীনে, ভারতীয় খনি ব্যুরোর নির্দেশিকা অনুসারে যদি খনির পরিকল্পনা থাকে এবং এটি যথাযথভাবে অনুমোদিত হয় তবে রাজ্য সরকার খনির ইজারা দেবে। মুখ্য খনিজ আধিকারিক (সি এম ও) বা খনিজ আধিকারিকগণ (এম ও)-সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বে নিয়োজিত। একটি খনির ইজারা ধারক অনুমোদিত খনির পরিকল্পনা ব্যতীত কোনো এলাকায় খনন কাজ শুরু বা পরিচালনা করতে পারবে না। প্রতিটি মাইনিং প্ল্যানের একটি মাইন ক্লোজার প্ল্যান থাকতে হবে। ডব্লিউ বি এম এম সি নিয়মাবলী, 2016-তে খনন কাজ চলাকালীন পরিবেশের সুরক্ষা, উপরের মাটি অপসারণ এবং ব্যবহার, জমি পুনরুদ্ধার এবং পুনর্বাসন, বায়ু, জল এবং শব্দ দূষণের বিরুদ্ধে সতর্কতা এবং বর্জ্য নিষ্কাশন ইত্যাদির জন্যও নির্দেশাবলি রয়েছে। এছাড়াও, এম ও ই এফ সি সি, জি ও আই 5 হেক্টরের (হেক্টর) সমান বা তার কম জমি থাকা গৌণ খনিজ প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ ছাড়পত্র (ই সি) পাওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে (জানুয়ারি 2016)।

ডব্লিউ বি এম এম সি নিয়মাবলী 2016-এর নিয়ম 20 অনুযায়ী, ইজারাদার তার নিজস্ব খরচে জরিপ এবং ভৌগোলিক স্থানাঙ্ক অনুযায়ী এলাকা নির্ধারণ করবে, যা লিজ দেওয়া খনির পরিকল্পনায় উল্লখ থাকবে।

তালিকা 2.3-এ গৌণ খনিজ নিলাম প্রক্রিয়ার ফ্লো তালিকা দেওয়া হল :

তালিকা 2.3

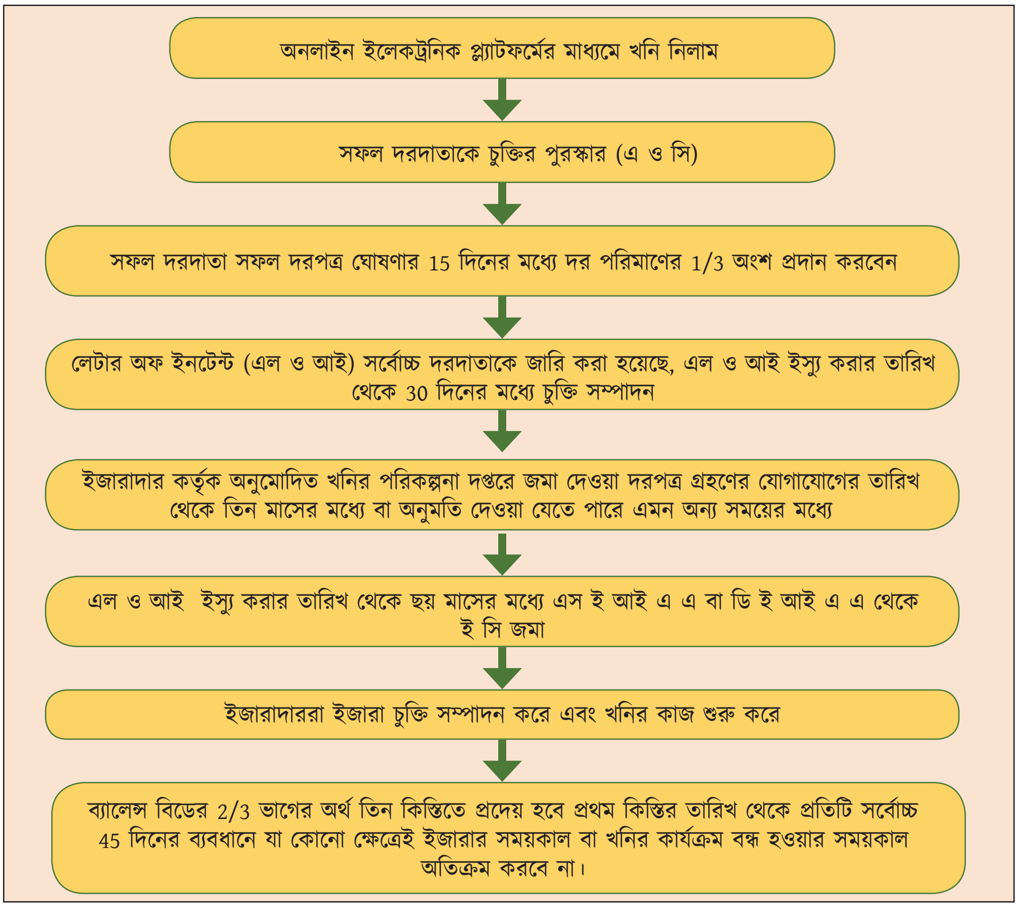

2.8.1 খনির ইজারা দলিল সম্পাদন না করা

খনির ইজারা দলিল সম্পাদন করা খনন প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা উপরে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে (তালিকা-2.3)। নিরীক্ষা দুটি নির্বাচিত জেলায়[149] নিলামে বালি উত্তোলনের 73টি ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছে যেখানে ইজারা দলিল সম্পাদনের নির্ধারিত তারিখ ছিল এপ্রিল 2017 থেকে ডিসেম্বর 2019-এর মধ্যে। কিন্তু 2022-এর 31 মার্চ পর্যন্ত 841 থেকে 1801 দিন সময়কালের ইজারা দলিল সম্পাদন করা হয়নি। মার্চ 2022 পর্যন্ত ইজারা দলিল সম্পাদিত না হওয়া খনির ইজারা সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ ***পরিশিষ্ট-7***- এ দেখানো হয়েছে। নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, ইজারা দলিল সম্পাদন না করার ফলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিদ্যমান নিয়মাবলী বা এল ও আই- তে কোনো নির্দেশাবলী নেই।

সঠিক পদক্ষেপ

রাজস্থান এম এম কনসেশন নিয়মাবলী, 2017-এর নিয়ম 21 অনুযায়ী যদি দরদাতা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা চুক্তি সম্পাদন করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অনুমোদনের আদেশ প্রত্যাহার করবে এবং অনুদানকারীর দ্বারা প্রদেয় প্রিমিয়াম, জমাকৃত পরিমাণ, নিরাপত্তা আমানত এবং কার্যসম্পাদন নিরাপত্তা মুল্য বাজেয়াপ্ত করবে

এছাড়াও গুজরাটে এম এম কনসেশন নিয়মাবলী 2017-এর নিয়ম 8(5) অনুযায়ী খনির ইজারা লিজ প্রদান বাতিল হয়ে যাবে যদি 30 দিনের মধ্যে নিবন্ধন কার্যকর করা না হয়।

এছাড়াও নথির পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তে দেখা গেছে যে এই 73টি ক্ষেত্রে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ (ডি এল এন্ড এল আর ও) কর্তৃক নির্ধারিত মোট বার্ষিক সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা[150] ছিল 31.95 কোটি সিএফটি। এই ব্লকগুলি বাতিল না করায় এবং পুনরায় নিলাম না করায় বছরে 53.04 কোটি টাকা রয়্যালটি[151] এবং সেস[152] আকারে রাজস্বের ক্ষতি হয়েছে (***পরিশিষ্ট-7***)।

এক্সিট কনফারেন্সে এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তর জানিয়েছে (জুলাই 2023) যে পরিবেশগত শংসাপত্রগুলি (ই সি) দেরীতে জমা দেওয়ার কারণে সময়মতো ইজারা চুক্তি সম্পাদন করা হয়নি। যাইহোক, ই সি জমা দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য দপ্তর বিষয়টি দেখবে।

সুপারিশ 1:

সরকারকে ডব্লিউ বি এম এম সি নিয়মাবলীতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী বিবেচনা করা উচিত এটি নিশ্চিত করার জন্য যে সফল দরদাতা যদি নির্ধারিত ছয় মাসের মধ্যে ই সি জমা দিতে ব্যর্থ হয় তবে তার চুক্তি বাতিল করা হবে এবং রাজস্ব ক্ষতি রোধ করার জন্য এই ধরনের খনির ব্লকগুলি পুনরায় নিলাম করা হবে।

2.9 সফল দরদাতাদের দ্বারা দরপত্রের অর্থ প্রদান

2.9.1 ডব্লিউ বি এম এম এ নিয়মাবলী, 2016-এর সংশোধনের ফলে দরপত্র মূল্য অনাদায় হিসাবে রাজস্বের ক্ষতি

ডব্লিউ বি এম এম এ নিয়মাবলী-2016-এর নিয়ম 10 অনুযায়ী সফল দরদাতাদের খনির ইজারা প্রদানের পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। নিয়ম (10) (1) অনুযায়ী সফল দরদাতাকে ঘোষণার 15 দিনের মধ্যে দরপত্রের পরিমাণের 1/3 অর্থ জমা করতে হবে। নিয়ম (10)

[149] *বাঁকুড়া, বীরভূম।*

[150] *খনি ইজারা এলাকার প্রস্তাবিত বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা।*

[151] *বালির জন্য রয়্যালটির হার 1.51 প্রতি সিএফটি।*

[152] *বালির জন্য সেসের হার 0.15 প্রতি সিএফটি।*

(2) অনুযায়ী দরপত্রের বাকি (2/3) পরিমাণ অর্থ ইজারা দলিল সম্পাদনের আগে দুটি সমান কিস্তিতে প্রদান করতে হবে।

যাইহোক, আই সি এন্ড ই দপ্তর দ্বারা নিয়ম 10(2) (মে 2017)-তে সংশোধন করা হয়েছিল এবং নির্ধারিত হয়েছিল যে সফল দরদাতারা যারা দরপত্র মূল্যের এক-তৃতীয়াংশ জমা করেছেন তাদের খনন কাজ শুরু করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে এবং ইজারা চুক্তি সম্পাদন করা যেতে পারে। দরপত্র মূল্যের বাকি (2/3) পরিমাণ অর্থ প্রথম কিস্তির তারিখ থেকে সর্বোচ্চ 45 দিনের ব্যবধানে তিনটি কিস্তিতে প্রদেয় ছিল, যা কোনো ক্ষেত্রেই ইজারার সময়কাল বা খনন কার্যক্রম সম্পূর্ণ হওয়ার সময় অতিক্রম না করে।

সংশোধনের ফলস্বরূপ, সফল দরদাতাদের সম্পূর্ণ দরপত্রের পরিমাণ সংগ্রহ না করেই খনির কাজ শুরু করতে/খনির দলিল সম্পাদন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে, তিনটি জেলায়[153] 35টি ক্ষেত্রে, সফল দরদাতারা মোট দরপত্রের পরিমাণের 1/3 অংশ পরিশোধ করেছেন এবং সম্পূর্ণ দরপত্রের পরিমাণ জমা না করেই ইজারা চুক্তি সম্পাদন করেছে।

নিরীক্ষায় আরও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এই 35টি ক্ষেত্রের মধ্যে 24টি ইজারার মেয়াদ জুলাই 2022 থেকে মার্চ 2023 এর মধ্যে শেষ হয়ে গেছে। তবে 24টি ইজারার দরপত্রের বাকি পরিমাণ অর্থ 10.05 কোটি টাকা আদায় করা হয়নি (এপ্রিল 2022 এবং অক্টোবর 2022-এর মধ্যে যখন নিরীক্ষা করা হয়েছিল) (***পরিশিষ্ট-8***-তে বিশদে বলা হয়েছে)।

ইজারা দলিল সম্পাদনের আগে সম্পূর্ণ দরপত্রের পরিমাণ জমা করা দপ্তরের আর্থিক দিকটি রক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। **জেলা কর্তৃপক্ষ (ডি এল এন্ড এল আর ও) দরদাতার কাছ থেকে বাকি দরপত্রের পরিমাণ আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে যা পর্যবেক্ষণের ঘাটতির ইঙ্গিত দেয়।**

এই উপসংহারে আসা যেতে পারে যে সংশোধন শুধুমাত্র সফল দরদাতাদের অযাচিত সুবিধা প্রদান করেনি বরং সরকারী রাজস্বের ক্ষতিও করেছে।

এক্সিট কনফারেন্স এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তর জানিয়েছে (জুলাই 2023) যে দরপত্র মুল্য 2.18 কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে এবং যেখানে ইজারার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে সেখানে বাকি দরপত্র মুল্য আদায়ের জন্য পাবলিক ডিমান্ড রিকভারি কেস শুরু করা হবে।

2.9.2 নিলামকৃত বালি খনন ইজারাদারদের থেকে দরপত্র মুল্য আদায়

ডব্লিউ বি এম এম এ নিয়মাবলী, 2016-এর নিয়ম 12 অনুযায়ী রাজ্য সরকারের বকেয়া কোনো অর্থপ্রদানের জন্য 6.25 শতাংশ হারে সরল সুদ দিতে হবে, বিলম্বের সময়কাল এই ধরনের অর্থপ্রদান বাকির তারিখ থেকে 60 দিনের মেয়াদ শেষ হলে গণনা করা হবে।

নিরীক্ষায় আরও লক্ষ্য করা যায় যে এই চারটি জেলায়[154] 18টি ক্ষেত্রে, সফল দরদাতারা এপ্রিল 2017 থেকে জুন 2022-এর মধ্যে বিভিন্ন তারিখে বাকি 2/3 দরপত্র মুল্যের প্রথম কিস্তি জমা দিয়েছেন। এই সফল দরদাতাদের প্রথম কিস্তি জমা দেওয়ার তারিখ থেকে 90 দিনের মধ্যে অবশিষ্ট পরিমাণ জমা দিতে হবে। যাইহোক, তারা নির্ধারিত তারিখের মধ্যে অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হয়েছে যার ফলে 13.09 কোটি টাকা কম প্রদান করেছে। **ডি এল এন্ড এল আর ও গন বিলম্বে কিস্তি প্রদানের জন্য জরিমানা ধার্য করতে ব্যর্থ হয়েছে যার ফলে 3.07 কোটি টাকা সুদের ক্ষতি হয়েছে** (***পরিশিষ্ট-9***-এ বিশদে দেখানো হয়েছে)।

[153] *বিরভুম, পূর্ব বর্ধমান এবং পুরুলিয়া।*

[154] *বাঁকুড়া, বিরভুম, পূর্ব বর্ধমান এবং পুরুলিয়া।*

এক্সিট কনফারেন্সে এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তর জানিয়েছে (জুলাই 2023) যে বালি ইজারাদারদের কাছ থেকে 4.58 কোটি টাকা দরপত্র মুল্য আদায় করা হয়েছে এবং অবিশিষ্ট দরপত্রের মুল্য আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ডি এল এন্ড এল আর ও-কে নির্দেশ জারি করা হবে।

সঠিক পদক্ষেপ

গুজরাট মাইনর মিনারেল কনসেশন নিয়মাবলী 2017-এর নিয়ম 8-এর উপ-নিয়ম (1) এবং (4) অনুযায়ী দরদাতারা টেন্ডার নথিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রথম কিস্তির 20 শতাংশ এবং প্রথম কিস্তির 30 দিনের মধ্যে দ্বিতীয় কিস্তি, অগ্রিম অর্থপ্রদানের 80 শতাংশ জমা দেবেন। এছাড়াও, এই ধরনের অর্থপ্রদানের পরে সরকার খনি ইজারা দেওয়ার জন্য একটি লিখিত আদেশ জারি করবে। পরিণামে দরদাতা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় কিস্তি দিতে ব্যর্থ হলে, পারফরমেন্স সিকিউরিটির সমান পরিমাণ বরাদ্দ করা হবে এবং এল ও আই বাতিল হয়ে যাবে।

সুপারিশ 2:

সরকার সংশ্লিষ্ট ডি এল এন্ড এল আর ও দের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বিবেচনা করতে পারে যারা সম্পূর্ণ দরপত্র মূল্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ডব্লিউ বি এম এম নিয়মাবলী, 2016-এর প্রয়োজনীয় সংশোধনগুলিও বিবেচনা করতে পারে, যাতে নিশ্চিত করা যায় যে ইজারা দলিল সম্পাদনের পরেই খনির কাজ শুরু করা উচিত এবং ইজারা দলিল সম্পাদনের আগে সম্পূর্ণ দরপত্র মূল্য সংগ্রহ করা হয়।

2.10 রয়্যালটি এবং অন্যান্য বকেয়া মূল্যায়ন এবং সংগ্রহ

2.10.1 ইন-সিটু খনি থেকে রয়্যালটি এবং সেস-এর আদায়

দুইটি[155] জেলার 28টি ইন-সিটু মাইনিং লিজ ফাইল বিশ্লেষণে প্রকাশ পায় যে, বীরভূম এবং পুরুলিয়া এলাকার এম ও গন খনির ইজারার জন্য রয়্যালটি এবং সেস মূল্যায়ন করেছে এবং বকেয়া আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট এ ডি এম এবং ডি এল এন্ড এল আর ও কার্যালয়ে বিশদ বিবরণ (জুন 2020 এবং আগস্ট 2022-এর মধ্যে) প্রেরণ করেছে। নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, **পাঁচটি ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষগণ (ডি এল এন্ড এল আর ও) রয়্যালটি এবং সেস হিসাবে 2.85 কোটি টাকার মধ্যে শুধুমাত্র 2.41 কোটি টাকা আদায় করেছে। সংশ্লিষ্ট ডি এল এন্ড এল আর ও কার্যালয় বকেয়া আদায়ে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।** এর ফলে সেপ্টেম্বর 2022 পর্যন্ত 44.48 লক্ষ টাকা রয়্যালটি এবং সেস অনাদায়/কম আদায় হয়েছে যা **সারণী-2.1**-এ দেখানো হয়েছে।

সারণী 2.1: ইন-সিটু খনিতে রয়্যালটি ও সেসের অনাদায়/কম আদায়

(টাকায়)

ক্রমিক সংখ্যা	ইজারা বিবরণ	খনিজ পদার্থের নাম	আদায়যোগ্য রয়্যালটি এবং সেস	রয়্যালটি ও সেস আদায় করা হয়েছে	রয়্যালটি এবং সেসের অনাদায়/ কম আদায়
1	মৌজা-দুবেরডাঙ্গা, জে এল নং-5, প্লট নং-2691, 3366, পি এস-গঙ্গাজলঘাটি এলাকা-28.05 একর জেলা-বাঁকুড়া	ব্ল্যাক স্টোন	1,74,96,709	1,53,75,580	21,21,129
2	মৌজা- দাওয়ানগঞ্জ, জে এল নং-36, পি এস-মোঃ বাজার, পি ও-এন. জগতপুর, প্লট নং-58, 62, 63, 73 জেলা-বীরভূম, এলাকা-11.70 একর	ব্ল্যাক স্টোন	44,97,500	27,53,684	17,43,816

[155] *বাঁকুড়া ও বীরভূম।*

ক্রমিক সংখ্যা	ইজারা বিবরণ	খনিজ পদার্থের নাম	আদায়যোগ্য রয়্যালটি এবং সেস	রয়্যালটি ও সেস আদায় করা হয়েছে	রয়্যালটি এবং সেসের অনাদায়/ কম আদায়
3	মৌজা- ট্রাচুয়া, জে এল নং-36, প্লট নং-3943 (পি), 3944,3945, ও 3946 (পি), পি এস-রামপুরহাট, জেলা-বীরভূম, এলাকা-3.62 একর	ব্ল্যাক স্টোন	61,26,929	59,43,101	1,83,828
4	মৌজা-বৃন্দাবনপুর, জে এল নং-289, প্লট নং-350, 350/817, 351(পি), জেলা-বাঁকুড়া, এলাকা-12.24 একর	চিনামাটি এবং ফায়ার ক্লে	1,53,670	0	1,53,670
5	মৌজা-কাঁচাল্লা- জে এল নং-26, প্লট নং-11 থেকে 13 ও 15 জেলা-বাঁকুড়া, এলাকা-4.99 একর	চিনামাটি	2,45,340	0	2,45,340
	মোট		**2,85,20,148**	**2,40,72,365**	**44,47,783**

রয়্যালটি এবং সেস অনাদায়/কম আদায়ের কারণ নথিতে উপলব্ধ ছিল না।

এক্সিট কনফারেন্স এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তর জানিয়েছে (জুলাই 2023) যে বকেয়া আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ডি এল এবং এল আর ও -কে নির্দেশ জারি করা হবে।

2.10.2 বালির উপর রয়্যালটি আদায়

আই সি এন্ড ই দপ্তর গৌণ খনিজগুলির রয়্যালটির হার সংশোধন করে প্রতি ঘন মিটার 53 টাকা (151 টাকা প্রতি 100 সিএফটি) থেকে প্রতি ঘন মিটার 106 টাকা (যেমন প্রতি 100 সিএফটি 302 টাকা) (13 জানুয়ারী 2022) করেছে।

নির্বাচিত ছয়টি[156] জেলার ক্যাশ বুক, খনির ইজারা ফাইল, ডব্লিউ বি এম ডি টি সি এল-এর পোর্টালের নথি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথি পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাইয়ে লক্ষ্য করা গেছে যে 13 জানুয়ারী 2022 থেকে 31 জানুয়ারী 2022-এর মধ্যে 153 জন ইজারাদারকে 1.41 কোটি সিএফটি বালি খননের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

নিরীক্ষায় আরও লক্ষ্য করা গেছে যে ডব্লিউ বি এম ডি টি সি এল সংশোধিত হার প্রতি 100 সিএফটি 302 টাকা এর পরিবর্তে প্রতি 100 সিএফটি 151 টাকা রয়্যালটি সংগ্রহ করেছে। সংশোধিত হার অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ডব্লিউ বি এম ডি টি সি এল পোর্টাল আপডেট করেনি এবং পূর্ব-সংশোধিত হারে ই-চালান দেওয়া হয়েছিল। ফলে, রাজ্য সরকার 4.24 কোটি টাকার পরিবর্তে কেবল 2.12 কোটি টাকা রয়্যালটি আদায় করতে সক্ষম হয়েছিল যা ***পরিশিষ্ট-10***-এ দেখানো হয়েছে, ফলস্বরূপ 2.12 কোটি টাকার রাজস্বের ক্ষতি হয়েছে।

সুপারিশ 3:

পোর্টালে হার আপডেট করতে বিলম্বের জন্য দায়ী ডব্লিউ বি এম ডি টি সি এল -এর দুর্নীতিগ্রস্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধে সরকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এটিও নিশ্চিত করা উচিত যে ডব্লিউ বি এম ডি টি সি এল পোর্টালের হারগুলি রাজস্ব ক্ষতি বন্ধ করার জন্য বাস্তব সময়ের ভিত্তিতে আপডেট করা হয়েছে।

2.10.3 এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তর দ্বারা অন্যান্য দপ্তর থেকে সংগৃহীত রয়্যালটি এবং সেস আদায়

এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তরের পক্ষ থেকে কার্য নির্বাহকারী সংস্থাগুলি যেমন পূর্ত দপ্তর (পি ডব্লিউ ডি), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থাগুলি (ডব্লিউ বি এস আর ডি এ),

[156] *বাঁকুড়া, কালিম্পং, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া।*

জেলা পরিষদগুলি (জেড পি) এবং সেচ ও জলপথ দপ্তর এবং রেল মন্ত্রক (ভারত সরকার)-এর মতো রাজ্য সরকারের দপ্তরগুলি রয়্যালটি সংগ্রহ করে।

গেজেট বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে[157], গৌণ খনিজগুলির রয়্যালটির হার বিজ্ঞপ্তির তারিখ (27 অক্টোবর 2016) থেকে সংশোধন করা হয়েছিল (অক্টোবর 2016)।

নিরীক্ষা 2017-18 থেকে 2021-22 অর্থবর্ষে পাঁচটি[158] জেলাতে ডব্লিউ বি এস আর ডি এ[159] এবং দুইটি[160] জেলায় জেলা পরিষদ (জেড পি)-এর 902 টি কাজ যাচাই করেছে এবং লক্ষ্য করেছে যে এই দপ্তরগুলি ঠিকাদারের চূড়ান্ত বিল থেকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত গৌণ খনিজগুলির পরিমাণের (মাটি, বালি, মোরাম ইত্যাদি) জন্য রয়্যালটি এবং সেস কেটে নিয়েছিল।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে, জেলা পরিষদ এবং ডব্লিউ বি এস আর ডি এ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের বিল থেকে যথাক্রমে বালি ও মাটির জন্য প্রতি ঘন মিটার 53.00 টাকা এবং 29.00 টাকা নির্ধারিত হারের চেয়ে কম হারে রয়্যালটি কেটেছে। সংশ্লিষ্ট ডব্লিউ বি এস আর ডি এ এবং জেড পি গুলি রয়্যালটি এবং সেসের কারণে এই জাতীয় টাকা কাটার বিবরণ সংশ্লিষ্ট ডি এল এন্ড এল আর ও-কে পাঠায়। **ডি এল এন্ড এল আর ও (i) অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রয়্যালটি/সেসের প্রযোজ্য হারের সঠিকতা যাচাই করতে এবং (ii) রয়্যালটি/সেস কম আদায়ের প্রবণতাকে আটকাতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করতে ব্যর্থ হয়েছে।** এর ফলে 3.62 কোটি টাকা কর এবং রয়্যালটি কম আদায় হয় যা ***পরিশিষ্ট-11***-তে দেখানো হয়েছে।

অন্যান্য দপ্তর (পি ডব্লিউ ডি এবং আই এন্ড ডব্লিউ ডি) প্রয়োজনীয় তথ্য সঠিকভাবে সরবরাহ না করার ফলে রয়্যালটি আদায়ের পরিমাণ কম হয়েছে যা আরও বেশি হত এবং অনুরূপ ঘটনার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এক্সিট কনফারেন্স এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তর জানিয়েছে (জুলাই 2023) যে বকেয়া আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ডি এল এন্ড এল আর ও-কে নির্দেশ জারি করা হবে।

2.10.4 খনন পরিকল্পনা ছাড়াই খনিজ উত্তোলন

খনিজ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (এম সি ডি) নিয়মাবলী, 2017-এর নিয়ম 11 অনুযায়ী প্রত্যেক খনির ইজারাদারকে অনুমোদিত খনন পরিকল্পনা অনুযায়ী খনন কাজগুলি নির্ধারিত শর্তগুলির সাথে পরিচালনা করতে হবে। খনন পরিকল্পনা অনুযায়ী খনন কার্যক্রম পরিচালনা না করা হলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ খনির সমস্ত বা যেকোনো কার্যক্রম স্থগিত করার আদেশ দিতে পারে। এম এম ডি আর আইন, 1957-এর ধারা 21(5)-এর অধীনে যখনই কোনও ব্যক্তি কোনও আইনগত অনুমোদন ছাড়াই জমি থেকে খনিজ উত্তোলন করবে, তখনই রাজ্য সরকার এই ধরনের ব্যক্তির কাছ থেকে খনিজ মূল্য[161] আদায় করতে পারে।

দুইটি[162] নির্বাচিত জেলার খনিজ উত্তোলনের প্রতিবেদন এবং অনুমোদিত খনন পরিকল্পনার সমীক্ষায় প্রকাশ হয়েছে যে দীর্ঘমেয়াদী বালি খনন ইজারার 13 জন সফল দরদাতা 2017-18 থেকে 2021-22 সময়কালে অনুমোদিত খনির পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে 3.36 কোটি সিএফটি বেশি বালি উত্তোলন করেছে।

ইজারাদারের কাছ থেকে 3.36 কোটি সিএফটি অতিরিক্ত বালি উত্তোলনের উপর প্রতি

---

[157] *নং 678 -সি আই/ও/এম আই এন/জি ই এন-আর এল টি/02/2015 তারিখ 27.10.2016 আই সি এন্ড ই দপ্তর, জি ও ডব্লিউ বি।*

[158] *বাঁকুড়া, বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া।*

[159] *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা (ডব্লিউ বি এস আর ডি এ)।*

[160] *বীরভূম ও পূর্ব মেদিনীপুর।*

[161] *যেকোন খনিজের মূল্য হল রাজ্য সরকার কর্তৃক সর্বশেষ বিজ্ঞাপিত রয়্যালটির 1.5 গুণ হারে।*

[162] *পূর্ব মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া।*

100 সিএফটি 227 টাকা (151x1.5)[163] দরে 2.05 কোটি টাকা অতিরিক্ত খনিজ মূল্য আদায় করা প্রয়োজন ছিল যা ***পরিশিষ্ট-12***- তে বিশদে দেখানো হয়েছে। জেলা কর্তৃপক্ষ খনির অবৈধ কার্যক্রম বন্ধ করার কোনো ব্যবস্থাও নেয়নি বা অতিরিক্ত উত্তোলিত খনিজটির মূল্যও আদায় করেনি।

এক্সিট কনফারেন্স এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তর জানিয়েছে (জুলাই 2023) যে খনিজগুলির মূল্য আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ডি এল এণ্ড এল আর ও-কে নির্দেশ জারি করা হবে।

2.10.5 ডেড রেন্ট আদায়

ডব্লিউ বি এম এম সি নিয়মাবলি 2016, এর নিয়ম 2(f) অনুসারে 'ডেড রেন্ট' হল 'ইজারার সময়কালে রাজ্য সরকার দ্বারা সময়ে সময়ে নির্ধারিত হারে ইজারাদারদের বার্ষিক অর্থ প্রদান করতে হবে' এম সি নিয়মাবলী 2016-এর ধারা 12 এবং 35 (2) অনুসারে ইজারাদাররা প্রতি বছর বার্ষিক ডেড রেন্টের জন্য অর্থ প্রদান করবে তবে শর্ত হল যে ইজারাদাররা প্রতিটি খনিজের ক্ষেত্রে ডেড রেন্ট বা রয়্যালটির মধ্যে যেটা বেশি তা পরিশোধ করতে দায়বদ্ধ থাকবেন।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে তিনটি[164] খনন কার্যালয় চায়না ক্লে, ব্ল্যাক স্টোন, কোয়ার্টজ, ফেল্ডস্পারের 18 জন খনির ইজারাদারদের থেকে 32.12 লক্ষ টাকা ডেড রেন্ট মূল্যায়ন করেছে 2016 সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ 2022-এর মধ্যে কিন্তু ইজারাদাররা সেপ্টেম্বর 2022 পর্যন্ত ওই কর পরিশোধ করেননি।

নিরীক্ষায় আরও দেখা গেছে যে এম ও, বীরভূম প্রযোজ্য একরের পরিবর্তে হেক্টরে[165] উপলব্ধ এলাকার সাথে বার্ষিক ডেড রেন্ট হারকে গুণ করে গণনার ভুল পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এর ফলে 21.84 লক্ষ টাকা ডেড রেন্ট অনাদায়ী রয়ে গেছে (***পরিশিষ্ট-13***)।

এইভাবে, জেলা কর্তৃপক্ষগণ (ডি এল এন্ড এল আর ও) ইজারাদারদের কাছ থেকে (32.12 লক্ষ টাকা + 21.84 লক্ষ টাকা) 53.96 লক্ষ টাকা ডেড রেন্ট আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে (নভেম্বর 2022) পর্যন্ত।

2.10.6 সমতলের ভাড়া এবং জলের হার আদায়

ডব্লিউ বি এম এম সি নিয়মাবলী 2016-এর নিয়ম 35 ধারা 1(c)-এর পার্ট-VI অনুযায়ী ইজারাদারকে খনির কাজের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূ-পৃষ্ঠের জন্য বার্ষিকভিত্তিতে ভূ-পৃষ্ঠের ভাড়া (এস আর) প্রতি একর 90 টাকা হারে বা সময় সময় রাজ্য সরকার দ্বারা নির্ধারিত হারে ভাড়া দিতে হবে। ইজারাদার রাজ্য সরকারকে প্রতি একর বার্ষিক 54 টাকা বা সময়ে সময়ে নির্ধারিত হারে জলের হার (ডব্লিউ আর) প্রদান করবে।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে 2017-18 থেকে 2021-22 অর্থবর্ষে তিনটি[166] জেলার 203টি বালি খনন ইজারাদাররা 5.01 লক্ষ টাকা এস আর এবং 3.00 লক্ষ টাকা ডব্লিউ আর প্রদান করেনি।

এইভাবে, জেলা কর্তৃপক্ষগণ (ডি এল এন্ড এল আর ও) ইজারাদারদের কাছ থেকে 8.01 লক্ষ টাকা (5.01 লক্ষ টাকা + 3.00 লক্ষ টাকা) এস আর এন্ড ডব্লিউ আর আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে (নভেম্বর 2022) পর্যন্ত।

[163] *প্রতি 100 সিএফটি বালির রয়্যালটির হার 151 টাকা।*

[164] *বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার খনন আধিকারিক।*

[165] *এক হেক্টর = 2.471 একর।*

[166] *বাঁকুড়া, বীরভূম ও পুরুলিয়া।*

এর ফলে এস আর এবং ডব্লিউ আর আকারে 8.01 লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হয়নি যা ***পরিশিষ্ট-14***- এ দেখানো হয়েছে।

2.11 রয়্যালটি, সেস এবং ইটের মাটির মূল্য আদায়

2.11.1 ইটভাটার মালিকদের কাছ থেকে মাটির রয়্যালটি এবং সেসের অনাদায়/কম আদায়

ডব্লিউ বি এম এম সি নিয়মাবলী, 2016-এর নিয়ম 35 অনুযায়ী এই নিয়ম প্রবর্তনের সময় থেকে বা পরে একটি খনির ইজারাদার বা অন্যকোনো খনিজের ক্ষেত্রে ছাড় মঞ্জুর করা হলে খনিজ বা উত্তোলিত খনিজের জন্য রাজ্য সরকারের আই সি এন্ড ই দপ্তরের দ্বারা সময়ে সময়ে বিজ্ঞাপিত হারে রয়্যালটি দিতে হবে। অক্টোবর 2016-তে আই সি এন্ড ই দপ্তরের দ্বারা (প্রতি 100 সিএফটি 82 টাকা হারে) রয়্যালটির হার নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। সেস আইন 1880 (1984 সালে সংশোধিত) অনুযায়ী গৌণ খনিজ উত্তোলনের ক্ষেত্রে রয়্যালটি ছাড়াও, ইজারাদার/ ঠিকাদারকে বিভিন্ন ধরনের সেস (প্রতি 100 সিএফটি 15 টাকা হারে) দিতে হবে। ডব্লিউ বি এম এম সি নিয়মাবলী, 2016-এ ইজারাদার/ঠিকদারদের দ্বারা সময়মত রয়্যালটি এবং সেস প্রদান নিশ্চিত করার জন্য কোনো সক্রিয় বিধান ছিল না। উল্লিখিত নিয়মে অর্থপ্রদানের সময়সূচীও নির্ধারিত ছিল না।

নিরীক্ষায় পরীক্ষিত পাঁচটি ডি এল এন্ড এল আর ও[167]-এর ইট ভাটার রেজিস্টার[168] এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথিতে মাটি উত্তোলনের 1,537টি ক্ষেত্রের মধ্যে 802টি ক্ষেত্র পরীক্ষামূলকভাবে যাচাইয়ের জন্য নেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে 230টি ক্ষেত্রে, 2017-18 থেকে 2021-22 অর্থবর্ষের মধ্যে ইটভাটার মালিকরা 4.20 কোটি সিএফটি মাটি উত্তোলন করেছেন। এই 230টি ক্ষেত্রে ইট তৈরীর মাটির রয়্যালটি[169] এবং সেস[170] অনাদায়/কম আদায় হয়েছে যা **সারণী-2.2**-এ দেখানো হয়েছে।

সারণী 2.2: ইঁট তৈরির মাটির রয়্যালটি এবং সেসের অনাদায়/কম আদায়

ক্রমিক সংখ্যা	অনিয়মের প্রকৃতি	খেত্রের সংখ্যা	উত্তোলিত মাটির পরিমান (কোটি সিএফটি-তে)	রয়্যালটি ও সেস আদায় করা হবে (কোটি টাকায়)	রয়্যালটি ও সেস আদায় করা হয়েছে (কোটি টাকায়)	রয়্যালটি এবং সেস -এর অনাদায়/কম আদায় (কোটি টাকায়)
1	2	3	4	5	6	7=5-6
1	রয়্যালটি ও সেস অনাদায়	166	2.87	2.79	শূন্য	2.79
2	রয়্যালটি এবং সেস কম আদায়	64	1.33	1.28	0.72	0.56
মোট		**230**	**4.20**	**4.07**	**0.72**	**3.35**

(উৎস: জেলা কার্যালয়ের ইটভাটার রেকর্ড)

সংশ্লিষ্ট ডি এল এন্ড এল আর ও গণ এই বকেয়া আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছিল, যার ফলে 3.35 কোটি টাকা রয়্যালটি এবং সেস অনাদায়/কম আদায় হয়েছে যা ***পরিশিষ্ট-15***-তে বিশদে বলা হয়েছে। মাটির রয়্যালটি এবং সেস অনাদায়/কম আদায়ের কারণ নথিতে পাওয়া যায়নি।

এক্সিট কনফারেন্স এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তর জানিয়েছে (জুলাই 2023) যে ইট তৈরীর মাটির রয়্যালটি এবং সেস আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ডি এল এণ্ড এল আর ও-কে নির্দেশ জারি করা হবে।

---

167 *বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান ও পূর্ব মেদিনীপুর।*

168 *জেলা কর্তৃপক্ষ প্রতিটি জেলায় গৌণ খনিজগুলির বিষয়ে খনির ইজারা সংক্রান্ত একটি রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ করেছিল যেখানে ক্রমিক সংখ্যা, ইজারাদারের নাম, জে এল নম্বর সহ মৌজা, এলাকা, বছর, পরিমাণ ইত্যাদি উল্লেখ আছে।*

169 *ইট তৈরির মাটির জন্য রয়্যালটির হার হল প্রতি 100 সিএফটি 82 টাকা।*

170 *ইট তৈরির মাটির জন্য সেসের হার হল প্রতি 100 সিএফটি 15 টাকা।*

2.11.2 বৈধ পারমিট ছাড়া ইটভাটার মালিকদের কাছ থেকে মাটির মূল্য আদায়

এম এম ডি আর আইন, 1957-এর ধারা 21 এবং ডব্লিউ বি এম এম সি নিয়মাবলী, 2016-এর ধারা 50 অনুসারে কোনও ব্যক্তি বৈধ আনুমতি ছাড়া কোনও জমি থেকে কোনও খনিজ অপসারণ করলে রাজ্য সরকার শাস্তিমুলক ব্যবস্থা যেমন বাজেয়াপ্ত, উচ্ছেদ, কারাদণ্ড ইত্যাদির ছাড়াও সেই ব্যক্তির থেকে উত্তোলিত খনিজ বা সেই খনিজ হস্তান্তর বা নিষ্পত্তি হয়ে গেলে তার মূল্য আদায় করতে পারে। সেই অনুসারে, রাজ্য সরকার (মার্চ 2018) প্রতি 100 সিএফটি মাটির মূল্য 123 টাকা নির্দিষ্ট করেছে যা উত্তোলন বা অপসারণের জন্য প্রদেয় রয়্যালটির[171] 1.5 গুন।

নিরীক্ষায় ছয়টি ডি এল এন্ড এল আর ও[172] -তে মাটি উত্তোলনের 3,498টি ক্ষেত্রের মধ্যে 2,139টি ক্ষেত্র বেছে নেওয়া হয়েছে। ইট ভাটার রেজিস্টার এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক রেকর্ড পরীক্ষা করা হয়েছে এর মধ্যে 1,272টি ক্ষেত্রে, ইট ভাটার মালিকরা বৈধ অনুমতি ছাড়াই 2017-18 থেকে 2021-22 অর্থবর্ষের মধ্যে 20.14 কোটি সিএফটি মাটি উত্তোলন করেছেন।

তবে এ ধরনের অননুমোদিত উত্তোলন বন্ধ করবার জন্য কর্তৃপক্ষ (ডি এল এন্ড এল আর ও) ব্যবস্থা নেয়নি বা প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নেয়নি। অধিকন্তু, মাটির এই ধরনের অননুমোদিত উত্তোলনের জন্য আদায়যোগ্য 24.77 কোটি টাকার মধ্যে মাটির মূল্য হিসাবে কর্তৃপক্ষগণ (ডি এল এন্ড এল আর ও) মাত্র 5.29 কোটি টাকা (প্রতি 100 সিএফটি 123 টাকা) আদায় করেছে। এর ফলে 19.48 কোটি টাকা অনাদায়/কম আদায় হয়েছে ***(পরিশিষ্ট-16)*** যা **সারণী-2.3** এ দেখানো হল :

সারণী 2.3: মাটির মূল্য অনাদায়/ স্বল্প আদায়

ক্রমিক সংখ্যা	অনিয়মের প্রকৃতি	খেত্রের সংখ্যা	মাটি উত্তোলনের পরিমাণ (কোটি সিএফটি)	মাটির মূল্য আদায় করতে হবে প্রতি 100 সিএফটি 123 টাকা হারে (কোটি টাকায়)	মাটির মূল্য আদায় করা হয়েছে (কোটি টাকায়)	মাটির মূল্য অনাদায়/ স্বল্প আদায় (কোটি টাকায়)
1	2	3	4	5	6	7=5-6
1	মাটির মূল্য অনাদায়	918	13.86	17.05	শূন্য	17.05
2	মাটির মূল্য কম আদায়	354	6.28	7.72	5.29	2.43
মোট		**1,272**	**20.14**	**24.77**	**5.29**	**19.48**

(উৎস: জেলা অফিসের ইট ভাটার রেকর্ড)

মাটির মূল্যের অনাদায়/স্বল্প আদায়ের জন্য রেকর্ডে কারণ পাওয়া যায়নি। গত পাঁচ বছরের (2013-14 থেকে 2018-19)[173] পূর্ববর্তী নিরীক্ষা প্রতিবেদন একই ধরনের পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। তবে, এই ধরনের অনিয়ম রোধে এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তর থেকে প্রতিকার মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, যা পূর্ববর্তী তথ্য থেকে স্পষ্ট ছিল।

এক্সিট কনফারেন্স এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তর জানিয়েছে (জুলাই 2023) যে ইট তৈরির মাটির মূল্য আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ডি এল এন্ড এল আর ও-কে নির্দেশ জারি করা হবে।

[171] *ইট তৈরির মাটির জন্য রয়্যালটির হার হল প্রতি 100 সিএফটি 82 টাকা।*

[172] *বাঁকুড়া, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, উত্তর 24 পরগনা, পশ্চিম বর্ধমান এবং পূর্ব বর্ধমান।*

[173] *নিরীক্ষা প্রতিবেদন 2013-14-এর অনুচ্ছেদ নং 7.7, নিরীক্ষা প্রতিবেদন 2014-15-এর অনুচ্ছেদ নং 6.4.18, নিরীক্ষা প্রতিবেদন 2015-16-এর অনুচ্ছেদ নং 6.4, নিরীক্ষা প্রতিবেদন 2016-17-এর অনুচ্ছেদ নং 6.4, নিরীক্ষা প্রতিবেদন 2017-18-এর অনুচ্ছেদ 7.5 এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন 2018-19 এর অনুচ্ছেদ 6.4।*

2.12 খনিজ কম উত্তোলনের কারণে ধার্য জরিমানা

ডব্লিউ বি এম এম নিয়মাবলী, 2002-এর নিয়ম 21(1)(e) এবং মডেল ইজারা দলিলের[174] পার্ট-VII-এর ধারা 3(b)-অনুযায়ী ইজারা নেওয়া এলাকা থেকে প্রতি বছর ন্যূনতম পরিমাণ খনিজ উত্তোলন এবং প্রেরণ করতে ব্যর্থ হলে ইজারাদারকে ঘাটতি পরিমাণের উপর যে রয়্যালটি জমা করা উচিত ছিল তার দ্বিগুণ পরিমাণ জরিমানা বছরের শেষে ইজারাদারের কাছ থেকে আদায় করা হবে।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে দুটি[175] জেলায় 18 জন ইজারাদারদের মধ্যে দুজন ইজারাদার 2017-18 এবং 2021-22 অর্থবর্ষের মধ্যে ইজারা দলিল অনুযায়ী ন্যূনতম নির্ধারিত পরিমাণ 11.90 লক্ষ ঘনমিটারের পরিবর্তে 2.51 লক্ষ ঘনমিটার ব্ল্যাক স্টোন উত্তোলন করেছে। উভয় ইজারাদারকে খনিজ কম উত্তোলনের জন্য জরিমানা দিতে হবে যা জমা করা রয়্যালটির দ্বিগুণ হওয়া উচিত ছিল। জেলা কর্তৃপক্ষগণ (ডি এল এন্ড এল আর ও) 9.39 লক্ষ ঘনমিটার ব্ল্যাক স্টোন কম উত্তোলনের জন্য জরিমানা আদায় করেনি বা এই ধরনের জরিমানা আদায়ের জন্য দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেনি।

ফলস্বরূপ খনিজ কম উত্তোলনের কারণে জরিমানা অনাদায় এবং 9.95 কোটি টাকা রাজস্বের অনাদায়, যা ***পরিশিষ্ট-17***-এ দেখানো হয়েছে।

এক্সিট কনফারেন্সে এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তর জানিয়েছে (জুলাই 2023) যে বকেয়া আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ডি এল এন্ড এল আর ও-কে নির্দেশ জারি করা হবে।

2.13 শংসাপত্রের কাজ শুরু না হওয়ার কারণে রাজস্বের অনাদায়

ডব্লিউ বি এম এম সি নিয়মাবলী, 2016-এর অধীনে পার্ট-VI-এর ধারা 5 এবং এম এম ডি আর আইন, 1957-এর ধারা 25-এর উপ-ধারা 1 অনুযায়ী, যদি কোনো রয়্যালটি বা ভাড়া প্রদেয় তারিখের পর থেকে তিন ক্যালেন্ডার মাসের জন্য অনাদায়ী থেকে যায়, তাহলে সরকার ইজারা নির্ধারণ করতে পারে এবং এর মধ্যে থাকা জায়গার দখল নিতে পারে। বি পি ডি আর[176] আইন, 1913 অনুযায়ী এই স্বত্বগুলি সরকার/জেলা কর্তৃপক্ষের বকেয়া আদায়ের অধিকারের প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই হবে। বকেয়া থাকা মূল্যায়নকৃত পাওনা আদায়ের জন্য আইনে যে প্রক্রিয়াটি নির্দেশ করা হয়েছে তাকে 'শংসাপত্রের কাজ' বলে।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে দুটি[177] নির্বাচিত জেলায় নিয়মের বিধান না মানার ক্ষেত্রে ছয়টি (146 টির মধ্যে) ঘটনা ছিল যার ফলে সরকারী রাজস্ব অনাদায়ী থেকে গেছে যা নীচে আলোচনা করা হল :

i. বীরভূমে 2010-11 এবং 2015-16 অর্থবর্ষের মধ্যে মোট 26.80 লক্ষ সিএফটি ব্ল্যাক স্টোন উত্তোলনের জন্য কোয়ারি পারমিট একজন ইজারাদারীকে[178] জারি করা হয়েছিল। বি এল এন্ড এল আর ও, মহম্মদ বাজার-এর পরিমাপ রিপোর্ট অনুযায়ী ইজারাদার 62.32 লক্ষ সিএফটি ব্ল্যাক স্টোন উত্তোলন করেছে। এইভাবে, ইজারাদার 35.52 লক্ষ সিএফটি ব্ল্যাক স্টোন অতিরিক্ত উত্তোলন করেছিলেন। জেলা কর্তৃপক্ষগণ (ডি এল এন্ড এল আর ও) (জানুয়ারি 2021) 3.55 কোটি টাকা জরিমানা আরোপ করেছে যা ইজারাদার মে 2022 পর্যন্ত প্রদান করেননি।

---

174 *ডব্লিউ বি এম এম নিয়মাবলী, 2002-এর সাথে একটি ইজারা দলিল সংযুক্ত এবং ইজারাদারদের সেই অনুযায়ী ইজারা দলিল সম্পাদন করতে হবে।*

175 *বীরভূম ও পুরুলিয়া।*

176 *বেঙ্গল পাবলিক ডিমান্ডস রিকভারি (বি পি ডি আর)।*

177 *বাঁকুড়া ও বীরভূম।*

178 *মেসার্স কারিয়া নিমদাসপুর স্টোন (গিট্টি) খনি, স্বত্বাধিকারী শ্রী দিলীপ কুমার পাল, মৌজা- করয়া, জে.এল. নং-89, এলাকা-9.95 একর, পি এস-এম ডি বাজার, জেলা-বীরভূম।*

ii. বীরভূম জেলা কর্তৃপক্ষগণ (ডি এল এন্ড এল আর ও) কর্তৃক পরিমাপ (মার্চ 2016) অনুসারে, একজন ব্ল্যাক স্টোন খনির ইজারাদার[179] 11.02 লক্ষ সিএফটি ব্ল্যাক স্টোন বেশি উত্তোলন করেছে। জেলা কর্তৃপক্ষ (ডি এল এন্ড এল আর ও) ইজারাদারকে দাবি বিজ্ঞপ্তি (মার্চ 2016) জারি করে 13.66 লক্ষ টাকা রয়্যালটি এবং সেস প্রদানের নির্দেশ দেয়। ইজারাদাররা দাবি বিজ্ঞপ্তির বিপক্ষে দুই কিস্তিতে (নভেম্বর 2020) 9.00 লক্ষ টাকা পরিশোধ করেছেন। যাইহোক, ডি এল এন্ড এল আর ও দ্বারা বাকি 4.66 লক্ষ টাকা ইজারাদারের কাছ থেকে আদায় করা হয়নি (মে 2022) পর্যন্ত।

iii. বাঁকুড়া জেলায় খনন কাজের বকেয়া ছিল 52.35 লক্ষ টাকা, জুন 2020 এবং মার্চ 2021-এর মধ্যে চারজন[180] ইজারাদারের থেকে 31.35 লক্ষ সিএফটি বালি উত্তোলনের জন্য। জেলা কর্তৃপক্ষগণ (ডি এল এন্ড এল আর ও) ইজারাদারদের কাছে দাবি বিজ্ঞপ্তি (ফেব্রুয়ারি 2022) জারি করেছে কিন্তু (জুলাই 2022) পর্যন্ত অর্থ অনাদায়ী রয়ে গেছে।

জেলা কর্তৃপক্ষগণ (ডি এল এন্ড এল আর ও) 16 থেকে 25 মাস অতিবাহিত হওয়ার পরেও বি পি ডি আর আইন, 1913-এর অধীনে মূল্যায়নকৃত বকেয়া আদায় ত্বরান্বিত নিশ্চিত করার জন্য পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনা এবং পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা চালু করেনি বা শংসাপত্রের কাজ শুরু করেনি। এইভাবে, দপ্তরের নিষ্ক্রিয়তার ফলে 4.12 কোটি টাকার রাজস্ব অনাদায়ী রয়ে গেছে।

এক্সিট কনফারেন্সে এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তর জানিয়েছে (জুলাই 2023) যে শংসাপত্র দ্রুত জারি করার জন্য জেলা কার্যালয়গুলিতে নির্দেশ জারি করা হবে।

সুপারিশ 4:

সরকারের উচিত সংশ্লিষ্ট ডি এল এন্ড এল আর ও-দের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যারা বিদ্যমান নিয়মাবলী অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। রাজস্ব আদায়ের সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে শংসাপত্রের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে তাও নিশ্চিত করা উচিত।

2.14 জেলা খনিজ ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা

এম এম ডি আর আইন, 1957-এর ধারা 9B জেলা খনিজ ফাউন্ডেশন (ডি এম এফ) নামে একটি ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠার বিধান করে। পশ্চিমবঙ্গ জেলা খনিজ ফাউন্ডেশন নিয়মাবলী, 2016 (ডব্লিউ বি ডি এম এফ) প্রণয়ন করা হয়েছিল (জুলাই 2016) রাজ্যের প্রতিটি জেলায় ডি এম এফ-এর গঠন ও কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। ডি এম এফ একটি অ-লাভজনক সংস্থা হিসাবে কাজ করবে খনন কার্যক্রম দ্বারা প্রভাবিত এলাকা এবং ব্যক্তিদের স্বার্থ ও সুবিধার জন্য। গৌণ খনিজগুলির জন্য ছাড় প্রাপকদের দ্বারা ডি এম এফ-কে প্রদান করা হার, খনন মন্ত্রক (জি ও আই) বিজ্ঞপ্তি[181] দিয়েছে (সেপ্টেম্বর 2015)।

(ক) 12 জানুয়ারী 2015 বা তার পরে মঞ্জুর করা খনির ইজারার ক্ষেত্রে রয়্যালটির দশ শতাংশ এবং

(খ) 12 জানুয়ারী, 2015-এর আগে মঞ্জুর করা খনির ইজারার ক্ষেত্রে রয়্যালটির 30 শতাংশ।

---

179 *এস কে সালাউদ্দিন, গ্রাম- পাথরচাল, পোস্ট অফিস- হরিনসিংহ, পি এস- মোঃ বাজার, জেলা- বীরভূম।*

180 *মেসার্স সঞ্জয় শিট, বালি ব্লক-0108DR020 (15,06,340 টাকা); মেসার্স শোমুক কনসালটেন্সি সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড, স্যান্ড ব্লক কোড-0121DM002 (3,85,770 টাকা); মেসার্স উত্তম কুমার পাল, স্যান্ড ব্লক কোড-0118DR004 (26,72,840 টাকা); এবং মেসার্স পাল এন্টারপ্রাইজ, স্যান্ড ব্লক কোড-01108DR029 (6,70,510 টাকা)।*

181 *ভারতের রাজপত্র, বিজ্ঞপ্তি নং জি এস আর 715(E) তারিখ 17.09.2015।*

জেলা খনিজ ফাউন্ডেশন একটি পরিচালনা পরিষদ দ্বারা পরিচালিত হবে যা ফাউন্ডেশনের সকল সদস্যদের নিয়ে গঠিত হবে। ফাউন্ডেশনের প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা রাজ্য সরকার কর্তৃক সিদ্ধান্ত নেওয়া একটি ম্যানেজিং কমিটি দ্বারা পরিচালিত হবে। সাতটি[182] জেলা কার্যালয়ের প্রদত্ত নথিকে ডি এম এফ পরিচালনায় বিদ্যমান নিয়মাবলী মেনে চলার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি ঘাটতি প্রকাশ করেছে যা নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

2.14.1 জেলা খনিজ ফাউন্ডেশন (ডি এম এফ)-এর গঠন

ডব্লিউ বি ডি এম এফ নিয়মাবলী, (জুলাই 2016) অনুযায়ী রাজ্যের প্রতিটি জেলায় ডি এম এফ-এর গঠন বাধ্যতামূলক। তবে নিয়মে কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমার সুপারিশ করা হয়নি। ডব্লিউ বি ডি এম এফ নিয়মাবলী, 2016-এর নিয়ম 7 অনুযায়ী রাজ্য সরকার ট্রাস্টিদের ফাউন্ডেশনের[183] ট্রাস্টি হিসাবে নিয়োগ করবে। বাছাইকৃত সাতটি জেলার নথি থেকে দেখা গেছে যে, ছয়টি জেলা[184] ডব্লিউ বি ডি এম এফ নিয়ম, 2016 কার্যকর হওয়ার 24 মাস থেকে 69 মাস পরে জুলাই 2018 থেকে মার্চ 2022-এর মধ্যে ট্রাস্ট ডিড সম্পাদন করেছে। আরও দেখা গেছে, একটি জেলায়[185] ট্রাস্টের দলিল মার্চ 2022 পর্যন্ত সম্পাদিত হয়নি। যেহেতু এই ট্রাস্টিরা ফাউন্ডেশনের কাজের জন্য বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা এবং বার্ষিক বাজেট অনুমোদনের জন্য দায়ী, তাই ডি এম এফ ট্রাস্ট ডিড সম্পাদনে বিলম্ব ফাউন্ডেশনের সামগ্রিক কার্যকারিতাকে ব্যাহত করে।

2.14.2 ডি এম এফ-এর বার্ষিক প্রতিবেদনগুলি তৈরি করা

ডি এম এফ নিয়মাবলী-র নিয়ম 13 অনুযায়ী ম্যানেজিং কমিটি ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পরিষদের সামনে আর্থিক বছর শেষ হওয়ার 60 দিনের মধ্যে ডি এম এফ-এর থেকে উপলব্ধ তহবিল নিয়ে গৃহীত কার্যক্রমের বিষয়ে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করবে। বার্ষিক প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি অনুমোদনের তারিখ থেকে 30 দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ডি এম (জেলা শাসক) এবং আই সি এন্ড ই দপ্তরে পাঠানো হবে।

তবে, নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে নির্বাচিত সাত জেলার ম্যানেজিং কমিটির কেউই বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করেনি। ফলস্বরূপ, সংশ্লিষ্ট ডি এম এবং আই সি এন্ড ই দপ্তর সংশ্লিষ্ট ডি এম এফ-এর তহবিল থেকে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে অবগত ছিল না।

2.14.3 ডি এম এফ -এর কাজের জন্য প্রশাসনিক খরচ প্রদান

ডব্লিউ বি ডি এম এফ নিয়মাবলী 2016[186]-এর ধারা 5(2C) অনুযায়ী ডি এম এফ-এর কাজের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যয়ের অর্থপ্রদান একটি আর্থিক বছরে প্রাপ্ত মোট তহবিলের ছয় শতাংশের বেশি হওয়া উচিত নয়।

সাতটি নির্বাচিত জেলার নথি যাচাই করে দেখা গেছে যে পাঁচটি জেলা নিজ নিজ ডি এম এফ তহবিলের ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য দিতে পারেনি। অন্য দুই জেলার[187] সূত্রে পাওয়া তথ্যেও নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অ-সম্মতির প্রকাশ পেয়েছে :

---

[182] *বাঁকুড়া, বীরভূম, কালিম্পং, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া।*

[183] *অধ্যক্ষ হিসাবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত জেলা শাসক এবং ডি এল এন্ড এল আর ও সদস্য আহ্বায়ক হিসাবে এবং অন্যান্য সদস্যের মধ্যে এস ডি ও এবং অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিকরা অন্তর্ভুক্ত।*

[184] *বাঁকুড়া, বীরভূম, কালিম্পং, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া।*

[185] *পূর্ব বর্ধমান।*

[186] *নিয়ম 5 এর উপ-নিয়ম 2(C)।*

[187] *বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া।*

i. বাঁকুড়ায় প্রশাসনিক ব্যয়[188] 2017-18 আর্থিক বছরে প্রাপ্ত মোট তহবিল 1.58 কোটি টাকা বনাম 35.07 লক্ষ টাকা করা হয়েছিল। যা মোট বার্ষিক প্রাপ্ত ডি এম এফ তহবিলের 22.25 শতাংশ ছিল।

ii. পুরুলিয়ায় প্রশাসনিক ব্যয় 2020-21 আর্থিক বছরে প্রাপ্ত মোট তহবিল 85.14 লক্ষ টাকা বনাম 21.51 লক্ষ টাকা করা হয়েছিল যা প্রাপ্ত তহবিলের 25.26 শতাংশ ছিল।

এইভাবে, এই জেলা কর্তৃপক্ষগণ (ডি এম) দ্বারা ব্যয় করা প্রশাসনিক খরচ নির্ধারিত শতাংশের বেশি ছিল, যা ডব্লিউ বি ডি এম এফ নিয়মাবলী, 2016-এর লঙ্ঘন ছিল।

2.14.4 ডি এম এফ তহবিলের ব্যবহার

ডব্লিউ বি ডি এম এফ নিয়মাবলী, 2016-এর নিয়ম 5(a) এবং (b) স্থাপনের উদ্দেশ্য ও কাজ ছিল খনন প্রভাবিত ব্যক্তিদের স্বার্থ ও সুবিধার জন্য কাজ করা এবং খনন প্রভাবিত এলাকার জন্যও কাজ করা।

ডি এল এন্ড এল আর ও থেকে প্রাপ্ত নথির পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই করে দেখা গেছে যে বাঁকুড়ায় 48.74 লক্ষ টাকা ডি এম এফ তহবিল থেকে নিয়ম বহির্ভুতভাবে সংশ্লিষ্ট ডি এম দ্বারা খরচ করা হয়েছে যা **সারণী-2.4**-এ দেখানো হল **:**

সারণী 2.4: ডি এম এফ তহবিলের ব্যবহার

ক্রমিক সংখ্যা	ব্যবহারের উদ্দেশ্য	ডি এম -এর অর্থ প্রদানের তারিখ	পরিমাণ (টাকায়)
1	সমাহর্তালয়, বাঁকুড়া প্রশাসনিক ভবন-এর নিচতলায় বাথরুমের মেরামত ও সংস্কার	22.07.2022	4,62,622
2	স্যামসাং-এর 2 টনের স্প্লিট এসি সরবরাহ ও স্থাপন	14.07.2022	4,95,000
3	সমাহর্তালয়, বাঁকুড়া প্রশাসনিক ভবনের নিচতলায় বাথরুম এবং টয়লেটের মেরামত ও সংস্কার।	28.06.2022	4,08,655
4	পর্যটন কিয়স্কের সংস্কার	23.06.2022	2,00,000
5	বাঁকুড়া স্পোর্টস ক্লাবে 2য় কোর্ট উন্নীতকরণ	14.06.2022	2,80,000
6	বাঁকুড়া ক্লাবে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	26.05.2022	4,95,524
7	বিষ্ণুপুর পৌরসভার মধ্যে তাঁতিদের জন্য সৌর বাতি স্থাপন	24.05.2022	18,74,130
8	এ ডি এম (জেনারেল), বাঁকুড়া -এর সি এ রুমের অফিস চেম্বার এবং পাশের প্যাসেজ রুমের মেরামত ও সংস্কার	12.02.2022	6,48,435
9	এ ডি এম (এল আর) বাংলো, বাঁকুড়া-এর এ সি সার্ভিসিং এবং পুনরায় স্থাপন করা	10.05.2022	9,532
	মোট		**48,73,898**

(উৎস: ডি এম এফ ফাইল এবং রেজিস্টার)

তহবিল গঠনের উদ্দেশ্যগুলি ব্যর্থ হয়েছিল কারণ তহবিলটি খনন প্রভাবিত ব্যক্তিদের সুবিধার জন্য ব্যবহার করা উচিত ছিল।

[188] *কম্পিউটার ও প্রিন্টার, আসবাবপত্র, স্টেশনারি, টেলিফোন বিল, বৈদ্যুতিকসামগ্রী স্থাপন, সফ্টওয়্যার, ভবন মেরামত, হুইল ক্ল্যাম্প ইত্যাদির জন্য খরচ।*

সুপারিশ 5:

সরকারের উচিত ডি এম এফ তহবিল অপসারণের জন্য দায়ী আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া। ডি এম এফ তহবিলগুলি অন্য উদ্দেশ্যে সরানো না হয় এবং ডব্লিউ বি ডি এম এফ নিয়ম অনুসারে সর্বদা ব্যবহার করা হয় এটিও নিশ্চিত করা উচিত।

2.15 অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের পর্যাপ্ততা এবং কার্যকারিতা

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য আইন, নিয়ম এবং দপ্তরীয় নির্দেশাবলীর যথাযথ প্রয়োগে যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তা প্রদান। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণগুলি দ্রুত এবং দক্ষ পরিষেবা প্রদানের জন্য এবং সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত সুরক্ষার জন্য নির্ভরযোগ্য আর্থিক এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা প্রণালী তৈরিতে সহায়তা করে।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ঘাটতিগুলি নিম্নলিখিত উপ-অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

2.15.1 মাসিক রিটার্ন জমা দেওয়া

ডব্লিউ বি এম এম সি নিয়মাবলী, 2016-এর পার্ট-VI-এর ধারা (3) অনুযায়ী উত্তলনের[189] ক্ষেত্রে, স্টক, বিক্রয়, প্রেরণ, স্থানীয় ব্যবহার, রয়্যালটি এবং ভাড়ার বকেয়া এবং পরিশোধের ক্ষেত্রে পরবর্তী মাসের 15 দিনের মধ্যে প্রতি মাসের হিসাব সম্পন্ন করতে হবে এবং প্রতিটির ইজারাদার/ইজারাদারগণ বা তার/তাদের/এর অনুমোদিত এজেন্ট দ্বারা যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত প্রতিলিপি (i) মুখ্য খনন আধিকারিক, আসানসোল (ii) সংশ্লিষ্ট খনন আধিকারিক (iii) বাণিজ্য এবং শিল্প দপ্তর, রাজ্য সরকার এবং (iv) জেলা কর্তৃপক্ষকে তার পরের সাত দিনের মধ্যে পাঠাতে হবে। এছাড়াও পার্ট-IX-এর ধারা (6) অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রিটার্ন জমা দিতে দেরি হলে উল্লিখিত ধারা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ইজারাদারকে নির্ধারিত তারিখের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর প্রতিদিন 100 টাকা হারে জরিমানা দিতে হবে।

সাতটি নির্বাচিত জেলায় নিরীক্ষায় দেখা গেছে ইজারাদারদের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে 32,520 মাসিক রিটার্নের জমা দেওয়ার পরিবর্তে শুধুমাত্র 348টি মাসিক রিটার্ন জমা দেওয়া হয়েছে 2017-18 থেকে 2021-22 অর্থবর্ষে, যা **সারণী-2.5**-তে বিশদে বলা হয়েছে।

সারণী 2.5: খনির ইজারাদারদের দ্বারা মাসিক রিটার্ন জমা দেওয়া

ক্রমিক সংখ্যা	জেলা	ইজারাদারদের সংখ্যা	মাসিক রিটার্নের সংখ্যা যা 2017-22-এর মধ্যে জমা দিতে হবে	2017-22-এর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে জমা দেওয়া মাসিক রিটার্নের সংখ্যা
1	বীরভূম	154	9,240	240
2	বাঁকুড়া	141	8,460	108
3	পশ্চিম বর্ধমান	33	1,980	0
4	পুরুলিয়া	55	3,300	0
5	পূর্ব বর্ধমান	146	8,760	0
6	পূর্ব মেদিনীপুর	9	540	0
7	কালিম্পং	4	240	0
মোট		**542**	**32,520**	**348**

(উৎস: জেলা অফিসের খনন ইজারা ফাইল)

[189] *উত্তোলন : খনিজ নিষ্কাশন।*

মাসিক রিটার্ন জমা না দেওয়ার কারণ রেকর্ডে ছিল না। রিটার্ন দাখিল না করার জন্য কর্তৃপক্ষগণ (ডি এল এন্ড এল আর ও) ইজারাদারদের বিরুদ্ধে জরিমানা ধার্য করেনি।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে জেলা কর্তৃপক্ষগণ[190] **রিটার্ন প্রাপ্তির উপর নজরদারি করেনি এবং এই ধরনের ইজারাদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেও ব্যর্থ হয়েছে।** ইজারাদারদের দ্বারা নির্ধারিত রিটার্ন দাখিল না করায় দপ্তরটি খননকৃত খনিজ পদার্থের পরিমাণ যাচাই করার এবং ইজারাদারদের দ্বারা প্রদেয় রয়্যালটির পরিমাণ মূল্যায়ন করার অবস্থানে ছিল না।

এক্সিট কনফারেন্সে এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তর জানিয়েছে (জুলাই 2023) যে বর্তমানে ইজারাদাররা নিয়মিতভাবে ডব্লিউ বি এম ডি টি সি এল পোর্টালে রিটার্ন জমা দিচ্ছে।

2.15.2 খনন এলাকা পরিদর্শন

ডব্লিউ বি এম পি আই এম টি এস নিয়মাবলী, 2002-এর নিয়ম 6 রাজ্য সরকারের একজন অনুমোদিত আধিকারিক যে কোনও সময় খনিজ পদার্থের ভাণ্ডার/স্টোর পরিদর্শন করতে পারেন এবং রেজিস্টার/বিন কার্ডে[191] করা এন্ট্রিগুলির রেফারেন্স সহ ভাণ্ডার/স্টোরে রক্ষিত খনিজগুলি পরিদর্শন করতে পারেন এবং খনিজগুলি পরিদর্শন/পরীক্ষা করার পরে অনুমোদিত আধিকারিক স্টক রেজিস্টারের সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠায় পরিদর্শন নথিভুক্ত করবেন। অনুমোদিত আধিকারিকের যেকোন খনিজ বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা থাকবে, যার রেকর্ড স্টক রেজিস্টারে পাওয়া যাবে না।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে 2017-18 থেকে 2021-22 অর্থবর্ষে দপ্তরের আধিকারিকদের (খনন আধিকারিক) দ্বারা এই ধরনের কোন পরিদর্শন করা হয়নি।

খনন আধিকারিক দ্বারা পরিদর্শনের অভাবের ফলে খনন করা/প্রেরিত খনিজগুলির প্রকৃত পরিমাণ যাচাই করা হয়নি যার ফলে খননকৃত খনিজের পরিমাণ কম নথিভুক্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে যার ফলে রয়্যালটি/সেস আকারে রাজস্ব আদায় কম হতে পারে।

2.15.3 চেক পোস্ট স্থাপন

এম এম ডি আর আইন, 1957-এর ধারা 23C-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে, রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গ খনিজ অবৈধ খনন, স্থানান্তরণ ও সঞ্চয়স্থান প্রতিরোধ (ডব্লিউ বি এম পি আই এম টি এস) নিয়মাবলী, 2002-এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে (নভেম্বর 2002) অবৈধ খনন, স্থানান্তরণ ও সঞ্চয় রোধের জন্য। নিয়মাবলী অনুযায়ী, আইনত সম্মতি ছাড়াই উত্তোলিত খনিজ পদার্থের স্থানান্তরণ ও মজুদ পরীক্ষা করার জন্য স্থানান্তরনের সময় খনিজ পদার্থের ওজন ও পরিদর্শনের জন্য চেকপোস্ট ও প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করতে হবে।

যাইহোক, নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে সাতটি[192] নির্বাচিত জেলায় (মার্চ 2022 পর্যন্ত) চেকপোস্ট স্থাপন করা হয়নি। এক্সিট কনফারেন্সের সময়, দপ্তরটি বলেছিল (জুন 2023) যে চেক পোস্ট স্থাপনের চেয়ে আকস্মিক পরিদর্শন এবং অভিযানগুলি বেশি কার্যকর ছিল। এটি বোঝায় যে খনিজগুলির অবৈধ স্থানান্তরণ রোধ করতে এবং সঠিক পরিমাণে খনিজ স্থানান্তরণ করা হচ্ছে তা নিশ্চিত করার জন্য কোনও ব্যবস্থা চালু করা হয়নি। নিরীক্ষা দুটি নির্বাচিত জেলায় অনুমোদিত খনির পরিকল্পনার চেয়ে বেশি গৌণ খনিজ উত্তোলনের উদাহরণ প্রকাশ করেছে যার ফলে রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে (অনুচ্ছেদ 2.10.4)।

---

[190] *জেলা কর্তৃপক্ষ :- ইন-সিটু মাইনের ক্ষেত্রে সি এম ও বা এম ও এবং অন্য খনিতে ডি এল এন্ড এল আর ও।*

[191] *বিন কার্ড হল প্রাপ্ত, জারি করা এবং অবশিষ্ট উপাদানের পরিমাণগত নথি।*

[192] *বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া।*

এভাবে অবৈধ খনন ও অতিরিক্ত খনিজ স্থানান্তরণের কারণে সরকারের রাজস্ব ফাঁকির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সুপারিশ 6:

ইজারাদারদের দ্বারা সময়মত মাসিক রিটার্ন জমা দেওয়া একইসাথে দপ্তরীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা খনন এলাকা পরিদর্শন করা যাতে সেখানে পরিলক্ষিত ঘাটতিগুলির জন্য সময়মত ব্যবস্থা নেওয়ার যায় সরকার তা নিশ্চিত করতে পারে। খনিজের অবৈধ স্থানান্তরণ কম করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে চেক পোষ্ট স্থাপন করার কথা বিবেচনা করতে পারে।

2.16 এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট

এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট (ই আই এ) হল পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায় থেকে পরিবেশ সংক্রান্ত উদ্বেগগুলিকে উন্নয়নমূলক প্রক্রিয়ায় একীভূত করার জন্য একটি পরিকল্পনার উপকরণ। ই আই এ বিজ্ঞপ্তি, 2006 এবং এর পরবর্তী সংশোধন অনুসারে, গৌণ খনিজ খনন সংক্রান্ত সমস্ত প্রকল্প এবং ক্রিয়াকলাপগুলিকে বিস্তৃতভাবে দুটি বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে- বিভাগ-এ ($\geq$ 50 হেক্টর) এবং বিভাগ-বি ($<$ 50 হেক্টর) সম্ভাব্য প্রভাবের স্থানিক সীমার উপর ভিত্তি করে মানব স্বাস্থ্য এবং প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট সম্পদের উপর সম্ভাব্য প্রভাব। সমস্ত নির্বাচিত, 811টি বালি খনন ইজারা বি-বিভাগের মধ্যে পড়ে যখন 74টি *ইন-সিটু* খনির মধ্যে একটি খনি এ-বিভাগের মধ্যে পড়ে। এছাড়াও, 5 হেক্টর পর্যন্ত ইজারা অঞ্চলের প্রকল্পগুলির জন্য জেলা এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট কর্তৃপক্ষ (ডি ই আই এ এ) এবং 5 হেক্টর থেকে 50 হেক্টরের বেশি অঞ্চলের প্রকল্পগুলির জন্য রাজ্য স্তরের এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট কর্তৃপক্ষ (এস ই আই এ এ)-এর থেকে আগে থেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র (ই সি) নেওয়া প্রয়োজন। 50 হেক্টরের বেশি ইজারা এলাকা আছে এমন বিভাগ-এ প্রকল্পগুলির জন্য এম ও ই এফ, জি ও আই থেকে ই সি নেওয়া প্রয়োজন।

ডব্লিউ বি এম এম সি নিয়মাবলী, 2016-এর অধ্যায়-V যা খননের পরিবেশগত প্রভাব নিয়ে কাজ করে, আদেশ (নিয়ম 33-এর উপ-নিয়ম (2)-এর অধীনে)-এ অনুযায়ী প্রতিটি সফল দরদাতা/খনির ইজারাদারকে ডি ই আই এ এ/এস ই আই এ এ-এর কাছে ই সি জমা দিতে হবে সেক্ষেত্রে লেটার অফ ইনটেন্ট (এল ও আই) জারি করার তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে দিতে হবে। ডব্লিউ বি এম এম এ নিয়মাবলী, 2016-এর পুনরায় আদেশ (নিয়ম-10-এর উপ-নিয়ম 4) অনুযায়ী খনির ইজারা চুক্তিটি ডব্লিউ বি এম এম এ নিয়মাবলী 2016-এর অধ্যায় V-এ উল্লেখিত শর্তগুলি সম্পূর্ণ হওয়ার তারিখের ত্রিশ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

নিরীক্ষায় সাতটি নির্বাচিত জেলায় এই বিষয়ে নিম্নলিখিত অসঙ্গতি দেখা গেছে :

2.16.1 পরিবেশগত ছাড়পত্র (ই সি) জমা দেওয়ায় বিলম্ব

তিনটি[193] জেলায় ই সি গুলি জমা দেওয়ার নির্ধারিত তারিখ ছিল জুলাই 2016 থেকে সেপ্টেম্বর 2018-এর মধ্যে; কিন্তু 382 জনের মধ্যে আটজন ইজারাদার নির্ধারিত ছয় মাসের পরে, 24 থেকে 272 দিন পর্যন্ত দেরিতে ই সি জমা করেছে যা **সারণী 2.6** এ দেখানো হয়েছে।

[193] *বাঁকুড়া, বীরভূম ও পশ্চিম বর্ধমান।*

সারণী 2.6: পরিবেশগত ছাড়পত্র (ই সি) জমা দেওয়ায় বিলম্ব

ক্রমিক সংখ্যা	নিলাম আই ডি	জেলা/ব্লকের নাম	এল ও আই জারির তারিখ	ই সি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	ই সি জমা দেওয়ার তারিখ	ই সি জমা দিতে বিলম্ব (দিন সংখ্যা)
1	2018_ ডব্লিউ বি _800	বর্ধমান (পশ্চিম) / কাঁক্ষা	16.03.2018	15.09.2018	09.10.2018	24
2	2017_ ডি এম বি ইউ ডব্লিউ _300	বর্ধমান (পশ্চিম) / অন্ডাল	11.04.2017	10.10.2017	22.11.2017	43
3	2017_ ডি এম বি ইউ ডব্লিউ _269	বর্ধমান (পশ্চিম) / কাঁক্ষা	20.03.2017	19.09.2017	22.11.2017	64
4	2017_ ডি এম বি ইউ ডব্লিউ _732	বর্ধমান (পশ্চিম) / কাঁক্ষা	09.01.2018	08.07.2018	09.10.2018	93
5	2016_ ডি এম বি ডব্লিউ বি_133	বাঁকুড়া/ওন্ডা	03.04.2017	02.10.2017	02.02.2018	123
6	2017_ ডি এম বি _72	বীরভূম/নানুর	26.01.2017	25.07.2017	01.12.2017	129
7	2016_ ডি এম বি _64	বীরভূম/ইলামবাজার	09.01.2016	08.07.2016	05.04.2017	271
8	2017_ ডি এম বি ইউ ডব্লিউ _260	বর্ধমান (পশ্চিম)/বারাবনী	09.03.2017	08.09.2017	07.06.2018	272

(উৎস: জেলা অফিসের বালি খনন এলাকার নিলাম রেকর্ড)

সারণী-2.6 থেকে স্পষ্ট, জেলা কর্তৃপক্ষগণ (ডি এল এন্ড এল আর ও) কিছু ইজারাদারের দ্বারা ই সি জমা দেওয়ায় ছয় মাসের বেশি বিলম্বের বিষয়ে আপত্তি জানায়নি। ফলস্বরূপ খনন কার্য শুরু করা এবং সরকারি রাজস্ব আদায়ে ক্রমাগত বিলম্ব হয়েছে।

নিরীক্ষায় পুনরায় দেখা গেছে যে দুটি জেলায়[194], সাতটি খনির ইজারাদলিল ধারকগন জেলা কর্তৃপক্ষগণ (ডি এল এবং এল আর ও)-এর কাছে ই সি জমা দিয়েছিলেন, ইজারা দলিল সম্পাদনের পরে, 1 থেকে 346 দিন পর্যন্ত বিলম্বে যা **সারণী 2.7**- এ দেখানো হয়েছে।

সারণী 2.7: ইজারা দলিল সম্পাদনের পরে ই সি জারি করা

ক্রমিক সংখ্যা	নিলাম আই ডি	জেলা/ব্লকের নাম	ইজারা দলিল নিবন্ধীকরণের তারিখ	ই সি জারি করা্র তারিখ	ইজারা দলিলের পরে ই সি জারি করা (দিন সংখ্যা)
1	2016_ ডি এম বি ডব্লিউ বি_26	ওন্ডা/ বাঁকুড়া	24.10.2016	27.10.2016	3
2	2016_ ডি এম বি ডব্লিউ বি _73	জয়পুর/ বাঁকুড়া	07.03.2016	16.02.2017	346
3	2017_ ডব্লিউ বি _337	পাত্রসায়র/ বাঁকুড়া	27.04.2018	03.05.2018	6
4	2016_ ডি এম পি ডব্লিউ বি _30	পুঞ্চা/পুরুলিয়া	21.02.2018	28.02.2018	7
5	2017_ ডি এম পি ডব্লিউ বি _73	জয়পুর / পুরুলিয়া	15.09.2017	21.09.2017	6
6	2017_ ডি এম পি ডব্লিউ বি_79	সান্তুরি / পুরুলিয়া	20.09.2017	21.09.2017	1
7	2017_ ডি এম পি ডব্লিউ বি _51	ঝালদা/ পুরুলিয়া	27.03.2017	26.07.2017	121

এই বিষয়গুলি শুধুমাত্র ডব্লিউ বি এম এম এ নিয়মাবলী, 2016-এর লঙ্ঘনই নয়, পরিবেশগত দিকগুলির জন্য প্রদত্ত অপর্যাপ্ত অগ্রাধিকারেরও ইঙ্গিত দেয়।

এক্সিট কনফারেন্সে এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তর জানায় (জুলাই 2023) যে ই সি জমা দেওয়ার আগে ইজারা দলিল সম্পাদন না করার জন্য জেলা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ জারি করা হবে।

2.16.2 পরিবেশগত ছাড়পত্রগুলি (ই সি) জমা না দেওয়া

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে দুটি[195] জেলায় জানুয়ারি 2017 থেকে জুন 2019-এর মধ্যে 353 জন ইজারাদারকে এল ও আই ইস্যু করা হয়েছিল। এই ইজারাদারদের জুলাই 2017 থেকে

[194] *বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া।*

[195] *বাঁকুড়া ও বীরভূম।*

ডিসেম্বর 2019-এর মধ্যে ই সি জমা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। তবে, 41 জন ইজারাদাতা মার্চ 2022 পর্যন্ত ডব্লিউ বি এম এম সি নিয়মাবলী, 2016-এর নিয়ম 33 লঙ্ঘন করে ই সি জমা দেননি যেমনটি ***পরিশিষ্ট-18-***এ দেখানো হয়েছে।

2.16.3 পরিবেশগত সম্মতি প্রতিবেদন জমা না দেওয়া

এম ও ই এফ এন্ড সি সি নির্দেশ[196] অনুসারে প্রকল্পের প্রবক্তাকে নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের[197] কাছে নিরীক্ষণকৃত তথ্যের ফলাফল সহ ই সি-তে নির্ধারিত শর্তাবলীর সম্মতির অবস্থা সম্পর্কে প্রতিটি ক্যালেন্ডার বছরের জুন এবং ডিসেম্বরে ষাণ্মাসিক প্রতিবেদন জমা দিতে হবে। প্রকল্পের প্রবক্তাকে প্রতিটি আর্থিক বছরের শেষে 31শে মার্চ ফর্ম-V-এ পরিবেশ বিবৃতি, নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষগণ যেমন ডি ই আই এ এ/*এস ই আই এ এ, ডব্লিউ বি এস পি সি বি, এম ও ই এণ্ড সি সি-এর আঞ্চলিক কার্যালয় (আর ও) এবং সি পি সি বি-এর জোনাল কার্যালয়ে* জমা দিতে হবে।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, পাঁচটি জেলার[198] 333 জন খনন ইজারাদারদের কেউই বার্ষিক বা ষাণ্মাসিক মান্যতা প্রতিবেদন (মার্চ 2022 পর্যন্ত) জমা দেয়নি।

নিরীক্ষায় আরও লক্ষ্য করা গেছে যে, পুরুলিয়া, ডি ই আই এ এ বার্ষিক এবং ষাণ্মাসিক মান্যতা প্রতিবেদন জমা দেওয়ার বিষয়ে একটি আদেশ (আগস্ট 2017) জারি করেছে, যার জবাবে 55 জন ইজারাদারদের মধ্যে মাত্র নয় জন (সেপ্টেম্বর 2022 পর্যন্ত) ষাণ্মাসিক মান্যতা প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন। বীরভূম, ডি ই আই এ এ অনুরূপ আদেশ (আগস্ট 2018) জারি করেছে কিন্তু (মার্চ 2022) পর্যন্ত কোনো ইজারাদার এই ধরনের প্রতিবেদন জমা দেয়নি।

পরিবেশগত মান্যতা প্রতিবেদনের অনুপস্থিতিতে, নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ (ডি ই আই এ এ) প্রকল্পের পরিচালনার বিভিন্ন দিক যেমন পরিবেশগত মানদণ্ডগুলির গুণমানে সম্ভাব্য আপস; দূষণকারী পদার্থের নিষ্কাশন; বিপজ্জনক এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা; জল এবং কাঁচামালের ব্যবহার ইত্যাদির উপর কার্যকরী নজর রাখতে পারেনি।

এক্সিট কনফারেন্সে এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তর জানিয়েছে (জুলাই 2023) যে মান্যতা প্রতিবেদন জমা দেওয়ার বিষয়টি দেখবার জন্য ডি এল এণ্ড এল আর ও-কে নির্দেশ জারি করা হবে।

এইভাবে, উপরোক্ত থেকে এটি স্পষ্ট ছিল যে **দপ্তরগুলি (এল এন্ড এল আর এবং আই সি এন্ড ই) বা পরিবেশ নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ (ডব্লিউ বি পি সি বি/ডি ই আই এ এ) কেউই ই আই এ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিবেশ সম্পর্কিত নিয়মগুলির প্রয়োজনীয় সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য তৎপর ছিল না।** এছাড়াও, কোনো দপ্তর/কর্তৃপক্ষ (এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর, আই সি এন্ড ই ডি, সেচ ও জলপথ, ডব্লিউ বি পি সি বি এবং পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদ) পরিবেশগত বিপদসহ বাসস্থানের অবস্থা, জীববৈচিত্র্য, জলের গুণমান, জমির ক্ষয়, স্বাস্থ্যের উপর বিদ্যমান খনির কার্যক্রমের প্রভাব সম্পর্কিত কোনো সমীক্ষা পরিচালনা করেনি।

2.16.4 জাতীয় গ্রীন ট্রাইব্যুনালের আদেশ পালন না করা

ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল, ইস্টার্ন জোন বেঞ্চ, কলকাতা, সংশ্লিষ্ট জেলা শাষকের (ডি এম) পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (ডব্লিউ বি পি সি বি) থেকে সম্মতি ছাড়াই পরিচালিত (সি টি ও)

---

[196] *দ্রষ্টব্যঃ বিজ্ঞপ্তি নং J-11013/41/2006-IA II (I) তারিখ 30 জুন, 2009।*

[197] *জেলা এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট কর্তৃপক্ষ (ডি ই আই এ এ), স্টেট এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অথরিটি (এস ই আই এ এ), পশ্চিমবঙ্গ রাজ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (ডব্লিউ বি এস পি সি বি), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের আঞ্চলিক কার্যালয় (আর ও) এবং কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের জোনাল অফিস (সি পি সি বি)।*

[198] *বাঁকুড়া, কালিম্পং, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান ও পূর্ব মেদিনীপুর।*

ইট ভাটাগুলির একটি তালিকা তৈরি করতে নির্দেশ দিয়েছিল (ফেব্রুয়ারি 2015)। এটি ডব্লিউ বি পি সি বি- কে আইন অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নিতে এবং এই ধরনের অননুমোদিত ইউনিট বন্ধ নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে।

নিরীক্ষার সময়কালে, সংশ্লিষ্ট ডি এল এন্ড এল আর ও-দের দ্বারা এই ধরনের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল বা ডব্লিউ বি পি সি বি দ্বারা কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল কিনা তা নির্দেশ করার জন্য কোনও রেকর্ড পাওয়া যায়নি। যাইহোক, নির্বাচিত সাতটি জেলার নথি যাচাই করে দেখা গেছে যে মার্চ 2022 পর্যন্ত মোট 1891টি ইট ভাটার মধ্যে 991টি (52 শতাংশ) অননুমোদিত (সি টি ও/ই সি ছাড়া) ছিল। **এই জেলাগুলিতে অননুমোদিত ইট ভাটার উপস্থিতি নির্দেশ করে যে কর্তৃপক্ষগণ (ডি এম এবং ডব্লিউ বি পি সি বি) পরিবেশগত বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য এই ধরনের অননুমোদিত ইউনিটগুলি বন্ধ করতে অগ্রাধিকার দিচ্ছে না।**

সুপারিশ 7:

সরকার সময়মত নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের কাছে ই সি-র শর্তাবলী মেনে চলার অবস্থান সম্পর্কে নির্ধারিত প্রতিবেদন দাখিল নিশ্চিত করতে পারে।

2.17 খনির কার্যক্রমে টেকসই ব্যবহার এবং উৎপাদনের ধরণ (এস ডি জি-12)

2030 সালের মধ্যে 17টি টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য (এস ডি জি) এবং 169টি সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের জন্য একটি এজেন্ডা (সেপ্টেম্বর 2015) জাতিসংঘের সকল সদস্যদের দ্বারা গৃহীত হয়েছে। কার্যকরী ব্যবহার ও উৎপাদনের ধরণ নিশ্চিত এস ডি জি-12, এই এজেন্ডায় নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি প্রাকৃতিক সম্পদের কার্যকরী ব্যবস্থাপনা এবং সঠিক ব্যবহারের আকঙ্খা রাখে।

এস ডি জি-12-এর সাথে যুক্ত লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করার মূল ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রয়েছে ভূমি, জল এবং বায়ুর মতো প্রাকৃতিক সম্পদের কার্যকরী ব্যবস্থাপনা; বিষাক্ত বর্জ্য এবং দূষণ সৃষ্টি সীমিত করা এবং তাদের নিরাপদ নিষ্পত্তি; এবং জনসাধারণের পাশাপাশি ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ। এইভাবে, শিল্প, ব্যবসা এবং উপভোক্তাদের মত স্টেকহোল্ডাররা এস ডি জি-12 অর্জনে একটি বড় ভূমিকা পালন করে।

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান ও প্রোগ্রাম মনিটরিং দপ্তর, এস ডি জি -12-এ কাজ বাস্তবায়নের জন্য নোডাল দপ্তর। নোডাল দপ্তর হিসাবে, এস ডি জি-12-এ নির্ধারিত লক্ষ্যগুলির বিপরীতে এই এজেন্ডা বাস্তবায়ন এবং এর অর্জনগুলি অনুসরণ করা এবং পর্যালোচনা করা প্রয়োজন ছিল। যাইহোক, সমন্বয়কারী দপ্তর জানিয়েছে (জানুয়ারি 2023) যে, এস ডি জি-12-এর উপর গৃহীত পদক্ষেপের প্রতিবেদন এটির কাছে উপলব্ধ ছিল না। এটি নির্দেশ করে যে সমন্বয়কারী দপ্তর এস ডি জি-12 কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করছে না।

2.18 জনবলের প্রাপ্যতা

বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ-এর অধীনে 1957-এ খনি ও খনিজ নির্দেশক (ডি এম এম) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজ্যের খনিজ সম্পদের পদ্ধতিগত ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান এবং উৎপাদনের জন্য খনিজ ভিত্তিক শিল্পকে উৎসাহিত করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধি নিশ্চিত করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল।

এটি রাজ্যে খনিজ সঞ্চয় করার জন্য ভূতাত্ত্বিক অধ্যায়ন, বিস্তারিত অনুসন্ধান এবং খনন কাজ করে। এটি রিকনেসান্স পারমিট (আর পি)[199]/প্রসপেক্টিং লাইসেন্স (পি এল)[200]/মাইনিং

[199] *আঞ্চলিক, বায়বীয়, ভূ-পদার্থগত বা ভূ-রাসায়নিক জরিপ এবং ভূতাত্ত্বিক ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে যদি খনিজটির প্রাথমিক সম্ভাবনার জন্য গৃহীত কোনো পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত থাকে তবে পিটিং, ট্রেঞ্চিং, ড্রিলিং অন্তর্ভুক্ত নয়।*

[200] *খনিজ সম্পদ অন্বেষণ, সনাক্তকরণ বা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য ক্রিয়াকলাপের জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে।*

লিজ (এম এল)[201] প্রয়োগ করে এবং খনন কার্যক্রম নিরীক্ষণ করে। এটি খনিজ প্রশাসনকে শক্তিশালী করা ও খনিজ নিয়মাবলী বাস্তবায়ন করার জন্য রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দেয়।

ক্যাডার ভিত্তিক অনুমোদিত পদগুলি তুলনায় জানুয়ারী 2017 এবং এপ্রিল 2022-এর মধ্যে অবস্থানরত কর্মী সংখ্যার বিশদ বিবরণ **সারণী-2.8** :

সারণী 2.8: ডি এম এম-এ জনবলের অবস্থা

তারিখ হিসাবে	পদের শ্রেনী							
	গ্রুপ এ				গ্রুপ বি			
	অনুমোদিত পদ	অবস্থানরত কর্মী	শূন্যপদ	শূন্যপদ শতাংশে	অনুমোদিত পদ	অবস্থানরত কর্মী	শূন্যপদ	শূন্যপদ শতাংশে
01.01.2017	39	21	18	46.15	68	34	34	50.00
01.01.2018	39	17	22	56.41	68	25	43	63.24
31.03.2019	39	15	24	61.54	68	22	46	67.65
01.01.2020	39	13	26	66.67	68	22	46	67.65
08.01.2021	39	17	22	56.41	68	18	50	73.53
18.04.2022	39	17	22	56.41	68	18	50	73.53

- জানুয়ারি 2017 এবং এপ্রিল 2022-এ রাজ্যে 39টির অনুমোদিত পদের সাপেক্ষে গ্রুপ এ টেকনিক্যাল পদগুলিতে[202] সামগ্রিক শূন্যপদ 46.15 থেকে 66.67 শতাংশ পর্যন্ত ছিল।
- জানুয়ারি 2017 থেকে এপ্রিল 2022-এ রাজ্যে 68টি অনুমোদিত পদের সাপেক্ষে গ্রুপ বি বিভাগের টেকনিক্যাল পদগুলিতে[203] শূন্যপদগুলি 50 থেকে 73.53 শতাংশ।

সুপারিশ 8:

রাজ্যে খনিজ উত্তোলন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়ম এবং পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য দপ্তর মানব সম্পদ বৃদ্ধির এবং বিস্তারের জন্য একটি ব্যাপক অনুশীলন শুরু করতে পারে।

2.19 ভৌগলিক তথ্য ব্যবস্থার প্রয়োগ (জি আই এস)

নিরীক্ষা গুগল আর্থ প্রো সফ্টওয়্যারটিতে, আই সি এন্ড ই দপ্তর দ্বারা সরবরাহিত 61 টি অনুমোদিত খনন পরিকল্পনার স্থানাঙ্ক চিত্রিত করেছে। এই প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে খনন এবং পর্যবেক্ষণ সম্পর্কিত অস্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ অনুসন্ধানের জন্য গুগল আর্থ প্রো সফ্টওয়্যার থেকে প্রাপ্ত উপগ্রহ চিত্রগুলি (এপ্রিল 2017 থেকে সেপ্টেম্বর 2022) বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। এই অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে পর্যবেক্ষণগুলি নীচে 2.19.1 থেকে 2.19.4 অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

2.19.1 ওভারল্যাপিং স্থানাঙ্ক

গুগল আর্থ প্রো সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে খনন পরিকল্পনার স্থানাঙ্কগুলিকে ভূ-উল্লেখিত করা হয়েছিল এবং দেখা গেছে যে, বীরভূম জেলার দুটি খনিতে যেমন পচামি ব্ল্যাক স্টোন খনি (ডব্লিউ বি এম ডি টি সি এল) এবং কামাল খান ব্ল্যাক স্টোন খনিতে, অনুমোদিত খনির এলাকাগুলি স্থানাঙ্ক করা হয়েছিল, যেমন **চিত্র 2.1**-এ দেখানো হয়েছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে দপ্তর খনির পরিকল্পনা অনুমোদন করার আগে উক্ত খনির স্থানাঙ্কগুলি যাচাই করেনি। এমতাবস্থায়, ইজারাদাররা অ-অনুমোদিত এলাকা/অঞ্চলগুলিতে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকতে পারে, এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

201 *নির্ধারিত শর্তে কোন খনন কাজ করার বা খনিজ বা অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ উত্তোলনের জন্য একটি আইনি চুক্তি।*

202 *খনন আধিকারিক, ভূতত্ত্ববিদ, খনিজ রসায়নবিদ, ড্রিলিং ইঞ্জিনিয়ার, ড্রিলার এবং পরিদর্শন আধিকারিক।*

203 *সহকারী ড্রিলার, তদন্তকারী, পরিদর্শক, কারিগর, নকশাকার, ভূগর্ভস্থ জরিপকারি এবং জরিপকারি।*

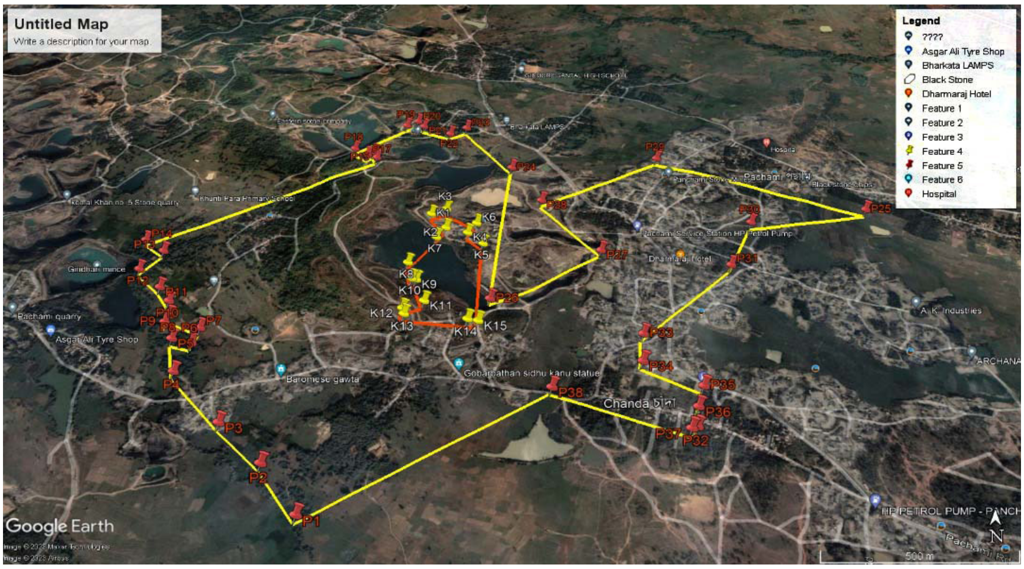

হলুদ রূপরেখা–পাচামি ব্ল্যাক স্টোন খনি (পশ্চিমবঙ্গ খনিজ ও বাণিজ্য উন্নয়ন নিগম লিমিটেড)
লাল রূপরেখা–কামাল খান ব্ল্যাক স্টোন খনি

চিত্র 2.1: খনন অঞ্চলগুলির ওভারল্যাপিং

2.19.2 খসড়া মানচিত্রের যাচাইকরণ

নিরীক্ষায় একটি ক্ষেত্রে[204] দেখা গেছে, অনুমোদিত খনন অঞ্চলটি খনন চুক্তির সাথে সংযুক্ত খসড়া মানচিত্রের নকশার সাথে মেলে না। এটি ইঙ্গিত দেয় যে **সংশ্লিষ্ট খনন আধিকারিক এই খনির পরিকল্পনাগুলি অনুমোদনের আগে খসড়া মানচিত্রের সাথে স্থানাঙ্কগুলি যাচাই করেনি**। এমতাবস্থায়, ইজারাদারগণ অ-অনুমোদিত অঞ্চল/এলাকায় খনন কার্য পরিচালনা করতে পারে। ইজারাদারদের খসড়া মানচিত্র স্থানাঙ্ক সীমানা **চিত্র 2.2** এবং **2.3**–এ দেখা যায়।

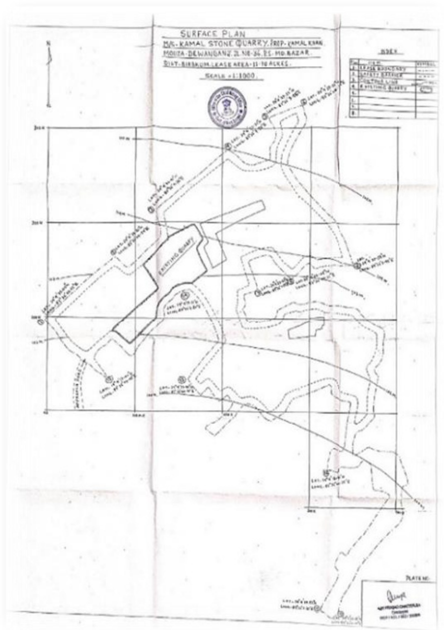

চিত্র 2.2

চিত্র 2.3

চিত্র 2.2 এবং 2.3: খসড়া মানচিত্র এবং স্থানাঙ্ক মানচিত্র

204 *কামাল খান ব্ল্যাক স্টোন খনি, বীরভূম জেলা।*

2.19.3 খনির পরিকল্পনা অনুমোদনের আগে স্থানাঙ্ক যাচাইকরণ

নিরীক্ষা সাতটি নির্বাচিত ডি এল এন্ড এল আর ও-তে গুগল আর্থ প্রো সফ্টওয়্যারটিতে অনুমোদিত বালি খনন পরিকল্পনা অনুসারে স্থানাঙ্ক অঙ্কিত করেছিল এবং সাম্প্রতিক ক্ষেত্রে[205] দেখা গেছে, 2.09 হেক্টর, যা খনির পরিকল্পনা অনুসারে ইজারা দেওয়ার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল তার পরিবর্তে খনন অঞ্চল ছিল 18 হেক্টর। এইভাবে, কার্যত **অতিরিক্ত 15.91 হেক্টরে** খনন অনুমতি দিয়েছে, যেমনটি **চিত্র 2.4.**-এ দেখানো হয়েছে :

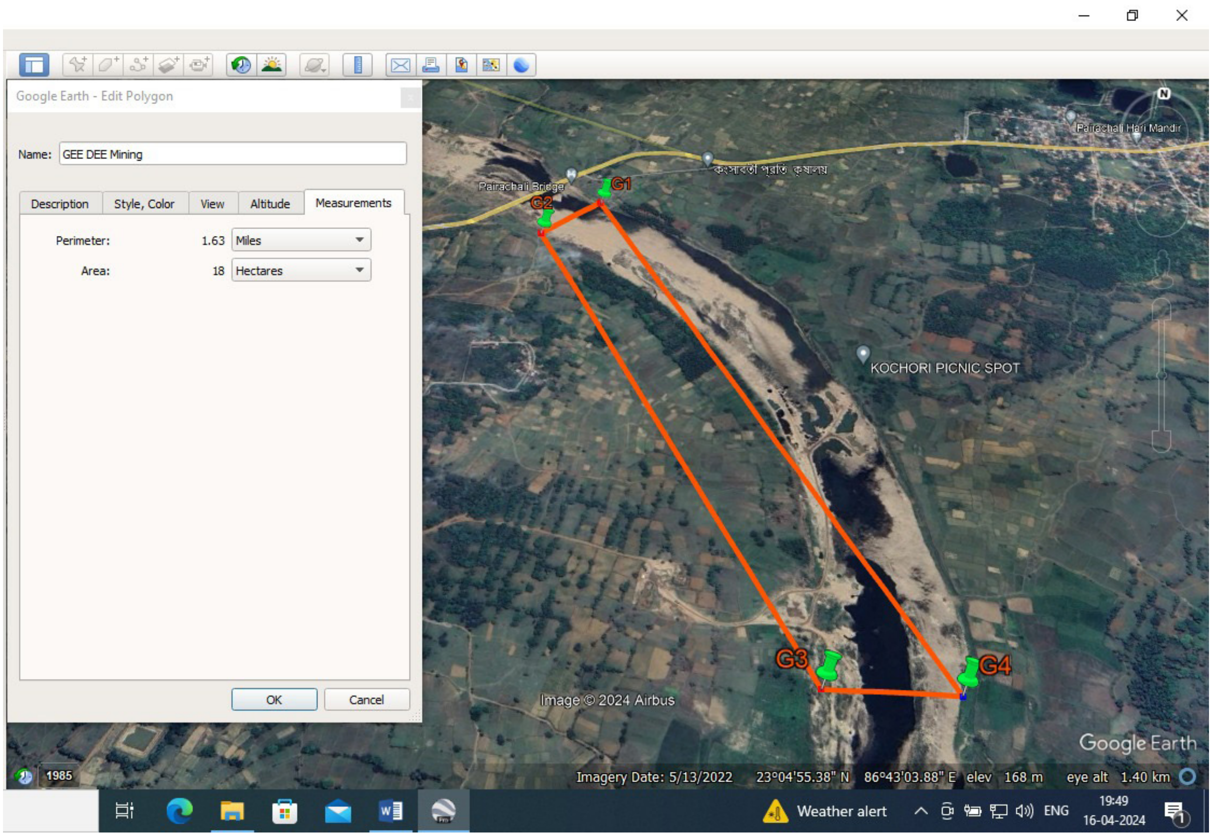

চিত্র 2.4: স্থানাঙ্ক মানচিত্র

2.19.4 বনসৃজন কার্যক্রম

ডব্লিউ বি এম এম সি নিয়মাবলী, 2016-এর নিয়ম 33 অনুসারে, প্রতিটি সফল দরদাতা/ ইজারাদার খনির ইজারার জন্য এম ও ই এফ এন্ড সি সি/ এস ই আই এ এ/ ডি ই আই এ এ থেকে পরিবেশ ছাড়পত্র (ই সি) দপ্তরে[206] জমা দেবেন। ই সি /খনন পরিকল্পনাগুলিতে নির্ধারিত শর্ত অনুসারে, ইজারাদারদের খনন এলাকার বাইরে[207] পরবর্তী পাঁচ বছরে বনসৃজন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

61টি ইন-সিটু খনন পরিকল্পনার স্থানাঙ্কগুলি গুগল আর্থ প্রো সফ্টওয়্যারটির সহায়তায় ভূ-উল্লেখিত করা হয়েছিল এবং দুটি ক্ষেত্রে[208] দেখা গেছে যে ই সি এবং খনন পরিকল্পনা অনুসারে বৃক্ষরোপণের কাজ করা হয়নি। অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে /চিত্রে গাছ লাগানোর অনুপস্থিতি স্পষ্ট যেমনটা **চিত্র 2.5 এবং 2.6**-এ দেখানো হয়েছে।

[205] *জি ডি মাইনিং প্রা. লিমিটেড, পুরুলিয়া।*

[206] *দপ্তর :- ইন-সিটু খনিগুলির ক্ষেত্রে আই সি এন্ড ই দপ্তর এবং অন্যান্য খনি গুলির ক্ষেত্রে ডি এল এবং এল আর ও।*

[207] *খনন ইজারা এলাকার বাইরের সীমানা বরাবর।*

[208] *বিভাস কুমার দাস, লুসি মাইনিং অ্যান্ড মিনারেলস, বৃন্দাবনপুর ফায়ার ক্লে এবং বাঁকুড়া জেলার চিনা মাটির খনি; মেসার্স টোডি মিনারেলস প্রাইভেট লিমিটেড, পুরুলিয়া জেলার গ্রানাইট/পাথর খনি।*

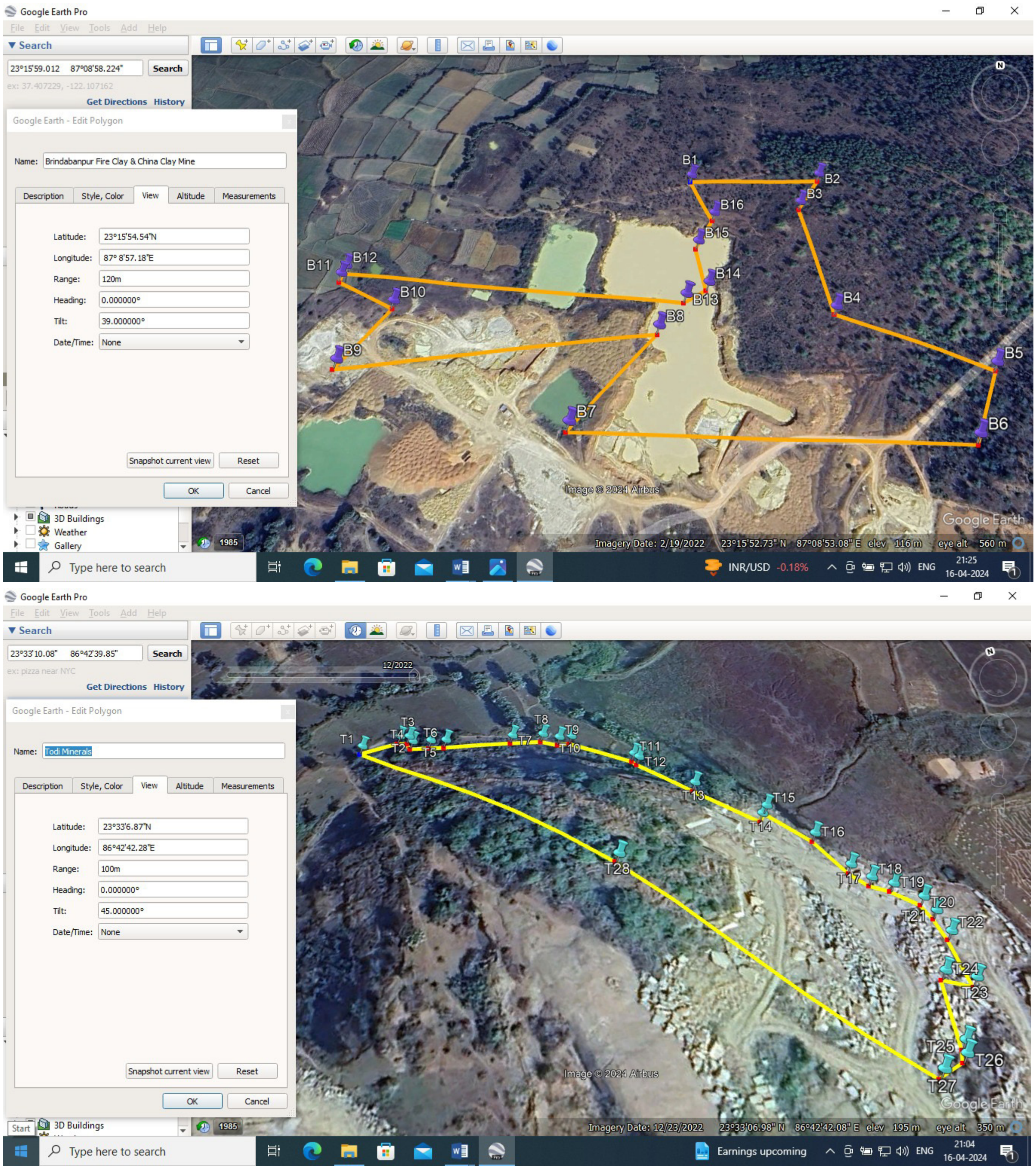

চিত্র 2.5 এবং 2.6: গাছ লাগানো হয়নি

এইভাবে, ইজারাদাররা ই সি এবং খনন পরিকল্পনাগুলিতে উল্লিখিত পরিবেশগত সুরক্ষার বিষয়ে, নির্ধারিত শর্তগুলি মেনে চলছিল না এবং দপ্তরটি ই সি এবং খনন পরিকল্পনাগুলিতে প্রণীত আইন এবং নিয়মগুলি কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

2.20 মানববিহীন এরিয়াল যানবাহন (ইউ এ ভি) ব্যবহার করে খনিগুলির বিশ্লেষণ

নিরীক্ষা দুটি জেলার[209] রাজ্য খনি আধিকারিকদের উপস্থিতিতে মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র, এম আই টি ক্যাম্পাস, আন্না বিশ্ববিদ্যালয়, চেন্নাই (এজেন্সি) থেকে একটি বিশেষজ্ঞ দলের

[209] *বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া।*

সহায়তায় তিনটি[210] খনির জায়গায় একটি ভূ-স্থানীয় ক্ষেত্র সমীক্ষা (মার্চ 2023) করেছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল বরাদ্দকৃত খনন এলাকা/ ক্রিয়াকলাপের ম্যাপিং/যাচাইকরণ, সেইসাথে ইউ এ ভি, ডি জি পি এস যন্ত্র, বাথমেট্রিক এবং জি আই এস প্রযুক্তি ব্যবহার করে খনন করা গৌণ খনিজগুলির পরিমাণ অনুমান করা।

বিশেষজ্ঞ দলের জরিপ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল।

2.20.1 অনুমোদিত গ্রানাইট খনি এলাকার চিত্রকরণ

এজেন্সি একটি 3D মেশ ফাইলে[211] সমানভাবে বিতরণ করা গ্রিডের উপর ভিত্তি করে গ্রিড-ভিত্তিক ভলিউম গণনা[212] করেছিল। গবেষণায় ভলিউম গণনার জন্য গ্রিড পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে কারণ এটি ইউ এ ভি ভিত্তিক ডি ই এম[213]-এর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত।

পুরুলিয়া জেলার তালসানক্রা গ্রামে গ্রানাইট খনির এলাকাগুলির গবেষণায় জানা গেছে যে জিও-রেফারেন্সড ইউ এ ভি ডেটা ব্যবহার করে অনুমোদিত খনন ইজারা সীমানা স্থানাঙ্ক একটি বহুভুজ (হলুদ চিহ্নিত করা) দ্বারা করা হয়েছিল। অনুমোদিত খনন সীমানা ছাড়িয়ে অস্বাভাবিক কার্যকলাপ ছিল কিনা তা নির্ধারণ করতে গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জি পি এস) রিসিভার ব্যবহৃত হয়েছিল। লাল বহুভুজ (বাম এবং ডান দিক উভয়ই) অনুমোদিত খনন ইজারা ছাড়িয়ে অতিরিক্ত খনিজ উত্তোলন ইঙ্গিত করছে যা **চিত্র 2.7**-এ দেখানো হয়েছে ঃ

চিত্র 2.7: গ্রানাইট পাথর খনির অনুমোদিত এবং প্রকৃত খনন এলাকা

ইউ এ ভি ব্যবহার করে গৌণ খনিজ খনিতে খনন করা খনিজগুলির সম্ভাব্য পরিমাণ **সারণী 2.9**-এ দেখানো হয়েছে।

---

210 *বিভাস কুমার দাস, বাঁকুড়া জেলার বৃন্দাবনপুর ফায়ার ক্লে ও চিনা মাটির খনি; মেসার্স টোডি মিনারেলস প্রাইভেট লিমিটেড, পুরুলিয়া জেলার গ্রানাইট/পাথর খনি এবং মিঃ অরুণ সরফ, পুরুলিয়া জেলার জি ডি মাইনিং প্রাইভেট লিমিটেড, বালি খনন।*

211 *একটি 3D মেশ ফাইলে সমানভাবে বিতরণ করা গ্রিডের উপর ভিত্তি করে ভলিউম গণনা করা হয়।*

212 *বহুভুজ সমন্বিত একটি 3D মডেলের গঠনগত আকারের বর্ণনা করে, এক্স, ওয়াই, এবং জেড পয়েন্ট ব্যবহার করে 3D মেশগুলি উচ্চতা, প্রস্থ এবং গভীরতার সাথে আকারগুলির বর্ণনা।*

213 *একটি ডি ই এম হল রাস্টার গ্রিড বিন্যাসে ভূখণ্ডের (বেয়ার-আর্থ) একটি প্রতিনিধিত্বমূলক উচ্চতা।*

সারণী 2.9: গ্রানাইটের অতিরিক্ত খনন

ক্রমিক সংখ্যা	জরিপ সংখ্যা*	গ্রানাইট উত্তলনের পরিমাণ (ঘন মিটারে)	মোট পরিমাণ (ঘন মিটারে)	অতিরিক্ত গ্রানাইট অঞ্চল (হেক্টর)**	সর্বোচ্চ গভীরতা (মিটারে)
1	2,974	36,680.856	36,680.856	0.423	21
2	অতিরিক্ত উত্তোলন	5,182.53	5,182.53	0.2272	9.8

দ্রষ্টব্য:- ** জরিপ সংখ্যা আসলে সরকার কর্তৃক এক টুকরো জমিকে দেওয়া প্লট নম্বর। অতিরিক্ত বাম এবং অতিরিক্ত ডান মানে অনুমোদিত এলাকার বাম এবং ডান দিকে গ্রানাইট খনির অনুমোদিত খনন এলাকার বাইরে অতিরিক্ত উত্তোলন।*

*** যে এলাকায় খনন কার্যক্রম পরিচালিত হয়।*

ড্রোন সমীক্ষা প্রতিবেদন অনুসারে, ইজারাদাররা অনুমোদিত খনির এলাকা ছাড়িয়ে 2,272 বর্গ মিটার এলাকায় খনন কাজ চালিয়েছে এবং অবৈধভাবে 5,182.53 ঘন মিটার গ্রানাইট খনন করেছে, যে খনিজটির দাম হবে প্রতি ঘন মিটার 1,890 টাকা হারে (1,260 টাকা x 1.5)[214] **0.98 কোটি** টাকা।

2.20.2 অনুমোদিত চিনামাটি এবং ফায়ার ক্লে খনন এলাকার চিত্রকরণ

বাঁকুড়া জেলার বৃন্দাবনপুর গ্রামে গ্রানাইট খনন এলাকাগুলির জন্য জরিপ প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে যে জিও-রেফারেন্সড ইউ এ ভি ডেটা ব্যবহার করে অনুমোদিত খনির ইজারা সীমানা স্থানাঙ্ক দ্বারা একটি হলুদ বহুভুজ তৈরি করা হয়েছিল। অনুমোদিত খনন সীমানা ছাড়িয়ে কোনও অস্বাভাবিক কার্যকলাপ ছিল কিনা তা নির্ধারণের জন্য গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জি পি এস) রিসিভার ব্যবহৃত হয়েছিল। গুগল আর্থ ইমেজ অনুসারে বনানঞ্চলের অভ্যন্তরে লাল বহুভুজ ইঙ্গিত দেয় যে ইজারা অনুমোদিত অঞ্চল ছাড়িয়ে ইজারাদাররা বাইরে খনন কার্য পরিচালনা করেছে (ফেব্রুয়ারী 2022)। অতিরিক্ত উত্তোলন করা চীনামাটির আনুমানিক পরিমাণ 3,770.76 এম টি যা **চিত্র 2.8**-এ দেখানো হয়েছে।

চিত্র 2.8: ফায়ার এবং চায়না ক্লে-এর অনুমোদিত এবং প্রকৃত খনন এলাকা দেখানো হচ্ছে

214 *গ্রানাইটের রয়্যালটির হার: অক্টোবর 2016 থেকে জানুয়ারী 2022-এ প্রতি ঘন মিটারে 1,260 টাকা, এবং খনিজের মূল্য রয়্যালটির 1.5 গুণ হারে গণনা করা হবে।*

ইউ এ ভি ব্যবহার করে গৌণ খনিজ খনিতে খনন করা খনিজগুলির পরিমাণের হিসাব **সারণী 2.10**-এ দেখানো হয়েছে।

সারণী 2.10: ফায়ার এবং চায়না ক্লে-এর অতিরিক্ত এবং অবৈধ খনন

ক্রমিক সংখ্যা	প্লট সংখ্যা	ফায়ার এবং চায়না ক্লে –এর খননকৃত পরিমাণ (এম টি)	মোট পরিমাণ (এম টি)	অঞ্চল (হেক্টর)	সর্বোচ্চ গভীরতা (মিটারে)
1	অবস্থান 1-350, 350/817, 351 (পি)	1,06,229.84	1,06,229.84	1.832	6.8
2	অবস্থান 2-350, 350/817, 351 (পি)	13,732.78	13,732.78	0.188	2.1
3	অবস্থান 3-350, 350/817, 351 (পি)	1,020.23	1,020.23	0.035	2.1
4	অতিরিক্ত	3,770.76	3,770.76	0.209	2.1

সুতরাং, উপরোক্ত অনুমান অনুসারে গ্রানাইটের অতিরিক্ত খনন 3,770.76 মেট্রিক টন পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছিল যার জন্য চীনা মাটির দাম হবে 67.50 টাকা প্রতি মেট্রিকটন (45 টাকা x 1.5 টাকা)[215] হিসাবে 2.55 লক্ষ টাকা।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে জেলা কার্যালয়ে (ডি এল এন্ড এল আর ও) ইজারা সীমানার বাইরে অবৈধ খননের তথ্য নেই। দখলরত অঞ্চলের স্থানাঙ্কগুলি নথিভুক্ত করা হয়নি এবং অবৈধ খননের ঘটনা চিহ্নিত করতে অঞ্চলটির পর্যায়ক্রমে পরিদর্শন করা হয়নি।

এক্সিট কনফারেন্সে এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর দপ্তর জানিয়েছে (জুলাই 2023) যে কার্যকরী পরিদর্শনের জন্য প্রযুক্তিগত সমাধান গ্রহণ করা হবে।

সুপারিশ 9:

সরকার ডি এম এম-কে নজরদারির কাজ এবং ইজারা সীমানার বাইরে অননুমোদিত খনন এবং উত্তোলনের কাজ সনাক্তকরণের জন্য উপগ্রহ চিত্রাবলীর মত উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণ করতে নির্দেশ দিতে পারে।

[215] *ফায়ার ও চায়না ক্লে-এর রয়্যালটির হার প্রতি টন 45 টাকা এবং খনিজ মূল্য রয়্যালটির 1.5 গুণ হারে গণনা করতে হবে।*

তৃতীয় অধ্যায়

বিদ্যুৎ খাতে রাজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সমূহের (এস পি এস ই) দ্বারা নিয়ন্ত্রক সম্পদের ব্যবস্থাপনার উপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা

তৃতীয় অধ্যায়

বিদ্যুৎ দপ্তর

3. বিদ্যুৎ খাতে রাজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সমূহের (এস পি এস ই) দ্বারা নিয়ন্ত্রক সম্পদের ব্যবস্থাপনা-এর উপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

অধিদর্শন

বিদ্যুৎ খাতের এস পি এস ই গুলির কার্যক্রম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ এবং হুইলিংয়ের সাথে সম্পর্কিত। পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (ডব্লিউ বি পি ডি সি এল) এবং দুর্গাপুর প্রকল্প লিমিটেড (ডি পি এল) যৌথভাবে ছয়টি উৎপাদন কেন্দ্র পরিচালনা করে, যেখানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ সঞ্চালন কোম্পানী লিমিটেড (ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল) এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানী লিমিটেড (ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল) যথাক্রমে স্টেট ট্রান্সমিশন ইউটিলিটি (এস টি ইউ) এবং ডিসকম নামে পরিচিত। এই চারটি এস পি এস ই সম্পূর্ণরূপে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের (জি ও ডব্লিউ বি) মালিকানাধীন এবং বিদ্যুৎ বিভাগের (ডি ও পি) তত্ত্বাবধানে কাজ করে। এই এস পি এস ই গুলির মূল ব্যবসাটি হল হার-নিয়ন্ত্রণ, যার নিয়ন্ত্রক হল পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (ডব্লিউ বি ই আর সি), যা রাজ্যের অভ্যন্তরে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সরবরাহ, সঞ্চালন এবং হুইলিংয়ের জন্য মাশুল নির্ধারণ করে। একটি নিয়ন্ত্রক সম্পদ (আর এ) হল প্রযোজ্য নিয়ন্ত্রক কাঠামোর অধীনে তার নিয়ন্ত্রকের প্রকৃত বা প্রত্যাশিত ক্রিয়াকলাপের ফলস্বরূপ ব্যয়ের জন্য নির্দিষ্ট বা নির্ধারণ যোগ্য পরিমাণ অর্থ পুনরুদ্ধার করার একটি সত্তার অধিকার। 31 মার্চ 2022 পর্যন্ত চারটি এস পি এস ই-এর মোট আর এ ছিল 26,788.86 কোটি টাকা।

আবেদন জমা দিতে বিলম্বের ফলে আদেশ জারিতে বিলম্ব

বিদ্যুৎ আইন 2003 এর ধারা 64(3) এবং ডব্লিউ বি ই আর সি-এর মাশুল নিয়ন্ত্রণ অনুযায়ী, এস পি এস ই-এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন পর্যালোচনা (এ পি আর) নির্ধারণের আবেদন যথাক্রমে মাশুল সময়কাল শুরুর কার্যকর তারিখের 120 দিন আগে এবং পরবর্তী অর্থবছরের নভেম্বরের মধ্যে জমা দিতে হবে।

2017-22 সময়কালে এস পি এস ই গুলির দ্বারা আবেদন জমা দেওয়ায় বিলম্ব হয়েছিল 7 থেকে 725 দিন। এই বিলম্বগুলি মূলত সময়মতো বার্ষিক হিসাব প্রস্তুত না করার কারণে ঘটেছিল। এছাড়াও, 2022 সালের ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাইয়ের মধ্যে ডব্লিউ বি ই আর সি কর্তৃক বিভিন্ন এস পি এস ই গুলির 15 টি এ পি আর আদেশ (2014-20) 125 দিন থেকে 2,253 দিনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিলম্বসহ জারি করা হয়েছিল।

নিয়ন্ত্রক সম্পদের উপর ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের প্রভাব

ডব্লিউ বি পি ডি সি এল (2013-17) এবং ডি পি এল (2013-16) এর বিভিন্ন উৎপাদন কেন্দ্রের বিভিন্ন মানদণ্ড লক্ষ্যযুক্ত মান অর্জন না করার ফলে- (ক) জ্বালানির অতিরিক্ত ব্যবহার এবং 2,079.75 কোটি টাকার (ডব্লিউ বি পি ডি সি এল: 1,741.11 কোটি টাকা এবং ডি পি এল: 338.64 কোটি টাকা) বিদ্যুৎ ক্রয়, যা ডব্লিউ বি ই আর সি কর্তৃক অনুমোদিত নয় এবং (খ) একই সময়ে, কম প্ল্যান্ট প্রাপ্তি ফ্যাক্টর (পি এ এফ) এর কারণে ডব্লিউ বি পি ডি সি এল এবং ডি পি এল দ্বারা যথাক্রমে 1,217.46 কোটি টাকা এবং 661.21 কোটি টাকা পুনরুদ্ধার করা যায় নি।

নিয়ন্ত্রণযোগ্য বিষয় সম্পর্কিত ব্যয়ের আংশিক পুনরুদ্ধার

ডব্লিউ বি ই আর সি তার মাশুল প্রবিধানগুলিতে ব্যয়ের বিষয় গুলিকে নিয়ন্ত্রণযোগ্য এবং অনিয়ন্ত্রন যোগ্য বিষয়ে পৃথক করেছে। অতিরিক্ত ব্যয়, নিয়ন্ত্রণযোগ্য বিষয় গুলির অধীনে

থাকলে, মাশুলের মাধ্যমে প্রকৃত ব্যয় পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা খুব কম। এটা লক্ষ্য করা গেছে যে- (ক) ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল নিয়ন্ত্রণযোগ্য বিষয় গুলিতে (যেমন 2017-20 সময়কালে মিটার রিডিং এবং বিলিং বিতরণ, সংগ্রহ এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি খরচ) 84.16 কোটি টাকা আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে, (খ) ডব্লিউ বি পি ডি সি এল 2016-17 সময়কালে কয়লা ও ছাই হ্যান্ডলিং এবং ও অ্যান্ড এম চার্জ (নিয়ন্ত্রণযোগ্য বিষয়) বাবদ 30.43 কোটি টাকা আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং (গ) ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল 2015-20 সালে মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, প্রশাসনিক এবং সাধারণ ব্যয় (নিয়ন্ত্রণযোগ্য বিষয়) বাবদ 40.05 কোটি টাকা আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে।

মাসিক পরিবর্তনশীল খরচ সমন্বয় ন্যায়সঙ্গতভাবে নির্ধারিত হয়নি

মাসিক পরিবর্তনশীল খরচ সমন্বয় (এম ভি সি এ) এপ্রিল 2011 তে ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছে। এতে লাইসেন্সধারীদের দ্বারা জ্বালানী এবং বিদ্যুৎ ক্রয় খরচ নির্ধারণের জন্য বিধান করা হয়েছে এবং নিয়ন্ত্রক সম্পদের সঞ্চয় এড়াতে এবং বিতরণ লাইসেন্সধারীদের জন্য যুক্তিসঙ্গত নগদ প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য বিক্রয় বিলের মাধ্যমে তাদের উপভোক্তাদের কাছ থেকে আদায় করতে হবে। ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল 2016 সালের জুলাই থেকে ইউনিট প্রতি 23 পয়সা এম ভি সি এ সংশোধন করেনি। 23 পয়সা/ইউনিটে এম ভি সি এ-এর অপর্যাপ্ত বিবেচনার কারণে, 2017-20 সালের জন্য মাশুল আবেদন জমা দিতে বিলম্ব হয় এবং পরবর্তীতে মাশুল আদেশে বিলম্বের জন্য 3,511.04 কোটি টাকার বিদ্যুৎ সংগ্রহ কম হয়ে ছিল।

অতিরিক্ত সুদের বোঝার বিরূপ প্রভাব

অতিরিক্ত সুদের বোঝা এস পি এস ই গুলির আর্থিক স্বাস্থ্যের উপর কিভাবে বিরূপ প্রভাব ফেলে তা নীচে বর্ণনা করা হলো:

ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল:	নেতিবাচক কার্যকরী মূলধন বেড়েছে 53 শতাংশ; 2017 সালের তুলনায় 2022 সালে সুদ বাবদ ব্যয় এবং রাজস্ব ঘাটতি যথাক্রমে 14 এবং 69 শতাংশ বেড়েছে।
ডব্লিউ বি পি ডি সি এল:	স্বল্পমেয়াদী ঋণ 69 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে; সুদের ব্যয় 92 শতাংশ বেড়েছে, ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে নেওয়া অস্থায়ী ঋণের উপর 180.97 কোটি টাকার সুদের দাবি করা হয়েছে যার ফলে খরচ বৃদ্ধি পায় এবং শুল্ক বৃদ্ধি পায়।
ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল:	নেতিবাচক কার্যকরী মূলধন বেড়েছে 25 শতাংশ, ঋণ ও সুদ ব্যয় বেড়েছে 8 শতাংশ করে।
ডি পি এল:	দীর্ঘ সময়ের জন্য কম খরচে সুদের হারে ঋণ বিনিময় এর ফলে 5.76 কোটি টাকার মাসিক সুদ ব্যয় হয়েছিল।

এস পি এস ই গুলির উপর ক্রেডিট রেটিংয়ের প্রভাব

এম ও পি, ভারত সরকার ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-কে (আগস্ট 2022) 'সি' গ্রেডের ক্রেডিট রেটিং দিয়েছে, যা আগের 'বি+' গ্রেড (অক্টোবর 2019) থেকে হ্রাস পেয়েছে। পি এফ সি এবং আর ই সি'র ঋণ নীতি প্রচার বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, ক্রেডিট রেটিং বি এবং সি সহ এস পি এস ই দ্বারা নেওয়া ঋণের সুদের হার 'এ' রেটিং এর এস পি এস ই গুলির জন্য প্রযোজ্য ঋণের সুদের হারের চেয়ে যথাক্রমে 25 বি পি এস এবং 50 বি পি এস বেশি হবে। 5,544 কোটি টাকার প্রকল্প ঋণের (31 মার্চ 2022) মধ্যে 3,918.77 কোটি টাকা (71 শতাংশ), 12 থেকে 20 বছরের পরিশোধ সময়সীমায় আর ই সি এবং পি এফ সি থেকে নেওয়া হয়েছিল। সুতরাং, বি থেকে সি গ্রেডে ক্রেডিট রেটিং হ্রাসের কারণে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল ভবিষ্যতে উচ্চতর সুদের ব্যয় বহন করবে।

নিয়ন্ত্রক সম্পদ নির্মূলে সরকারের উদ্যোগ

আর এ এবং বকেয়া বিদ্যুৎ ক্রয়ের ব্যয় মেটাতে, জি ও ডব্লিউ বি অক্টোবর 2016 থেকে মে 2017 এর মধ্যে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-কে (2,647.09 কোটি টাকা) এবং ডব্লিউ বি পি ডি সি এল-কে (1,916.07 কোটি টাকা) অনুদান হিসাবে মোট 4,563.16 কোটি টাকা দিয়েছে। উপরন্তু, জি ও ডব্লিউ বি আরও বলেছে (জুলাই 2021) যে, নিয়ন্ত্রক সম্পদের বর্তমান হার এত বড় ছিল যে আগের মতো এটি নির্মূল করা তাদের সামর্থ্যের বাইরে ছিল। তদনুসারে, ডব্লিউ বি ই আর সি-কে বার্ষিক কর্মক্ষমতা পর্যালোচনা (এ পি আর) আদেশের প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যাতে এস পি এস ই গুলির দ্বারা কৃত এবং ডব্লিউ বি ই আর সি কর্তৃক গৃহীত প্রকৃত ব্যয়ের সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করা যায়।

সুপারিশসমূহ

1. ***এস পি এস ই গুলিকে প্রযোজ্য প্রবিধানগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রক সম্পদের পরিমাণ মূল্যায়ন করা উচিত এবং প্রাসঙ্গিক হিসাবের মান অনুসারে তাদের হিসাব বইগুলিতে তাদের স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।***
2. ***এস পি এস ই গুলির নির্ধারিত নিয়মগুলি পূরণ করার জন্য তাদের কর্মক্ষমতা জোরদার করার চেষ্টা করা উচিত।***
3. ***ডব্লিউ বি ই আর সি নিয়মগুলি ঠিক করার সময় এবং সেইসাথে মাশুল /এ পি আর আদেশ প্রস্তুত করা ও জারি করার সময় জাতীয় শুল্ক নীতির বিধানগুলি অনুসরণ করা উচিত।***
4. ***এস পি এস ই গুলিকে তাদের তারল্যের অবস্থান, ঋণ গ্রহণ এবং ক্রেডিট প্রোফাইল উন্নত করার প্রচেষ্টা করা উচিত।***

বিদ্যুৎ বিভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বিদ্যুৎ খাতে রাজ্য রাষ্ট্রায়াত্ত সংস্থা সমূহের (এস পি এস ই)[216] ক্রিয়াকলাপ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মধ্যে বিদ্যুতের উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ এবং হুইলিংয়ের সাথে সম্পর্কিত, এটি পাইকারি, বাল্ক বা খুচরা যাই হোক না কেন। পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (ডব্লিউ বি পি ডি সি এল) এবং দুর্গাপুর প্রকল্প লিমিটেড (ডি পি এল) যৌথভাবে ছয়টি[217] উৎপাদন কেন্দ্র পরিচালনা করে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ সঞ্চালন কোম্পানী লিমিটেড (ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল) এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানী লিমিটেড (ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল) যথাক্রমে স্টেট ট্রান্সমিশন ইউটিলিটি (এস টি ইউ) এবং ডিসকম নামে পরিচিত। এই চারটি এস পি এস ই সম্পূর্ণরূপে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মালিকানাধীন এবং বিদ্যুৎ বিভাগের (ডি ও পি) তত্ত্বাবধানে কাজ করে। ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল এবং ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ খাত সংস্কার স্থানান্তর প্রকল্প 2007 এর অধীনে প্রাক্তন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ (ডব্লিউ বি এস ই বি) থেকে পৃথক হয়েছিল।

3.1 ভূমিকা

বিদ্যুৎ ক্ষেত্র একটি হার-নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে কাজ করে এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশন (সি ই আর সি/এস ই আর সি) বিদ্যুতের যুক্তিসঙ্গত এবং অর্থনৈতিক মূল্য নির্ধারণ

216 *পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (ডব্লিউ বি পি ডি সি এল), দুর্গাপুর প্রকল্প লিমিটেড (ডি পি এল), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানী লিমিটেড (ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল) এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ সঞ্চালন কোম্পানী লিমিটেড (ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল)।*

217 *ডব্লিউ বি পি ডি সি এল-এর পাঁচটি উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে, যথা কোলাঘাট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (কে টি পি এস), ব্যান্ডেল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (বি টি পি এস), বক্রেশ্বর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (বি কে টি পি এস), সাগরদিঘি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এস জি টি পি এস) এবং সাঁওতালদিহ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এস টি পি এস) এবং ডি পি এল-এর একটি উৎপাদন কেন্দ্র।*

করে। এই মূল্যটি সমস্ত বিচক্ষণ ব্যয় পুনরুদ্ধার এবং যুক্তিসঙ্গত উদ্বৃত্ত উপার্জনের জন্য রিটার্ন হারের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এস ই আর সি গুলি, অবশ্য, প্রায়শই ডিসকমগুলির ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য শুল্ক বাড়ায় না, যাতে ভোক্তাদের শুল্ক অভিঘাত থেকে রক্ষা করা যায়। এই উচ্চতর ব্যয়গুলি হয় এস ই আর সি গুলি দ্বারা নিয়ন্ত্রক সম্পদ হিসাবে স্বীকৃত, যাতে ভবিষ্যতে মাশুল বৃদ্ধির মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করা হবে বা ডিসকমগুলি দ্বারা শোষিত হতে হবে। একটি নিয়ন্ত্রক সম্পদ হল প্রযোজ্য নিয়ন্ত্রক কাঠামোর অধীনে তার নিয়ন্ত্রকের প্রকৃত বা প্রত্যাশিত ক্রিয়াকলাপের ফলস্বরূপ ব্যয়ের জন্য নির্দিষ্ট বা নির্ধারণ যোগ্য পরিমাণ অর্থ পুনরুদ্ধার করার একটি সত্তার অধিকার।

এই চারটি সংস্থার মূল ব্যবসা পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (ডব্লিউ বি ই আর সি) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যা 1999 সালের জানুয়ারিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা গঠিত হয়েছিল। বিদ্যুৎ আইন, 2003 (আইন) এর ধারা 86 অনুযায়ী, ডব্লিউ বি ই আর সি অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি রাজ্যের অভ্যন্তরে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সরবরাহ, সঞ্চালন এবং হুইলিংয়ের জন্য মাশুল নির্ধারণ করবে। প্রযোজ্য মাশুল প্রবিধান অনুসারে এফ পি পি সি এ (জ্বালানী ও বিদ্যুৎ ক্রয় ব্যয় সমন্বয়)/এফ সি এ (জ্বালানি খরচ সমন্বয়)/ বিদ্যুৎ ক্রয় ব্যয় / পরিবর্তনশীল ব্যয়, এম এফ সি এ (মাসিক জ্বালানী খরচ সমন্বয়)/এম ভি সি এ (মাসিক পরিবর্তনশীল ব্যয় সমন্বয়), এ পি আর (বার্ষিক কর্মক্ষমতা পর্যালোচনা) ইত্যাদি মাশুলের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রতিটি আর্থিক বছর শুরু হওয়ার আগে ডব্লিউ বি ই আর সি কর্তৃক বার্ষিক মাশুলগুলি আগাম অবহিত করতে হবে। এই মাশুলগুলি পরবর্তীকালে এ পি আর গুলির মাধ্যমে পর্যালোচনা করা হয় এবং ভবিষ্যতের বছরগুলিতে সামঞ্জস্য করা হয়। তদনুসারে, ডব্লিউ বি ই আর সি কর্তৃক জারি করা প্রবিধান এবং মাশুল/এ পি আর আদেশগুলি বোঝাপড়া এবং ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে, এস পি এস ই গুলি প্রতি বছর তাদের আর্থিক বিবরণীতে প্রতিফলিত নিয়ন্ত্রক সম্পদ (আর এ) / নিয়ন্ত্রক প্রাপ্য (আর আর) পরিমাণ অনুমান করে। এস পি এস ই গুলি ডব্লিউ বি ই আর সি-র কাছে এফ পি পি সি এ এবং এ পি আর সম্পর্কিত আবেদন জমা দেওয়ার এবং ডব্লিউ বি ই আর সি কর্তৃক আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে তাদের গ্রহণের মধ্যে সময়ের ব্যবধানের কারণে আরএ/আর আর তৈরী হয়। 31 শে মার্চ 2022 পর্যন্ত, চারটি এস পি এস ই গুলির মোট আর এ/আর আর ছিল 26,788.86 কোটি টাকা[218]। প্রাপ্য বৃদ্ধির ফলে এই সংস্থাগুলির তারল্য প্রসারিত হয়েছিল।

3.2 সাংগঠনিক কাঠামো

[218] *পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড - 7,764.48 কোটি টাকা, দুর্গাপুর প্রকল্প লিমিটেড - 978.47 কোটি টাকা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ সঞ্চালন কোম্পানী লিমিটেড (-) 284.26 কোটি টাকা এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানী লিমিটেড - 18,330.17 কোটি টাকা।*

প্রতিটি এস পি এস ই-র ব্যবস্থাপনা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পরিচালকদের সমন্বয়ে গঠিত পরিচালনা পর্ষদের (বি ও ডি) উপর ন্যস্ত। চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সি এম ডি)/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এম ডি) এই এস পি এস ই গুলির প্রধান নির্বাহক।

রেগুলেশন সেল/ উইং এবং কর্পোরেট ফাইন্যান্স উইং একসাথে নিয়ন্ত্রক সম্পদ নির্ধারণ, পরিচালনা, আদায়করণ এবং উপস্থাপনার জন্য দায়বদ্ধ।

3.3 নিরীক্ষার উদ্দেশ্য

কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য মূল্যায়ন করার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে -

- নিয়ন্ত্রক সম্পদ তৈরি এবং স্বীকৃত প্রচলিত নীতি / প্রবিধান ইত্যাদির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল কিনা।
- মাশুল এবং খরচের মধ্যে ব্যবধান হ্রাস করা হচ্ছে কিনা, যার ফলে নিয়ন্ত্রক সম্পদ হ্রাস পেয়েছে।
- নিয়ন্ত্রক সম্পদ তৈরি এবং স্বীকৃতি এস পি এস ই গুলির কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করেছিল কিনা।

3.4 নিরীক্ষার পরিধি ও পদ্ধতি

কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা জুলাই এবং সেপ্টেম্বর 2022-এর মধ্যে পরিচালিত হয়েছিল। এতে 2017-18 অর্থবছর থেকে 2021-22 অর্থবছর পর্যন্ত নিয়ন্ত্রক সম্পদ তৈরি, ব্যবস্থাপনা এবং আদায়ের প্রক্রিয়াগুলির পাশাপাশি তাদের উপস্থাপনা এবং প্রকাশ, কার্যকরী মূলধন/ নগদ প্রয়োজনীয়তা, অতিরিক্ত ঋণ/ সুদের বোঝা এবং ক্রেডিট রেটিং ইত্যাদির উপর তাদের প্রভাব অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে ডব্লিউ বি ই আর সি কর্তৃক 2019-20 অর্থবছর পর্যন্ত ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল এবং ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর জন্য এবং ডব্লিউ বি পি ডি সি এল-এর জন্য 2016-17 অর্থবছর পর্যন্ত এবং শুধুমাত্র ডি পি এল-এর জন্য 2015-16 অর্থবছর পর্যন্ত এ পি আর আদেশ জারি করা হয়েছে।

নিরীক্ষা পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল (i) বিদ্যুৎ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, চারটি এস পি এস ই এবং ডব্লিউ বি আর সি-এর প্রধান কার্যালয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করা রেকর্ডগুলি যাচাই এবং যাচাইকরণ, (ii) সরকারী নির্দেশাবলী এবং বি ও ডি র সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা, (iii) মাশুল, এফ পি পি সি এ, এফ সি এ, এ পি আর এবং এস পি এস ই গুলির রিভিউ পিটিশনগুলির আবেদনগুলির পর্যালোচনা, (iv) মাশুল, এফ পি পি সি এ, এফ সি এ, এ পি আর সম্পর্কিত ডব্লিউ বি ই আর সির আদেশগুলি এবং ডব্লিউ বি ই আর সির আদেশে এস পি এস ই গুলির পুনর্বিবেচ্য আবেদনগুলি পরীক্ষা করা, (v) সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটি (সি ই এ), বিদ্যুৎ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং এম ও পি, ভারত সরকারের কাছে জমা দেওয়া এস পি এস ই গুলির রিপোর্ট এবং রিটার্ন যাচাইকরণ, (vi) নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণের বিষয়, এবং (vii) এই এস পি এস ই গুলির পরিচালনার সাথে পারস্পরিক আলোচনা। এস পি এস ই এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রারম্ভিক সম্মেলন 20 জুলাই 2022-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে সেখানে নিরীক্ষার উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, পরিধি ও মানদণ্ড আলোচিত হয়েছিল।

25 নভেম্বর 2022-এ বিদায়ী সম্মেলনে নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণ আলোচিত হয়েছিল। এই সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তরের মুখ্য অধিকর্তা এবং এস পি এস ই গুলির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। উপরন্তু, ডব্লিউ বি ই আর সি র সাথে বিদায়ী সম্মেলন 28 ডিসেম্বর 2022-এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল (জানুয়ারি 2023/ এপ্রিল 2023/ মার্চ 2024), ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল (এপ্রিল 2023/ জানুয়ারি 2024), ডব্লিউ বি পি ডি সি এল (নভেম্বর 2022/ ডিসেম্বর 2023), ডি পি এল (এপ্রিল 2023/ জানুয়ারি 2024) এবং ডব্লিউ বি ই আর সি (জানুয়ারি 2023) থেকে উত্তর পাওয়া গেছে।

3.5 নিরীক্ষার মানদণ্ড

নিরীক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনের মূল্যায়নের জন্য গৃহীত নিরীক্ষার মানদণ্ডগুলি নিম্নলিখিতগুলি থেকে উদ্ভূত হয়েছিল:

- ✓ বিদ্যুৎ আইন, 2003।
- ✓ কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (সি ই আর সি) এবং ডব্লিউ বি ই আর সি কর্তৃক জারি করা প্রচলিত এবং সম্পর্কিত মাশুল প্রবিধান।
- ✓ জাতীয় বিদ্যুৎ নীতি, 2005।
- ✓ জাতীয় মাশুল নীতি, 2006 ও 2016।
- ✓ কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং ডব্লিউ বি ই আর সি/ সি ই আর সি-এর নির্দেশিকা এবং নির্দেশাবলী।
- ✓ ডব্লিউ বি ই আর সি এবং বিদ্যুৎ আপিল ট্রাইব্যুনাল (এ পি টি ই এল)-এর কাছে জমা দেওয়া আবেদনগুলির বিরুদ্ধে জারি করা আদেশ এবং নির্দেশাবলী।

3.6 স্বীকৃতি

নিরীক্ষা তার কার্যসম্পাদন নিরীক্ষা পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহে বিদ্যুৎ দপ্তর এবং এস পি এস ই গুলির সহযোগিতা স্বীকার করে।

3.7 আর্থিক ও কার্যক্রম সম্পাদনা

(ক) আর্থিক কার্যকলাপ

2021-22 অর্থবছর পর্যন্ত বিগত পাঁচটি আর্থিক বছরে এস পি এস ই গুলির সংক্ষিপ্ত আর্থিক কর্মক্ষমতা ***পরিশিষ্ট-19*** এ দেখানো হয়েছে। 31 শে মার্চ 2022 পর্যন্ত এস পি এস ই গুলির আর্থিক সম্পাদনা সম্পর্কিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করা গেছে।

ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল	✓ 2022 সালের 31 মার্চ পর্যন্ত ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল কর্তৃক 18,330.17 কোটি টাকা (এস পি এস ই গুলির মোট আর এ গুলির 68 শতাংশ) আর এ হিসাবে বুক করা হয়েছিল। ✓ গত পাঁচ বছরে ন্যূনতম মুনাফা অর্জন করেছে। ✓ 2020-21 সাল পর্যন্ত চার বছরে মোট আয়ের সাথে নিয়ন্ত্রক আয়ের অনুপাত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং 2021-22 সালে হ্রাস পেয়েছে। ✓ কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা (মে 2022) মতামত দিয়েছিলেন যে- *মাশুল পদ্ধতির মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করা অর্থ গৃহীত রাজস্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় যার ফলে প্রতি বছর পুনরুদ্ধারযোগ্য অর্থের পরিমাণ বাড়ছে। যদি এই রাজস্ব গৃহীত না হত, তবে বার্ষিক আর্থিক অবস্থার ফলাফলে লোকসান হত। রাজস্বের দুর্বল পুনরুদ্ধারের জন্য, সংস্থাটি তার ঋণ বৃদ্ধি করছে, যাতে তার স্থায়িত্ব নাও থাকতে পারে।* ✓ কিছু ভৌগোলিক স্থানে বিদ্যুৎ চুরির কারণে অস্বাভাবিক এ টি এন্ড সি (90 শতাংশেরও বেশি) ক্ষতি হয়েছে। ✓ দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পগুলির জন্য অব্যবহৃত রাজ্য সরকারের তহবিল এবং ঋণ নগদ ক্রেডিট অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া হয়েছিল যাতে এর বকেয়া ব্যালেন্স হ্রাস করা যায়; ✓ ডব্লিউ বি ই আর সি কর্তৃক নিয়ন্ত্রক সম্পদের দুর্বল পুনরুদ্ধারের কারণে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল তার ঋণ বৃদ্ধি করছে; ✓ তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে বেসরকারী ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে 1,346.52 কোটি টাকা প্রাপ্য, যার জন্য জামানত আছে মাত্র 97.40 কোটি টাকা; ✓ সরকারী গ্যারান্টিযুক্ত পেনশন ট্রাস্ট বন্ড 2016 এর বিপরীতে 1,173.00 কোটি টাকা প্রদানে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর খেলাপি হয়েছে, যা 31 মার্চ 2022 এর মধ্যে পরিশোধযোগ্য ছিল।

ডব্লিউ বি পি ডি সি এল	✓ কোম্পানিটির 31 মার্চ 2022 পর্যন্ত বিদ্যুৎ দপ্তরের 620.72 কোটি টাকা ঋণ পরিশোধে খেলাপি ছিল।
ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল	✓ ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল একটি মুনাফা উপার্জনকারী সংস্থা, যার কার্যকলাপে 2017-18 আর্থিক বছরে রাজস্ব 1,298.54 কোটি টাকা থেকে বেড়ে 2021-22 আর্থিক বছরে 1,689.05 কোটি টাকা হয়েছে।
ডি পি এল	✓ ডি পি এল একটি লোকসানের কোম্পানি। তবে, 2021-22 অর্থবছরে কোম্পানিটি, প্রধানত ভেঙে ফেলা কোক ওভেন গ্রুপের প্ল্যান্ট এবং ডি পি এল-এর ইউনিট 6 বিক্রি করে 5.20 কোটি টাকার প্রান্তিক মুনাফা অর্জন করেছে।

লেখচিত্র 3.1-এ দেখানো হয়েছে, 2017-18 থেকে 2021-22 আর্থিক বছর পর্যন্ত এই এস পি এস ই গুলির ঋণ-ইক্যুইটি অনুপাত (ডি ই আর)[219], চলতি সম্পদ অনুপাত (সি এ আর)[220], ইক্যুইটির উপর প্রতিদান (আর ও ই)[221] এবং সুদ অন্তর্ভুক্তি অনুপাত (আই সি আর)[222] এর বছরভিত্তিক পরিবর্তনগুলি, যা তাদের আর্থিক কর্মক্ষমতা নির্দেশ করে।

লেখচিত্র 3.1ঃ এস পি এস ই গুলির আর্থিক কর্মক্ষমতা

(ক) ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল

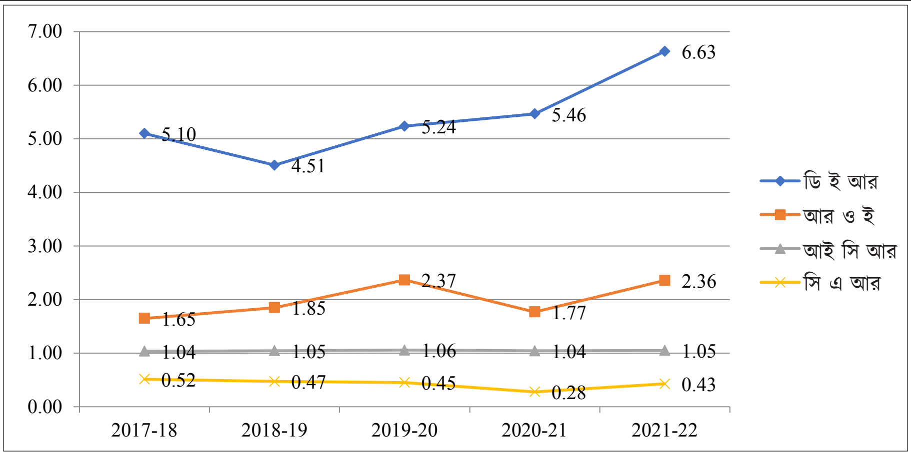

(উৎস: বার্ষিক প্রতিবেদন)

- 2017-22 সময়কালে ডি ই আর 4.51 এবং 6.63 এর মধ্যে ছিল, যা ঋণের উপর ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর নির্ভরতা প্রদর্শন করে।
- 2017-22 সময়কালে সি এ আর (মোট সম্পদ থেকে নিয়ন্ত্রক সম্পদ বাদ দিয়ে) 0.28 থেকে 0.52 এর মধ্যে ছিল, যা ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর বর্তমান দায় পরিশোধের ক্ষমতা হ্রাসকে চিত্রিত করে।
- আর ও ই এবং আই সি আর স্থিতিশীল ছিল এবং বছরের পর বছর ধরে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর পর্যাপ্ত কর্মক্ষমতা চিত্রিত করেছিল।

[219] *ডি ই আর এমন একটি অনুপাত যা একটি এস পি এস ই-এর দীর্ঘ-ঋণের দায়গুলি তার শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটির সাথে তুলনা করে। উচ্চতর ডি ই আর মানে একটি সংস্থা আরও বেশি ঋণ নিয়েছে।*

[220] *সি এ আর, এস পি এস ই-এর বর্তমান সম্পদের সাথে তার বর্তমান দায়বদ্ধতার অনুপাত এবং 12 মাসের মধ্যে বকেয়া এস পি এস ই-এর দায় পরিশোধের ক্ষমতা নির্দেশ করে। অনুপাত একের কম হলে, এস পি এস ই-এর বকেয়া পরিশোধে অক্ষমতা নির্দেশ করে।*

[221] *আর ও ই, সাধারণত শতাংশ হিসাবে প্রকাশ করা হয়, শেয়ারহোল্ডারদের তহবিল দ্বারা বিভক্ত নিট আয় (অর্থাৎ কর পরবর্তী নিট মুনাফা)। এটি আর্থিক কর্মক্ষমতার একটি পরিমাপ এবং মূল্যায়ন করে পরিচালকরা কীভাবে মুনাফা অর্জনের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের তহবিল ব্যবহার করছে।*

[222] *আই সি আর হল এস পি এস ই-এর সুদ এবং করের আগে আয়ের অনুপাত (ই বি আই টি) এবং একই সময়ের মধ্যে করা সুদ-ব্যয়ের অনুপাত। এটি বকেয়া ঋণের সুদ প্রদানের জন্য একটি এস পি এস ই র ক্ষমতা দেখায় এবং অনুপাত যত কম হয়, ঋণের সুদ প্রদানের জন্য এস পি এস ই র ক্ষমতা তত হ্রাস পায়। একের নীচে আই সি আর অনুপাত নির্দেশ করে যে এস পি এস ই সুদের উপর তার ব্যয় মেটাতে পর্যাপ্ত রাজস্ব উৎপাদন করছে না।*

(খ) ডব্লিউ বি পি ডি সি এল

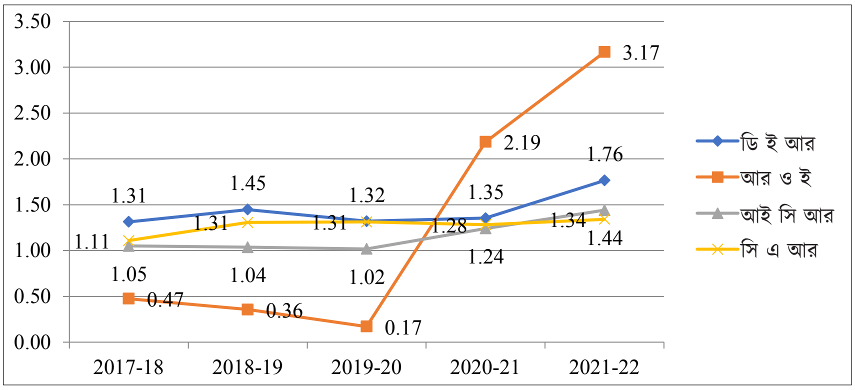

(উৎস: বার্ষিক প্রতিবেদন)

সি এ আর, আই সি আর এবং আর ও ই 2017-22 সালে ক্রমবর্ধমান প্রবণতা দেখিয়েছে, যা ডব্লিউ বি পি ডি সি এল-এর উন্নত কর্মক্ষমতা চিত্রিত করে। ডি ই আর ও নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং ডব্লিউ বি ই আর সি র সূচক 2.33:1 (অর্থাৎ ঋণ: 70 শতাংশ এবং ইক্যুইটি: 30 শতাংশ) এর মধ্যে ছিল।

(গ) ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল

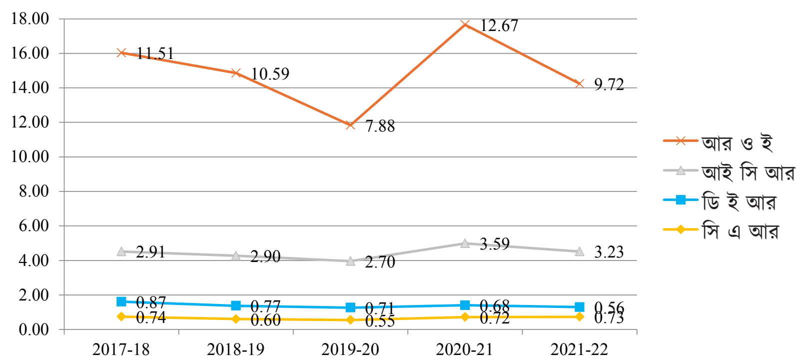

(উৎস: বার্ষিক প্রতিবেদন)

- ডি ই আর 2.33:1 সূচকের মধ্যে ছিল। উপরন্তু, একেরও কম সি এ আর ইঙ্গিত দেয় যে, ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল-এর বর্তমান দায়গুলি তার বর্তমান সম্পদের চেয়ে বেশি এবং কার্যকরী মূলধনের ঘাটতি হতে পারে।
- আই সি আর এবং আর ও ই উচ্চতর দিকে ছিল যা ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল-এর রাজস্ব উপার্জন এবং বকেয়া ঋণের সুদ পরিশোধের পাশাপাশি শেয়ারহোল্ডারদের তহবিলগুলি লাভজনকভাবে পরিচালনা করার ক্ষমতাকে প্রতিফলিত করেছিল।

(ঘ) ডি পি এল

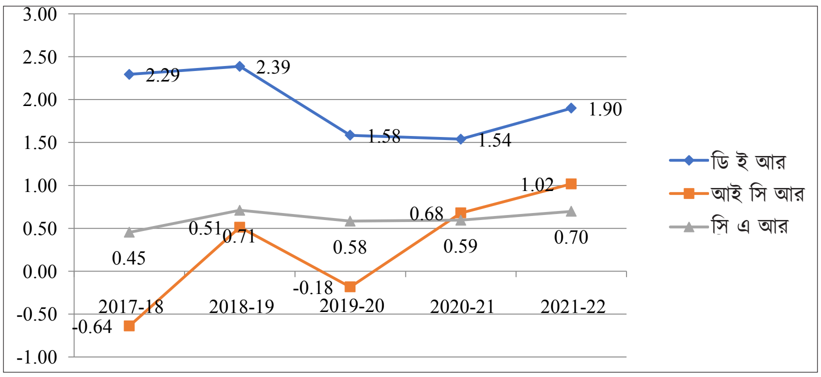

(উৎস: বার্ষিক প্রতিবেদন)

- সি এ আর 0.45 এবং 0.70 এর মধ্যে ছিল, যা ইঙ্গিত দেয় যে, ডি পি এলের বর্তমান দায়গুলি তার বর্তমান সম্পদের চেয়ে বেশি ছিল।
- 2017-18 ও 2019-20 অর্থবছরে আই সি আর নেতিবাচক এবং 2018-19 ও 2020-21 অর্থবছরে 1-এর নিচে ছিল, যা ডি পি এল-এর বকেয়া ঋণের সুদ পরিশোধে অক্ষমতার প্রমাণ দেয়। এটি কেবল 2021-22 অর্থবছরে উন্নতি করেছে।
- ডি ই আর স্থিতিশীল এবং আদর্শ সূচকের মধ্যে ছিল।
- যেহেতু ডি পি এল এই সময়ের মধ্যে লোকসানে ছিল, তাই এর শেয়ারহোল্ডারদের তহবিল নেতিবাচক ছিল। ফলস্বরূপ, 2017-22 সময়কালে-এর আর ও ই নির্ধারণযোগ্য ছিল না।

(খ) কার্যক্রম সম্পাদনা

ডব্লিউ বি ই আর সি মাশুল নির্ধারণের জন্য তার মাশুল প্রবিধানে বিভিন্ন নিয়ম নির্ধারণ করেছিল। এই নিয়মগুলি এস পি এস ই গুলির ক্রিয়াকলাপ অনুসারে পরিবর্তিত হয়। ডিসকমের ক্ষেত্রে (এখানে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল এবং ডি পি এলের পূর্ববর্তী বিতরণ অংশ) প্রধান সূচকগুলি হল এ টি অ্যান্ড সি[223] এবং টি অ্যান্ড ডি[224] ক্ষতি। ট্রান্সমিশন লাইসেন্সধারীর ক্ষেত্রে (এখানে ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল) প্রধান সূচক হল রূপান্তর ক্ষমতা, ট্রান্সমিশন লাইন এবং গ্রিডের শক্তি প্রবাহ। বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীর ক্ষেত্রে (এখানে ডব্লিউ বি পি ডি সি এল এবং ডি পি এল) প্রধান সূচকগুলি হল পি এ এফ[225], পি এল এফ[226] এবং এ পি সি/এ ই সি[227]।

2021-22 অর্থবছর পর্যন্ত বিগত পাঁচ টি আর্থিক বছরের জন্য এস পি এস ই গুলির কার্যকরী সম্পাদনা **লেখচিত্র 3.2**-এ দেওয়া হয়েছে।

লেখচিত্র 3.2: এস পি এস ই গুলির কার্যকরী সম্পাদনা

(ক) ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল

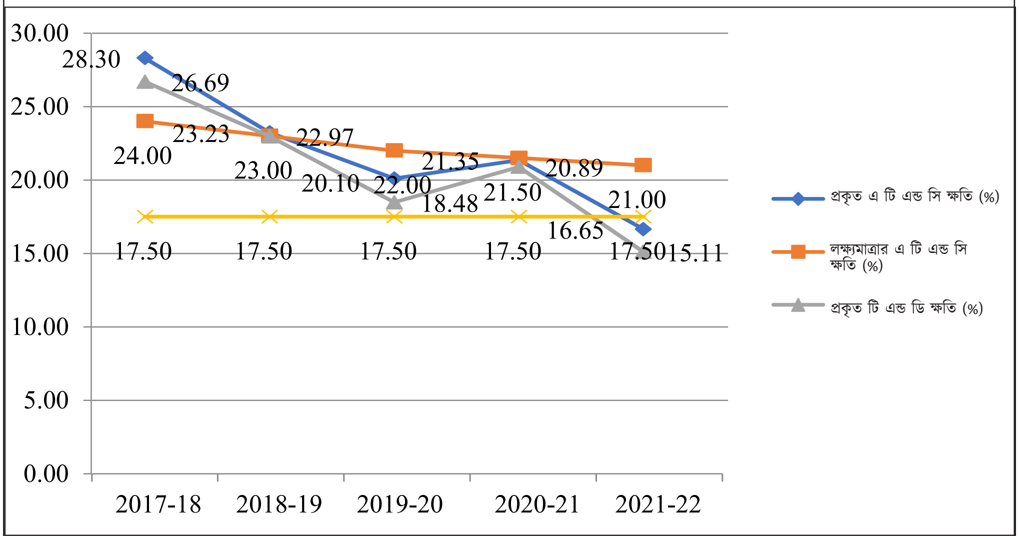

(উৎস: ট্যারিফ রেগুলেশন/ ট্যারিফ অর্ডার/ বার্ষিক প্রতিবেদন)

[223] *শক্তি ইনপুট এবং শক্তির মধ্যে ব্যবধান যার জন্য প্রকৃতপক্ষে ভোক্তাদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করা হয়।*

[224] *শক্তি ইনপুট এবং ভোক্তাদের কাছে বিল করা শক্তির মধ্যে ব্যবধান।*

[225] *প্ল্যান্ট প্রাপ্যতা ফ্যাক্টর (পি এ এফ) একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার জন্য একটি উৎপাদন কেন্দ্রের প্রাপ্যতা প্রতিনিধিত্ব করে।*

[226] *পি এল এফ বলতে বোঝায় একটি উৎপাদনকারী কেন্দ্র দ্বারা উৎপাদিত মোট শক্তি, যা কেন্দ্রের মোট স্থাপিত ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত শক্তির শতাংশ হিসাবে প্রকাশ করা হয়।*

[227] *সহায়ক শক্তি/শক্তি খরচ (এ পি সি/এ ই সি), উৎপাদন কেন্দ্র দ্বারা সরঞ্জাম/সাধারণ পরিষেবাগুলি চালানোর জন্য অভ্যন্তরীণভাবে ব্যবহৃত শক্তিকে প্রতিনিধিত্ব করে।*

(খ) ডব্লিউ বি পি ডি সি এল

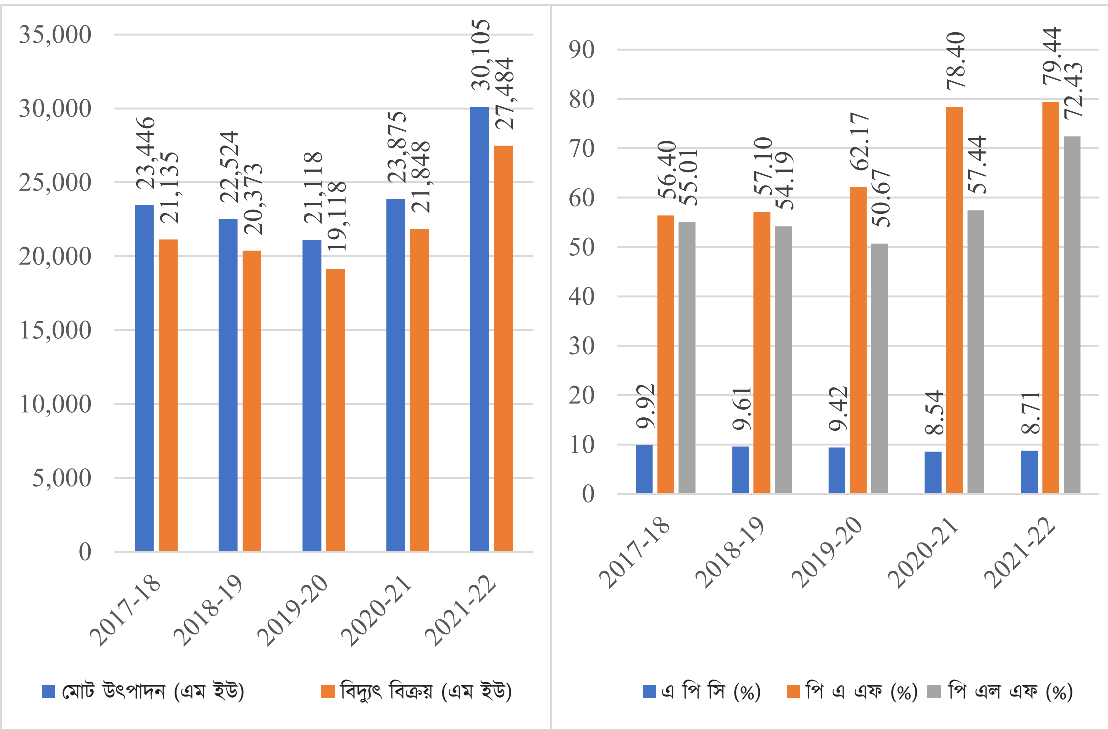

(গ) ডি পি এল

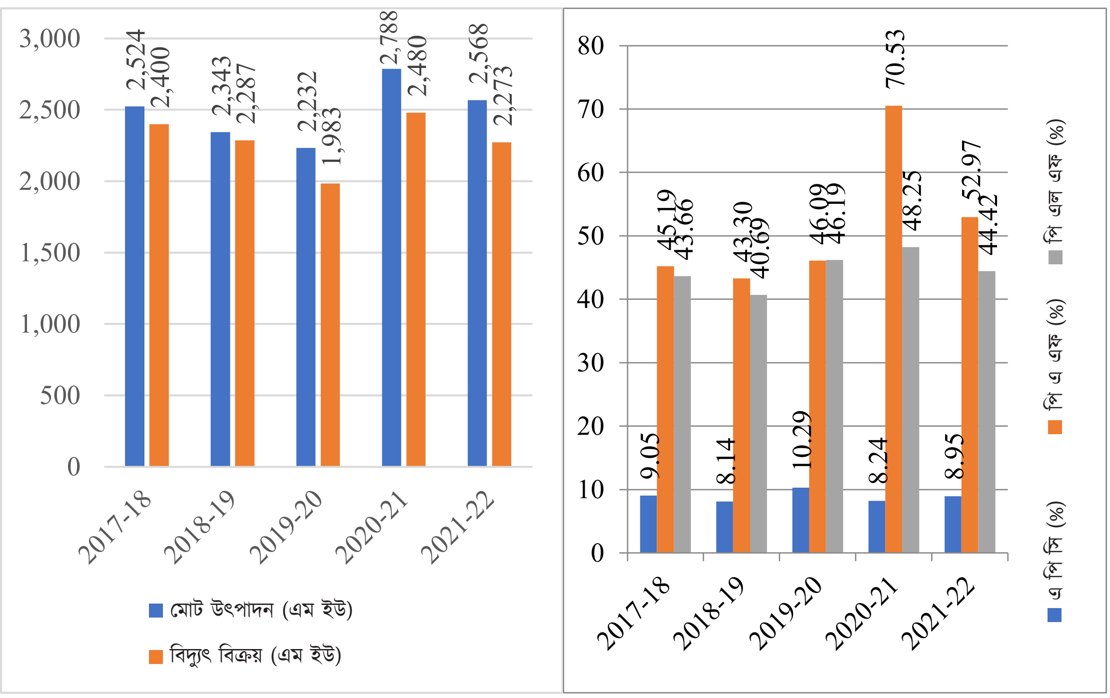

(উৎস: ট্যারিফ রেগুলেশন/ ট্যারিফ অর্ডার/ বার্ষিক প্রতিবেদন)

(ঘ) ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল

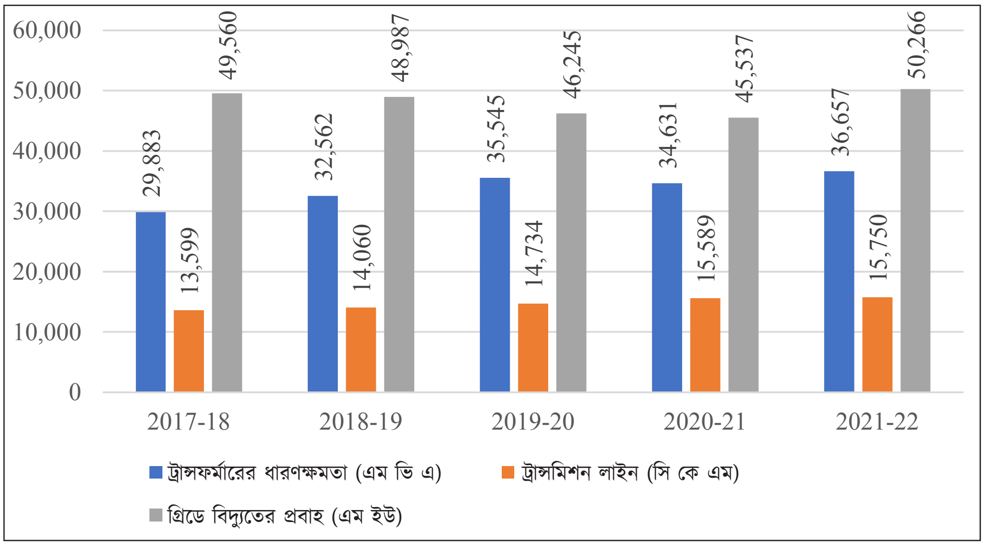

(উৎস: ট্যারিফ রেগুলেশন/ ট্যারিফ অর্ডার/ বার্ষিক প্রতিবেদন)

উপরের বিষয়গুলো থেকে এটা স্পষ্ট যে:

- ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে চার বছরে টি অ্যান্ড ডি ক্ষতি নিয়মের চেয়ে বেশি হয়েছে। এতে উচ্চতর টি অ্যান্ড ডি ক্ষতির ফলে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ক্রয় করতে হয়েছিল, যা ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা অনুমোদিত ছিল না। 2019-22 আর্থিক বছরে এ টি অ্যান্ড সি লোকসান কমানো হয়েছে।
- ডব্লিউ বি পি ডি সি এল-এর এ পি সি/এ ই সি 9.92 শতাংশ (2017-18 আর্থিক বছর) থেকে কমে 8.71 শতাংশ (2021-22 অর্থবছর) হয়েছে, যা উন্নত কার্যসম্পাদনের ইঙ্গিত দেয়।
- পি এ এফ ও 56.40 শতাংশ (2017-18 আর্থিক বছর) থেকে বেড়ে 79.44 শতাংশ (2021-22 আর্থিক বছর) হয়েছে, তবে ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা নির্ধারিত আদর্শিক ক্ষমতার (85 শতাংশ) চেয়ে কম ছিল। প্ল্যান্ট লোড ফ্যাক্টর হল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সরবরাহ করা গড় শক্তির অনুপাত যা একই সময়ের জন্য সর্বাধিক লোডিং অবস্থায় সরবরাহ করা যেতে পারে। কম লোড ফ্যাক্টরে চালিত একটি উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য রেটযুক্ত ভোল্টেজে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার তাপ বজায় রাখতে আরও জ্বালানী পোড়াতে হবে। পি এল এফ 50.67 শতাংশ (2019-20 আর্থিক বছর) থেকে 72.43 শতাংশ (2021-22 আর্থিক বছর) এর মধ্যে ছিল, যা ইঙ্গিত দেয় যে প্ল্যান্টগুলি আংশিক লোডে চলছে, যার ফলে অতিরিক্ত জ্বালানি খরচ হচ্ছে।
- ডি পি এল-এর এ পি সি 9.05 শতাংশ (2017-18 আর্থিক বছর) থেকে কমে 8.95 শতাংশ (2021-22 অর্থবছর) হয়েছে, যা উন্নত পারফরম্যান্সের ইঙ্গিত দেয়। উপরন্তু, কম পি এ এফ (43 শতাংশ থেকে 71 শতাংশ), এর ফলে স্থির ব্যয়ের কম পুনরুদ্ধার হয়। আবার, দুর্বল পি এল এফ (41 শতাংশ থেকে 48 শতাংশ) ইঙ্গিত দেয় যে, প্ল্যান্টগুলি আংশিক লোডে চলছিল, যার ফলে অতিরিক্ত জ্বালানী খরচ হয়েছিল।
- ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল-এর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, 2017-22 সালে রূপান্তর ক্ষমতা (এম ভি এ)[228] এবং সঞ্চালন লাইন (সি কে এম)[229] বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শক্তি প্রবাহ (মিলিয়ন ইউনিট/এম ইউ) 2017 থেকে 2021 পর্যন্ত সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

[228] *মেগা ভোল্ট অ্যাম্পিয়ারস (1,000,000 ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার), এটি রূপান্তর ক্ষমতা পরিমাপের একটি ইউনিট।*
[229] *সার্কিট কিলোমিটার (ট্রান্সমিশন লাইনের প্রকৃত দৈর্ঘ্য), এটি ট্রান্সমিশন লাইন পরিমাপের একটি ইউনিট।*

ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল তার 2021-22 এর বার্ষিক প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে আর্থিক এবং অপারেশনাল পারফরম্যান্সের পরিসংখ্যান (জানুয়ারি 2024) সজ্জিত করেছে, যা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এস পি এস ই গুলির নিম্ন মানের কার্য্যসম্পাদনের প্রভাব টি ***অনুচ্ছেদ 3.10***-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

3.8 মাশুল নীতি ও পদ্ধতি

ভারত সরকার বিদ্যুৎ আইন, 2003 এর ধারা 3 এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে (জানুয়ারী 2006) জাতীয় মাসুল নীতি (এন টি পি), 2006 অবহিত করেছে। 2016 সালের জানুয়ারিতে একটি সংশোধিত এন টি পি জারি করা হয়েছিল। সংশোধিত নীতির উদ্দেশ্যগুলি হল, অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি, (ক) যুক্তিসঙ্গত ও প্রতিযোগিতামূলক হারে ভোক্তাদের কাছে বিদ্যুতের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা; (খ) বিভাগটির আর্থিক কার্যকারিতা নিশ্চিত করা এবং বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা; (গ) নিয়ন্ত্রক পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা, ধারাবাহিকতা এবং ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করা এবং নিয়ন্ত্রক ঝুঁকিসম্পর্কে উপলব্ধি হ্রাস করা; এবং (ঘ) প্রতিযোগিতা, ক্রিয়াকলাপে দক্ষতা এবং সরবরাহের মানের উন্নতি।

ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি (এন টি পি), 2006-এর 8.2.2 অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিয়ন্ত্রক সম্পদের সুবিধাটি একটি নির্দিষ্ট বছরে মাশুলের প্রভাব সীমাবদ্ধ করার জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল এবং প্রাকৃতিক কারণে বা জোরপূর্বক পরিস্থিতিতে কেবল মাত্র ব্যতিক্রম হিসাবে অবলম্বন করা হয়েছিল। এছাড়াও, নিয়ন্ত্রক সম্পদের পুনরুদ্ধারের সময় সীমাবদ্ধ এবং পুনরাবৃত্তিহীন হওয়া উচিত ছিল। এছাড়াও, এন টি পি, 2016-এর 8.2.2 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, "স্বাভাবিক এর মতো ব্যবসার শর্তে" নিয়ন্ত্রক সম্পদ তৈরি করা যাবে না এবং নিয়ন্ত্রক সম্পদের বহন ব্যয়সহ বকেয়া নিয়ন্ত্রক সম্পদ পুনরুদ্ধার এর সময়সীমা সাত বছর সময়ের মধ্যে হতে হবে।

এদিকে, ডব্লিউ বি ই আর সি ফেব্রুয়ারী 2007 সালে মাল্টি ইয়ার ট্যারিফ (এম ওয়াই টি) চালু[230] করেছিল, যার মাধ্যমে প্রতিটি উৎপাদনকারী সংস্থা এবং লাইসেন্সধারীকে 2007-08 অর্থবছর থেকে শুরু হওয়া নিয়ন্ত্রণ সময়ের জন্য এম ওয়াই টি কাঠামোর অধীনে ডব্লিউ বি ই আর সি র কাছে এ আর আর (বার্ষিক রাজস্ব প্রয়োজনীয়তা)[231] অনুমোদনের জন্য আবেদন জমা দিতে হয়েছিল। প্রতিটি আর্থিক বছর শেষ হওয়ার পরে, প্রতিটি উৎপাদনকারী সংস্থা এবং লাইসেন্সধারীকে ডব্লিউ বি ই আর সি-র কাছে তার এফ পি পি সি এ, এফ সি এ এবং এ পি আর আবেদনগুলি জমা দিতে হত, যার ফলে উল্লিখিত আবেদনগুলির বিরুদ্ধে আদেশ পাস করা হতো।

তবে ডব্লিউ বি ই আর সি যদি সন্তুষ্ট হয় যে:

- একজন লাইসেন্সধারী একটি নির্দিষ্ট বছরের জন্য নির্ধারিত মাশুলে সমস্ত গ্রহণযোগ্য খরচ সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে না, এবং
- লাইসেন্সধারীর সমগ্র রাজস্ব প্রয়োজনীয়তার এককালীন পুনরুদ্ধার, সেই নির্দিষ্ট বছরে যার জন্য মাশুল নির্ধারণ করা হচ্ছে, ভোক্তাদের মাশুল আঘাতের কারণে বিচক্ষণ হবে না; তখন, ডব্লিউ বি ই আর সি নিয়ন্ত্রক সম্পদের জন্য মাশুল আদেশে যথাযথ বিধান করতে পারে, যার ফলে ভবিষ্যতে শুল্কের মাধ্যমে ঘাটতি পুনরুদ্ধারের অনুমতি দেওয়া হয়। যেখানে, ডব্লিউ বি ই আর সি একটি নিয়ন্ত্রক সম্পদ তৈরির অনুমতি দেয়, সেখানে নিয়ন্ত্রক সম্পদ মুছে ফেলার তারিখসহ সময়কাল এবং উল্লিখিত নিয়ন্ত্রক সম্পদের মুক্তির নির্দিষ্ট দিশাটি যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

---

[230] *অনুচ্ছেদ 2.5 , ডব্লিউ বি ই আর সি প্রবিধান নং 31, তারিখ 9 ফেব্রুয়ারী 2007।*

[231] *এ আর আর গ্রাহকদের কাছ থেকে মাশুলের মাধ্যমে লাইসেন্সধারী দ্বারা পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজনীয় রাজস্ব বোঝায়।*

ডব্লিউ বি ই আর সি কর্তৃক জারি করা মাশুল প্রবিধান 2011 এবং বিদ্যুৎ আইন, 2003 এর ধারা 64(3) অনুযায়ী, এস পি এস ই দ্বারা মাশুল প্রস্তাব জমা দেওয়ার জন্য একটি সময়সূচী রয়েছে। সমগ্র নিয়ন্ত্রণ সময়ের ক্ষেত্রে এই আইনের অধীনে মাশুল নির্ধারণের জন্য একটি সমন্বিত আবেদন, নিয়ন্ত্রণের সময়কাল শুরু হওয়ার কার্যকর তারিখের 120 দিন আগে জমা দিতে হবে। সুতরাং, নিয়ন্ত্রণ সময়কালের জন্য এম ওয়াই টি মাশুল আবেদনগুলি প্রতি বছর নভেম্বরের শেষের দিকে ডব্লিউ বি ই আর সি-এর কাছে জমা করতে হবে। এছাড়াও, এ পি আর আবেদনগুলি পরবর্তী অর্থবছরের নভেম্বরের শেষে ডব্লিউ বি ই আর সি তে জমা দিতে হবে। মাশুল প্রস্তাব সম্পর্কিত একটি আদর্শ সময়সূচী, এস পি এস ই এবং ডব্লিউ বি ই আর সি-এর ক্রিয়াকলাপ এবং তাদের প্রত্যাখ্যান/গ্রহণযোগ্যতা **লেখচিত্র 3.3**-এ দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র 3.3 : এস পি এস ই দ্বারা মাশুল/এ পি আর প্রস্তাবগুলির ফ্লো-চার্ট

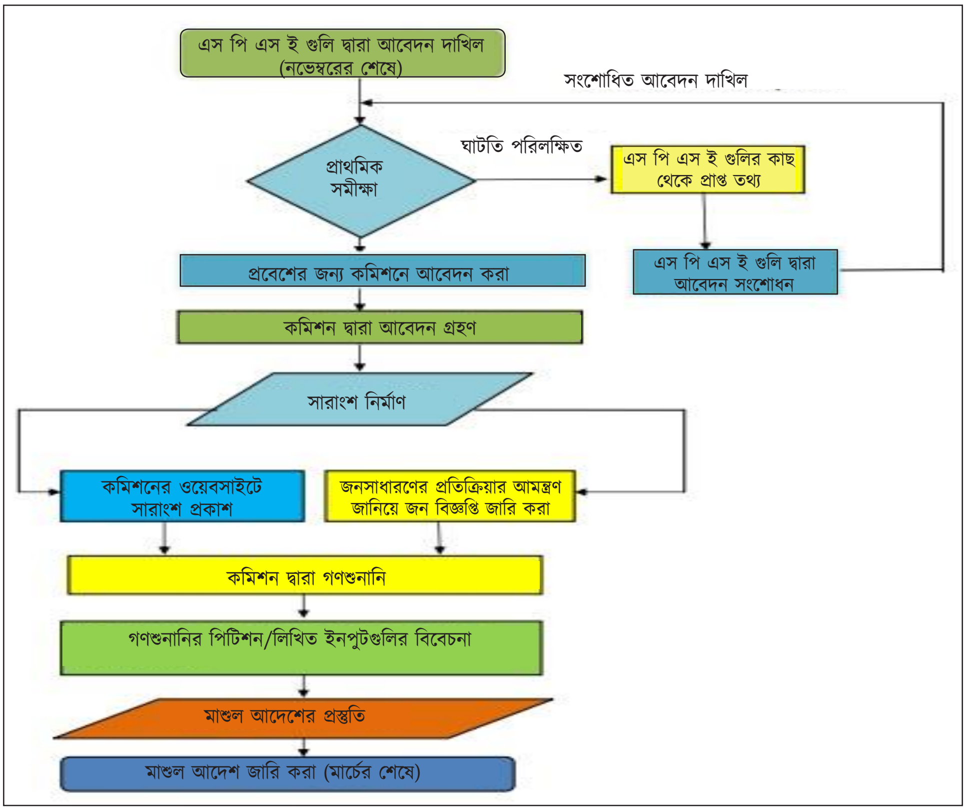

(উৎস: ট্যারিফ রেগুলেশন)

উপরের ফ্লো চার্টটি এস পি এস ই গুলি দ্বারা মাশুল/এ পি আর আবেদনের সময়সীমা এবং ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা জারি করা আদেশটি বর্ণনা করেছে। এস পি এস ই দ্বারা এ পি আর আবেদন জমা দিতে বিলম্ব, বিলম্বের কারণ এবং ডব্লিউ বি ই আর সি-এর এ পি আর আদেশ জারিতে বিলম্বের কারণগুলি ***অনুচ্ছেদ 3.9.2***-এ আলোচনা করা হয়েছে।

নিরীক্ষার ফলাফল

3.9 নিরীক্ষার উদ্দেশ্য 1: নিয়ন্ত্রক সম্পদ তৈরি এবং স্বীকৃতি প্রচলিত নীতি/ প্রবিধান ইত্যাদির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল কিনা

বিদ্যুৎ আইন 2003, এন টি পি 2006/2016 এবং ডব্লিউ বি ই আর সি-এর মাশুল প্রবিধান 2011 অনুসারে, এস পি এস ই গুলিকে তাদের মাশুল/এ পি আর/এফ পি পি সি এ/এফ সি এ আবেদনগুলি ডব্লিউ বি ই আর সি-এর কাছে যথাসময়ে জমা দিতে হবে এবং প্রবিধানগুলির ব্যাখ্যা সহ জারি করা মাশুল/এ পি আর আদেশগুলির অতীত অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে এই পরিমাণগুলি অনুমান করার ক্ষেত্রে রায় প্রয়োগ করতে হবে।

3.9.1 নিয়ন্ত্রক সম্পদ তৈরি এবং বুকিংয়ের ক্ষেত্রে এস পি এস ই দ্বারা অনুসরণ করা অ্যাকাউন্টিং পদ্ধতি

ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (আই এন ডি এ এস) 114 টি 'রেট নিয়ন্ত্রিত ক্রিয়াকলাপের নিয়ন্ত্রক ডেফারাল অ্যাকাউন্টস' সম্পর্কিত, যেখানে নিয়ন্ত্রক ডেফারাল অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সগুলির[232] জন্য আর্থিক প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করে। উপরন্তু, অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (এ এস) সম্মত সংস্থাগুলির জন্য, ফেব্রুয়ারি 2012 সালে ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস (আই সি এ আই) কর্তৃক জারি করা রেট নিয়ন্ত্রিত ক্রিয়াকলাপের জন্য অ্যাকাউন্টিং সম্পর্কিত গাইডেন্স নোট অনুসরণ করতে হবে।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, চারটি এস পি এস ই, যথা ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল, ডব্লিউ বি পি ডি সি এল, ডি পি এল এবং ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল তাদের হিসাব বইতে নিয়ন্ত্রক সম্পদ এবং দায়গুলির জন্য বিভিন্ন অ্যাকাউন্টিং পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এস পি এস ই দ্বারা গৃহীত বিভিন্ন পদ্ধতি এবং বার্ষিক হিসাবে তাদের উপস্থাপনা, নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল	✓ ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল, আর এ অ্যাকাউন্টিংয়ের জন্য আই এন ডি এ এস-114 অনুসরণ করে। ✓ 'রেগুলেটরি ডেফারাল অ্যাকাউন্ট'-এর অধীনে ডেবিট ব্যালেন্স হিসাবে 'মোট সম্পদ' এর অধীনে আর এ দেখানো হয়েছিল। রেগুলেটরি ডেফারাল অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সে নিট মুভমেন্ট মুনাফা এবং লোকসান অ্যাকাউন্টে দেখানো হয়েছিল। ✓ এটি হিসাব গুলিতে তার দাবির 100% বুক করেছে এবং আর এ গুলিতে বহন-ব্যয়[233] ও দাবি করেছে।
ডব্লিউ বি পি ডি সি এল	✓ ডব্লিউ বি পি ডি সি এল, আর এ অ্যাকাউন্টিংয়ের জন্য আই এন ডি এ এস-114 অনুসরণ করে। ✓ এটি 'অন্যান্য কারেন্ট অ্যাসেটস'-এর অধীনে প্রাপ্যগুলি 'জ্বালানী খরচ পুনরুদ্ধারযোগ্য' এবং 'স্থির ব্যয় পুনরুদ্ধারযোগ্য' হিসাবে দেখিয়েছে। ✓ এটি হিসাব গুলিতে তার দাবির 95% বুক করেছে এবং আর এ গুলিতে বহন ব্যয় দাবি করেনি।
ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল	✓ ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল, আর এ অ্যাকাউন্টিংয়ের জন্য আই এন ডি এ এস-114 অনুসরণ করেছিল। ✓ 'রেগুলেটরি ডেফারাল অ্যাকাউন্ট'-এর অধীনে ডেবিট ব্যালেন্স হিসাবে 'সম্পদ' এর অধীনে আর এ দেখানো হয়েছিল। রেগুলেটরি ডেফারাল অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সে নিট মুভমেন্ট মুনাফা এবং লোকসান অ্যাকাউন্টে দেখানো হয়েছিল। ✓ ডব্লিউ বি ই আর সি কর্তৃক এ পি আর আদেশ জারি করার সাথে সাথে এটি আর এ গুলিকে স্বীকৃতি দেয় এবং আর এ গুলিতে বহন ব্যয় দাবি করে না।
ডি পি এল	✓ নীট মূল্য 250 কোটি টাকার কম হওয়ার জন্য এবং ডি পি এল একটি তালিকাভুক্ত কোম্পানী না হওয়ার জন্য, ডি পি এল তার অ্যাকাউন্টিংয়ের জন্য আই এন ডি এ এস অনুসরণ করেনি। ডি পি এল তার নিরীক্ষিত হিসাবে আলাদা করে না দেখিয়ে "অন্যান্য চলতি সম্পদ"-এর অধীনে "নিয়ন্ত্রক সম্পদগুলি" দেখিয়েছে যার মধ্যে জ্বালানি খরচ এবং স্থির ব্যয়ও রয়েছে।

সুতরাং, আর এ/আর আর তৈরি এবং বুকিংয়ের ক্ষেত্রে এস পি এস ই দ্বারা গৃহীত অ্যাকাউন্টিং পদ্ধতিতে অভিন্নতার স্পষ্ট অভাব ছিল।

ডব্লিউ বি পি ডি সি এল তার উত্তরে (নভেম্বর 2022) নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণ গ্রহণ করেছে এবং বলেছে যে, এফ সি এ এবং এ পি আর আদেশগুলি 2017-18 সাল থেকে ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা এখনও জারি করা হয়নি। উপরন্তু, 2017-18 সালের আগে জারি করা আদেশগুলি ডব্লিউ বি পি ডি সি এল দ্বারা স্বীকৃত হয় নি, তাই আর্থিক বিবরণীর নিয়ন্ত্রক ডেফারাল অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সের অধীনে আর এ গুলি স্বীকৃত ছিল না।

[232] *নিয়ন্ত্রক ডেফারাল অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স হল প্রযোজ্য নিয়ন্ত্রক কাঠামোর অধীনে নিয়ন্ত্রকের প্রকৃত বা প্রত্যাশিত ক্রিয়াকলাপের ফলস্বরূপ কোনও সত্তার জন্য নিয়ন্ত্রক সম্পদ বা নিয়ন্ত্রক দায়বদ্ধতার ভারসাম্য। যদিও একটি নিয়ন্ত্রক সম্পদ হ'ল ব্যয়ের দিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পুনরুদ্ধার করার জন্য একটি সত্তার অধিকার এবং একটি নিয়ন্ত্রক দায়বদ্ধতা হ'ল নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ফেরত বা সামঞ্জস্য করার জন্য একটি সত্তার বাধ্যবাধকতা।*

[233] *বহন ব্যয় মানে ডিসকমের নগদ প্রবাহের সমস্যা এড়ানোর জন্য স্বীকৃতির তারিখ থেকে পুনরুদ্ধারের প্রকৃত তারিখ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রক সম্পদের সুদ ব্যয় পুনরুদ্ধারযোগ্য হওয়া।*

ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল বলেছে যে, তারা নিয়ন্ত্রক সম্পদ অ্যাকাউন্টিং-এর জন্য আই এন ডি এ এস-114 অনুসরণ করেছে।

3.9.2 ডব্লিউ বি ই আর সি-এর কাছে আবেদন জমা করা

কোম্পানি আইন, 2013 এর 96 (1) ধারা অনুযায়ী, প্রতি আর্থিক বছরের জন্য একটি কোম্পানির আর্থিক বিবৃতি প্রাসঙ্গিক আর্থিক বছরের শেষ থেকে ছয় মাসের মধ্যে অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের মধ্যে চূড়ান্ত করা প্রয়োজন। সুতরাং, এটি যুক্তিসঙ্গতভাবে আশা করা যায় যে, একটি কোম্পানি তার আর্থিক বিবরণী ইতিবাচকভাবে আগামী অর্থবছরের জুনের শেষে জমা দেবে। বার্ষিক হিসাব জমা দিতে দেরী হলে তা এ পি আর আবেদন জমার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে।

নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, 2017-22-এর মধ্যে, 18 থেকে 154 দিন ***(পরিশিষ্ট-20)*** বিলম্বের পরে বার্ষিক হিসাব জমা দেওয়া হয়েছিল। এই ধরনের বিলম্ব এ পি আর পিটিশন জমাকে প্রভাবিত করে এবং এ পি আর পিটিশন জমা দিতে বিলম্ব হওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির আর্থিক স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা যায়।

ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা জারি করা শুল্ক আদেশ 2011, এবং বিদ্যুৎ আইন, 2003 এর ধারা 64(3) অনুসারে, আইনের অধীনে শুল্ক নির্ধারণের জন্য, সমগ্র নিয়ন্ত্রণ যোগ্য সময়ের জন্য একটি যৌথ আবেদন, নিয়ন্ত্রণ সময় শুরুর কার্যকর তারিখের 120 দিন আগে জমা দিতে হবে। আরও, ডব্লিউ বি ই আর সি নির্দেশ দিয়েছে (মার্চ 2015) যে, ভবিষ্যতে, নির্ধারিত সময়ের বাইরে আবেদন জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে যে কোনও বিলম্বের ফলে সমান সংখ্যক দিনের জন্য শুল্ক বৃদ্ধি করা হবে না এবং এইভাবে, এ পি আর এবং এফ পি পি সি-এর আদেশের সত্যতা মেনে চলার সময় কাটার পরে কোনও কম আদায় হবে না।

নিরীক্ষায় আরও লক্ষ্য করা হয়েছে যে, এস পি এস ই গুলি ডব্লিউ বি ই আর সি-এর সামনে এ পি আর জমা করার সময়সূচী মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছে। এ পি আর আবেদনপত্রের বিলম্বিত জমা পড়েছে 7[234] থেকে 725[235] দিনের ব্যবধান বিলম্বে ***(পরিশিষ্ট-21)***। বার্ষিক হিসাব যথাসময়ে প্রস্তুত না করার কারণেই মূলত এই বিলম্ব ঘটেছে।

ডব্লিউ বি পি ডি সি এল তার উত্তরে (নভেম্বর 2022) নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণ গুলি গ্রহণ করে বলেছে যে, এস এ পি_ই আর পি বাস্তবায়নের কারণে 2017-19 সালে খুব সমস্যা দেখা দিয়েছিল। অধিকন্তু, কোভিড মহামারী পরিস্থিতির কারণে, 2019-21 সালে হিসাব চূড়ান্ত করতে বিলম্ব হয়েছিল। 2021-22 সালের বিলম্বিত সময়কাল ন্যূনতম করা হয়েছিল এবং 2022-23 সালের হিসাবগুলি সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল।

উত্তরে (জানুয়ারি 2023/ মার্চ 2024) ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল স্বীকার করেছে যে, এটি আগামী আর্থিক বছরের 30 নভেম্বরের আগে 2017-18 থেকে 2019-20 আর্থিক বছরের জন্য তার 'এ পি আর' আবেদন জমা দেয়নি, কিন্তু এগুলি ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা অনুমোদিত বর্ধিত সময়ের মধ্যে জমা দেওয়া হয়েছিল।

উত্তরে ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল স্বীকার করেছে (এপ্রিল 2023) যে, মূলত কোভিড 19-এর জন্য আরোপিত বিধিনিষেধের কারণে বার্ষিক হিসাব জমা দিতে এবং এ পি আর অ্যাপ্লিকেশন ফাইল করতে বিলম্ব হয়েছে।

পরবর্তী উত্তরে, ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল স্বীকার করেছে (জানুয়ারি 2024) যে, 2017-18, 2018-19 এবং 2019-20 আর্থিক বছরের জন্য এ পি আর আবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে

[234] *2017-18 আর্থিক বছরের জন্য এ পি আর আবেদনটি ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল দ্বারা 7 ডিসেম্বর 2018-তে জমা দেওয়া হয়েছিল।*

[235] *2018-19 আর্থিক বছরের জন্য এ পি আর আবেদন 24 নভেম্বর 2021 তারিখে ডব্লিউ বি পি ডি সি এল দ্বারা জমা দেওয়া হয়েছিল।*

জমা দেওয়া হয়নি অর্থাৎ পরবর্তী আর্থিক বছরের 30 নভেম্বরের আগে। এটি আরও বলেছে যে, 2017-18 সালের জন্য এ পি আর আবেদনটি ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা অনুমোদিত বর্ধিত সময়ের মধ্যে এবং 2018-19 এবং 2019-20 সালের জন্য বর্ধিত সময়কাল থেকেও পাঁচ দিন পরে জমা দেওয়া হয়েছিল।

উত্তরটি এই সত্যের আলোকে দেখতে হবে যে, নির্ধারিত সময়ের বাইরে এ পি আর পিটিশন জমা দেওয়ার ফলে ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা সময়মত এ পি আর আদেশ এবং শুল্ক আদেশ প্রকাশ করা প্রভাবিত হয়েছিল।

3.9.3 হিসাব নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক সম্পদের মূল্যায়ন

ডব্লিউ বি ই আর সি-এর শুল্ক আদেশ, 2011 এর 3.11.2 ধারা অনুসারে, লাইসেন্সির কাছ থেকে আবেদন পাওয়ার পরে, নিয়ন্ত্রক সম্পদ সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তার বিষয় টি বিবেচনা করে, সন্তোষজনক ভাবে নিশ্চিত হবার পরেই কমিশন এই সম্পদ সৃষ্টির নির্দেশ দিতে পারে।

ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল 2012-13 অর্থবর্ষে, কোম্পানির হিসাব বইএ নিয়ন্ত্রক সম্পদে 3,143.34 কোটি টাকা[236] অতিরিক্ত বুক করেছে বলে, ডব্লিউ বি ই আর সি (সেপ্টেম্বর 2014) উল্লেখ করেছে। এছাড়াও 2013-14 অর্থবর্ষে মোট অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রক সম্পদের পরিমান এসে দাঁড়িয়েছে 2,762.67 কোটি টাকা[237]। ডব্লিউ বি ই আর সি আরো উল্লেখ করেছে যে, 2013-14 অর্থবর্ষে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল কে নিয়ন্ত্রক সম্পদের জন্য অর্থই বরাদ্দ করা হয়নি। ডব্লিউ বি ই আর সি 2012-13 এবং 2013-14 অর্থবর্ষে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর হিসাব বই এ 5,906.01 কোটি টাকার নিয়ন্ত্রক সম্পদ বুকিং এর সাথে একমত পোষণ করে না।

এছাড়াও, 31 মার্চ 2022 পর্যন্ত ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল 18,330.17 কোটি টাকা নিয়ন্ত্রক সম্পদ হিসাব বুকিং করেছিল, কিন্তু ডব্লিউ বি ই আর সি এর মধ্যে অনুমোদন দেয় মাত্র 4,021.74 কোটি টাকা[238] এবং ঐ সম পরিমান অর্থ 2020-21 এবং 2021-22 অর্থবর্ষে এ আর আর/ ট্যারিফ অর্ডার এর সঙ্গে সমন্বয়কৃত হয়েছে। এর পরে, 2018-19 এবং 2019-20 অর্থবর্ষের এ পি আর অর্ডার, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এলের জন্য ডব্লিউ বি ই আর সি জুলাই 2022 এ জারি করে। ডব্লিউ বি ই র সি 3,219.37 কোটি টাকা[239] অনুমোদন করে, এর মধ্যে 3,111.78 কোটি টাকা[240] 2022-23 অর্থবর্ষে এ পি আর/ট্যারিফ অর্ডারের সঙ্গে সমন্বয়কৃত হয়। সুতরাং, ডব্লিউ বি ই আর সির নির্দেশ অনুযায়ী, বাকী 107.59 কোটি টাকার[241] নিয়ন্ত্রক সম্পদ (28 জুলাই 2022) ভোক্তাদের থেকে উদ্ধার কৃত/সম্মন্বয়কৃত করতে হবে এই শুল্ক বর্ষে।

এন টি পি, 2016-এর অনুচ্ছেদ 8.2.2 অনুসারে, "স্বাভাবিক হিসাবে ব্যবসা" এই অবস্থান নিয়ন্ত্রক সম্পদ সৃষ্টি করার জন্য অনুমোদন যোগ্য নয়। এছাড়াও, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল, প্রতি হিসাব বর্ষে তাদের হিসাব বই এ নতুন করে ক্রমাগত নিয়ন্ত্রক সম্পদবুক করেই চলেছে, ডব্লিউ বি ই আর সির অনুমোদন ছাড়াই মোট আদায়ীকৃত নিয়ন্ত্রক সম্পদের পরিমান 31 মার্চ 2022-এ 18,330.17 কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা 2013-14 সাল থেকে পুনরুদ্ধারযোগ্য হয়ে আছে।

236 *মোট নিয়ন্ত্রক সম্পদ দেখানো হয়েছে 6,132.65 কোটি টাকা, যেখানে ডব্লিউ বি ই আর সি-এর এ পি আর অর্ডারে, 2012 থেকে 2013 অর্থবর্ষে দেখানো হয়েছে মোট 2,989.31 কোটি টাকা।*

237 *নিয়ন্ত্রক সম্পদের পার্থক্য 31 মার্চ 2014 তে 8,895.32 কোটি টাকা এবং 31 মার্চ 2013 তে 6,132.65 কোটি টাকা।*

238 *1,696.02 কোটি টাকা 2020-21 অর্থবর্ষে এবং 2,325.70 কোটি টাকা 2021-22 অর্থবর্ষে।*

239 *2017-18 অর্থবর্ষে 61.83 কোটি টাকা এ পি আর-এর সঙ্গে সমন্বয় হয়েছে, 2018-19 অর্থবর্ষে 1,256.19 কোটি টাকা এ পি আর-এর সঙ্গে সমন্বয় হয়েছে, 2019-20 অর্থবর্ষে 1,901.35 কোটি টাকা এ পি আর-এর সঙ্গে সমন্বয় হয়েছে।*

240 *2017-18 অর্থবর্ষে 61.83 কোটি টাকা এ পি আর-এর সঙ্গে সমন্বয় হয়েছে, 2018-19 অর্থবর্ষে 1,256.19 কোটি টাকা এ পি আর-এর সঙ্গে সমন্বয় সহিত হয়েছে, 2019-20 অর্থবর্ষে 1,793.76 কোটি টাকা এ পি আর-এর সঙ্গে সমন্বয় হয়েছে।*

241 *3,219.37 কোটি টাকা-3,111.78 কোটি টাকা।*

ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল, তাদের উত্তরে (জানুয়ারি 2023) বলেছে যে, ডব্লিউ বি ই আর সি-এর জারীকৃত কোনও সুনির্দিষ্ট নীতি না থাকলে, রেগুলেটরি পদ্ধতিতে আদায়যোগ্য আয় নির্ধারণে, কোম্পানির হিসাব রক্ষণের নীতিকেই গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রত্যেক অর্থবর্ষে নিয়ন্ত্রক সম্পদের অর্থমূল্য এক থাকে না, কারণ নিয়ন্ত্রক সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ডব্লিউ বি ই আর সি এবং ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর সময়ের পার্থক্য থাকে।

উত্তরটি এই কারণে গ্রহনযোগ্য নয় যে, ডব্লিউ বি ই আর সি-এর শুল্ক আদেশ 2011 / 2013 অনুসারে, কোনও নিয়ন্ত্রক সম্পদ ডব্লিউ বি ই আর সি র স্বীকৃতি না পেলে হিসাবের আওতায় আসতে পারে না।

3.9.4 এ পি আর আদেশ প্রকাশের সময় সীমা

বিদ্যুৎ আইন, 2003 অনুসারে এবং শুল্ক আদেশ অনুযায়ী, ডব্লিউ বি ই আর সি-র প্রত্যেক বছরের জন্য এ পি আর আদেশ, পরবর্তী আর্থিক বছরের 31 মার্চের মধ্যে প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডি ও পি, এস পি এস ই-এর কার্যকারিতা পুনর্মূল্যায়ন করে দেখেছে (জুলাই 2021) যে, ডব্লিউ বি ই আর সি-এর কাছে বিভিন্ন এ পি আর-এর আবেদন অমীমাংসিত অবস্থায় রয়ে গেছে। এই কারণের জন্যই, এস পি এস ই-এর আর এ/ আর আর গুলি ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এরফলে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডি ও পি, ডব্লিউ বি ই আর সি কে, নির্দেশ দেয় (জুলাই 2021) বিদ্যুৎ আইন, 2003-এর 108 নম্বর ধারা অনুসারে, সমস্ত অমীমাংসিত মাশুল, এ পি আর, এবং পি পি সি এ এবং এফ সি এ এর আবেদন তিন মাসের মধ্যে মিটিয়ে ফেলার এবং পরবর্তীতে প্রক্রিয়াটিকে শেষ করার নির্দেশ দেয়।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে ডব্লিউ বি ই আর সি নির্দেশ পাওয়ার পর, 2014-15 থেকে 2019-20 অর্থ বর্ষে বিভিন্ন এস পি এস ই-এর 23 টির মধ্যে 15 টি এ পি আর আদেশ ফেব্রুয়ারী 2022 থেকে জুলাই 2022 এর মধ্যে প্রকাশ করেছে 125 দিন থেকে 2,253 দিন দেরী করে ***(পরিশিষ্ট-22)***।

ডব্লিউ বি ই আর সি (জুলাই 2022/ জানুয়ারী 2023) এটি মেনে নিয়ে উত্তরে বলেছে যে, এস পি এস ই এর আবেদন নিস্পত্তি করণ একটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এবং নিষ্পত্তির জন্য স্পষ্ট নির্দেশিকার প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়াও, উত্তরটির মধ্যে আরো বলা হয়েছে যে, গত দুই বছরে মহামারীর কারণে আদেশ প্রকাশ করতে বিলম্ব হয়েছে। তবে, ডব্লিউ বি ই আর সি বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিল এসব মিটিয়ে ফেলতে।

উত্তরটি গ্রহনযোগ্য নয় কারণ, ভারতে মহামারী পরিস্থিতি শুরু হয়েছিল মার্চ 2020 থেকে। উপরোক্ত ডব্লিউ বি ই আর সি জারীকৃত 15 টি এ পি আর আদেশের মধ্যে 11 টির আবেদন মহামারী শুরু হওয়ার আগেই গৃহীত হয়েছিল ***(পরিশিষ্ট-22)***, যেগুলি আর্থিক বর্ষ 2014-15 থেকে 2017-18 সম্পর্কিত এবং 1,075 থেকে 2,253 দিন দেরি করে জারি করা হয়েছিল।

3.9.5 সি ই আর সি-এর মতো শুল্ক আদেশের সাম্প্রীতিকরণ

2003 সালের বিদ্যুৎ আইন এর 3(1) ধারা অনুসারে, সি ই আর সি র শুল্ক আদেশ তৈরী করা হয়। এছাড়াও, রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশন (এস ই আর সি, এখানে ডব্লিউ বি ই আর সি) উৎপাদন ও সঞ্চালন কোম্পানিগুলিতে প্রযোজ্য শুল্ক নির্ধারণের জন্য, সি ই আর সি নির্দেশিকা এবং পদ্ধতি অনুসারে, চালিত হয়ে থাকে। 2003 এর বিদ্যুৎ আইনের 178 ধারা অনুসারে, সি ই আর সি শুল্ক আদেশ তৈরী করে পাঁচ বছরের জন্য। সি ই আর সি-এর বর্তমান রেগুলেশন 2019-24 পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। যদিও, ডব্লিউ বি ই আর সি 2007-এ শুল্ক আদেশ প্রস্তুত করে থাকে, যা 2011 তে পরিবর্তিত হয়। এর পরিবর্তে, নতুন কোনও শুল্ক আদেশ ডব্লিউ বি ই আর সি প্রকাশ করেনি। পরিবর্তে, সময়ে সময়ে কিছু কিছু সংশোধন[242] করেছে।

[242] *অগাস্ট 2012 তে সংশোধিত (রেগুলেশন 49), জুলাই 2013 তে সংশোধিত (রেগুলেশন 54) এবং জানুয়ারী 2020 তে সংশোধিত (রেগুলেশন 65)।*

সি ই আর সি, তার শুল্ক আদেশ 2014 (ফেব্রুয়ারী 2014) তে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থার বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য উৎপাদনের মূল্য নির্ধারণ করার পদ্ধতি নির্দেশ করে। গ্রস ক্যালোরিফিক ভ্যালু (জি সি ভি)[243] পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে, কয়লা যখন গ্রহণ করা হয় সেই সময়, কয়লা সরবরাহকারী এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংসদের সদস্যদের নিয়ে নমুনাপরীক্ষার পরে কয়লার প্রকৃত গ্রেডের বিষয়টি ঘোষণা করা হয়, এই নমুনা পরীক্ষাটি হয় তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের মধ্যে। যদিও, ডব্লিউ বি ই আর সি এনার্জি চার্জেস নির্ধারণের ক্ষেত্রে কয়লার ব্যবহারিক হিট ভ্যালু (ইউ এইচ ভি)[244] পদ্ধতি নির্দেশ করে, এটা হল, ন্যূনতম ইউ এইচ ভি প্রত্যেক নির্দেশিত মানের কয়লা। এফ সি এ-এর দাবিগুলিকে, কয়লার বিলের রেজিস্টার এবং ডব্লিউ বি ই আর সি র এফ সি এ অর্ডার পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, প্রত্যেক মানের কয়লার ক্ষেত্রে ইউ এইচ ভি র মান জি সি ভি র মানের থেকে কম। এনার্জি চার্জ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে, ডব্লিউ বি ই আর সি পদ্ধতিটি গ্রহণ করে জি সি ভি পদ্ধতিটি[245] কে গ্রহণ করে ছয় বছর দেরিতে এবং সেই অনুসারে শুল্ক আদেশ কে সংশোধন[246] করে। যেহেতু জি সি ভি কয়লার গুণমান, ইউ এইচ ভি কয়লার গুণমানের থেকে বেশি, এই পদ্ধতিটি গ্রহণ করলে, কম পরিমানের কয়লা[247] ব্যবহার করে একই মাত্রার বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয়। সি ই আর সি-এর ব্যবহারিত পদ্ধতি প্রয়োগ বিলম্ব হবার কারণে 2016 থেকে 2017 অর্থবর্ষে ভোক্তাদের উপর 815.78 কোটি টাকা (34 পয়সা প্রতি ইউনিট) অতিরিক্ত বোঝা চাপায় ডব্লিউ বি ই আর সি, যেটি নীচের **সারণী 3.1** তে দেখানো হলো-

সারণী 3.1: অতিরিক্ত কয়লা খরচ যা গ্রাহকদের চাপানো হয়েছে

উৎপাদন কেন্দ্র	কয়লার ক্যালোরিফিক মান, ইউ এইচ ভি-এর পরিপ্রেক্ষিতে, ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা নির্ধারিত (কে সি এ এল /কেজি)	কয়লার ক্যালোরিফিক মান, জি সি ভি-এর পরিপ্রেক্ষিতে, যেমন নিরীক্ষায় গণনা হয়েছে (কে সি এ এল /কেজি)	ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা নির্ধারিত বার্ষিক উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা (এম টি)	নিরীক্ষা (এম টি) দ্বারা নির্ধারিত জি সি ভি -এর ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কয়লা	অতিরিক্ত অনুমোদিত কয়লা (এম টি)	কয়লার গড় মূল্য (/এম টি)	অতিরিক্ত খরচ ভোক্তাদের কাছে চলে গেছে (কোটি টাকায়)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 =(4-5)	(7)	8 = (6 x 7)/ 1,00,00,000
কে টি পি এস	3,193.70	3,957.58	50,07,274	40,40,785	9,66,489	3,314.24	320.32
বি কে টি পি এস	3,880.03	4,419.33	44,54,160	39,10,610	5,43,548	3,658.76	198.87
বি টি পি এস	3,802.13	4,512.67	13,26,860	11,17,940	2,08,920	4,246.24	88.71
এস টি পি এস	3,902.68	4,051.69	23,01,746	22,17,095	84,652	3,378.19	28.60
এস জি টি পি স্টেজ-I	3,889.89	4,583.00	22,07,116	18,73,323	3,33,793	4,278.01	142.80
এস জি টি পি স্টেজ-II	4,098.76	4,737.90	6,13,468	5,30,711	82,756	4,408.47	36.48
মোট			**1,59,10,625**	**1,36,90,464**	**22,20,160**		**815.78**

(উৎস: বার্ষিক প্রতিবেদন, এ পি আর আবেদন এবং এ পি আর আদেশ)

সুতরাং, বিদ্যুৎ আইন, 2003 অনুসরণ করে যথা সময়ে সি ই আর সি-এর শুল্ক আদেশ মেনে, ডব্লিউ বি ই আর সি ট্যারিফ রেগুলেশন সংশোধন না করে, ডব্লিউ বি ই আর সি অতিরিক্ত

243 *এক কিলোগ্রাম কয়লার দহনে তাপ উৎপাদন হয় কিলোক্যালোরি (কে সি এ এল)।*

244 *প্রাপ্ত জ্বালানীর প্রকৃত পরিমাণের ওজনযুক্ত গড়ের উপর ভিত্তি করে জ্বালানীর তাপ মান প্রতিষ্ঠিত।*

245 *উৎপাদন স্টেশনগুলিতে কয়লা মজুতের সময় কয়লার ওজনের তারতম্য হওয়ার কারনে, বিদ্যুৎ শুল্ক নির্ধারণের জন্য, 120 কে সি এল-এর কম ওজনের কয়লার জি সি ভি গণনা করা উচিত, গুণোত্তর গড় পদ্ধতিতে 'প্রাপ্তির ভিত্তিতে কয়লার জি সি ভি', বিবেচনা করে।*

246 *রেগুলেশন 65, 21 জানুয়ারী 2020 তে এবং চালু হয় 1 এপ্রিল 2020-এর পরবর্তী কালে।*

247 *মোট তাপমাত্রা (কে সি এ এল) কয়লার জন্য প্রয়োজন জেনারেটেড এনার্জি/ওয়েটেড অ্যাভারেজ হিট ভ্যালু কয়লার (কে সি এ এল)।*

815.78 কোটি টাকা ডব্লিউ বি পি ডি সি এল কে অনুমোদন করেছে, 2016-17 অর্থবর্ষের জন্য, যারফলে ভোক্তাদের ওপর অতিরিক্ত শুল্কের বোঝা চেপেছ।

ডব্লিউ বি ই আর সি উত্তরে বলে যে (জানুয়ারী 2023), ট্যারিফ রেগুলেশন 2011 অনুসারে, ফুয়েল কস্ট ইউ এইচ ভি মূল্যেই নির্ধারণ করা হয়েছে, যা জানুয়ারী 2020 তে সংশোধন করে জি সি ভি মূল্যে নির্ধারণ করা হয়েছে। সি ই আর সি-এর ট্যারিফ রেগুলেশন 2014 (ফেব্রুয়ারী 2014) অনুসারে যেখানে ফুয়েল কস্ট নির্ধারণ করা হয় যার ভিত্তি ছিল জি সি ভি মূল্যে।

ডব্লিউ বি ই আর সি -এর উত্তর থেকে বোঝা যাচ্ছে, তারা রেগুলেশন সংশোধন করার বিলম্বের ঘটনাটিকে মেনে নিয়েছে। যদি সংশোধনের বিষয়টি সময়মত করা হতো, ভোক্তাদের ওপর অতিরিক্ত (34 পয়সা /প্রতি ইউনিট)[248] বোঝা চাপতো না।

ডব্লিউ বি পি ডি সি এল জানিয়েছে (ডিসেম্বর 2023) যে, উল্লিখিত আইনে দেওয়া আছে রাজ্য কমিশনের সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রয়েছে শুল্ক নির্ধারণের এবং ডব্লিউ বি পি ডি সি এল-এর অন্যান্য ব্যবসা পরিচালনা করার।

ডব্লিউ বি পি ডি সি এল-এর উত্তরে উল্লেখ নেই যে, কেন ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা শুল্ক প্রবিধান সংশোধনে সময়োপযোগীতার অভাবের সমস্যার সমাধান করা হয়নি। এছাড়াও, ডব্লিউ বি ই আর সি শুল্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে সি ই আর সি দ্বারা নির্দিষ্ট করা নীতি ও পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত হতে হবে যা উৎপাদন এবং ট্রান্সমিশন কোম্পানিগুলির জন্য প্রযোজ্য। যাইহোক, 2014 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জারি করা সি ই আর সি ট্যারিফ রেগুলেশনস 2014 অনুসারে, ডব্লিউ বি ই আর সি জ্বালানি খরচ গণনার জন্য জানুয়ারি 2020-এ তার প্রবিধানগুলি বিলম্ব করে সংশোধন করেছিল, যারফলে ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা অতিরিক্ত কয়লা খরচ অনুমোদিত হয়েছিল।

সুপারিশ 1:

এস পি এস সি গুলির উচিত হিসাব প্রযোজ্য প্রতিবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রাসঙ্গিক হিসাব রক্ষণের মান অনুসারে নিয়ন্ত্রক সম্পদের পরিমান নির্ধারণ করা এবং তদনুসারে হিসাব বইতে তাদের স্বীকৃতি দেওয়া।

3.10 নিরীক্ষার উদ্দেশ্য 2 : যদি মাশুল এবং খরচের মধ্যে ব্যাবধান কমানো যায় তাহলে নিয়ন্ত্রক সম্পদের পরিমান কমানো সম্ভব।

নীতি আয়োগ, ভারত সরকারের প্রতিবেদন (অগাস্ট 2021) অনুসারে, ভারতবর্ষের বেশির ভাগ বিদ্যুৎ বন্টনকারী সংস্থা প্রতিবছর ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। মোট ক্ষতির পরিমান 2021-এ এসে দাঁড়িয়েছে 90,000 কোটি টাকা। এই ক্ষতির কারণে বিদ্যুৎ বন্টনকারী সংস্থাগুলি:-

ক) বিদ্যুৎ উৎপাদনে অর্থ সময় মত প্রদান করতে পারে না;

খ) ভোক্তাদের উচ্চ মানের নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে অক্ষম হয়;

গ) অর্থের যোগানের অভাবে পরিকাঠামো তৈরী করতে অক্ষম হয়; এবং

ঘ) দূষণমুক্ত পুনর্ণবিকরনযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ও যোগান দিতে অক্ষম হয় (যেহেতু অচিরাচরিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করতে হলে প্রাথমিক ব্যয় অনেক বেশী হয়)।

এই অবস্থার উন্নতি করার তাগিদে, ভারত সরকার বিগত বছরগুলিতে বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে এসেছেন, সেগুলি হলো:-

উজ্জ্বল ডিসকম আস্যুরেন্স যোজনা (ইউ ডি এ ওয়াই), দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনা (ডি ডি ইউ জি যে ওয়াই), এবং ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট স্কিম (আই পি ডি এস) এইগুলির বিভিন্ন বছরে কাজ শুরু করা হয়েছে।

---

[248] *(815.78 কোটি টাকা / 24,290.287 এম ইউ) x 10।*

প্রকল্পগুলির মূল উদ্দেশ্য হল ; ক) 24X7 বিদ্যুৎ সরবরাহ করা, খ) এ টি এন্ড সি ক্ষতি-কে 15 শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে আনা, গ) ডিসকম গুলির বিদ্যুৎ বিলের অর্থ আদায় এর পরিমান বৃদ্ধি করা, ঘ) বিদ্যুৎ সরবরাহের গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য দেশের বিভিন্ন গ্রামীণ এবং শহরাঞ্চলের পরিকাঠামো গঠন করা এবং ঙ) ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের গড় বন্টন মূল্য ও গড় মাশুল মূল্যের মধ্যে ব্যবধান কমানো।

3.10.1 দক্ষতার পরিমাপে সিদ্ধান্তের প্রভাব

(ক) অতিরিক্ত বিদ্যুতের ক্রয়মূল্যে ডব্লিউ বি ই আর সি-এর অনুমোদন

এন টি পি, 2016[249]-এর অনুচ্ছেদ 5.11 অনুসারে, কর্মক্ষমতার ভিত্তিতে সার্ভিস রেগুলেশন গঠনের উল্লেখ রয়েছে। এই বিষয়টি বিদ্যুৎ উৎপাদন, প্রেরণ এবং বন্টন সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এছাড়া, অনুচ্ছেদ নম্বর 5.11 (এইচ) (2)[250] নির্দেশ করে যে, ট্যারিফের অপারেটিং স্থিতিমাপ অবশ্যই "নর্মাটিভ লেভেল" এ হবে।

ডব্লিউ বি ই আর সি 2011 এর ট্যারিফ রেগুলেশনের 9জে তালিকা অনুসারে, বিদ্যুৎ বন্টনের ক্ষেত্রে ক্ষতির মাত্রা হয় 17.50 শতাংশ। জুলাই 2013-তে সংশোধিত শুল্ক আদেশ অনুসারে, বিদ্যুৎ বন্টনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ক্ষতির থেকে অতিরিক্ত ক্ষতির পরিমান কে, ইক্যুউটির ওপর প্রতিদান (আর ও ই) এবং ইউ আই[251] (অনির্ধারিত বিনিময়) প্রাপ্তির মোট মূল্য পর্যন্ত অনুমোদন করার কথা উলেখ রয়েছে।

ই পি পি সি এ-এর আদেশানুসারে পরিলক্ষিত হয় যে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল এর অর্ডার যা 16 মার্চ 2022 এ ডব্লিউ বি ই আর সি প্রকাশ করে, 2017-18 অর্থ বর্ষে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল এর প্রকৃত বন্টন ক্ষতির পরিমান 26.69 শতাংশ, যা নির্ধারিত বন্টন ক্ষতির পরিমান 17.50 শতাংশর থেকে বেশি। এর ফলে অতিরিক্ত ক্ষতির কারণে 1,451.33 কোটি টাকা বিদ্যুৎ ক্রয়ের জন্য অতিরিক্ত অর্থপ্রদান করতে হয়। তবে, ডব্লিউ বি ই আর সি 372.36 কোটি টাকা অনুমোদন করেনি, যা 2017-18 অর্থবর্ষে আর ও ই-এর সমান। যদিও এই কার্জকরণটি এন টি পি, 2016 এর নীতির সঙ্গে সহমত পোষণ করেনি। একইরকম ভাবে 2018-19 অর্থবর্ষে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল প্রকাশিত এ পি আর অর্ডারে, 982.23 কোটি টাকা অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ক্রয়ের মূল্যের মধ্যে, 372.36 কোটি টাকা অনুমোদন করেনি যা 2018-19 অর্থবর্ষে আর ও ই এর সমান।

এন টি পি, 2016 অনুসারে টি এন্ড ডি ক্ষতি 2017-18 এবং 2018-19 অর্থবর্ষে 2,433.56 কোটি টাকা (1,451.33 কোটি টাকা + 982.23 কোটি টাকা) অনুমোদন না হওয়া উচিত। তবে, ডব্লিউ বি ই আর সি ট্যারিফ রেগুলেশন 2011 /2013 অনুসারে মাত্র 744.72 কোটি টাকা (372.36 কোটি টাকা +372.36 কোটি টাকা) অনুমোদিত হয়নি। সুতরাং, 1,688.84 কোটি টাকা (2,433.56 কোটি টাকা – 744.72 কোটি টাকা) কম অনুমোদন করেছে ডব্লিউ বি ই আর সি। যার ফলে 1688.84 কোটি টাকা[252] বিদ্যুৎ ক্রয়ের জন্য অতিরিক্ত ভোক্তাদের কাছ থেকে আদায় করা হয়েছে। এন টি পি 2016 অনুসারে ভোক্তাদের এই ব্যয় বহন করতে হত না।

ডব্লিউ বি ই আর সি তাদের উত্তরে (জানুয়ারী 2023) বলে যে, 2011 সালের ট্যারিফ রেগুলেশনের নর্মাটিভ ডিস্ট্রিবিউশন লস এর ওপর ভিত্তি করে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ক্রয়ের মূল্য পর্যন্ত অনুমোদন করা হয়নি। এই ট্যারিফ রেগুলেশন টি জুলাই 2013 তে সংশোধন করা হয়েছে।

[249] *পূর্ববর্তী জাতীয় শুল্ক নীতি, 2006-এর 5.3 (এফ) অংশ।*

[250] *পূর্ববর্তী জাতীয় শুল্ক নীতি, 2006-এর 5.3 (এইচ)(2) অংশ।*

[251] *ইউ আই হল এমন একটি পদ্ধতি যা গ্রিডের কার্যকারিতা, গ্রিডের নিয়মনুবর্তীতা, দায়িত্ব এবং কর্তৃপরায়ণতার উন্নতি করতে সহায়তা করে। এর জন্য চার্জ নেওয়া হয়, যাতে নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন কে ব্যবহার করা যায়।*

[252] *{(1,451.33 + 982.23) - (372.36 + 372.36)}।*

এই উত্তরে, ডব্লিউ বি ই আর সি-এর নির্ধারিত (এপ্রিল 2011) বিদ্যুৎ বন্টনের ক্ষতির মাত্রা 17.50 শতাংশ, এই বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়াও, এন টি পি 2016 অনুসারে, প্রাথমিক আয়ের প্রয়োজনীতা নির্ধারিত হওয়া উচিত "রিলাক্সড" লেভেল পর্যন্ত, কিন্তু ডব্লিউ বি ই আর সি বিদ্যুৎ বন্টনের ক্ষতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীতি কে অনুসরণ করেছে। এছাড়াও, ডব্লিউ বি ই আর সি রেগুলেশন, এন টি পি 2016-কে অমান্য করেছে যেখানে প্রমাণিত অদক্ষতা কে দণ্ডনীয় বলা হয়েছে এন টি পি 2016-এর রেগুলেশনে।

যদিও, ডব্লিউ বি ই আর সি অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ক্রয়ের জন্য 744.72 কোটি টাকা অনুমোদন করেনি, কিন্তু 17.50 শতাংশের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বন্টনের মোট ক্ষতির অর্থ 2,433.56 কোটি টাকা[253]। কিন্তু ডব্লিউ বি ই আর সি, আর ও ই এবং ইউ আই চার্জ মোট মূল্য পর্যন্ত অনুমোদনই করেনি। এর ফলে, ডব্লিউ বি ই আর সি 1,688.84 কোটি টাকার অতিরিক্ত বোঝা চাপায় ভোক্তাদের ওপর, যা এন টি পি 2016 রেগুলেশনের বিরুদ্ধাচরণ করে।

(খ) অবিবেচকের মত এস জি টি পি এস পর্যায়-II ইউনিটের অপারেটিং নর্ম নির্ধারণ

সি ই আর সি তার ট্যারিফ রেগুলেশন 2003 সালের বিদ্যুৎ আইনের 3(1) ধারা অনুসারে তৈরী করেছে। এছাড়াও, রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশন (এস ই আর সি, এখানে ডব্লিউ বি ই আর সি), বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে সি ই আর সি-এর নীতি এবং পদ্ধতি প্রয়োগের দ্বারা পরিচালিত হবে।

নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, সাগরদিঘি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে (এস জি টি পি এস) যখন ইউনিট III এবং ইউনিট IV (এস জি টি পি এস স্টেজ -II)-এর জন্য ডব্লিউ বি ই আর সি অপারেটিং-নর্মস স্থির করে দিয়েছে, কিন্তু বিভিন্ন সময়ের জন্য আলাদা আলাদা নর্মস এর প্রয়োগ করা হয়েছে। এগুলি নিচে **সারণী 3.2** তে দেখানো হল:-

সারণী 3.2: সাগরদিঘি টি পি এস-এর পরিচালনার নিয়ম

পরিচালনার নিয়ম	জুলাই 2013 এ ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা স্থির করা হয়েছে	জুলাই 2017 এ ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা স্থির করা হয়েছে (সি ই আর সি মাশুল প্রবিধান, 2014 এর ভিত্তিতে)	জুলাই 2021 এ ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা স্থির করা হয়েছে (ডব্লিউ বি পি ডি সি এল -এর পর্যালোচনা আবেদনের ভিত্তিতে)
এ ই সি (শতাংশে)	9.00	5.25	9.00
স্টেশন হিট রেট[254] এস এইচ আর (কে সি এ এল/ কে ডব্লিউ এইচ)	2,276	2,276	2,424

(উৎস: ট্যারিফ রেগুলেশন, ট্যারিফ অর্ডার, এ পি আর অর্ডার এবং অন্যান্য আদেশ)

উপরের সারণি থেকে এটা দেখা যায় যে-

- জুলাই 2013 তে সংশোধীত ট্যারিফ রেগুলেশন অনুসারে, ডব্লিউ বি ই আর সি সাগরদিঘি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের (এস জি টি পি এস) ইউনিট-III এবং ইউনিট-IV (এস জি টি পি এস, স্টেজ- II) এর জন্য অপারেটিং নর্মস (এ ই সি - 9 শতাংশ এবং এস এইচ আর - 2,276 কে সি এ এল/ কে ডব্লিউ এইচ) স্থির করে। এই দুটি কেন্দ্রের প্রত্যেকটির বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা 500 মেগাওয়াট। ইউনিট দুটি যথাক্রমে জুলাই 2016 এবং ডিসেম্বর 2016 থেকে কাজ শুরু করে।

[253] *(1,451.33 কোটি টাকা + 982.23 কোটি টাকা)।*

[254] *এক কিলো ওয়াট ঘন্টা (কে ডব্লিউ এইচ) বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করতে কিলো ক্যালোরি (কে সি এ এল) একটি টি পি এস- এ তাপবিদ্যুৎ শক্তি প্রয়োজন।*

- ডব্লিউ বি ই আর সি সাগরদিঘি স্টেজ-II এর জন্য অপারেটিং নর্মস স্থির করে (জুলাই 2017)। সেগুলি হল এ ই সি 5.25 শতাংশ এবং এস এইচ আর 2,276 ক্যালোরি / কিলোওয়াট ঘন্টায়, যেটি ফেব্রুয়ারী 2014 তে প্রকাশিত সি ই আর সি-এর ট্যারিফ রেগুলেশন, 2014 -এর সমান।
- ডব্লিউ বি পি ডি সি এল, ফেব্রুয়ারী 2021-এ ডব্লিউ বি ই আর সি-এর কাছে পর্যালোচনার আবেদন জমা করে। যেখানে এস জি টি পি এস-এর স্টেজ-II এর জন্য প্রকৃত এস এইচ আর স্থির করা হয়েছে। এর পরবর্তীকালে, ডব্লিউ বি ই আর সি, এ ই সি নর্ম কে পরিবর্তন করে (জুলাই 2021) 9 শতাংশ হারে স্থির করে। এর পরবর্তী আদেশে (এপ্রিল 2022), ডব্লিউ বি ই আর সি, এস এইচ আর নর্মসকে কমিয়ে 2,276 ক্যালোরি/ কিলোওয়াট ঘন্টা থেকে 2,424 ক্যালোরি/ কিলোওয়াট ঘন্টা করে।
- পরিবর্তিত অপারেটিং নর্মস (এ ই সি এবং এস এইচ আর)-এর ওপর ভিত্তি করে ডব্লিউ বি ই আর সি 2016-17 অর্থবর্ষের জন্য জুলাই 2022-এ, এ পি আর এবং এফ সি এ অর্ডার প্রকাশ করে।

এই সম্পর্কে নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে:-

- রিভিউ আবেদনে (ফেব্রুয়ারী 2021) ডব্লিউ বি পি ডি সি এল, এস জি টি পি এস এর পর্যায়-II এর জন্য উচ্চ হারে এস এইচ আর -এর আবেদন করে। সেই আবেদন পত্রে এ ই সি নর্মস সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। এর থেকে বোঝা যায় যে, ডব্লিউ বি পি ডি সি এল, এ ই সি নর্মস 5.25 শতাংশ কে গ্রহণ করেছে, যেটা ডব্লিউ বি ই আর সি জুলাই 2017 তে স্থির করেছিল, যদিও, ডব্লিউ বি ই আর সি, এ ই সি নর্মস স্থির করেছে একতরফা ভাবে 9 শতাংশ হারে (জুলাই 2021)।
- যেই দিন থেকে বাণিজ্যিক কাজকর্ম শুরু হয়েছে, এস জি টি পি এস, স্টেজ-II, কখনই এ ই সি নর্মস 9 শতাংশ কে ছাড়িয়ে যায়নি। 2017-18 থেকে 2020-21 অর্থবর্ষে এ ই সি 5.75 থেকে 7.38 শতাংশের[255] মধ্যে ছিল। যেহেতু এটি ছিল একটি নতুন উৎপাদন কেন্দ্র এবং এর উৎপাদন ক্ষমতা ছিল 500 মেগাওয়াট এর, এ ই সি অবশ্যই সুনির্দিষ্ট কাঠামো এবং সি ই আর সি-এর ট্যারিফ রেগুলেশন 2014 অনুসারে স্থিরীকৃত নর্মস অনুসারে হবে।

সুতরাং, ডব্লিউ বি ই আর সি, এ ই সি এবং এস এইচ আর নর্মস কে সংশোধন করে, ডব্লিউ বি পি ডি সি এল কে সুবিধা প্রদান করার জন্য। এইভাবে উচ্চ হারে নর্মস স্থির করার জন্য ডব্লিউ বি ই আর সি অতিরিক্ত 367.98 কোটি টাকা কম জ্বালানী খরচ অনুমোদন করেছে, যা 2016-17 থেকে 2020-21 অর্থবর্ষে প্রকৃত পক্ষে ভোক্তাদের ওপরে অতিরিক্ত বোঝা রূপে চেপেছে।

ডব্লিউ বি ই আর সি উত্তরে (জানুয়ারী 2023) বলে যে, তাদের এপ্রিল 2022 এর আদেশ অনুসারে, এস জি টি পি এস স্টেজ-II এর অপারেটিং নর্মস স্থির করা হয় ট্যারিফ রেগুলেশনে এবং ভালো কাজের জন্য আয় হলে তা ভোক্তাদের দিয়ে দেওয়া হবে।

যাইহোক, সি ই আর সি ট্যারিফ রেগুলেশন, 2014 (ফেব্রুয়ারি 2014 এ জারি করা) এবং ডব্লিউ বি ই আর সি-এর আগের আদেশ (জুলাই 2017)-এর তুলনায়, ডব্লিউ বি ই আর সি নীচের দিকে এস জি টি পি এস-পর্যায়-II ইউনিটগুলির জন্য অপারেটিং নিয়মগুলি ঠিক করেছিল। এইভাবে, ডব্লিউ বি ই আর সি গ্রাহকদের ওপরে অতিরিক্ত শুল্কের বোঝা চাপিয়েছিল, যার পরিমাণ ছিল 367.98 কোটি টাকা।

[255] *7.38 শতাংশ (2017-18), 6.42 শতাংশ (2018-19), 6.69 শতাংশ (2019-20) এবং 5.75 শতাংশ (2020-21).*

(গ) ডব্লিউ বি ই আর সি প্রকৃত ট্রান্সমিশন ক্ষতির বিবেচনা করেনি

এন টি পি 2016[256]-এর অনুচ্ছেদ 5.11 অংশে বলা হয়েছে যে, কার্যক্ষমতা ভিত্তিক সার্ভিস রেগুলেশন বিদ্যুৎ উৎপাদন, প্রেরণ এবং বন্টনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে একই নিয়ম/নীতি মেনে চলবে। এই নর্মসে বলা হয়েছে যে, দক্ষতা, পূর্বের কার্যের ভিত্তিতে নির্ভরতা, অর্জনের ক্ষমতা এবং ক্রমাগত দক্ষতার উন্নতি ঘটানোর বিষয়ে, এছাড়াও, অপারেটিং প্যারামিটার অবশ্যই "আদর্শিক স্তর"-এর হবে এবং কখনোই "আদর্শের থেকে নীচে এবং প্রকৃত" হবেনা, ভোক্তাদের মধ্যে বন্টনের ক্ষেত্রে দক্ষতার যথাযথ লাভ হবে।

ডব্লিউ বি ই আর সি-এর ট্যারিফ রেগুলেশন 2011 এর 9 কে সিডিউল অনুসারে, সঞ্চালন ক্ষতির মাত্রা ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল এর জন্য 3.40 শতাংশে স্থির করা আছে। ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল-এর প্রকৃত সঞ্চালন ক্ষতির মাত্রা 2017-21 অর্থবর্ষে 2.29 থেকে 2.76 শতাংশের মধ্যে থাকে। তবে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল সঞ্চালন ক্ষতির গণনা করে 3.40 শতাংশে, যা নর্মাটিভ সঞ্চালন ক্ষতির হিসাবে ডব্লিউ বি ই আর সি অনুমোদন করে এবং ডব্লিউ বি এস ডি সি এল-এর এফ পি পি সি এ প্রকাশিত আদেশে এর উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং, প্রকৃত সঞ্চালন ক্ষতির থেকে ডব্লিউ বি ই আর সি বেশি সঞ্চালন ক্ষতির অনুমোদন করেছে। এছাড়াও, বিদ্যুৎ ক্রয়ের মূল্য নিম্নহারে দেখানো হয়েছে। **সারণী 3.3**-তে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর সঞ্চালন ক্ষতির মাত্রা, 2019-20 অর্থবর্ষে ডব্লিউ বি ই আর সি-এর অনুমোদিত সঞ্চালন ক্ষতি, 2017-21 অর্থবর্ষে ডব্লিউ বি এস এ টি সি এল-এর প্রকৃত সঞ্চালন ক্ষতি বিবেচনা করার পরে দেখানো হয়েছে।

সারণী 3.3: টি এল এবং টি এন্ড ডি ক্ষতি, ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা বিবেচিত এবং প্রকৃত টি এল এবং টি এন্ড ডি ক্ষতি

অর্থবর্ষ	টি এল এবং টি এন্ড ডি ক্ষতি, ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা বিবেচিত (শতাংশে)		প্রকৃত টি এল এবং টি এন্ড ডি ক্ষতি (শতাংশে)		কম / (বেশী) রিপোর্ট করা টি এল এবং টি এন্ড ডি ক্ষতি (শতাংশে)	
	টি এল	টি এন্ড ডি	টি এল	টি এন্ড ডি	টি এল	টি এন্ড ডি
(1)	(2)	(3)	(4)	5=(3+2-4)	6 =(4-2)	7= (5-3)
2017-18	3.40	26.69	2.76	27.33	(0.64)	0.64
2018-19	3.40	23.00	2.48	23.92	(0.92)	0.92
2019-20	3.40	18.56	2.61	19.35	(0.79)	0.79
2020-21*	3.40	20.89	2.29	22.00	(1.11)	1.11

(উৎস : সুরক্ষিত মিটার তথ্য এবং ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল -এর বার্ষিক প্রতিবেদন, বন্ধনীর পরিসংখ্যানগুলি রিপোর্ট করা ক্ষতির উপরে দেখায়)

** ডব্লিউ বি ই আর সি-এর আদেশ জারী করা হবে।*

সুতরাং ডব্লিউ বি ই আর সি, এন টি পি, 2016 নীতিগুলো মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছে, টি এন্ড ডি ক্ষতি বিবেচনার ক্ষেত্রে অতীত বাদ দিয়ে বর্তমান কার্যকরণ কে বিবেচনা করা হয়েছে এবং ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল কম টি এন্ড ডি ক্ষতি দেখিয়েছে। এরফলে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল এর বিদ্যুৎ বিক্রয়ের জন্য যত পরিমান বিদ্যুৎ ছিল প্রতিবেদনে তার থেকে কম পরিমান দেখানো হয়েছে। এই কম পরিমান দেখানো কে ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের দাম হিসাবে নিচের **সারণী 3.4**-তে দেখানো হল :

[256] *পূর্ববর্তী জাতীয় শুল্ক নীতি, 2006 এর 5.3 (এফ)-এর অংশ।*

সারণী 3.4: 2017-18 থেকে 2019-20 আর্থিক বছরগুলিতে ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা দাখিল করা শক্তি (এম ইউ)

অর্থবর্ষ	বিতরণের জন্য ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা গণনা করা ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর কাছে পাওয়া সর্বমোট ক্রয়কৃত শক্তি (এম ইউ)	বিতরণের জন্য নিরীক্ষায় গণনা করা করা ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর কাছে পাওয়া সর্বমোট ক্রয়কৃত শক্তি (এম ইউ)	কম রিপোর্ট হওয়া শক্তি (এম ইউ)
(1)	(2)	(3)	4 = (3-2)
2017-18	33,592.048	33,843.922	251.874
2018-19	34,525.990	34,900.275	374.285
2019-20	36,741.960	37,082.405	340.445

(উৎস: ডব্লিউ বি ই আর সি-এর শুল্ক আদেশ)

এর ফলস্বরূপ, 2017-20 অর্থবর্ষে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ক্রয়ের জন্য 387.72 কোটি টাকা[257] প্রতিবেদনে কম দেখানো হয়েছে, এরফলে, ওই সমপরিমাণ অর্থ ভোক্তার ওপর শুল্কের মাধ্যমে অতিরিক্ত চাপানো হয়েছে।

ডব্লিউ বি ই আর সি উত্তরে (জানুয়ারী 2023) বলে যে, যেহেতু ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল প্রকৃত সঞ্চালন ক্ষতির তথ্য দিতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই তারা এস এল ডি সি-এর প্রত্যয়িত নর্মাটিভ সঞ্চালন ক্ষতিকে অনুমোদন দিয়েছে।

ডব্লিউ বি ই আর সি-এর উত্তর দেখায় যে, প্রকৃত টি এল ক্ষতি যা এস এল ডি সি-তে পাওয়া যায়, এবং ডব্লিউ বি এস ই টি এল-এর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে তা সহজেই উপলব্ধ করা যেত। তাছাড়া, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর রিপোর্ট করা টি এন্ড ডি ক্ষতি, যা **সারণী 3.3**-তে উল্লিখিত রয়েছে, যদি ডব্লিউ বি এস ই টি এল-এর প্রকৃত সঞ্চালন ক্ষতি বিবেচনা করা হয়, তা বৃদ্ধি পাবে।

ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল উত্তরে (জানুয়ারী 2023) বলে যে, বন্টন লাইসেন্সী, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল বিদ্যুৎ ক্রয়ের জন্য অর্থ প্রদান করে মিটার রিডিং এর ওপর ভিত্তি করে, যা অবাস্তবায়িত সময়সূচি এবং বাস্তবায়িত সময়সূচি থেকে বিচ্যুতির মাত্রা সঞ্চালন ব্যবস্থায় ইন্টারপ্লেস মিটার ব্যবস্থার মাধ্যমে করা হয়েছে। সুতরাং অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ক্রয়ের মূল্য দেখানোর কোনো উপায় নেই।

কিন্তু ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল প্রকৃত টি এল ক্ষতি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করলে, টি এন্ড ডি ক্ষতির পরিমান যে বেড়ে যায়, এই বিষয়টি নজর থেকে এড়িয়ে গেছে। যদিও, ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল তাদের কার্যকরণে উন্নতি করেছে, কিন্তু ডব্লিউ বি ই আর সি তাদের নর্মস সংশোধন করেনি। যারফলে সংবহন ক্ষতি কমানোর ক্ষেত্রে যে দক্ষতা দেখা গিয়েছে, তা হিসাবে পরিলক্ষিত হয়নি। এছাড়াও, ডব্লিউ বি ই আর সি, ভোক্তা ও ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর মধ্যে লাভের অংশ ভাগের জন্য কোনো নীতি স্থির করেনি। ফলস্বরূপ, ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল (সঞ্চালন লাইসেন্সী) তাদের কার্য্যসম্পাদনের উন্নতি করেছে, 2017-21 আর্থিক বর্ষে সঞ্চালন ক্ষতির মাত্রা কে 2.29 শতাংশ থেকে 2.76 শতাংশের মধ্যে রেখে। এই সঞ্চালন ক্ষতির মাত্রার উন্নতির বিষয়টিকে যা ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল লিপিবদ্ধ করছে না, তা ডব্লিউ বি ই আর সি ও মান্যতা দিচ্ছে না। ডব্লিউ বি ই আর সি 3.40 শতাংশ হারেই সঞ্চালন ক্ষতি মেনে চলেছে। সুতরাং, অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ক্রয়ের মূল্য ডব্লিউ বি ই আর সি অনুমোদন করেছে। এই ভাবে সংবহন এবং বন্টন ক্ষতিকে (টি এন্ড ডি ক্ষতি) কম করে দেখার ফলে ভোক্তাদের চাহিদা মেটানোর জন্য অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ক্রয় করতে হয়, এবং এই অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ক্রয়ের বোঝা ভোক্তাদের ওপর চাপে।

---

[257] *2017-18: 251.874 এম ইউ x 373.32 পয়সা, 2018-19 : 374.285 এম ইউ x 408.65 পয়সা, 2019-20: 340.445 এম ইউ x 413.39 পয়সা।*

3.10.2 সংবহন এবং বন্টন (টি এন্ড ডি) ক্ষতির মাত্রা কমানো

সামগ্রিক প্রযুক্তিগত এবং বাণিজ্যিক (এ টি এন্ড সি)[258] ক্ষতির মাত্রা এবং সংবহন ও বন্টন (টি এন্ড ডি) ক্ষতির[259] মাত্রার ওপরই ডিস্কমের কার্যক্ষমতার মাত্রা নির্ভর করে। অক্টোবর 2002 এ, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট[260] তাদের নির্দেশে বলে যে, প্রত্যেক লাইসেন্সীর দায়িত্ব টি এন্ড ডি ক্ষতির মাত্রা কে কম করা। তাছাড়াও, ডব্লিউ বি ই আর সি, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল -এর জন্য নর্মাটিভ সংবহন ও বন্টন ক্ষতির মাত্রা কে স্থির করেছে 17.50 শতাংশ হারে, যা 2017-22 সালের ট্যারিফ রেগুলেশন ও ট্যারিফ অর্ডারে উল্লেখিত রয়েছে।

এর পরিপ্রেক্ষিতে, 2017 থেকে 2022 সময়কালে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল সংবহন ও বন্টন (টি এন্ড ডি) ক্ষতির মাত্রা 26.69, 23.00, 18.56, 20.89 এবং 15.11 শতাংশ হারে ক্রমানুসারে বহন করে। সুতরাং, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল, ডব্লিউ বি ই আর সি-র স্থির কৃত লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। পরীক্ষাকৃত পাঁচ বছরের মধ্যে চার বছরেই এই ব্যর্থতা নজরে পরে। এই লক্ষমাত্রা অর্জন করতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে যেগুলি ঘটে তা হল : ক) ভোক্তাদের চাহিদা মেটানোর জন্য অতিরিক্ত বিদ্যুৎ এর প্রয়োজন হয়, খ) অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ক্রয়ের জন্য বেশি পরিমান অর্থ প্রদান করতে হয়, যা ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল এর আর্থিক পরিকাঠামো কে প্রভাবিত করে, গ) অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ক্রয়ের অর্থ ডব্লিউ বি ই আর সি অনুমোদন করে না। এর ফলে 1,688.84 কোটি টাকা অতিরিক্ত বিদ্যুতের খরচ ক্রেতাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, যা ***অনুচ্ছেদ 3.10.1 (ক)***-এ উল্লেখিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে অংশ গ্রহণ করেছে, সেগুলি হল ডি ডি ইউ জি যে ওয়াই, সৌভাগ্য এবং আই পি ডি এস। ওই প্রকল্পগুলির মূল উদ্দেশ্য হল গ্রাম ও শহরাঞ্চলের বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য পরিকাঠামো গড়ে তোলা এবং প্রত্যেক ভোক্তার কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। এক্ষেত্রে অর্থের উৎস হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার দেবে 60 শতাংশ, রাজ্য সরকার দেবে 30 শতাংশ এবং কোম্পানি নিজের তহবিল থেকে দেবে 10 শতাংশ। নিরীক্ষায় পর্যবেক্ষণ করেছে যে, এই প্রকল্পগুলির জন্য, কেন্দ্র সরকার থেকে 5,004.59 কোটি টাকার[261] তহবিল পাওয়া সত্ত্বেও এবং 6,705.42 কোটি টাকা[262] {অবশিষ্ট অর্থ (1,700.83 কোটি টাকা) জি ও ডব্লিউ বি এবং কোম্পানির নিজের তহবিল থেকে প্রাপ্ত} এর জন্য খরচ করা হয়েছে। এগুলি শহর ও গ্রামীণ এলাকায় 2020-21 সাল পর্যন্ত বিতরন পরিকাঠামো শক্তিশালী করার জন্য খরচ করা হয়েছে। টি এন্ড ডি ক্ষতির মাত্রা ডব্লিউ বি ই আর সি-এর নির্ধারিত ক্ষতির মাত্রার থেকে বেশি ছিল। এছাড়াও, 77 টি বিভাগীয় অফিসের মধ্যে, 32 টিতে, এ টি এন্ড সি লোকসান 30 শতাংশের বেশি ছিল। এই উচ্চ হারে এ টি এন্ড সি এবং টি এন্ড ডি ক্ষতির কারণগুলি হল : ক) বিলিংয়ের ক্ষেত্রে অদক্ষতা[263], খ) মিটার খারাপ থাকার কারণে গড় হারে বিলের অর্থ আদায়, গ) বন্টন ট্রান্সফরমার (ডি টি আর) গুলির ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ার কারণে, ওগুলি খারাপ হয়ে থাকা এবং ঘ) দীর্ঘ ফিডার লাইন এবং অতিরিক্ত চাপ যুক্ত ফিডার লাইন।

---

[258] *এ টি এন্ড সি ক্ষতি হল শক্তির আগমন এবং ভোক্তাদের মধ্যে বিক্রয় করে আদায়কৃত অর্থের মধ্যে যে ব্যবধান থাকে।*

[259] *টি এন্ড ডি ক্ষতি হল শক্তির আগমন এবং ভোক্তাদের জন্য বিল প্রস্তুতের মধ্যে যে ব্যাবধান থাকে।*

[260] *ডব্লিউ বি ই আর সি এবং সি ই এস সি (পশ্চিমবঙ্গের একটি বেসরকারি বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থা)-এর মধ্যে মামলা।*

[261] *ডি ডি ইউ জি যে ওয়াই 3,061.70 কোটি টাকা, সৌভাগ্য 187.87 কোটি টাকা, আই পি ডি এস 1,755.02 কোটি টাকা।*

[262] *ডি ডি ইউ জি যে ওয়াই 3,565.95 কোটি টাকা, সৌভাগ্য 246.25 কোটি টাকা, আই পি ডি এস 2,893.22 কোটি টাকা।*

[263] *বিলিং এর দক্ষতা বিদ্যুৎ বন্টনের একটি পরিমাপক, একটি নির্দিষ্ট এলাকায় যত পরিমানে বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে, তার সঙ্গে তুলনা মূলক কত বিলিং হচ্ছে ভোক্তাদের উপর।*

ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল তাদের উত্তরে (জানুয়ারী 2023) বলে যে, তারা টি এন্ড ডি এবং এ টি এন্ড সি ক্ষতির মাত্রা কে কমানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার ফলস্বরূপ টি এন্ড ডি এবং এ টি এন্ড সি ক্ষতির মাত্রা যথাক্রমে 2015-16 সালে 30.78 শতাংশ ও 35.98 শতাংশ থেকে 2021-22 এ 15.11 শতাংশ ও 16.65 শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে।

3.10.3 নিয়ন্ত্রক সম্পদের কার্যকরণে কর্মক্ষমতার প্রভাব

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গুলির সমস্ত কার্যকলাপ বিবেচনা করে ভারত সরকারের, শক্তি মন্ত্রণালয়, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গুলির উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে একটি প্রতিযোগিতা মূলক পুরস্কার পরিকল্পনা ঘোষণা করে (ডিসেম্বর 2014)। এই কার্য করণের কর্মক্ষমতা চারটি প্যারামিটারের উপর নির্ভর করে, সেগুলি হল: স্টেশন হিট রেট (এস এইচ আর)[264], অক্সিলারি পাওয়ার কনসাম্পসন (এ পি সি), স্পেসিফিক সেকেন্ডারি ফুয়েল ওয়েল কনসাম্পসন (এস ও সি)[265] এবং পিকিং প্লান্ট লোড ফ্যাক্টর (পি এল এফ)। ডব্লিউ বি ই আর সি উৎপাদন কেন্দ্রগুলির জন্য কার্য্যসম্পাদনের নীতি বা অপারেশনাল নর্ম ঠিক করে দেয়, ট্যারিফ রেগুলেশনের মাধ্যমে। এ পি আর আবেদনের মধ্য দিয়ে, বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি তাদের স্থির খরচ কে দাবী করে। ডব্লিউ বি ই আর সি তাদের দক্ষতার সঙ্গে বিষয় গুলি বিবেচনা করে, তাদের প্রাপ্য অর্থ কত সেটা নির্দিষ্ট করে দেয়। এর ফলে, ডব্লিউ বি ই আর সি, প্রকৃত পি এ এফ এবং অর্জিত পি এ এফ এর সঙ্গে নর্ম্যাটিভ পি এ এফ বিবেচনা করে, পি এ এফ এর অনুমোদন করে। লক্ষ্য স্থির করা এবং প্রকৃত অর্জনের মধ্যে পার্থক্যের ফলে যেগুলি ঘটে, সেগুলি হল: (ক) বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে অতিরিক্ত জ্বালানির[266] প্রয়োজনীয়তা, (খ) জ্বালানির জন্য অতিরিক্ত খরচ, যার ফলে ডব্লিউ বি পি ডি সি এল এবং ডি পি এল-এর আর্থিক পরিকাঠামোর উপর প্রভাব (গ) অতিরিক্ত জ্বালানির খরচ ডব্লিউ বি ই র সি দ্বারা অনুমোদন না পাওয়া।

(ক) ডব্লিউ বি পি ডি সি এল

ডব্লিউ বি ই আর সি, আগষ্ট 2017 এবং জুলাই 2022-তে এফ এ সি এবং এ পি আর অর্ডার প্রকাশ করে, 2013-14 থেকে 2016-17 অর্থবর্ষের জন্য। 2013-17 অর্থবর্ষের জন্য ডব্লিউ বি পি ডি সি এল এর বার্ষিক হিসাব, এফ সি এ এবং এ পি আর এর আবেদন এবং ডব্লিউ বি ই আর সি-এর অর্ডার পরীক্ষা করে নিম্নলিখিত ইঙ্গিতগুলি পাওয়া যায় যে:

(i) জ্বালানির অতিরিক্ত ব্যবহার

ডব্লিউ বি পি ডি সি এল এর উৎপাদন কেন্দ্রগুলির কার্য্যসম্পাদনের কর্মক্ষমতা, 2013-17 অর্থবর্ষে, নীচের **সারণী 3.5** তে দেখানো হলো:

সারণী 3.5: ডব্লিউ বি পি ডি সি এল-এর উৎপাদন কেন্দ্রগুলির উৎপাদনের দক্ষতা

উৎপাদন কেন্দ্র	পরিচালনার নিয়ম	আদর্শ	প্রকৃত			
			2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
কে টি পি এস	এ পি সি	9.60	11.21	10.40	11.13	10.85
	এস ও সি	2.00	2.36	1.09	2.72	2.02
	এস এইচ আর	2,700.00	2,752.53	2,995.00	2,757.00	2,735.00

264 *এস এইচ আর হলো তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দক্ষতা পরিমাপ করার একটি পরিমাপক। ইহা প্রতিনিধিত্ব করে যে, এক কিলো ওয়াট ঘন্টা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে কত কিলো ক্যালোরি পরিমান হিট এনার্জির প্রয়োজন রয়েছে।*

265 *এস ও সি প্রতিনিধিত্ব করে যে এক কিলো ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে কত মিলিলিটার জ্বালানির প্রয়োজন।*

266 *কয়লা এবং তেল।*

উৎপাদন কেন্দ্র	পরিচালনার নিয়ম	আদর্শ	প্রকৃত			
			2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
বি কে টি পি এস	এ পি সি	9.00	10.18	9.34	10.19	9.95
	এস ও সি	1.30	2.13	1.01	2.15	0.76
	এস এইচ আর	2,470.00	2,514.70	2,494.00	2,509.00	2,489.00
বি টি পি এস -I	এ পি সি	10.40	12.85	11.91	14.53	11.48
	এস ও সি	2.50	12.65	8.69	11.94	6.66
	এস এইচ আর	3,050.00	3,173.55	3,174.00	3,077.00	3,013.00
বি টি পি এস -II	এ পি সি	9.00	প্রযোজ্য নয়		14.53	আলাদা কোনো আদেশ জারি ও দাবি করা হয়নি
	এস ও সি	1.75			11.94	
	এস এইচ আর	2,430.00			3,077.00	
এস টি পি এস	এ পি সি	9.00	9.85	9.09	8.66	8.26
	এস ও সি	1.00	1.61	1.74	0.69	0.26
	এস এইচ আর	2,425.00	2,445.64	2,465.00	2,594.00	2,496.00
এস জি টি পি এস-I	এ পি সি	9.00	12.51	10.85	13.39	12.77
	এস ও সি	1.00	1.32	0.90	2.03	1.01
	এস এইচ আর	2,345.00	2,376.70	2,956.00	2,580.00	2,375.00
এস জি টি পি এস-II	এ পি সি	9.00	প্রযোজ্য নয়			6.94
	এস ও সি	1.00				10.44
	এস এইচ আর	2,424.00				2,491.00

(উৎস: এফ সি এ / এ পি আর আদেশ)

মন্তব্য: এ পি সি কে শতাংশ হারে দেখানো হয়েছে, এস ও সি-কে এম এল /কে ডব্লিউ এইচ এবং এস এইচ আর-কে কে সি এ এল/কে ডব্লিউ এইচ-এ দেখানো হয়েছে

ট্যারিফ অর্ডার 2016-17-তে এস জি টি পি এস -II অপারেটিং নিয়মগুলি ছিল এ পি সি-5.25 এবং এস এইচ আর-2,276 । এ পি সি পরে শুল্ক আদেশ 2018-20 (জুলাই 2021)-তে 9 শতাংশে সংশোধন করা হয়েছিল এবং 2022 সালের এপ্রিলে এস এইচ আর 2424 এ সংশোধন করা হয়েছিল এবং 2016-17 বছরের জন্য এফ সি এ নির্ধারণ করার সময়, ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা সংশোধিত নিয়মগুলি বিবেচনা করা হয়েছিল

উপরের থেকে এটি স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় যে,

- অক্সিলারি পাওয়ার কনসাম্পশন (এ পি সি) সমস্ত উৎপাদনকারী স্টেশনে ডব্লিউ বি ই আর সি-এর স্থির কৃত নর্ম এর থেকে বেশি হয়ে থাকে। শুধুমাত্র 2015-16 এবং 2016-17 অর্থবর্ষে এস টি পি এস এবং 2016-17 অর্থবর্ষে এস জি টি পি এস-II এর ক্ষেত্রে স্থির কৃত নর্ম থেকে অক্সিলারি পাওয়ার কনসাম্পশন কম হয়েছিল।
- স্পেসিফিক অয়েল কনসাম্পশন (এস ও সি) সমস্ত উৎপাদনকারী স্টেশনে ডব্লিউ বি ই আর সির স্থির কৃত নর্ম থেকে বেশি হয়ে থাকে। শুধুমাত্র 2014-15 অর্থবর্ষে কে টি পি এস, 2014-15 এবং 2016-17 অর্থবর্ষে বি কে টি পি এস, 2015-16 ও 2016-17 অর্থবর্ষে এস টি পি এস এবং 2014-15 অর্থবর্ষে এস জি টি পি এস এর ক্ষেত্রে স্থিরকৃত নর্ম থেকে স্পেসিফিক অয়েল কনসাম্পশন কম হয়েছিল।
- স্টেশন হিট রেট (এস এইচ আর) সমস্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ডব্লিউ বি ই আর সি-এর স্থির কৃত নর্ম থেকে বেশি হয়ে থাকে।

2013-17 অর্থবর্ষে, ডব্লিউ বি পি ডি সি এল, ডব্লিউ বি ই আর সি-র স্থির কৃত অপারেশনাল নর্ম অর্জনে ব্যর্থতার ফলে অতিরিক্ত জ্বালানির[267] জন্য যা খরচ করেছে তা নীচের **সারণী 3.6**-এ দেখানো হল:

[267] *অতিরিক্ত ব্যবহার : কয়লা 46,26,160.50 মেট্রিক টন এবং তেল 60,788.09 কিলোলিটার।*

সারণী 3.6: অতিরিক্ত জ্বালানী খরচ যা ডব্লিউ বি ই আর সি অনুমোদন করেনি

বিবরণ	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
কয়লার অতিরিক্ত ব্যবহার (এম টি তে)	17,83,328.20	14,20,930.56	6,38,840.20	7,83,065.39
অতিরিক্ত কয়লার দাম যা অনুমোদিত হয়নি (কোটি টাকায়)	553.83	383.76	216.51	295.13
তেলের অতিরিক্ত ব্যবহার (কে এল এ)	25,438.83	321.24	18,492.58	11,766.91
অতিরিক্ত তেলের দাম যা অনুমোদিত হয়নি (কোটি টাকায়)	145.78	1.05	102.41	42.64
মোট অনুমোদিত জ্বালানির দাম (কোটি টাকায়)	699.61	384.81	318.92	337.77

(উৎস: এফ সি এ / এ পি আর আদেশ)

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ডব্লিউ বি পি ডি সি এল অতিরিক্ত জ্বালানি খরচ বাবদ যে 1,741.11 কোটি টাকা ব্যয় করেছে, ডব্লিউ বি ই আর সি তা অনুমোদন করেনি।

ডব্লিউ বি পি ডি সি এল উত্তরে বলে যে (নভেম্বর 2022), ডব্লিউ বি ই আর সি 757.35 কোটি টাকা অনুমোদন করেনি। তবে, ডব্লিউ বি ই আর সি -এর 2013-17 সালের আদেশটিকে ডব্লিউ বি পি ডি সি এল চ্যালেঞ্জ করেছে এবং আপিলে গেছে।

নিরীক্ষায় ডব্লিউ বি পি ডি সি এল-এর প্রকৃত জ্বালানির ভোগের বিষয়টিকে দেখানো হয়েছে, যদিও ডব্লিউ বি পি ডি সি এল জ্বালানি ভোগের ক্ষেত্রে এফ সি এ-এর আবেদন যা ডব্লিউ বি ই আর সি-র কাছে করা হয়েছে, সেই হারেই জ্বালানির খরচ দেখায়। যার ফলে, ডব্লিউ বি পি ডি সি এল 757.35 কোটি টাকা অনুমোদন করেনি, আবার ডব্লিউ বি পি ডি সি এল -এর জ্বালানির খরচ বাবদ 983.76 কোটি টাকা ডব্লিউ বি ই আর সি -র কাছে আবেদন করেনি। এই দুটি মিলিয়ে 2013-14 থেকে 2016-17 অর্থবর্ষে মোট 1,741.11 কোটি টাকা অনাদেয় থেকে গেছে।

(ii) অপ্রতুল প্ল্যান্ট অ্যাভেইলিভিলিটি ফ্যাক্টরের কারণে অর্থ অনাদায়

বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্লান্টে, প্ল্যান্ট অ্যাভেইলিভিলিটি ফ্যাক্টর (পি এ এফ) হল ঐ উৎপাদন কারী প্ল্যান্টটি কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে কত সময়ের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম হয় তার পরিমাপ। ডব্লিউ বি ই আর সি, ট্যারিফ রেগুলেশন (এপ্রিল 2011), ধারা 9এ অনুসারে প্রতিটি উৎপাদন কেন্দ্রের পি এ এফ নির্দিষ্ট করে দেয়। **সারণী 3.7**-তে 2013 থেকে 2017 অর্থবর্ষে নর্ম্যাটিভ এবং প্রকৃত প্ল্যান্ট অ্যাভেইলিভিলিটি ফ্যাক্টর (পি এ এফ), এছাড়াও, স্থির ব্যয়ের আবেদন এবং ডব্লিউ বি ই আর সি-এর অনুমোদন দেখানো হয়েছে।

সারণী 3.7: ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা অনুমোদিত ডব্লিউ বি পি ডি সি এল-এর বছরভিত্তিক নির্দিষ্ট খরচ

বছর	আদর্শ সি এ এফ (শতাংশে)	প্রকৃত সি এ এফ (শতাংশে)	ডব্লিউ বি পি ডি সি এল দ্বারা দাবিকৃত স্থির খরচ	ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা বিবেচিত স্থির খরচ, আদর্শিক পি এ এফ এর উপর ভিত্তি করে	প্রকৃত পি এ এফ ধরে ডব্লিউ বি ই আর সি অনুমোদিত স্থির খরচ	খারাপ পি এ এফ এর জন্য অনুমোদিত স্থায়ী খরচ
			(কোটি টাকায়)			
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**7=(5-6)**
2013-14	85.00	70.50	2,412.42	2,232.57	2,044.26	188.31
2014-15	85.00	71.85	2,553.56	2,197.31	2,065.55	131.76
2015-16	85.00	60.62	2,557.43	2,077.85	1,687.01	390.84
2016-17	85.00	67.54	3,180.64	2,918.20	2,411.65	506.55
মোট			**10,704.05**	**9,425.93**	**8,208.47**	**1,217.46**

(উৎস: এফ সি এ / এ পি আর আদেশ)
** এ পি আর আদেশ সেপ্টেম্বর 2022 পর্যন্ত জারী করা হয়েছে।*

নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ডব্লিউ বি পি ডি সি এল-এর উৎপাদনকারী প্ল্যান্ট গুলিতে অপ্রতুল পি এ এফ থাকার কারণে, ডব্লিউ বি পি ডি সি এল দাবীকৃত মোট 10,704.05 কোটি টাকার স্থির ব্যয়ের মধ্যে, ডব্লিউ বি ই আর সি অনুমোদন দেয় মাত্র 9,425.93 কোটি টাকা। এই টাকা ডব্লিউ বি ই আর সি অনুমোদন করেছে নর্ম্যাটিভ কস্ট এর ভিত্তিতে, 2013-17 সালের এ পি আর অর্ডারের মাধ্যমে। ডব্লিউ বি পি ডি সি এল, পি এ এফ-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ডব্লিউ বি ই আর সি অনুমোদন করেছে মাত্র 8,208.47 কোটি টাকা। এইভাবে, পি এ এফ-এর স্থিরকৃত লক্ষ্য অর্জনের ব্যর্থতার কারণে 1,217.46 কোটি টাকা অনুমোদন পাওয়া যায়নি।

তথ্যগুলি পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, ডব্লিউ বি পি ডি সি এল তাদের উৎপাদনকারী প্লান্টে অপ্রতুল পি এ এফ বিষয়টিকে মেনে নিয়েছে এবং তার কারণ দেখিয়েছে যে, ডব্লিউ বি ই আর সির কাছে যে এ পি আর -এর আবেদন করা হয়েছে, সেখানে প্রধানত যেগুলির উল্লেখ রয়েছে, সেগুলি হল:- (ক) কে টি পি এস[268] এবং বি টি পি এস[269] এই দুটি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ল্যান্টই পুরনো, (খ) খারাপ মানের কয়লা এবং (গ) বেশি মাত্রায় আউটেজ।

ডব্লিউ বি পি ডি সি এল তাদের উত্তরে (নভেম্বর 2022), বিষয়টিকে গ্রহণ করে নিয়ে বলে যে, 2013-15 অর্থবর্ষে কয়লা সরবরাহ সংস্থা গুলি থেকে কম কয়লা সরবরাহ হয়েছিল এবং কয়লার খনি গুলি বন্টনের পরবর্তী সময়ে (এপ্রিল 2015), ডব্লিউ বি পি ডি সি এল কয়লার জন্য পুরোপুরি ভাবে কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড এর উপর নির্ভরশীল ছিল। যার ফলে, ডব্লিউ বি পি ডি সি এল নর্ম্যাটিভ পি এ এফ অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে, কয়লা খনি পাওয়ার পর এবং খনি গুলি থেকে কয়লা তোলার শেয়ার গ্রহণ করার পরে, 2021-22 অর্থবর্ষে পি এ এফ শতকরা 86 ভাগ উন্নতি করেছে।

ডব্লিউ বি পি ডি সি এল তার সর্বশেষ উত্তরে (ডিসেম্বর 2023) পুনর্ব্যক্ত করেছে যে, খনিগুলিকে অবন্টনের ফলে কয়লার প্রাপ্যতার অভাব এবং কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড (সি আই এল) দ্বারা সরবরাহকৃত কয়লার মানের সমস্যাগুলির ফলে কয়লার অতিরিক্ত খরচ হয়েছে।

সি আই এল দ্বারা সরবরাহকৃত কয়লার গুণমানের বিষয়ে, পশ্চিমবঙ্গের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে জ্বালানী ব্যবস্থাপনার উপর যে কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা করা হয় তাতে ইতিমধ্যে এই বিষয়ে সমস্যা/ ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে যা 31 মার্চ 2019-20 সমাপ্ত বছরের জন্য নিরীক্ষা প্রতিবেদন (কার্য্যসম্পাদন এবং মান্যতা বিষয়ক)-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(খ) ডি পি এল

ডব্লিউ বি ই আর সি ফেব্রুয়ারি 2017 থেকে জুলাই 2022 সময়কালের মধ্যে ডি পি এল-এর জন্য 2013-14 থেকে 2015-16 অর্থবর্ষের জন্য এফ সি এ এবং এ পি আর অর্ডার প্রকাশ করেছে। ডি পি এল এর বার্ষিক হিসাব বই পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, এফ সি এ এবং এ পি আর -এর আবেদনগুলি 2013-16 অর্থবর্ষের এবং ডব্লিউ বি ই আর সি-এর অর্ডার গুলি, যা ইঙ্গিত দেয় সেগুলি নিচে দেখানো হলো:

(i) অতিরিক্ত জ্বালানির ব্যবহার

2013-16 অর্থবর্ষের জন্য ডি পি এল-এর বিদ্যুৎ বন্টনের কার্যকারী কর্মক্ষমতা, **সারণী 3.8**-তে দেখানো হলো:-

[268] *ছয়টি ইউনিটের প্রত্যেকটির ক্ষমতা 210 মেগাওয়াট করে, যা স্থাপন করা হয়েছিল 1984 থেকে 1993 সালের মধ্যে।*

[269] *চারটি ইউনিটের প্রত্যেকটির ক্ষমতা 60 মেগাওয়াট করে এবং একটি ইউনিটের ক্ষমতা 210 মেগাওয়াট, যা স্থাপন করা হয়েছিল যথাক্রমে 1965-66 সালে এবং 1982 সালে।*

সারণী 3.8: ডি পি এল-এর কার্যকারিতা

ক্রমিক সংখ্যা	বিবরণ	অর্থবর্ষ		
		2013-14	2014-15	2015-16
1	আদর্শ টি এন্ড ডি ক্ষতি (শতাংশে)	5.20	5.20	5.20
2	প্রকৃত টি এন্ড ডি ক্ষতি (শতাংশে)	5.33	5.72	5.21
3	আদর্শ এ পি সি (শতাংশে)	9.30	8.61	8.73
4	প্রকৃত এ পি সি (শতাংশে)	11.47	13.35	10.75
5	আদর্শ এস এইচ আর (কি ক্যাল/কে ডব্লিউ এইচ)	2,747.00	2,425.00	2,425.00
6	প্রকৃত এস এইচ আর (কি ক্যাল/কে ডব্লিউ এইচ)	3,273.18	3,098.84	2,534.96
7	অতিরিক্ত এনার্জী ক্রয়ের পরিমান (এম ইউ)	36.73	10.60	1.01
8	**অতিরিক্ত এনার্জী ক্রয়ের মূল্য (কোটি টাকায়)**	**12.10**	**5.13**	**0.44**
9	প্রকৃত কয়লার ব্যবহার (কোটি টাকায়)	400.44	284.30	440.84
10	আদর্শ কয়লার ব্যবহার (কোটি টাকায়)	304.70	207.40	369.25
11	**অতিরিক্ত কয়লার ব্যবহার যা অনুমোদন হয়নি (কোটি টাকায়)**	**95.74**	**76.90**	**71.59**
12	প্রকৃত তেলের ব্যবহার (কোটি টাকায়)	61.51	22.72	25.43
13	আদর্শ তেলের ব্যবহার (কোটি টাকায়)	15.97	7.29	9.66
14	**অতিরিক্ত তেলের ব্যবহার যা অনুমোদন হয়নি (কোটি টাকায়)**	**45.54**	**15.43**	**15.77**
15	মোট অননুমোদিত শক্তি ক্রয়ের খরচ (কোটি টাকায়) (8+11+14)	153.38	97.46	87.80

(উৎস: এফ সি এ / এ পি আর আদেশ)

সুতরাং, ডব্লিউ বি ই আর সি-এর স্থিরকৃত সংবহন ও বন্টন ক্ষতির মাত্রা 5.20 শতাংশের পরিপ্রেক্ষিতে ডি পি এল সামান্য উচ্চ হারে সংবহন ও বন্টন ক্ষতি (5.21 শতাংশ থেকে 5.72 শতাংশ) মাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়। যার ফলস্বরূপ, বিদ্যুৎ ক্রয়ের জন্য 17.67 কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ হয়েছে। এছাড়াও, ডব্লিউ বি ই আর সি-এর স্থির কৃত কার্য সম্পাদনের মাত্রা (যেগুলি হল এস এইচ আর এবং এ পি সি) অর্জন করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে, অতিরিক্ত জ্বালানি বাবদ 320.97 কোটি টাকা অনাদায় থেকে গেছে।

ডি পি এল তাদের উত্তরে (নভেম্বর 2022) বিষয়টি মেনে নিয়ে বলেছে যে, তাদের উদ্যোগে সংবহন এবং বন্টন ক্ষতির মাত্রা 2013-14 অর্থবর্ষে 5.33 শতাংশ থেকে কমে 2016-17 অর্থবর্ষে 4.32 শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও, 2013-16 অর্থবর্ষে এস এইচ আর এবং এ পি সি নির্দিষ্ট মাত্রার থেকে বেশি হওয়ার কারণ হলো পি এল এফ-এর মাত্রা কম হওয়া, লোড ফ্যাক্টর এর মান কম হওয়া, ট্রিপিং বেশি হওয়া, অপর্যাপ্ত কয়লার যোগান প্রভৃতি যা তাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ছিল না।

(ii) অপ্রতুল প্ল্যান্ট অ্যাভেইলিভিলিটি ফ্যাক্টরের কারণে অনাদেয় অর্থ

ডব্লিউ বি ই আর সি-এর (এপ্রিল 2011) ট্যারিফ রেগুলেশন 6.4.2 অনুসারে, ডি পি এল-এর স্থির ব্যয় আদায় হয় প্রত্যেক উৎপাদনকারী স্টেশনের লক্ষ্যমাত্রার প্রাপ্যতার উপর ভিত্তি করে। ট্যারিফ রেগুলেশন এর সিডিউল 9এ স্থির করে প্ল্যান্ট অ্যাভেইলিভিলিটি ফ্যাক্টর ডি পি এল এর 2013-14 অর্থবর্ষের জন্য 79 শতাংশ এবং 2014-16 অর্থবর্ষের জন্য 85 শতাংশ। **সারণী 3.9**-এ দেখানো হয়েছে স্থিরকৃত এবং প্রকৃত প্ল্যান্ট অ্যাভেইলিভিলিটি ফ্যাক্টর, এছাড়াও দেখানো হয়েছে স্থির ব্যয়ের জন্য কত টাকা চাওয়া হয়েছে এবং 2013-16 অর্থবর্ষে ডব্লিউ বি ই আর সি কত টাকা অনুমোদন করেছে।

সারণী 3.9: ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা স্বীকার করা ডি পি এল-এর বছরভিত্তিক নির্দিষ্ট খরচ

অর্থবর্ষ	আদর্শ পি এ এফ (শতাংশে)	প্রকৃত পি এ এফ (শতাংশে)	ডব্লিউ বি পি ডি সি এল দ্বারা দাবিকৃত স্থির খরচ	ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা বিবেচিত স্থির খরচ, আদর্শিক পি এ এফ-এর উপর ভিত্তি করে	ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা বিবেচিত স্থির খরচ, প্রকৃত পি এ এফ-এর উপর ভিত্তি করে	খারাপ পি এ এফ-এর কারণে স্থির খরচ যা অনুমোদিত হয়নি
			(কোটি টাকায়)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7=(5-6)
2013-14	79.00	56.18	609.16	539.44	419.43	120.01
2014-15	85.00	29.33	675.96	526.40	273.74	252.66
2015-16	85.00	37.49	877.61	689.83	401.29	288.54
মোট			**2,162.73**	**1,755.67**	**1,094.46**	**661.21**

(উৎস: এফ সি এ / এ পি আর আদেশ)
** এ পি আর আদেশ সেপ্টেম্বর 2022 পর্যন্ত জারী করা হয়েছে।*
মন্তব্য: ডি পি এল-এর উৎপাদন কেন্দ্রগুলির বয়সের ভিত্তিতে ডব্লিউ বি ই আর সি 2013-14 সালের জন্য নর্ম্যাটিভ পি এ এফ 79.00 শতাংশে নির্দিষ্ট করেছে।

নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, অপ্রতুল প্ল্যান্ট অ্যাভেইলিভিলিটি ফ্যাক্টরের কারণে, ডি পি এল স্থির ব্যয়ের জন্য 2,162.73 কোটি টাকার আবেদন করেছিল ডব্লিউ বি ই আর সি-এর কাছে, কিন্তু ডব্লিউ বি ই আর সি অনুমোদন করে 1,755.67 কোটি টাকা। ডি পি এল প্ল্যান্ট অ্যাভেইলিভিলিটি ফ্যাক্টর এর লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে, ডব্লিউ বি ই আর সি অনুমোদন করে মাত্র 1,094.46 কোটি টাকা। সুতরাং, প্ল্যান্ট অ্যাভেইলিভিলিটি ফ্যাক্টর এর লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের ব্যর্থতার ফলস্বরূপ ডব্লিউ বি ই আর সি মোট 661.21 কোটি টাকা[270] অনুমোদন করেনি।

তথ্য সমূহ পরীক্ষা করে দেখা যায়, ডি পি এল তাদের বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী স্টেশনের কম কার্যসম্পাদনের ঘটনাগুলিকে মেনে নিয়ে, ডি পি এল তাদের এ পি আর এর আবেদনে ডব্লিউ বি ই আর সির কাছে যে কারণ গুলির উল্লেখ করেছে সেগুলি হলো (ক) ইউনিট-7[271] একটি পুরাতন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, (খ) কয়লার মান ঠিক না থাকা, সেখানে ছাই এর মাত্রা বেশী থাকা এবং এর ফলে অতিরিক্ত আউটেজের সমস্যা দেখা যায়।

ডি পি এল নিরীক্ষায় উল্লেখিত বিষয়টি মেনে নিয়ে বলে যে (নভেম্বর 2022), পুরাতন উৎপাদন কেন্দ্র, কয়লার যোগানের সমস্যা, সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতির সমাপ্তিতে দেরী হওয়া এবং বারে বারে আউটেজের সমস্যার কারণে ডি পি এল পি এ এফ এর ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা স্থিরকৃত লক্ষ্য অর্জন করতে ব্যর্থ হয়।

3.10.4 নিয়ন্ত্রক সম্পদ এবং ক্যারিং কস্ট

বিদ্যুৎ আইন 2003 এর 110 নম্বর ধারা অনুসারে, কেন্দ্র সরকার সুনির্দিষ্ট করেছেন যে, একটি বিজ্ঞপ্তির দ্বারা এপিলেট ট্রাইবুনাল স্থাপন করতে হবে। যার নাম হবে এপিলেট ট্রাইবুনাল ফর ইলেক্ট্রিসিটি (এ পি টি ই এল)। যেখানে কোন নির্দিষ্ট আধিকারিকের কাছে বা আইনে সুনির্দিষ্ট কোন আয়োগের কাছে প্রকাশিত আদেশ গুলির জন্য কোন বিষয়ে মত পার্থক্য থাকলে আবেদন করা যেতে পারে। এ পি টি ই এল নির্দেশ দেয় (নভেম্বর 2011) যে, সমস্ত বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক

[270] *1,755.67 কোটি টাকা বিয়োগ 1,094.46 কোটি টাকা।*
[271] *ইউনিট-7, 300 মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন, যা স্থাপন করা হয়েছিল 2008 সালে।*

আয়োগ ক্যারিং কস্ট[272] এর অনুমোদন দেবে, যে বছরে নিয়ন্ত্রক সম্পদ সৃষ্টি করা হবে, সেই বছরের এ আর আর অর্ডারের মাধ্যমে। এতে বন্টনকারী সংস্থার অর্থপ্রবাহের সমস্যা দূর করা যাবে।

যেহেতু বিদ্যুৎ বন্টনকারী সংস্থাগুলির বিদ্যুৎ ক্রয়ের জন্য এবং তাদের প্রতিদিনের কার্য্যসম্পাদনের জন্য অর্থের প্রয়োজন রয়েছে, সেহেতু নিয়ন্ত্রক সম্পদ থেকে প্রাপ্য অর্থ তাদের নগদ ঋণের বোঝা কমাতে সাহায্য করে। এইভাবেই, নিয়ন্ত্রক সম্পদের প্রাপ্য অর্থ পাওয়ার বিলম্ব হওয়ার কারণে, ডিসকমগুলি স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ নিতে বাধ্য হয় এবং এর ফলে সুদ প্রদান করতে হয়। ট্যারিফ রেগুলেশন 2011-এর রেগুলেশন নাম্বার 5.6.5.4 এ বলা হয়েছে যে, যদি ডিসকমগুলি সাময়িক অর্থ যোগান করার জন্য যেকোন উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে, তাহলে সেই ঋণের উপর সুদ প্রদানকারী অর্থ ডব্লিউ বি ই আর সি অনুমোদন করবে।

2017-18 অর্থবর্ষে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল তার নিয়ন্ত্রক সম্পদের উপর 2,158.51 কোটি টাকা ক্যারিং কস্ট এর জন্য দাবী করে। তবে, ডব্লিউ বি ই আর সি ঐ ক্যারিং কস্ট অনুমোদন করেনি, কারণ ডব্লিউ বি ই আর সি-র ট্যারিফ রেগুলেশন অনুসারে, ক্যারিং কস্ট অনুমোদনের বিষয়টি কোথাও উল্লেখ নেই। এছাড়াও, ডব্লিউ বি ই আর সি তার চিঠিতে (অক্টোবর 2019) ফোরাম অফ রেগুলেটরস (এফ ও আর)[273] কে বলে যে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল, 2015-16 থেকে 2017-18 সময় কালে কোন নিয়ন্ত্রক সম্পদ তৈরী করেনি। যেহেতু, ঐ সময় কালে ডব্লিউ বি ই আর সি কোন নিয়ন্ত্রক সম্পদ তৈরী করেনি, সুতরাং ঐ সময়কালের ক্যারিং কস্ট অনুমোদিত নয়।

উপরের নির্দেশ গুলি ছাড়াও, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল, 2017-18 অর্থবর্ষের, ডব্লিউ বি ই আর সি-র প্রকাশিত এ পি আর অর্ডার গুলি যাতে 2,158.51 কোটি টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়নি, তার বিরুদ্ধে গিয়ে এ পি টি ই এল[274]-এর কাছে বিষয় গুলি নিয়ে আবেদন জানিয়েছে। নিরীক্ষকদের কাছে তথ্য রয়েছে যে, এ পি টি ই এল এর কাছে বিষয়টি অক্টোবর 2022 পর্যন্ত বিচারাধীন রয়েছে। এছাড়াও, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল 1787.19 কোটি টাকা[275] দাবী করেছে ক্যারিং কস্ট এর জন্য যা নিয়ন্ত্রক সম্পদের মধ্যে সংযুক্ত রয়েছে 2018-19 এবং 2019-20 অর্থবর্ষের এ পি আর -এর আবেদনে। ডব্লিউ বি ই আর সি তাদের প্রকাশিত এ পি আর অর্ডারে (জুলাই 2022) এই ক্যারিং কস্ট কে অনুমোদন দেয়নি, যে কারণ গুলির জন্য সেগুলি হল: (ক) নিয়ন্ত্রক সম্পদের অর্থ পেতে দেরী হওয়ার কারণে, ঐ সময়ের ব্যবধানে আর্থিক সুবিধা পেতে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল কোন অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ করেনি এবং (খ) ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল স্বল্প স্থায়ী অর্থ যোগার[276] করার জন্য কোন সুদ দাবী করেনি, যা 2011-এর ট্যারিফ রেগুলেশন-5.6.5.4 এ উল্লেখ রয়েছে।

ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল তাদের উত্তরে (জানুয়ারী 2023) বলে যে, 2011-12 এবং 2012-13 অর্থবর্ষে ডব্লিউ বি ই আর সি নয়ন্ত্রক সম্পদের উপর ক্যারিং কস্ট কে অনুমোদন করেছিল, তারপরে আর করেনি। এই জন্য ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল বিষয়টি এ পি টি ই এল এর কাছে আবেদন জানিয়েছে। বিষয়টি এ পি টি ই এল -এর কাছে বিচারাধীন রয়েছে।

---

[272] *নিয়ন্ত্রক সম্পদের উপরে সুদের খরচ, ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা স্বীকৃত তারিখ থেকে, তার বিরুদ্ধে জারি করা পুনরুদ্ধারের তারিখ পর্যন্ত গণনা করা হয়েছে।*

[273] *এন টি পি 2006 /2016 অনুসারে, এফ ও আর প্রস্তুত করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এখানে বন্টনের এলাকার গুলির মধ্যে সামঞ্জস্য রাখার কথা বলা হয়েছে।*

[274] *ডি এফ আর নম্বর 148, 2022-এর, তারিখ 28 এপ্রিল 2022।*

[275] *784.74 কোটি টাকা 2018-19 অর্থবর্ষের জন্য এবং 1,002.45 কোটি টাকা 2019-20 অর্থবর্ষের জন্য।*

[276] *ক্ষণস্থায়ী যোগান এর অর্থ, ক্ষণস্থায়ী অথবা স্বল্প মেয়াদি ঋণ গ্রহণ করা, ঋণ সরবরাহ কারির কাছ থেকে যে পরিমান অর্থ ভোক্তাদের কাছে বাকি আছে, ওই পরিমানে ঋণ গ্রহণ করা।*

ডব্লিউ বি ই আর সি-র অগ্রিম অনুমোদন নিয়ে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-কে 2015-16 থেকে 2019-20 সময়কালের জন্য নিয়ন্ত্রক সম্পদ তৈরী করা দরকার, এই বিষয়টি অবশ্য উক্ত উত্তরে বিবেচিত হয়নি। ডব্লিউ বি ই আর সি 2011-12 এবং 2012-13 তে সৃষ্ট নিয়ন্ত্রক সম্পদের অনুমোদন করে সেপ্টেম্বর 2013 এবং জুন 2014 তে। ফলতঃ ডব্লিউ বি ই আর সি ক্যারিং কস্টকে মেনে নেয়। উপরন্তু, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল প্রমান করতে পারেনি যে, 2018-19 এবং 2019-20 অর্থবর্ষে নিয়ন্ত্রক সম্পদ খাতে স্বল্পস্থায়ী অর্থ যোগানের জন্য অতিরিক্ত ঋণ নেওয়া হয়েছে। কাজেই নিয়ন্ত্রক সম্পদের ওপর দাবী করা সুদের সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ।

3.10.5 কন্ট্রোলেবল আইটেমগুলির আংশিক কস্ট আদায় যোগ্য

ডব্লিউ বি ই আর সি তাদের ট্যারিফ রেগুলেশনে[277] অ্যানুয়াল রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্ট (এ আর আর) কে দুই প্রকারে ভাগ করেছে যথা-'নিয়ন্ত্রণ যোগ্য[278]' এবং 'অনিয়ন্ত্রণ যোগ্য[279]'। মাশুলের মধ্যে দিয়ে প্রকৃত খরচ কে আদায় করার সুযোগ খুবই কম, যদিও ঐ অতিরিক্ত ব্যয় গুলি নিয়ন্ত্রণ যোগ্য হয়। ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল এবং ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল-এর এ পি আর-এর আবেদন এবং বার্ষিক হিসাব গুলি এবং ডব্লিউ বি ই আর সির এ পি আর অর্ডার গুলো পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, এস পি এস ই গুলো তাদের নিয়ন্ত্রণ যোগ্য স্থির খরচ গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয় (যেগুলি ডব্লিউ বি ই আর সি তাদের মাশুল আদেশে উল্লেখ করেছে)। এর ফলস্বরূপ, ডব্লিউ বি ই আর সি অতিরিক্ত ব্যয়কারী অর্থ তাদের এ পি আর অর্ডারে অনুমোদন করেনি।

সারণী 3.10-এর সঙ্গে ***পরিশিষ্ট**-23*-এ দেখানো হয়েছে, এস পি এস ই-এর বার্ষিক স্থির ব্যয় গুলি এবং ডব্লিউ বি ই আর সি কোন ব্যয়গুলিকে অনুমোদন করেনি এবং কি কারণের কথা উল্লেখ করেছে।

সারণী 3.10: বছর ভিত্তিক এস পি এস ই গুলির অতিরিক্ত স্থায়ী খরচ

এস পি এস ই	ডব্লিউ বি ই আর সি-এর এ পি আর আদেশ যে অর্থবর্ষের জন্য	বিবরণ	অননুমোদিত খরচ (কোটি টাকায়)	কারণ
ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল	2017-20	মিটার রিডিং এবং বিলিং বন্টন খরচ	64.00	এগুলি নিয়ন্ত্রণযোগ্য আইটেম। ডব্লিউ বি ই আর সি শুল্ক আদেশে অনুমোদিত ব্যয়ের চেয়ে বেশি ব্যয়ের অনুমতি দেয়নি।
		আদায় ফ্রাঞ্চাইজি এবং ফ্রাঞ্চাইজি খরচ	17.86	
		এল টি রক্ষণাবেক্ষণ এবং মোবাইল সার্ভিস খরচ	2.30	এটি একটি অনিয়ন্ত্রিত আইটেম। ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল ডব্লিউ বি ই আর সি -এর অতিরিক্ত ব্যয়ের ন্যাযতা দিতে ব্যর্থ হয়েছে।
মোট (ক)			**84.16**	
ডব্লিউ বি পি ডি সি এল	2016-17	কয়লা ও ছাই হ্যান্ডলিং খরচ	22.47	এগুলি নিয়ন্ত্রনযোগ্য আইটেম, এগুলিকে ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা অস্বীকৃত করা হয়েছিল প্রকৃত শক্তি উৎপাদনের ভিত্তিতে, এগুলি লক্ষ্যমাত্রার জেনারেশনের সমানুপাতিক।
		চালনা ও রক্ষনাবেক্ষনের খরচ	7.96	

[277] *সংশোধিত 25 এপ্রিল 2011, রেগুলেশন 48/ডব্লিউ বি ই আর সি।*

[278] *নিয়ন্ত্রণ কারী উপাদান গুলি হলো, উৎপাদন কারী সংস্থার সেই সকল খরচ সমূহ, যে গুলি এ পি আর এ উল্লেখিত আছে, সেগুলিই ট্যারিফ অর্ডারের মধ্যে দিয়ে, ডব্লিউ বি ই আর সি অনুমোদন করে।*

[279] *অনিয়ন্ত্রন কারী উপাদান গুলি হলো, সে সকল খরচ সমূহ যাহা বাহ্যিক কিছু বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, যেগুলির উপর উৎপাদনকারী সংস্থার পুরো নিয়ন্ত্রণ নেই।*

এস পি এস ই	ডব্লিউ বি ই আর সি-এর এ পি আর আদেশ যে অর্থবর্ষের জন্য	বিবরণ	অননুমোদিত খরচ (কোটি টাকায়)	কারণ
	2017-20 (এ পি আর আদেশ ডব্লিউ বি ই আর সি এখনো প্রকাশ করেনি)	কয়লা ও ছাই হ্যান্ডলিং খরচ	65.55	অতীতে প্রযোজ্য শুল্ক আদেশে অনুমোদিত পরিমাণের চেয়ে বেশি, এই ধরনের খরচ ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা অস্বীকৃত ছিল
		চালনা ও রক্ষনাবেক্ষনের খরচ	242.37	
মোট (খ)			**338.35**	
ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল	2015-20	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ	31.48	এগুলি নিয়ন্ত্রণযোগ্য আইটেম। ডব্লিউ বি ই আর সি শুল্ক আদেশে অনুমোদিত ব্যয়ের চেয়ে বেশি ব্যয়ের অনুমোদন দিয়েছে।
		প্রশাসনিক ও সাধারণ খরচ	8.57	
মোট (গ)			**40.05**	
সর্ব মোট (ক + খ + গ)			**462.56**	

(উৎস: এফ সি এ/এ পি আর আদেশ)

সুতরাং, এস পি এস ই গুলি তাদের স্থির ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে অতিরিক্ত ব্যয় হওয়া অর্থ, ডব্লিউ বি ই আর সি অনুমোদন করেনি। ডব্লিউ বি ই আর সির অনুমোদন না পাওয়া 462.57 কোটি টাকার অর্থ এস পি এস ই এস গুলির দ্বারা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে।

ডব্লিউ বি পি ডি সি এল তাদের উত্তরে (নভেম্বর 2022) বিষয়টিকে মেনে নেয় এবং বলে যে, ডব্লিউ বি ই আর সি কয়লা এবং ছাই এর হ্যান্ডেলিং চার্জ এর অনুমোদন না করার আগে তাদের কাছে কোন রকম কারণ জানতে চায়নি। এছাড়াও, যেহেতু ডব্লিউ বি পি ডি সি এল, রক্ষনাবেক্ষন এর খরচটির জন্য নর্ম্যাটিভ খরচ কে বিবেচনা করে, নিয়ন্ত্রক সম্পদ বুকিং করার জন্য, যার ফলে, অতিরিক্ত রক্ষনাবেক্ষন ও মেরামতির খরচ যা, ডব্লিউ বি ই আর সি অনুমোদন দেয়নি, সেটার কোন প্রভাব নিয়ন্ত্রক সম্পদ সৃষ্টির জন্য তাদের হিসাব বই এ পড়েনি।

নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ডব্লিউ বি পি ডি সি এল তাদের হিসাব বই এ প্রকৃত যত টাকা খরচ হয়েছে তাই দেখাচ্ছে। এরফলে, প্রকৃত খরচ এবং অনুমোদিত খরচের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে, তা নিজের ফান্ড ব্যবহার করে কমিয়ে আনা গেছে, এতে কার্যকরী মূলধনের ঋণ এ প্রভাব পড়েছে, যা কোম্পানির আর্থিক অবস্থা কে প্রভাবিত করে। সুদ প্রদানের জন্য যদি কোন অর্থ ব্যয় হয়, সেগুলিও ভোক্তাদের কাছ থেকে আদায় করা হয়, মাশুল এর মাধ্যমে।

ডব্লিউ বি পি ডি সি এল তার সর্বশেষ উত্তরে বলেছে (ডিসেম্বর 2023) যে, ডব্লিউ বি ই আর সি প্রকৃত খরচের পরিবর্তে আদর্শ লক্ষ্যমাত্রা উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে শুল্ক আদেশে অনুমোদিত খরচের তুলনায় প্রকৃত উৎপাদনের আনুপাতিক পরিমাণে তার দ্বারা করা ব্যয়কে সীমাবদ্ধ করেছে, ডব্লিউ বি ই আর সি-এর এই সিদ্ধান্তকে এ পি টি ই এল -এর সামনে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল।

ডব্লিউ বি পি ডি সি এল-এর উত্তর গ্রহণযোগ্য নয় যেহেতু ডব্লিউ বি ই আর সি প্রকৃত উৎপাদনের সঙ্গে নির্ধারিত উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনা করেই সি এন্ড এ এবং ও এন্ড এম -এর ক্ষেত্রে ব্যয়ের অনুমতি দিয়েছিল। অধিকন্তু, এ পি টি ই এল -এ করা আবেদনের ফলাফল এখনও মুলতুবি (জানুয়ারি 2024)।

ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল তাদের উত্তরে বলে যে (ডিসেম্বর 2022), মেরামতি ও রক্ষনাবেক্ষণের খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ বঙ্গোপসাগরের ঘনীভূত হওয়া ঝড় বৃষ্টির প্রভাবে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যা কোম্পানির পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না। এছাড়া, আরো বলে যে,

মেরামতি ও রক্ষনাবেক্ষণের খরচ ডব্লিউ বি ই আর সি 2017-18 তে অনুমোদন না করার পরে, ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল ডব্লিউ বি ই আর সি-এর কাছে পর্যালোচনার আবেদন জমা করে (জুন 2022)।

নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, যেহেতু মেরামতি ও রক্ষনাবেক্ষণের খরচ একটি নিয়ন্ত্রণযোগ্য খরচ, তাই মাশুল আদেশে যে খরচ এর উল্লেখ রয়েছে, তার অতিরিক্ত খরচ হলে সেটা গ্রহনযোগ্য নয়। তাছাড়া, এ পি আর-এর আবেদনে 2020-21 সময় কাল পর্যন্ত ঝড়, বৃষ্টির কারণে মেরামতি ও রক্ষনাবেক্ষণের খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে, তার উল্লেখ নেই।

ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল তার সর্বশেষ উত্তরে বলেছে (জানুয়ারি 2024) যে, শুল্ক নির্ধারণের সময় ডব্লিউ বি ই আর সি নিজস্বভাবে এ পি আর চূড়ান্ত করার জন্য নীতিতে কিছু পরিবর্তন করেছে, শুধুমাত্র ট্রান্সমিশন লাইনের দৈর্ঘ্যকে (সি কে এম) ব্যবসার আয়তনের একমাত্র পরামিতি হিসাবে বিবেচনা করেছে এবং ব্যবসার আয়তন বৃদ্ধির পরামিতি হিসাবে সাব-স্টেশন ক্ষমতার সংযোজন কে উপেক্ষা করেছে। ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল এছাড়াও জানিয়েছে যে, তারা ডব্লিউ বি ই আর সি-এর সামনে পর্যালোচনা আবেদন দাখিল করেছে, এই ভিত্তিগুলিকে বিরোধিতা করে, যার ভিত্তিতে পুনর্বিবেচনার আদেশের অপেক্ষা করা হয়েছিল (জানুয়ারি 2024)। ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল আরও বলেছে যে, 2015-20 সময়কালে, কিছু নতুন সাবস্টেশনগুলি চালু করা হয়েছিল বা তাদের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে এসেছিল, যার ফলে এ এন্ড জি চার্জ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল-এর উত্তর এই সত্যের আলোকে দেখা দরকার যে, ডব্লিউ বি ই আর সি তাদের ট্যারিফ রেগুলেশন অনুযায়ী আর এন্ড এম এবং এ এন্ড জি নির্ধারণ করেছে এবং তারা ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল-এর অতিরিক্ত খরচ স্বীকার করেনি।

ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল তাদের উত্তরে (জানুয়ারি 2023) বলে যে, 2017-18 অর্থবর্ষে ডব্লিউ বি ই আর সি স্থির ব্যয়ের জন্য যে অর্থ অনুমোদন করেনি তাদের অর্ডারে, সেই অর্ডার কে চ্যালেঞ্জ করে এ পি টি ই এল এ আবেদন করা হয়েছে। বিষয়টি এ পি টি ই এল -এর কাছে বিচারাধীন রয়েছে।

3.10.6 লাইসেন্সী ও ভোক্তা ব্যতিত অন্য কাউকে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিক্রয়

ডব্লিউ বি ই আর সি ট্যারিফ রেগুলেশন[280]-এ ***"লাইসেন্সি ও ভোক্তা ব্যতিত অন্য কাউকে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিক্রয়ের লাভের বন্টন"*** কিভাবে ভাগ হবে সেই পদ্ধতির উল্লেখ করেছে। এই রেগুলেশনে উল্লেখ রয়েছে, অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিক্রয় করে কোম্পানির যা আয় হবে, তা থেকে ওই সকল কাজের জন্য কৃত খরচের পরিমাণ বাদ দিয়ে ওই আয়ের অর্থ মূল্য কোম্পানি এবং ভোক্তাদের মধ্যে 50:50 অনুপাতে ভাগ করা হবে, এখানে কোম্পানি বলতে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-কে বলা হয়েছে। এছাড়া, বণ্টনকারী কোম্পানীর বিদ্যুৎ বিক্রয় বাবদ মাশুলে কি আয়ের কথা বলা আছে তার হিসাব করতে হবে এবং বিদ্যুৎ বিক্রয় এর অনুমোদিত সুবিধা গুলিকে, মোট বিদ্যুৎ বিক্রয় এর থেকে বাদ দিতে হবে।

এই বিষয়ে, নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল তাদের 15,655.22 এম ইউ[281] অতিরিক্ত বিদ্যুৎ, 2017 থেকে 2022 সময়কালে তাদের নিজস্ব ভোক্তা বা লাইসেন্সীকে ছাড়া অন্য জায়গায় বিক্রী করেছে।

---

[280] *ট্যারিফ রেগুলেশন 2011 এর 5.15.2 (iv), সিডিউল-5 এ বলা আছে খুচরা বিদ্যুৎ বিক্রয় এর বিষয়টি।*

[281] *2017-18 থেকে 2021-22 অর্থবর্ষের জন্য যথাক্রমে 2,121.35 মেগাওয়াট ইউনিট, 1,857.60 মেগাওয়াট ইউনিট, 1,253.00 মেগাওয়াট ইউনিট, 2,735.19 মেগাওয়াট ইউনিট এবং 7,688.07 মেগাওয়াট ইউনিট।*

- ডব্লিউ বি ই আর সি জ্বালানি খরচ, বিদ্যুৎ ক্রয়ের খরচ এবং স্থির ব্যয় সমূহ বিবেচনা করে তাদের এ পি আর অর্ডারে, কোন অর্থবর্ষে কত পরিমান রাজস্ব আদায় করতে হবে তার হিসাব করে দেয়। এর পরে, অন্য উৎসের আয়[282] গুলিকে, কোন আর্থিকবর্ষে ভোক্তাদের কাছে কত টাকার বিল উত্থাপিত হয়েছে, বাদ দিয়ে ডব্লিউ বি ই আর সি ভোক্তাদের কাছ থেকে আদায় যোগ্য অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করে।
- ডব্লিউ বি ই আর সি, তাদের রেগুলেশনে বিদ্যুৎ বিক্রয় এর সময় উপাদান সম্পর্কিত খরচ গুলি চিহ্নিত করেনি। তার পরিবর্তে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল গড় পুল বিদ্যুৎ ক্রয় মূল্য[283] বিবেচনা করে এবং সরবরাহ খরচটি কে বিবেচনা করে। এই ভাবে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিক্রয় করে অর্থ লাভের হিসাব করা হয়েছে হয়েছে 2017-22 সময় কালে।
- পরবর্তী সময়ে, গড় পুল পাওয়ার ক্রয়ের খরচের হিসাব পদ্ধতিটি ডব্লিউ বি ই আর সি পরিবর্তন করে, তাদের এ পি আর অর্ডার 2018-19 এবং 2019-20 তে, যা প্রকাশিত হয় জুলাই 2022 এ। এর মধ্যে জলবিদ্যুৎ ক্রয়, অচিরাচরিত পুনর্ণবীকরণযোগ্য এবং সহ-উৎপাদনের উৎস গুলি থেকে বিদ্যুৎ ক্রয়ের মূল্যকে বিবেচনা করা হয়নি। এ পি আর অর্ডার 2020-21 অর্থবর্ষের পর ডব্লিউ বি ই আর সি অক্টোবর 2022 সময় পর্যন্ত প্রকাশ করেনি। যেহেতু জলবিদ্যুৎ, অচিরাচরিত উৎস থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুৎ এবং সহ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচের চেয়ে বেশী, সেই কারণে ডব্লিউ বি ই আর সি এই পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছে, এতে শেষ পর্যন্ত গড় পুল বিদ্যুৎ ক্রয় মূল্য[284] কমে যাচ্ছে।
- 2017-20 সময় কালে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ বিক্রয় করে 656.46 কোটি টাকা লাভের হিসাব দেখিয়েছে। ভোক্তাদের উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ বিক্রয়ের ওপর ডব্লিউ বি ই আর সি 2017-20 সময় কালে তাদের এ পি আর অর্ডারে, ওই সমান মূল্যের অর্থ অনুমোদন করে এবং 328.23 কোটি টাকা (মোট 656.46 কোটি টাকার 50 শতাংশ) সমপরিমাণ অর্থের সুবিধা দেয়।
- ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল এবং ডব্লিউ বি ই আর সি তাদের উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ বিক্রয় করতে স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয় দুটিকেই বিবেচনা করে। যদিও, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল এবং ডব্লিউ বি ই আর সি শুধু মাত্র তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকেই বিদ্যুৎ ক্রয়ের বিষয়টি বিবেচনা করে এর সঙ্গে যুক্ত সংবহন খরচটি বিবেচনা করে। যদি, মোট স্থির ব্যয় এবং মোট পরিবর্তন শীল ব্যয়কে বিবেচনা করা হতো, তাহলে উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ বিক্রয় করে আয়ের থেকে খরচ বেশি হয়ে যেত। তবে, বিক্রয় মূল্য, ক্রয় মূল্যের থেকে কম ছিল। সুতরাং, প্রকৃত ক্ষতি হয় এবং লাভের বন্টনের বিষয়টি আসেনা। যেহেতু, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল এবং ডব্লিউ বি ই আর সি উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ ক্রয়ের জন্য মোট স্থির ব্যয় এবং প্রকৃত গড় বিদ্যুৎ ক্রয়ের মূল্য বিবেচনা করেনি, যার ফলে উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ বিক্রয় এর অর্থ ভোক্তাদের থেকে আদায় করা হয়, যা শুল্কের বোঝা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।
- ***পরিশিষ্ট-24*** থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, 2017-20 অর্থবর্ষে প্রকৃত রাজস্ব 64,821.02 কোটি টাকা আয়ের পরিবর্তে, বিল উত্থাপন হয়েছে 62,023.84 কোটি টাকা। সুতরাং, বাকি রাজস্ব 2,797.18 কোটি টাকা[285] আদায়যোগ্য থাকে 2017-20 সময় কালের জন্য। যদিও,

[282] *বিদ্যুতের উদ্বৃত্ত বিক্রয়ের সুবিধা গ্রহণ, সুদের থেকে আয়, নন ট্যারিফ আয় এবং টার্মিনাল বেনিফিট যেগুলির অর্থ প্রদান করা হয়নি।*

[283] *গড় পুল বিদ্যুৎ ক্রয় খরচ হল, বিভিন্ন উৎস থেকে বিদ্যুৎ ক্রয়ের খরচের সঙ্গে ক্রয় করা বিদ্যুতের পরিমানের ভাগফল।*

[284] *2018-19 অর্থবর্ষে, প্রকৃত গড় পুল পাওয়ার ক্রয় প্রতি ইউনিট ছিল 408.65 পয়সা, যেখানে ডব্লিউ বি ই আর সি অনুমোদন করেছে 289.97 পয়সা তাদের এ পি আর অর্ডারে। একই রকম ভাবে, 2019-20 অর্থবর্ষে, প্রতি ইউনিট 413.39 পয়সার পরিবর্তে ডব্লিউ বি ই আর সি অনুমোদন করেছে 289.46 পয়সা প্রতি ইউনিট।*

[285] *64,821.02 কোটি টাকা বিয়োগ 62,023.84 কোটি টাকা।*

ডব্লিউ বি ই আর সি, তাদের এ পি আর অর্ডারে 2017-20 সময় কালে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এলের জন্য আদায়যোগ্য রাজস্ব 3,125.41 কোটি টাকা অনুমোদন করে দিয়েছে, ভোক্তা দের উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ বিক্রয় করে 328.23 কোটি টাকা বন্টনের ব্যাপার টি বিবেচনা করে। সুতরাং, ডব্লিউ বি ই আর সি যে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল কে অতিরিক্ত 328.23 কোটি টাকা[286] আদায়যোগ্য রাজস্বের অনুমোদন দিয়েছে, তা প্রকৃত পক্ষে ভোক্তাদের ওপর অতিরিক্ত বোঝা রূপে শুল্কের মাধ্যমে চাপানো হয়েছে ***(পরিশিষ্ট-24)***।

ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল উত্তর দিয়েছে (এপ্রিল 2023) যে, জেনারেটরগুলির নির্দিষ্ট /ক্ষমতা চার্জের আংশিক পুনরুদ্ধারের জন্য যদি এটি বিদ্যুতের বাজারে পরিবর্তনশীল খরচের উপরে বিদ্যুৎ বিক্রি না করে, তবে গ্রাহকদের আরও বেশি জরিমানা করা হবে কারণ তাদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা চার্জের জন্য অর্থ প্রদান করতে হবে জেনারেটর ডাউন থাকার কারণে।

ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল উত্তরে আরও বলেছে (মার্চ 2024) যে, অতিরিক্ত বিদ্যুতের বিক্রয় করা হয় যেখানে উৎপাদনের সম্পূর্ণ জ্বালানী খরচ (পরিবর্তনশীল খরচ) পুনরুদ্ধার করা হয় এবং বিদ্যুৎ ক্রয়ের নির্দিষ্ট খরচের (ক্যাপাসিটি চার্জ) অংশের পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করা হয়। এর ফলে, ভোক্তাদের শুল্ক হ্রাস পায়, যেহেতু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পূর্ণ ক্ষমতার মূল্যের বোঝা যেকোন ক্ষেত্রে গ্রাহকদের দ্বারা প্রদেয় থাকে।

যদিও নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, সুবিধার পরিমাণ গণনা করার সময় গ্রাহকদের সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য (অন্যের কাছে বিদ্যুৎ বিক্রি থেকে), ভোক্তাদের বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য নির্ধারিত খরচ বিবেচনা করা হয়নি। নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, ভোক্তাদের সাথে মুনাফা ভাগাভাগি করার পরিবর্তে তাদের উপর শুল্কের বোঝা চাপানো হয়েছে।

3.10.7 ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর বিদ্যুৎ ক্রয়ের খরচ

ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল -এর মোট খরচের প্রায় 80 শতাংশই বিদ্যুৎ ক্রয়ের খরচ। নিরীক্ষায় পর্যবেক্ষণ করেছে যে:

- রেডিয়াল মোডে[287] সি ই এস সি-এর মতো একটি প্রাইভেট কোম্পানির কাছ থেকে বিদ্যুৎ ক্রয়ের খরচ, অন্যান্য বিদ্যুত উৎপাদনকারী বা সরবরাহকারীদের থেকে গড় বিদ্যুৎ কেনার খরচের চেয়ে বেশি ছিল। 2017-22-এ এই হারটি গড়ে 3.61 টাকা প্রতি ইউনিটে[288] বেশি ছিল, যার জন্য অতিরিক্ত 31.06 কোটি টাকা[289] খরচ হয়েছিল।

  নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণ মেনে নিয়ে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল বলেছে (জানুয়ারি 2023) যে, কিছু এলাকায় অনুপলব্ধ নেটওয়ার্কের কারণে, গ্রাহকদের বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য সি ই এস সি থেকে বিদ্যুৎ নেওয়া হয়েছিল। তবে, এই ধরনের কিছু এলাকায়, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল এখন তাদের নেটওয়ার্ক তৈরি করছে।

- জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায় অবস্থিত বাগলিহার হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট (বি এইচ ই পি) থেকে রাউন্ড দ্য ক্লক (আর টি সি) ভিত্তিতে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল এবং পি টি সি -এর মধ্যে 100 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ক্রয় করার জন্য জুন 2021 পর্যন্ত 10 বছরের একটি বিদ্যুৎ বিক্রয় চুক্তি (পি এস এ) সম্পাদিত হয়েছিল (অক্টোবর 2011)। বিদ্যুতের দর প্রতি ইউনিটে 3.72 টাকা হিসাবে স্থির করা হয়েছিল। যাইহোক, ডব্লিউ বি এস ই ডি

[286] *3,125.41 কোটি টাকা বিয়োগ 2,797.18 কোটি টাকা।*

[287] *বিভিন্ন ফিডার একটি সাব-স্টেশন বা জেনারেটিং স্টেশন থেকে বিকিরণ করে এবং এক প্রান্তে পরিবেশকদের সরবরাহ করে।*

[288] *2017-20 সালে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল -এর গড় বিদ্যুতের ক্রয় খরচ/প্রতি ইউনিট ছিল {(2.75 + 3.03 + 3.00)/3} =2.93 টাকা, যেখানে সি ই এস সি থেকে প্রকৃত বিদ্যুৎ ক্রয় খরচ/প্রতি ইউনিট ছিল 6.54 টাকা।*

[289] *সি ই এস সি থেকে 2017-2022 অর্থবর্ষে মোট বিদ্যুৎ ক্রয় :{37.71 এম ইউ +12.86 এম ইউ + 8.47 এম ইউ + 12.99 এম ইউ + 14.20 এম ইউ) x 3.61 প্রতি ইউনিট /10*

সি এল, এই পি এস এ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত[290] নিয়েছে (সেপ্টেম্বর 2020) এই জন্য যে, : (ক) বাজারে উপলব্ধ দর বি এইচ ই পি -এর শুল্কের চেয়ে কম ছিল, (যা 3.72 টাকা /ইউনিট) এবং (খ) অদূর ভবিষ্যতে দেখা যায় যে, এটি এইচ পি ও[291] এবং আর পি ও[292] লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করবে না।

এই বিষয়ে, নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল ভুটানের মানংদেছু হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট (এম এইচ ই পি) থেকে ইউনিট প্রতি 4.19 টাকা দরে বার্ষিক 607 এম ইউ বিদ্যুৎ (সেপ্টেম্বর 2019) ক্রয় করা শুরু করেছিল। ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল, বি এইচ ই পি থেকে বিদ্যুৎ সংগ্রহের অনুমান করেছিল, ইউনিট প্রতি 3.72 টাকা হারে 1,712.42 এম ইউ[293]। যেহেতু বি এইচ ই পি-এর শুল্কের হার ভুটানের এম এইচ ই পি -এর শুল্কের চেয়ে কম ছিল, তাই ইউনিট প্রতি 0.47 হারে, বাগলিহারের সাথে চুক্তির সমাপ্তিতে বার্ষিক 27.13 কোটি টাকা[294] অতিরিক্ত পরিহারযোগ্য ব্যয় হয়েছিল।

ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল জানিয়েছে (জানুয়ারি 2023) যে, যেহেতু বি এইচ ই পি থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করলে ভবিষ্যতে এইচ পি ও এবং আর পি ও বাধ্যবাধকতা পূরণ করা সম্ভব হবে না, তাই চুক্তিটি মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে (জুন 2021) পুনর্নবীকরণ করা হয়নি। যাইহোক, 2018 সালের ডিসেম্বরে ভুটানের মানংদেছু এইচ ই পি-এর সাথে পি পি এ করা হয়েছিল এবং ভারত সরকারের সম্মতি ছাড়া চুক্তিটি বাতিল করা সম্ভব ছিল না।

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বিদ্যুতের চূড়ান্ত চাহিদার ঘাটতি মেটাতে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল, এম এইচ ই পি-এর কাছ থেকে বিদ্যুৎ কেনার জন্য পি পি সি-এর সঙ্গে পি পি এ তে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল, এই বিষয়টি অবশ্য উত্তরে বিবেচিত হয়নি। কিন্তু, ***অনুচ্ছেদ 3.10.9***-তে আলোচিত হয়েছে যে, লোড জেনারেশন ব্যালেন্স রিপোর্ট (এল জি বি আর) অনুসারে 2019-20 তে বিদ্যুতের চূড়ান্ত চাহিদা 6,777 এম ডব্লিউ-এর বিপরীতে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর পি পি এ গুলিতে মোট 9,153 এম ডব্লিউ এবং নিজস্ব উৎপাদন ক্ষমতা 1,176 এম ডব্লিউ ছিল। বি এইচ পি এল (100 এম ডব্লিউ) এবং এম এইচ পি (231 এম ডব্লিউ) পি পি এ গুলির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল তার চূড়ান্ত উত্তরে (মার্চ 2024) বলেছে যে, এম এইচ এ পি-এর ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিক্রির জন্য শুল্ক এবং শর্তাদি নির্ধারণ ভারত সরকার এবং ভুটানের রাজকীয় সরকার দ্বারা পারস্পরিকভাবে নির্ধারিত হয়েছিল। প্রকল্পটি চালু করার সময় এম ও পি, জি ও আই-এর সম্মতি ছাড়া ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর তরফে মাংদেছু বিদ্যুৎ বরাদ্দ থেকে একতরফাভাবে প্রত্যাহারের কোনো বিধান ছিল না।

উত্তরটিকে এই সত্যের আলোকে দেখতে হবে যে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল, পি টি সি-এর সাথে চুক্তিটিকে নিষ্ক্রিয় এবং বাতিল হিসাবে বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে (25 সেপ্টেম্বর 2020) এই বলে যে, বাগলিহারের বিদ্যুতের পরিবর্তে বাজারে উপলব্ধ বিদ্যুৎ সস্তা হবে। যাইহোক, 2020-21 আর্থিক বছরের জন্য ডব্লিউ বি ই আর সি-এর এ পি আর আদেশ

[290] *25.09.2020 তারিখের 93 তম বোর্ড মিটিং এর -এর এজেন্ডা নং 25।*

[291] *জলবিদ্যুৎ বাধ্যবাধকতা (একজন ডিস্ট্রিবিউশন লাইসেন্সধারী দ্বারা সরবরাহ করতে প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের পরিমাণ)। জি ও আই এই নির্দেশ দিয়েছে (মার্চ 2019) যে 25 মেগাওয়াটের বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং যেগুলির বাণিজ্যিক কার্যক্রম 08 মার্চ 2019 বা তার পরে শুরু হয়েছে, অ-সৌর আর পি ও-এর অধীনে এইচ পি ও হিসাবে বিবেচিত হবে।*

[292] *পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি বাধ্যবাধকতা হল একটি বিতরণ লাইসেন্সধারী দ্বারা সরবরাহ করা প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের পরিমাণ যার মধ্যে জল, সৌর, বায়ু ইত্যাদি থেকে বিদ্যুতের উৎস অন্তর্ভুক্ত যা প্রকৃতিতে পুনর্নবীকরণযোগ্য।*

[293] *2020-21: 596.54 এম ইউ, 2021-22: 557.94 এম ইউ এবং 2022-23: 557.94 এম ইউ.*

[294] *গড়ে 577.24 এম ইউ (2020-21 এবং 2021 22 আর্থিক বছরগুলির জন্য) x 0.47 টাকা /ইউনিট (4.19 টাকা প্রতি ইউনিট বিয়োগ 3.72 টাকা প্রতি ইউনিট) অর্থাৎ 27.13 কোটি টাকা।*

অনুসারে (তারিখ 29.03.23), এটি দেখা গেছে যে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর গড় বিদ্যুৎ ক্রয় খরচ ছিল 4.24 টাকা প্রতি ইউনিট।

তাই, বি এইচ পি-এর কাছ থেকে বিদ্যুৎ ক্রয়ের চুক্তি না বাড়িয়ে, এম এইচ পি-এর কাছ থেকে উচ্চতর দরে বিদ্যুৎ ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে বিদ্যুৎ ক্রয়ের খরচ বেড়ে যায়।

3.10.8 মাসিক পরিবর্তনশীল খরচ সমন্বয়ের গণনা

ভোক্তাদের উপর ট্যারিফ শক এড়ানোর জন্য নিয়ন্ত্রক সম্পদের সঞ্চয়, লাইসেন্সধারীদের স্থায়িত্বের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। এই বিষয়ে, যাতে নিয়ন্ত্রক সম্পদ জমা না হয় এবং বিতরণে যুক্তিসঙ্গত নগদ প্রবাহ নিশ্চিত করা যায় তারজন্য ডব্লিউ বি ই আর সি, লাইসেন্সধারীকে (এখানে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল) তার গ্রাহকদের কাছ থেকে মাসিক বিক্রয়ের উপর পুনরুদ্ধারযোগ্য এম ভি সি এ[295] (মাসিক পরিবর্তনশীল খরচ সামঞ্জস্য) আদায়ের অনুমতি দেয়, এপ্রিল 2011[296]-তে। যাইহোক, লাইসেন্সধারী ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল রাজ্য সরকারের[297] নির্দেশে এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর 2011 পর্যন্ত এম ভি সি এ -এর পুনরুদ্ধার স্থগিত রেখেছিল। আরও, ডব্লিউ বি ই আর সি ডিস্ট্রিবিউশন লাইসেন্সধারীদের নির্দেশ দিয়েছে (জুলাই 2014) যে, সম্পর্কিত খরচগুলি বিবেচনায় নিয়ে এম ভি সি এ গণনা করার জন্য, যা ব্যর্থ হলে, ডব্লিউ বি ই আর সি, এ পি আর-এ ট্রুইং-আপের সময় ভবিষ্যতে সম্পূর্ণরূপে এই ধরনের সমন্বয়ের অনুমতি দেবে না। ডব্লিউ বি ই আর সি -এর নির্দেশের বিপরীতে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল জুলাই 2016 থেকে ইউনিট প্রতি 23 পয়সা এম ভি সি এ সংশোধন করেনি।

প্রতিটি লাইসেন্সধারীর দ্বারা শুল্ক পিটিশন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়াটি তাদের মোট সামগ্রিক রাজস্ব প্রয়োজনীয়তার পূর্বাভাস এবং পিটিশনের উপর ভিত্তি করে ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা পরবর্তী শুল্ক আদেশ জারি করার প্রক্রিয়াটি আর্থিক বছরের শুরুর আগে সম্পূর্ণ করতে হবে যার জন্য মাশুলগুলি প্রযোজ্য হবে। তবে, এ পি আর/এফ পি পি সি এ পিটিশনগুলি একটি আর্থিক বছর শেষ হওয়ার পরে এবং লাইসেন্সধারীর প্রকৃত ব্যয়ের উপর ভিত্তি করে দাখিল করতে হবে এবং নিয়মগুলির সাথে প্রকৃত কার্য সম্পাদনের পর্যালোচনা এবং এর মাধ্যমে ইতিমধ্যে আদায় করা খরচ সামঞ্জস্য করার পরে ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা আদেশ জারি করা হয়। মাশুল আদেশে এই পার্থক্য নিম্নলিখিত মাশুল আদেশের মাধ্যমে উপলব্ধি/সামঞ্জস্য করা হয়।

2017-18 থেকে 2019-20 আর্থিক বছরগুলির জন্য ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল দ্বারা জমা দেওয়া মাশুল, এ পি আর আবেদন এবং এর বিরুদ্ধে ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা জারি করা মাশুল এবং এ পি আর আদেশগুলির সমীক্ষা করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দেখা যায়: -

- 2017-18 আর্থিক বছর সম্পর্কিত, ডব্লিউ বি ই আর সি-এর শুল্ক আদেশে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল কে 13,51,278.40 লাখ টাকা ব্যয়ে 39,798.83 এম ইউ (কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য ট্রান্সমিশন ক্ষতি ব্যতীত) বিদ্যুৎ ক্রয়ের অনুমতি দিয়েছে, অর্থাৎ ইউনিট প্রতি 339.53 পয়সায়। যাইহোক, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল তার এফ পি পি সি এ আবেদনে 14,05,952 লক্ষ টাকায় (সময়মত অর্থপ্রদানের জন্য রিবেট সহ) 37,916.755 এম ইউ ক্রয়ের দাবি করেছে, যা অবশেষে ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা 2017-18 আর্থিক বছরের জন্য তার এ পি আর আদেশে স্বীকার করা হয়েছিল। এভাবে প্রতি ইউনিটের গড় বিদ্যুৎ ক্রয় ব্যয় (পি পি সি) ছিল 370.80 পয়সা[298]। সুতরাং, ইউনিট প্রতি 31.27 পয়সা ব্যবধান ছিল, যা এম ভি সি এ এর মাধ্যমে গ্রাহকদের কাছ থেকে আদায় করতে হবে।

[295] *যে মাসের জন্য বিদ্যুৎ বিল জারি করতে হবে সেই মাসের আগের মাসের জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ ক্রয় খরচের ভিত্তিতে গণনা করা হয়।*

[296] *2011 সালের শুল্ক প্রবিধান 48 এর প্রবিধান 5.8.9 এর অন্তর্গত।*

[297] *নভেম্বর 2014 সালে পাবলিক আন্ডারটেকিংস কমিটির দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।*

[298] *{(14,05,952 লক্ষ /37,916.755 এম ইউ) x 10)}*

- ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল, 2017 18 আর্থিক বছরে গ্রাহকদের কাছ থেকে আদায়যোগ্য এম ভি সি এ হিসাবে 31.27 পয়সা/ইউনিটের বদলে 23 পয়সা/ইউনিট গণনা করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ভর্তুকির মাধ্যমে, সেই সমস্ত ভোক্তাদেরকে 23 পয়সা/ইউনিট প্রদান করেছে যারা হয়, (i) প্রতি মাসে 300 ইউনিটের বেশি বা (ii) প্রতি ত্রৈমাসিকে 900 ইউনিটের কম বিদ্যুৎ ব্যবহার করেছে। এর ফলে গ্রাহকদের কাছে 33,592.048 এম ইউ বিক্রি করে প্রতি ইউনিটে 8.27 পয়সা কম সংগ্রহ করার ফলে 277.89 কোটি টাকা[299] রাজস্ব সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
- বিদ্যুৎ আইন, 2003 অনুসারে, 2018-19 এবং 2019-20 বছরের জন্য ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা শুল্ক আদেশগুলি 31 মার্চ 2018/2019 তারিখে বা তার আগে ঠিক করতে হবে। এই লক্ষ্যে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল কে নভেম্বর 2017 এবং নভেম্বর 2018-এ ট্যারিফ পিটিশন জমা দিতে হয়েছিল। তবে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল জুলাই 2019-এ পিটিশন জমা দিয়েছে যথাক্রমে 21 মাস এবং 9 মাস পরে। ফলস্বরূপ, ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা, 2018-19 এবং 2019-20 আর্থিক বছরগুলির জন্য শুল্ক আদেশ, আগস্ট 2021-এ বিলম্বিতভাবে জারি করা হয়েছিল। আর্থিক বছর 2018-20-এর জন্য মাশুল আদেশ জারি করতে বিলম্বের কারণে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল 2017-18 আর্থিক বছরের জন্য প্রযোজ্য বিদ্যমান মাশুল আদেশে বিল করেছে, অর্থাৎ ইউনিট প্রতি গড় পি পি সি 339.53 পয়সা/ইউনিট হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।
- আর্থিক বছরের জন্য মাশুল আদেশ জারি করতে বিলম্বের কারণে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল উল্লিখিত সময়ের অনুমোদিত নির্দিষ্ট মাশুল আদেশে যা ছিল তার চেয়ে ইউনিট প্রতি বিদ্যুৎ কম পি পি সি দাবি করেছে। যাইহোক, 2018-20 আর্থিক বছরগুলিতে এফ পি পি সি এ আদেশের অধীনে ইউনিট প্রতি প্রকৃত পি পি সি, ইউনিট প্রতি 402.99 পয়সা এবং 412.50 পয়সা বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে ইউনিট প্রতি 63.46 পয়সা এবং 72.97 পয়সা কম সংগ্রহ[300] হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, এম ভি সি-এর মাধ্যমে ইউনিট প্রতি 23 পয়সা ভর্তুকির পরিমাণ পুনরুদ্ধারের অনুমতি দিয়েছে। এইভাবে, 2018-20 আর্থিক বছরের জন্য ইউনিট প্রতি পি পি সি-এর সংগ্রহে যথাক্রমে 40.47 পয়সা এবং 49.97 পয়সার ঘাটতি ছিল।
- এইভাবে, প্রকৃত খরচের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে প্রতি মাসে এম ভি সি এ সংশোধন করতে ব্যর্থতা, মাশুল আবেদন জমা দিতে বিলম্ব এবং ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা 2017-20 বছরের জন্য মাশুল আদেশ পরিবর্তনে বিলম্বের ফলে উদ্ভূত ইউনিট প্রতি 23 পয়সা এম ভি সি এ-এর বিবেচনার কারণে, পি পি সি-এর সংগ্রহে ঘাটতি ছিল 3,511.04 কোটি টাকা (***পরিশিষ্ট-25***)।

এর উত্তরে (জানুয়ারি 2023) ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল বলেছে যে, মাশুল অর্ডার অনুযায়ী গড় বিদ্যুৎ ক্রয় খরচ (পি পি সি) এবং বার্ষিক এফ পি পি সি এ আবেদন অনুযায়ী গড় পি পি সি-এর মধ্যে পার্থক্য পুরো বছরের জন্য আদায়যোগ্য এম ভি সি এ হয়, এটি সত্য নয়।

যাইহোক, উত্তরটি পর্যবেক্ষণে মান্যতা পায় না যে, এম ভি সি এ কে পূর্ববর্তী মাসের তথ্যের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়েছিল, প্রধানত সময়মত জ্বালানী এবং বিদ্যুৎ ক্রয় খরচ পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করার জন্য। অধিকন্তু, যদি এম ভি সি এ মাসিক সংশোধন করা হত, এফ পি পি সি এ-এর মাধ্যমে পুনরুদ্ধারযোগ্য পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেত। এটি তারল্যের অবস্থান উন্নত করবে এবং আর এ এর পরিমাণ কমিয়ে দেবে।

---

299 *(33,592.048 এম ইউ x 8.27 পয়সা)/ 1000।*

300 *আর্থিক বছর 2018-19: ইউনিট প্রতি 402.99 পয়সা বিয়োগ 339.53 পয়সা প্রতি ইউনিট; আর্থিক বছর 2019-20: ইউনিট প্রতি 412.50 পয়সা বিয়োগ 339.53 পয়সা প্রতি ইউনিট।*

3.10.9 আই ই এক্স-এর মাধ্যমে উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ বিক্রয়

ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল, 2018-19 এবং 2019-20 আর্থিক বছরের জন্য তার পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনায়, **সারণী 3.11(ক)** এবং **3.11 (খ)**-তে দেখানো গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শীত ঋতুগুলির জন্য, সীমাহীন সর্বোচ্চ চাহিদা এবং বিদ্যুতের চাহিদার পূর্বাভাস দিয়েছে।

সারণী 3.11 (ক): 2018-19 এবং 2019-20 আর্থিক বছরগুলিতে পূর্বাভাসিত বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা (এম ডব্লিউ)

সময়কাল	2018-19			2019-20		
	গ্রীষ্ম	বর্ষা	শীত	গ্রীষ্ম	বর্ষা	শীত
স্বাভাবিক(06.00 টা থেকে 17.00)	3,725	3,829	3,262	4,296	4,567	3,636
সর্বোচ্চ (17.00 টা থেকে 23.00)	6,370	6,719	4,485	6,588	6,777	4,705
অফ-পিক(23.00 টা থেকে 06.00)	4,853	5,092	3,101	5,064	5,386	3,524

সারণী 3.11 (খ): 2018-19 এবং 2019-20 আর্থিক বছরগুলিতে পূর্বাভাসিত বিদ্যুতের চাহিদা (এম ইউ)

সময়কাল	2018-19				2019-20			
	গ্রীষ্ম	বর্ষা	শীত	মোট	গ্রীষ্ম	বর্ষা	শীত	মোট
স্বাভাবিক(06.00 টা থেকে 17.00)	4,926	5,104	4,169	14,199	5,702	6,071	4,682	16,455
সর্বোচ্চ (17.00 টা থেকে 23.00)	4,140	4,664	2,991	11,795	4,294	4,464	3,136	11,894
অফ-পিক(23.00 টা থেকে 06.00)	3,304	3,461	2,563	9,328	3,728	3,981	2,846	10,555
	12,370	**13,229**	**9,723**	**35,322**	**13,724**	**14,516**	**10,664**	**38,904**

(উৎস: এল জি বি আর)

{(এম ডব্লিউ থেকে এম ইউ রূপান্তর = (এম ডব্লিউ x 24 ঘন্টা x 365 দিন)/1000}

এইভাবে, সর্বোচ্চ লোড, 2018-19 এবং 2019-20 আর্থিক বছরের জন্য অনুমান করা হয়েছিল, যথাক্রমে 6,719 এবং 6,777 মেগাওয়াট। তবে ওই একই সময়ে অর্জিত প্রকৃত সর্বোচ্চ লোড ছিল 6,677 এবং 7,181 মেগাওয়াট। এর বিপরীতে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর নিজস্ব উৎপাদন ক্ষমতা 1,175.920 মেগাওয়াট ছাড়াও 9,153.33 মেগাওয়াট পি পি এ রয়েছে।

গ্রাহকদের নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল কে বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। তদনুসারে, এরিয়া লোড ডেসপ্যাচ সেন্টার (এ এল ডি সি)[301] প্রত্যাশিত বর্ধিত লোড চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিটি আর্থিক বছরের আগাম লোড জেনারেশন ব্যালেন্স রিপোর্ট (এল জি বি আর)[302] পর্যালোচনা করে। এই বর্ধিত লোড বিভিন্ন কারণে দেখা দিতে পারে, যেমন ফসল কাটার মরসুম, বোর্ড পরীক্ষা,

[301] *এ এল ডি সি নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকা মেনে গঠিত হয়েছিল এবং স্পট, স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।*

[302] *এল জি বি আর-এর নিজস্ব উৎপাদন থেকে প্রত্যাশিত বিদ্যুৎ সরবরাহ, বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তির মাধ্যমে সংগ্রহ এবং স্বল্পমেয়াদী বিদ্যুৎ ক্রয় এবং সিস্টেমের চাহিদা অর্থাৎ সিস্টেমে বিদ্যুতের ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত।*

নির্বাচন ইত্যাদি। এ এল ডি সি থেকে এল জি বি আর প্রাপ্তির পর, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর পাওয়ার ট্রেডিং অ্যান্ড প্রোকিওরমেন্ট (পি টি এন্ড পি) শাখা স্বল্প-মেয়াদী মোডের অধীনে, পরবর্তী আর্থিক বছরের আগে একটি রক্ষণশীল ক্রয় পরিকল্পনা তৈরি করেছিল যা এ এল ডি সি দ্বারা প্রস্তুত এল জি বি আর-এর উপর ভিত্তি করে, এক বছরের বেশি নয় এমন একটি নির্দিষ্ট সময়ের বিভিন্ন সময়ের ব্লকের ঘাটতি মেটাতে বিদ্যুৎ ক্রয় করা হয়েছিল। 2018-19 এবং 2019-20 আর্থিক বছরগুলির জন্য ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর মাশুল আবেদনগুলি থেকে দেখা যায় যে, কোনও আনুসাঙ্গিক উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ, প্রধানত অফ-পিক এবং সাধারণ সময়কালে, বিদ্যুৎ ক্রয়ের খরচ পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করার পরে, বিভিন্ন সংস্থার কাছে বিক্রি করা হত।

তথ্যের অভাবে, 2018-19 এবং 2019-20 আর্থিক বছরগুলিতে ভারতীয় বিদ্যুৎ বিনিময় (আই ই এক্স)[303] এর মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদী বিদ্যুৎ ক্রয় এবং বিক্রয়ের তথ্যের সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে:

- 2018-19 এবং 2019-20 আর্থিক বছরের জন্য এ এল ডি সি দ্বারা প্রস্তুত করা এল জি বি আর দেখিয়েছে যে, আই ই এক্স থেকে যথাক্রমে 2,612 এবং 2,002 এম ইউ পরিমাণ বিদ্যুৎ স্বল্প মেয়াদে কেনার প্রয়োজন ছিল।
- তদনুসারে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল আর্থিক বছর 2018-19 এবং 2019-20 এর জন্য আই ই এক্স থেকে যথাক্রমে গড়ে ইউনিট প্রতি 4.93 টাকা এবং 4.03 টাকা দরে 2,631 এবং 2,020 এম ইউ এর স্বল্পমেয়াদী বিদ্যুৎ ক্রয় করেছে।
- সাধারণত, স্বল্পমেয়াদী বিদ্যুৎ শুধুমাত্র সর্বোচ্চ সময়ের জন্য কেনা হয়। তবে, এটি লক্ষ্য করা গেছে যে, 2018-19 এবং 2019-20 আর্থিক বছরগুলিতে সর্বোচ্চ সময়ের জন্য শুধুমাত্র 885 এম ইউ (34 শতাংশ) এবং 547 এম ইউ (27 শতাংশ) ক্রয় করা হয়েছিল। ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল 2018-19 এবং 2019-20 আর্থিক বছরগুলিতে অফ-পিক স্বল্পমেয়াদী বিদ্যুৎ (রাত্রি 11 টা থেকে সকাল 6 টা) ক্রয় করেছিল, যার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 1,097.973 এম ইউ (মোট ক্রয়ের 42 শতাংশ) এবং 708.537 এম ইউ (মোট ক্রয়ের 35 শতাংশ)।

এটি ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর স্বল্পমেয়াদী বিদ্যুৎ ক্রয় এবং এর ব্যবহারের পূর্বাভাস দেওয়া অদক্ষতার একটি ইঙ্গিত ছিল। অধিকন্তু, উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ বিক্রির ক্ষতি ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর আর্থিক স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে যা নিয়ন্ত্রক সম্পদের বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। 2018-19 এবং 2019-20 আর্থিক বছরগুলিতে প্রধানত অফ-পিক সময়ে আই ই এক্স এর মাধ্যমে বিক্রি হওয়া উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ যথাক্রমে 344 এবং 250 এম ইউ ছিল। উদ্বৃত্ত বিদ্যুতের বিক্রির গড় দর ছিল যথাক্রমে 2.99 টাকা এবং 3.71 টাকা প্রতি ইউনিট, যার ফলে উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ বিক্রির ক্ষতি হয়েছে যথাক্রমে 66.37 কোটি টাকা[304] এবং 7.99 কোটি টাকা[305]। ফলস্বরূপ, এটি দেখা গেছে যে, আই ই এক্স এ, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল এর গড় বিক্রয় মূল্য, ক্রয় মূল্যের নীচে ছিল, যার ফলে প্রয়োজনীয়তার বিচ্যুতিতে বিদ্যুৎ ক্রয় খরচ পুনরুদ্ধার হয়নি।

নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণ মেনে নিয়ে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল জানিয়েছে (জানুয়ারি 2023) যে, পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের অবস্থানের অস্থিরতার কারণে, আই ই এক্স-এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ আই ই এক্স-এর মাধ্যমে বিক্রি করা হয়েছিল।

---

303 *আই ই এক্স হল ভারতের প্রিমিয়ার এনার্জি মার্কেটপ্লেস, যা বিদ্যুতের ফিজিক্যাল ডেলিভারির জন্য দেশব্যাপী স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে। আই ই এক্স, সি ই আর সি দ্বারা অনুমোদিত এবং নিয়ন্ত্রিত এবং 27 জুন 2008 থেকে কাজ করছে।*

304 *{(4.93 টাকা – 2.99 টাকা) x 342.13 এম ইউ}/10।*

305 *{(4.03 টাকা – ₹ 3.71 টাকা) x 249.64 এম ইউ}/10।*

ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল আরও উত্তর দেয় (মার্চ 2024) যে, যখনই ইউনিট বিভ্রাটের কারণে বিদ্যুতের ঘাটতি দেখা দেয়, আবহাওয়ার কারণে হঠাৎ চাহিদা বেড়ে যায়, ইত্যাদির কারণে এটি এক্সচেঞ্জ থেকে বিদ্যুৎ সংগ্রহ করে এবং যখনই বিদ্যুতের উদ্বৃত্ত থাকে আবহাওয়ার পরিস্থিতি এবং অন্যান্য কারণের জন্য তখনই এক্সচেঞ্জে বিদ্যুৎ বিক্রয় করে।

যাইহোক, এটি সত্য যে, আই ই এক্স এর মাধ্যমে উদ্বৃত্ত শক্তি তার ক্রয় মূল্যের চেয়ে কম দামে বিক্রয় করা হয়েছিল, যার ফলে উদ্বৃত্ত শক্তি বিক্রয়ে লোকসান হয়েছিল।

3.10.10 ইউ ডি এ ওয়াই প্রকল্পে অংশগ্রহণ না করা

বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির (ডিসকম) পরিচালনগত এবং আর্থিক পরিবর্তনের জন্য 2018-19 আর্থিক বছরের মধ্যে এ টি এন্ড সি ক্ষতি 15 শতাংশে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে এবং 2018-19 আর্থিক বছরের মধ্যে সরবরাহের গড় খরচ (এ সি এস) এবং গড় রাজস্ব আদায়ের (এ ভি আর আর) মধ্যে ব্যবধান শূন্যে হ্রাস করার জন্য এম ও পি, জি ও আই, ইউ ডি এ ওয়াই (উজ্জ্বল ডিসকম আশ্বাসন যোজনা) প্রকল্পের জন্য নির্দেশিকা জারি করেছিল (নভেম্বর 2015)। ইউ ডি এ ওয়াই প্রকল্পের একটি পর্যালোচনা সভা (জুলাই 2017) প্রকাশ করেছে যে, ইউ ডি এ ওয়াই প্রকল্পে অংশগ্রহণের কারণে, জাতীয় স্তরে সঞ্চয় করা হয়েছে – (ক) 1,800 কোটি টাকার বিদ্যুৎ ক্রয়ের ব্যয় হ্রাস; (খ) 3,800 কোটি টাকার এ টি এন্ড সি ক্ষতি হ্রাস, (গ) 15,086 কোটি টাকার সুদের ব্যয় হ্রাস এবং (ঘ) 11,045 কোটি টাকার লোকসান হ্রাস।

বিদ্যুতের প্রতিটি ইউনিটের এ সি এস[306] এবং এ ভি আর আর[307]-এর গণনায় অভিন্নতা নিশ্চিত করার জন্য, কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ (সি ই এ), এম ও পি, জি ও আই-এর অধীনে, এ সি এস এবং এ ভি আর আর-এর মধ্যে ব্যবধান গণনার পদ্ধতি (আগস্ট 2017) প্রচার করেছিল।

রাজ্যগুলির জন্য প্রকল্পটি ঐচ্ছিক ছিল। এতে বলা আছে যে, ডিসকম-এর ঋণের 50 শতাংশ রাজ্য 2015-16 আর্থিক বছরে এবং 25 শতাংশ 2016-17 আর্থিক বছরে গ্রহণ করবে। অধিকন্তু, রাজ্য, ডিসকম-এর ভবিষ্যৎ ক্ষতি গ্রেডেড পদ্ধতিতে[308] নিতে পারে।

যাইহোক, ডিসকমের সাথে আলোচনার পর, জি ও ডব্লিউ বি নিম্নলিখিত কারণে এই প্রকল্পে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে:

- ডিসকম তার সূচনা থেকেই লাভ করে আসছে।
- স্কিম নিয়ন্ত্রক এর প্রাপ্য বিবেচনা না করে শুধুমাত্র ইউটিলিটির বকেয়া ঋণ বিবেচনা করে।
- জি ও ডব্লিউ বি একই রকম উদ্দেশ্য নিয়ে, পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ আর্থিক পুনর্গঠন (ডব্লিউ বি পি এস এফ আর এস) নামে একটি প্রকল্প প্রণয়ন করেছে।

ভারত সরকারের বিদ্যুৎ মন্ত্রক অবশ্য, ডব্লিউ বি পি এস এফ আর এস প্রকল্প অনুমোদন করেনি। নিরীক্ষায় পর্যবেক্ষণ করেছে যে, ডিসকম-এর লাভজনকতা, যেমন চিত্রিত হয়েছে তা মূলত নিয়ন্ত্রক আয়ের অন্তর্ভুক্তির উপর নির্ভরশীল। নিরীক্ষা আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে, ইউ ডি এ ওয়াই স্কিমে অংশগ্রহণ না করার নিম্নলিখিত প্রভাব রয়েছে:

---

[306] *রেলওয়ের নিয়মানুযায়ী পাওয়ার স্টেশনে নিযুক্ত রেলওয়ে কর্মীদের খরচ/অন্যান্য চার্জ, রেলপথ ডি-রেলমেন্ট এবং রি-রেলমেন্ট চার্জ, ছাই সরিয়ে নেওয়া ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।*

[307] *এ ভি আর আর = (বিদ্যুৎ বিক্রি থেকে রাজস্ব + অন্যান্য আয় + ভর্তুকি প্রাপ্ত - ভর্তুকি বুক করা হয়েছে) / মোট ইনপুট শক্তি।*

[308] *আর্থিক বছর 2017-18: 2016-17 আর্থিক বছরের 5 শতাংশ ক্ষতি; আর্থিক বছর 2018-19: 2017-18 আর্থিক বছরের 10 শতাংশ ক্ষতি; আর্থিক বছর 2019-20: 2018-19 আর্থিক বছরের 25 শতাংশ ক্ষতি; এবং আর্থিক বছর 2020-21: আগের বছরের ক্ষতির 50 শতাংশ।*

- 2017-18 থেকে 2021-22 সালের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বছরের জন্য ইউনিট প্রতি 5.17 টাকা, 5.50 টাকা, 5.82 টাকা, 6.12 টাকা এবং 5.22 টাকার এ সি এস এর বিপরীতে, ইউনিট প্রতি এ ভি আর আর ছিল যথাক্রমে 4.93 টাকা, 5.19 টাকা, 5.41 টাকা, 5.16 টাকা এবং 5.42 টাকা। এর ফলে প্রতি ইউনিটে যথাক্রমে (-) 0.24 টাকা, (-)0.31 টাকা, (-) 0.41 টাকা, (-) 0.96 টাকা এবং (+) 0.20 টাকার ব্যবধান হয়েছে। এইভাবে, 2021-22 আর্থিক বছরে এ সি এস এবং এ ভি আর আর -এর মধ্যে ব্যবধান 0.20-এ কমে গিয়েছিল, যেখানে ইউ ডি এ ওয়াই প্রকল্পটি 2018-19 আর্থিক বছরেই শূন্যের ব্যবধান কমানোর লক্ষ্য রেখেছিল। অধিকন্তু, 10 তম বার্ষিক সমন্বিত রেটিং এবং র‍্যাঙ্কিং: আগস্ট 2022-এর বিদ্যুৎ বন্টন ইউনিটগুলি পর্যবেক্ষণ করে দেখেছে যে, এ সি এস এবং এ আর আর গ্যাপ গতিপথে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর ম্যাট্রিক্স হ্রাস পাচ্ছে।
- 2018-19 আর্থিক বছরে, ইউ ডি এ ওয়াই প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা 15 শতাংশের বিপরীতে, 2017-22 সময়ের জন্য এ টি এন্ড সি ক্ষয়ক্ষতি ছিল যথাক্রমে 27.33, 22.97, 20.10, 21.35 এবং 16.65 শতাংশ।
- ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল অনুমান করেছিল যে, ইউ ডি এ ওয়াই পরিকল্পে অংশগ্রহণের ফলে 2017-18 আর্থিক বছর থেকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে নেওয়া ঋণের ওপর 732 কোটি টাকার[309] সুদের সঞ্চয় হবে। যাইহোক, ইউ ডি এ ওয়াই প্রকল্পে অংশগ্রহণ না করার কারণে, 2017-18 আর্থিক বছরে ঋণ (স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী উভয়ই) 11,705.99 কোটি টাকা থেকে 2021-22 আর্থিক বছরে 16,452.12 কোটি টাকাতে বেড়েছে (40.54 শতাংশ বৃদ্ধি)। তদনুসারে, সুদের ব্যয়ও 2017-18 আর্থিক বছরে 1,394.22 কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 2021-22 আর্থিক বছরে 1,584.76 কোটি টাকাতে (13.67 শতাংশ বৃদ্ধি) দাঁড়িয়েছে।
- ইউ ডি এ ওয়াই -এর মাধ্যমে বিদ্যুত ক্রয় খরচ হ্রাস করে এ টি এন্ড সি ক্ষয়ক্ষতি কমানোর সুযোগটি ব্যবহার করা হয়নি, যা 10.52 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (অর্থাৎ 1,915.81 কোটি টাকা[310])।

উত্তরে (জানুয়ারি 2023) ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল জানিয়েছে যে, ইউ ডি এ ওয়াই প্রকল্পে অংশগ্রহণ না করা রাজ্য সরকারের একটি সিদ্ধান্ত।

3.10.11 বিদ্যুৎ এর ভর্তুকি প্রকাশ

ভোক্তাদের উপর শুল্কের বোঝা কমাতে, জি ও ডব্লিউ বি এক ত্রৈমাসিকে 900 ইউনিটের কম অর্থাৎ প্রতি মাসে 300 ইউনিটের কম বিদ্যুৎ ব্যবহার করে এমন গার্হস্থ্য (গ্রামীণ ও শহুরে) গ্রাহকদের জন্য অগ্রিম ভর্তুকি প্রকাশ করেছে। এছাড়াও, "হাসির আলো" প্রকল্পের[311] উদ্বোধনের সময় (এপ্রিল 2020), ডি ও পি, জি ও ডব্লিউ বি, 0.3 কিলোওয়াটের কম লোড সংযুক্ত দরিদ্র লাইফ লাইন গার্হস্থ্য গ্রাহকদের, যাদের বিদ্যুতের খরচ প্রতি মাসে 25 ইউনিটের কম বা এক ত্রৈমাসিকে 75 ইউনিট তাদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

---

[309] *জি ও ডব্লিউ বি দ্বারা ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর 8,128 কোটি টাকা ঋণের 75 শতাংশ অধিগ্রহণ করা (অর্থাৎ 6,096 কোটি টাকা)।*

[310] *2018-19 আর্থিক বছরে বিদ্যুৎ ক্রয় খরচ ছিল 18,206.55 কোটি টাকা এবং 2021-22 আর্থিক বছরে এটি ছিল 20,122.36 কোটি টাকা।*

[311] *জি ও ডব্লিউ বি ঘোষণা করেছিল (মার্চ 2020), "হাসির আলো" নামে একটি নতুন প্রকল্প, যা রাজ্যের দরিদ্রদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। এই প্রকল্পের অধীনে, 0.3 কিলোওয়াট (300 ওয়াট) পর্যন্ত সংযুক্ত লোড সহ সমস্ত দরিদ্র লাইফ লাইন গার্হস্থ্য গ্রাহকদের উপর কোন বিদ্যুতের চার্জ ধার্য করা হবে না, যাদের ত্রৈমাসিক 75 ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুতের ব্যবহার বা 25 ইউনিট পর্যন্ত মাসিক খরচ রয়েছে।*

বিদ্যুৎ আইন, 2003[312] এবং ডব্লিউ বি ই আর সি-এর ট্যারিফ রেগুলেশন[313] অনুযায়ী, ভর্তুকির পরিমাণ লাইসেন্সধারীকে রাজ্য সরকার দ্বারা অগ্রিম প্রদান করতে হবে। নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, রাজ্য সরকার ব্যর্থ হয়েছে: (ক) বাজেটে যথাযথ ভর্তুকির পরিমাণ বরাদ্দ করাতে (খ) ভর্তুকির পরিমাণ অগ্রিম পরিশোধ করাতে এবং (গ) লাইসেন্সধারীর কাছ থেকে প্রকৃত দাবি প্রাপ্তির পরে, বাজেট বরাদ্দের চেয়ে বেশি পরিমাণ ছাড় দেওয়াতে।

নীচের **সারণী 3.12** ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর বছরভিত্তিক বাজেট অনুমোদন এবং ভর্তুকির পরিমাণ প্রকাশ করে।

সারণী 3.12: বছরভিত্তিক বাজেট অনুমোদন এবং ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-কে ভর্তুকি প্রকাশ

প্রকল্পের নাম	আর্থিক বছর	প্রাথমিক বাজেট বরাদ্দ (কোটি টাকাতে)	ভর্তুকির পরিমাণ মুক্তি (কোটি টাকাতে)	ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল দ্বারা বুক করা ভর্তুকি (কোটি টাকাতে)
আগাম ভর্তুকি	2017-18	600.00	1,023.49	1,055[314]
	2018-19	600.00	1,087.26	982.00
	2019-20	600.00	1,018.80	1,084.00
	2020-21	600.00	1,105.51	1,114.00
	2021-22	600.00	1,206.82	1,207.00
মোট (ক)		**3,000.00**	**5,441.88**	**5,442.00**
হাসির আলো	2020-21	0.00	260.10	260.00
	2021-22	138.75	323.71	324.00
মোট (খ)		**138.75**	**538.81**	**584.00**
সর্ব মোট		**3,138.75**	**6025.69**	**6026.00**

(উৎস: বছরভিত্তিক বাজেট অনুমোদন ও প্রকাশ)

উপরের সারণীটি নির্দেশ করে যে, বাজেটে প্রাথমিকভাবে মঞ্জুর করা 3,138.75 কোটি টাকার বিপরীতে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এ প্রকাশিত প্রকৃত ভর্তুকির পরিমাণ ছিল 6,025.69 কোটি টাকা, যার বিপরীতে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল তার হিসাবে 6,026 কোটি টাকা ভর্তুকি বুক করেছে।

উপরন্তু, ভর্তুকির অগ্রিম পরিমাণ গ্রহণ করতে হবে, অর্থাৎ যেকোনো আর্থিক বছরের প্রথম দিনে বা তার আগে। যাইহোক, নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, 2021-22 আর্থিক বছরের জন্য 1,530.53 কোটি টাকার[315] ভর্তুকি, ঐ আর্থিক বছরেই একটি বিন্যাসগত পদ্ধতিতে প্রাপ্ত হয়েছিল। এইভাবে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল তার নিজস্ব তহবিল থেকে গ্রাহকদের ভর্তুকি দিতে বাধ্য হয়েছিল। যদি, ডি ও পি, জি ও ডব্লিউ বি, আইন এবং প্রবিধানে নির্ধারিত ভর্তুকির অগ্রিম পরিমাণ ছেড়ে দিত, তাহলে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল সুদের ক্ষতি বাঁচাতে পারত, যার পরিমাণ ছিল 88.06 কোটি টাকা (8 শতাংশ নগদ ঋণের সুদ বিবেচনা করে) (***পরিশিষ্ট–26***)।

নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণ মেনে নিয়ে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল বলেছে (জানুয়ারি 2023) যে, সম্পূর্ণ আর্থিক বছরের জন্য ভর্তুকি কোনো আর্থিক বছরের প্রথম দিনে বা তার আগে পাওয়ার কথা নয়।

[312] *ধারা 62 এর অধীনে।*

[313] *25 এপ্রিল 2011 তারিখের ডব্লিউ বি ই আর সি-এর অধিনিয়ম 48 এর ধারা 2.3।*

[314] *জি ও ডব্লিউ বি থেকে প্রাপ্য ওপেনিং ব্যালেন্স হিসাবে 143 কোটি টাকা অন্তর্ভুক্ত।*

[315] *আগাম ভর্তুকির জন্য 1,206.82 কোটি টাকা এবং হাসির আলোর জন্য 323.71 কোটি টাকা।*

পরিচালকবর্গের উত্তর এই কারণে গ্রহণযোগ্য নয় যে, ট্যারিফ রেগুলেশন, 2011-এর তফসিল 6 অনুযায়ী, রাজ্য সরকার যে পরিমাণ ভর্তুকি দিতে সম্মত, তা প্রতিটি আর্থিক বছরের শুরুতে অথবা কোনো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের আগে যার জন্য ভর্তুকি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সরাসরি লাইসেন্সধারীকে সম্পূর্ণ অগ্রিম প্রদান করতে হবে।

সুপারিশ:

2. এস পি এস ই গুলির উচিত তাদের কর্মক্ষমতা জোরদার করার জন্য, নির্ধারিত নিয়মগুলি পূরণ করার প্রচেষ্টা চালানো।

3. ডব্লিউ বি ই আর সি সুনিশ্চিত করবে যে, জাতীয় শুল্ক নীতির বিধানগুলি অনুসরণ করা হয়েছে, নিয়ম নির্ধারণ এবং শুল্ক /এ পি আর আদেশগুলি চূড়ান্ত করার জন্য, মাশুলকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং এস পি এস ই গুলি দ্বারা গৃহীত ন্যায্য খরচ পুনরুদ্ধার সক্ষম করার জন্য।

3.11 নিরীক্ষার উদ্দেশ্য 3: নিয়ন্ত্রক সম্পদের সৃষ্টি এবং স্বীকৃতি এস পি এস ই গুলির কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করেছে কিনা

এস পি এস ই গুলির কর্মক্ষমতার উপর নিয়ন্ত্রক সম্পদের সৃষ্টি এবং স্বীকৃতির প্রভাব পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে আলোচনা করা হয়েছে।

3.11.1 ঋণের সীমা বৃদ্ধি

সিস্টেমের চাহিদা মেটাতে এবং রাজ্যের বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকদের অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল বিভিন্ন[316] বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থার কাছ থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করে। ডব্লিউ বি পি ডি সি এল 2017-22 সময়কালের জন্য তার পুরো বিদ্যুৎ ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-কে সরবরাহ করেছে। ডব্লিউ বি পি ডি সি এল দ্বারা সরবরাহ করা বিদ্যুতের পরিমাণ ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর মোট প্রয়োজনের 45 থেকে 60 শতাংশের মধ্যে। অবশিষ্ট প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘ/মধ্যমেয়াদী বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি (পি পি এ) এবং বাজার থেকে স্বল্পমেয়াদী বিদ্যুৎ ক্রয়ের মাধ্যমে পূরণ করা হয়। আর্থিক বছর 2017-18 এবং 2021-22-এর মধ্যে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর জন্য, প্রতি বছরে বিদ্যুত ক্রয় খরচ 75 শতাংশ থেকে 80 শতাংশের মধ্যে ছিল। বিদ্যুৎ ক্রয়ের জন্য এবং তার কার্যকরী মূলধনের চাহিদা মেটাতে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল তার ধার নেওয়ার সীমা, নগদ ক্রেডিট (সি সি) এবং স্বল্প/মধ্যমেয়াদী ঋণ 12,000 কোটি টাকা[317] থেকে বাড়িয়ে 15,000 কোটি টাকা[318] করেছে, যা ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল এর বিদ্যুৎ ক্রয়ের খরচ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত দেয়।

3.11.2 অতিরিক্ত সুদের বোঝা

একটি কোম্পানির আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য নগদ অপরিহার্য এবং অর্থপ্রদানের বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে, ভবিষ্যতের অর্থপ্রদানের পরিকল্পনা করতে এবং পর্যাপ্ত ব্যবসায়িক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এর নগদ অন্তঃপ্রবাহ এবং বহিঃপ্রবাহকে সন্তোষজনকভাবে পরিচালনা করতে হবে।

এই প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত এস পি এস ই গুলির নগদ প্রবাহের বিবৃতি, বার্ষিক হিসাব, ঋণ ফাইল, বাজেট এবং ব্যয় ইত্যাদির সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে এস পি এস ই গুলির আর্থিক স্বাস্থ্যের ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে, যা শেষ পর্যন্ত তাদের সুদের বোঝা বাড়িয়েছে।

[316] *ডব্লিউ বি পি ডি সি এল, ডি পি এল, এন টি পি সি (জাতীয় তাপবিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড), এন এইচ পি সি (জাতীয় জলবিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড), ডি ভি সি (দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন), পি টি সি (পাওয়ার ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড), ইত্যাদি।*

[317] *13 নভেম্বর 2017 তে পরিচালক পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত।*

[318] *24 জুলাই 2020 তে পরিচালক পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত।*

সারণী 3.13, 2017-22-এর মধ্যে এস পি এস ই গুলির আর্থিক স্বাস্থ্যের পরিবর্তনগুলি নির্দেশ করে।

সারণী 3.13: এস পি এস ই গুলির আর্থিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব

এস পি এস ই	আর্থিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব
ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল	o নেতিবাচক কার্যকরী মূলধন 53 শতাংশ বেড়েছে
	o সুদের ব্যয় 14 শতাংশ বেড়েছে
	o রাজস্ব ঘাটতি 69 শতাংশ বেড়েছে
ডব্লিউ বি পি ডি সি এল	o স্বল্পমেয়াদী ঋণ 69 শতাংশ বেড়েছে
	o ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা অনুমোদিত বকেয়া পুনরুদ্ধারে দীর্ঘ সময়ের ফলে স্বল্পমেয়াদী ঋণ সংগ্রহের ঘটনা ঘটে
	o স্বল্পমেয়াদী ঋণের জন্য 180.97 কোটি টাকা সুদ দাবি করা হয়েছিল, যা শুল্কের বোঝা বৃদ্ধির সম্ভাবনা বহন করে। সুদের ব্যয় 92 শতাংশ বেড়েছে
ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল	o নেতিবাচক কার্যকরী মূলধন 25 শতাংশ বেড়েছে
	o ঋণ 8 শতাংশ বেড়েছে
	o সুদের ব্যয় 8 শতাংশ বেড়েছে
ডি পি এল	o পি এফ সি এল থেকে বার্ষিক @ 11.15 শতাংশ হারে 10 বছরের জন্য 2,690 কোটি টাকার উচ্চ-মূল্যের মেয়াদী ঋণ স্থগিত করতে, ডি পি এল-এর বি ও ডি ঋণ গ্রহণের অনুমোদন[319] দিয়েছে, যার পরিমাণ ডব্লিউ বি আই ডি এফ সি লিমিটেড থেকে 15 বছর পর্যন্ত 8.65 শতাংশ হারে বার্ষিক 2,675 কোটি টাকা। প্রতি মাসে 8 কোটি টাকা (27 কোটি টাকা-19 কোটি টাকা) সুদের সঞ্চয় হবে, যার পরিমাণ বার্ষিক 96 কোটি টাকা যা ডি পি এল-এর নগদ প্রবাহকে উন্নত করবে। যদিও, এটি স্বল্পমেয়াদে তার নগদ প্রবাহকে উন্নত করতে ডি পি এল-কে সহায়তা করতে পারে, দীর্ঘমেয়াদে ডি পি এল কে 5.76 কোটি টাকার[320] অতিরিক্ত পরিহারযোগ্য সুদ প্রদান করতে হবে। এইভাবে, দীর্ঘ মেয়াদে আরেকটি ঋণ গ্রহণ করে উচ্চমূল্যের ঋণটিকে নগদীকরণ করার সিদ্ধান্ত কোম্পানির সুদের বোঝা বাড়াবে এবং কোম্পানির আর্থিক স্বাস্থ্যকেও প্রভাবিত করবে।

(উৎস: বার্ষিক প্রতিবেদন/এ পি আর /বি ও ডি র কার্যবিবরণী)
দ্রষ্টব্য: অস্থায়ী ব্যবস্থাপনা মানে ঋণদাতা সংস্থা থেকে অস্থায়ী/স্বল্পমেয়াদী আর্থিক ঋণ নেওয়া।

ডি পি এল তার উত্তরে (নভেম্বর 2022) বলেছে যে, ঋণ অদলবদল করার কারণে তারা 8.00 কোটি টাকার মাসিক সুদ সঞ্চয় করেছে। আরও, সুদের নগদ বহিঃপ্রবাহের 7.10 শতাংশের বর্তমান মূল্য বিবেচনা করে, ডি পি এল 26.17 কোটি টাকা সাশ্রয় করেছে।

যাইহোক, নিরীক্ষা দ্বারা ডি পি এল-এর গণনা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, 5.76 কোটি টাকার পরিহারযোগ্য অতিরিক্ত সুদের বহিঃপ্রবাহ ছিল।

ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণ গ্রহণ করে তার উত্তরে (ডিসেম্বর 2022) বলেছে যে, এটি বর্তমানে নির্ধারিত সীমার মধ্যে ঋণের মূলধন ব্যবহার করছে এবং সুদের বোঝা কমানোর জন্য এবং সুদের খরচ যৌক্তিক করার জন্য উচ্চ সুদ বহনকারী ঋণ অদলবদল করার উদ্যোগ নিয়েছে। ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল আরও উত্তর দিয়েছে (এপ্রিল 2023) যে, অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধির মূল কারণ হল মূলধন ব্যয় বৃদ্ধি। প্রতি বছর কোম্পানির মূলধন ব্যয় হয়েছে 800-1000 কোটি টাকা।

319 *22 ফেব্রুয়ারি 2021 তারিখের 625 তম বোর্ড মিটিং-এর এজেন্ডা নং 4।*

320 *14.04 কোটি টাকার অতিরিক্ত সুদ দেওয়া হয়েছে 8.28 কোটি টাকার নগদ প্রবাহে সুদের সঞ্চয় বিয়োগ করে।*

নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণ গ্রহণ করে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল বলেছে (জানুয়ারি 2023) যে, কোম্পানী ঋণের অদলবদল ইত্যাদির মাধ্যমে সুদের বোঝা আশান্বিত করার চেষ্টা করেছে।

3.11.3 এস পি এস ই গুলির ক্রেডিট রেটিং-এর উপর প্রভাব

বন্টন ব্যবস্থা বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ, কারণ এটি বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের শেষ মাইল সংযোগ প্রদান করে। দেশের অধিকাংশ বন্টন ব্যবসা রাষ্ট্রীয় বণ্টন ক্ষেত্রের অধীনে আসায়, রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন ইউনিটগুলির আর্থিক ও পরিচালন কর্মক্ষমতার উন্নতি সাধন, ভারতীয় বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের শক্তিশালী সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এম ও পি, জি ও আই, বিভিন্ন কারণে, রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন ইউনিটগুলির দুর্বল আর্থিক স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে তাদের সাহায্য করে, একটি সমন্বিত রেটিং পদ্ধতির বিকাশের জন্য পদক্ষেপ (অক্টোবর 2019) গ্রহণ শুরু করেছে। ক্রেডিট রেটিং নিম্নলিখিত পরামিতিগুলির উপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল: (ক) পরিচালনগত এবং সংস্কার মানদণ্ড (52 স্কোর) (খ) বাহ্যিক মানদণ্ড (15 স্কোর) এবং (গ) আর্থিক মানদণ্ড (33 স্কোর)। এম ও পি, জি ও আই দ্বারা প্রকাশিত (আগস্ট 2022) বিদ্যুৎ বন্টন ইউনিটগুলির 10 তম বার্ষিক সমন্বিত রেটিং এবং র‍্যাঙ্কিং তিনটি প্রধান পরামিতির ওপর ডিসকম-এর কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করে, যেমন: (ক) আর্থিক স্থায়িত্ব (75 শতাংশ গুরুত্ব) (খ) কর্মক্ষমতা শ্রেষ্ঠত্ব (13 শতাংশ গুরুত্ব) এবং (গ) বাহ্যিক পরিবেশ (12 শতাংশ গুরুত্ব)। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বেশিরভাগ প্রকল্প, পি এফ সি এবং আর ই সি ঋণের মাধ্যমে অর্থায়ন করা হয়। 1 সেপ্টেম্বর 2022 এবং 19 জানুয়ারী 2022 তারিখের পি এফ সি এবং আর ই সি-এর ঋণ নীতি বিজ্ঞপ্তি নির্ধারণ করেছে যে, এস পি এস ই গুলি দ্বারা নেওয়া ঋণের সুদের হার, A রেটিং -এর এস পি এস ই গুলির জন্য প্রযোজ্য ঋণের সুদের হারের তুলনায় ক্রেডিট রেটিং বি এবং সি এর সুদের হার, যথাক্রমে 25 বি পি এস এবং 50 বি পি এস বেশি হবে।

এম ও পি, জি ও আই -এর রিপোর্ট (অক্টোবর 2019) অনুসারে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল (রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বন্টন সংস্থা) এর রেটিং ছিল বি$^{+}$ (স্কোর 50 থেকে 65 এর মধ্যে), যা পরিমিত পরিচালন এবং আর্থিক কর্মক্ষমতার সক্ষমতা নির্দেশ করে। মূল উদ্বেগের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা হয়েছিল: (ক) টি এন্ড ডি এবং এ টি এন্ড সি ক্ষয়ক্ষতিগুলি স্থির লক্ষ্যের চেয়ে বেশি রয়েছে (খ) গত পাঁচ বছর ধরে মাশুল আদেশ, এ পি আর এবং এ পি পি সি এ আদেশ এবং ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা সত্যতা[321] যাচাই করা হয়নি, (গ) ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর ঋণ-ইক্যুইটি অনুপাত (5.17:1) খুবই তির্যক, যা ক্রেডিট রেটিংকে প্রভাবিত করেছে। দুর্বল ক্রেডিট রেটিং কোম্পানির ঋণ গ্রহণের পরিলেখককেও বিরূপভাবে প্রভাবিত করেছে। যাইহোক, এম ও পি, জি ও আই (আগস্ট 2022) এর 10 তম ইন্টিগ্রেটেড রেটিং এবং র‍্যাঙ্কিং অনুসারে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল কে আগের বি$^{+}$ গ্রেড থেকে হ্রাস পেয়ে ‘সি’ গ্রেড দেওয়া হয়েছে। নিম্নগামী ক্রেডিট রেটিং এর কারণে: (i) ভারতে ডি আই এস সি ও এম-এর মোট নিয়ন্ত্রক সম্পদের 25 শতাংশ ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল ধারণ করে, (খ) সময়মতো শুল্ক এবং এ পি আর অ্যাপ্লিকেশন ফাইল করতে ব্যর্থ হয়, (গ) ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা শুল্ক এবং এ পি আর আদেশ জারি করতে বিলম্ব। 5,544 কোটি টাকার প্রকল্প ঋণের মধ্যে, 3,918.77 কোটি টাকা (71 শতাংশ) ঋণ আর ই সি এবং পি এফ সি থেকে নেওয়া হয়েছিল, যার পরিশোধের সময়কাল 12 থেকে 20 বছর। বি থেকে সি গ্রেডে ক্রেডিট রেটিং কমে যাওয়ার কারণে, কোম্পানি ভবিষ্যতে উচ্চ সুদ প্রদান করবে।

এস পি এস ই গুলি তাদের দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী ঋণের রেট নির্ধারণের জন্য একটি ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি (সি আর এ) নিযুক্ত করেছিল। **সারণী 3.14**-তে সি আর এ দ্বারা এস পি এস ই গুলির বর্তমান রেটিং দেখানো হয়েছে।

[321] *বার্ষিক কর্মক্ষমতা পর্যালোচনার (এ পি আর) সময় শুল্ক আদেশে গৃহীত পরিমাণের সাথে প্রকৃত ব্যয়ের পুনর্মিলনের প্রক্রিয়া।*

সারণী 3.14: সি আর এ দ্বারা এস পি এস ই গুলির বর্তমান রেটিং

এস পি এস ই	রেটিং এজেন্সির নাম	দীর্ঘমেয়াদী ঋণের রেটিং	স্বল্পমেয়াদী ঋণের রেটিং	সি আর এ দ্বারা মন্তব্য	প্রভাব
ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল	একুইট ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি (এ সি আর এ)	বিবিবি+	এ 2	ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা বিশাল নিয়ন্ত্রক সম্পদের মুলতুবি নিশ্চিতকরণ, স্বল্পমেয়াদী ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছে।	মোট ঋণ (31 মার্চ 2022) ছিল 16,454.15 কোটি টাকা, যার মধ্যে, প্রকল্প ঋণ 5,544 কোটি টাকা (34 শতাংশ); দীর্ঘমেয়াদী কার্যকরী মূলধন ঋণ এবং অন্যান্য ঋণ 4,106 কোটি টাকা (25 শতাংশ); স্বল্পমেয়াদী ঋণের পরিমাণ ছিল 1,145 কোটি টাকা (7 শতাংশ) এবং নগদ ক্রেডিট ঋণের পরিমাণ ছিল 5,659 কোটি টাকা (34 শতাংশ)।
ডব্লিউ বি পি ডি সি এল	এ সি আর এ	এ	এ 2	প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে: (ক) মাঝারি আর্থিক ঝুঁকি ছিল (খ) নগদীকরণ পরিলেখ পর্যাপ্ত ছিল এবং (গ) কোম্পানির দৃষ্টিভঙ্গি স্থিতিশীল ছিল।	ডব্লিউ বি পি ডি সি এল, কোভিড-19 মহামারী পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, 536.42 কোটি টাকার কিস্তি এবং ঋণের সুদ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রদত্ত স্থগিতাদেশ গ্রহণ করেছে।
ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল	এ সি আর এ	এ	এ	একটি স্থিতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি।	
ডি পি এল	এ সি আর এ	বিবিবি$^{+}$	এ 2	ডি পি এল এর দুর্বল আর্থিক ঝুঁকি পরিলেখ, নেট মূল্য হ্রাস এবং দুর্বল ঋণ সুরক্ষা পরিমাপ দ্বারা চিহ্নিত।	কোনো ঋণ স্থগিত বা অতিরিক্ত কোভিড ঋণ নেওয়া হয়নি।

(উৎস: ক্রেডিট রেটিং রিপোর্ট)

ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল তার উত্তরে (ডিসেম্বর 2022) বলেছে যে, ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল-এর বর্তমান রেটিং 2022 থেকে স্থিতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি সহ এ$^{+}$ তে উন্নীতকরণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণ গ্রহণ করার সময়, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল বলেছে (জানুয়ারি 2023) যে, রেটিং ভবিষ্যতে উন্নত হতে পারে।

3.11.4 নিয়ন্ত্রক সম্পদের অবসানের জন্য সরকারের উদ্যোগ

নিয়ন্ত্রক সম্পদ/প্রাপ্য এবং বকেয়া বিদ্যুৎ ক্রয় খরচ মেটানোর জন্য, রাজ্যের অর্থ বিভাগ অক্টোবর 2016 থেকে মে 2017-এর মধ্যে অনুদান হিসাবে 4,563.16 কোটি টাকা মুক্ত করেছিল, যার মধ্যে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল 2,647.09 কোটি টাকা পেয়েছে এবং ডব্লিউ বি পি ডি সি এল পেয়েছে 1,916.07 কোটি টাকা। জি ও ডব্লিউ বি আবার একটি প্রকল্প প্রণয়ন করেছে (2016) যার নাম "পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ আর্থিক পুনর্গঠন প্রকল্প (ডব্লিউ বি পি এস এফ আর এস)", যাতে ঋণ গ্রহণ এবং নিয়ন্ত্রক সম্পদের অবসান ঘটে। তবে, এম ও পি, জি ও আই, ডব্লিউ বি পি এস এফ আর এস প্রকল্প অনুমোদন করেনি (জুলাই 2018)। এইভাবে, নিয়ন্ত্রক সম্পদ/ প্রাপ্য অবসানের জন্য জি ও ডব্লিউ বি-এর পূর্বের উদ্যোগ, অভিপ্রেত ফলাফল দেয়নি এবং আর এ বৃদ্ধি পেয়েছে (31 মার্চ 2022 অনুযায়ী), ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল এবং ডব্লিউ বি পি ডি সি এল-এর জন্য যথাক্রমে 18,330.17 কোটি টাকা এবং 7,764.48 কোটি টাকায়। ইতিমধ্যে, ডি ও পি, জি ও ডব্লিউ বি, ডব্লিউ বি ই আর সি-কে জানিয়েছিল (জুলাই 2021) যে, জমে থাকা নিয়ন্ত্রক সম্পদ/ প্রাপ্য একযোগে, শুল্ক বিলের উপর একটি বিপর্যয়কর প্রভাব ফেলবে, যার ফলে ভোক্তাদের জন্য শুল্ক বিপর্যয় হবে। জি ও ডব্লিউ বি আরও বলেছে যে, নিয়ন্ত্রক প্রাপ্তির বর্তমান পরিধি এত বড় যে নিয়ন্ত্রক সম্পদগুলির নিষ্পত্তি করা তাদের

আয়ত্তের বাইরে ছিল, যেমনটি তারা আগে করেছিল। ফলস্বরূপ, জি ও ডব্লিউ বি, বিদ্যুৎ আইন, 2003 এর ধারা 108[322]-এর অধীনে 2021 সালের অক্টোবরের মধ্যে মুলতুবি থাকা এ পি আর এবং এফ পি পি সি-এর নিষ্পত্তি করার জন্য ডব্লিউ বি ই আর সি -কে নির্দেশ দিয়েছে।

ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ গ্রহণ করেছে (জানুয়ারি 2023)।

3.11.5 পুনর্গঠনের জন্য প্রকল্পের অধীনে অনুদান

এম ও পি, জি ও আই চালু করেছে (জুলাই 2021) পুনর্গঠিত বন্টন ক্ষেত্র প্রকল্প (আর ডি এস এস), যার লক্ষ্য হল এ টি এন্ড সি ক্ষতি 12-15 শতাংশের প্যান-ইন্ডিয়া স্তরে এবং এ সি এস-এ ভি আর আর ব্যবধানকে 2024-25 সালের মধ্যে শূন্যে নামিয়ে আনা। সমস্ত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ডিসকম এবং রাজ্য/ইউ টি দ্বারা পরিচালিত বিদ্যুৎ দপ্তরগুলি এই প্রকল্পের অধীনে আর্থিক সহায়তা পাওয়ার যোগ্য হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য এই প্রকল্পের অধীনে একটি রাজ্য স্তরের বন্টন সংস্কার কমিটি (ডি আর সি) গঠন করতে হয়েছিল। প্রস্তাবটি ডি ও পি, জি ও ডব্লিউ বি-তে আলোচনা করা হয়েছিল এবং রাজ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য একটি ডি আর সি গঠন করা হয়েছিল (নভেম্বর 2021)। প্রকল্পের প্রাক-যোগ্যতার মানদণ্ড অনুসারে: (ক) ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল কে নিশ্চিত করতে হবে যে, সর্বশেষ শুল্ক নির্ধারণ চক্রে কোনও নতুন নিয়ন্ত্রক সম্পদ তৈরি করা হয়নি, (খ) রাজ্য সরকারকে পূর্ববর্তী বছরের ভর্তুকি প্রদানের 100 শতাংশ সুনিশ্চিত করতে হবে এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত অগ্রিম ভর্তুকি প্রদান করতে হবে এবং (গ) 1 এপ্রিল 2022 থেকে 2022-23 সালের জন্য শুল্ক আদেশ কার্যকর করা উচিত ছিল এবং 2020-21 আর্থিক বছরের জন্য সত্য-পরিচালনা করা উচিত ছিল।

এই বিষয়ে, নিরীক্ষায় পর্যবেক্ষণ করেছে যে: (ক) ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর ট্রু-আপ ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা 2019-20 আর্থিক বছর পর্যন্ত করা হয়েছিল। আরও, 2020-21 আর্থিক বছরের বার্ষিক হিসাব চূড়ান্ত করতে বিলম্বের কারণে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল 2020-21 আর্থিক বছরের জন্য তার এ পি আর আবেদন বিলম্বিতভাবে জমা দিয়েছে (জুন 2022), যার উপর ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা অক্টোবর 2022 পর্যন্ত আদেশ জারি করা হয়নি; (খ) ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রক সম্পদ তৈরি করেছিল এবং 2021-22 আর্থিক বছরের জন্য সেগুলিকে তার হিসাবে ধার্য করেছিল (গ) 2021-22 আর্থিক বছরের জন্য জি ও ডব্লিউ বি অগ্রিম ভর্তুকি ছাড়তে ব্যর্থ হয়েছিল, যেমনটি ***অনুচ্ছেদ 3.10.11***-তে তুলে ধরা হয়েছে, (ঘ) 2022-23 আর্থিক বছরের জন্য শুল্ক আদেশ, 2022-23 আর্থিক বছর শুরু হওয়ার আগে জারি করার পরিবর্তে, 2022-এর জুলাই মাসে ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা জারি করা হয়েছিল।

ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল তাদের উত্তরে বলেছে (জানুয়ারি 2023) যে, মনিটরিং কমিটি নভেম্বর 2022-এ ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর আর ডি এস এস-এর প্রস্তাব অনুমোদন করেছে।

সুপারিশ 4:

এস পি এস গুলির উচিত তাদের ঋণ পরিশোধের অবস্থান, ঋণ গ্রহণ এবং ক্রেডিট প্রোফাইল উন্নত করার প্রচেষ্টা করা।

322 *রাজ্য কমিশন জনস্বার্থের সাথে জড়িত নীতির বিষয়ে এই ধরনের নির্দেশাবলী দ্বারা পরিচালিত হবে যা রাজ্য সরকার লিখিতভাবে দিতে পারে। (2) যদি কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে এই ধরনের কোন নির্দেশনা জনস্বার্থের সাথে জড়িত নীতির সাথে সম্পর্কিত কিনা, সে বিষয়ে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে।*

চতুর্থ অধ্যায়

পৌরসংস্থাসমূহের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা

চতুর্থ অধ্যায়

নগর উন্নয়ন ও পৌরবিষয়ক দপ্তর

4 পৌরসংস্থাসমূহের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা

নির্বাহী সারাংশ

ক্রমবর্ধমান নগরায়নের পাশাপাশি বর্জ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং তার উপযুক্ত নিষ্পত্তিকরণ রাজ্যকে একটি প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। 74তম সংবিধান সংশোধনী আইন, 1992-এ পৌরসংস্থাসমূহকে (ইউ এল বি) কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ ও নিষ্পত্তিকরণ করাও ইউ এল বি-এর বাধ্যতামূলক কাজ।

সমস্ত পৌরসংস্থাসমূহকে নিয়ন্ত্রণের জন্য, পশ্চিমবঙ্গের নগর উন্নয়ন ও পৌরবিষয়ক দপ্তর (দপ্তর)-ই হল নিয়ন্ত্রক দপ্তর। পশ্চিমবঙ্গে 125টি পৌরসংস্থা (সাতটি পৌরনিগম, 115টি পৌরসভা এবং তিনটি বিজ্ঞপিত এলাকা কর্তৃপক্ষগণ) রয়েছে, যারা তাদের নিজ নিজ এলাকায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত।

2017-18 থেকে 2021-22-এর মধ্যে 'পৌরসংস্থাসমূহের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার' উপর একটি কার্যসম্পাদন নিরীক্ষা করা হয়, যেখানে রাজ্যে পৌর এলাকার কঠিন বর্জ্য (এম এস ডব্লিউ) ব্যবস্থাপনা মূল্যায়নের জন্য 26টি পৌরসংস্থাকে বেছে নেওয়া হয়।

কার্যসম্পাদন নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, রাজ্যস্তরীয় উপদেষ্টা সংস্থা (এস এল এ বি), 2016 সালের নভেম্বরে গঠিত হয় এবং 2017 সাল থেকে তা কার্যকর ছিল না। নির্মান এবং ধ্বংসজাত (সি এন্ড ডি)-এর ফলে তৈরি বর্জ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে দপ্তর তার নীতি বিজ্ঞাপিত করেনি (ডিসেম্বর 2022)। পৌরসংস্থাসমূহের কঠিন বর্জ্য পরিচালন পরিকল্পনা/ ডি পি আর প্রস্তুতিতে বিলম্ব হয় এবং তা অনুমোদনের জন্যও পৌরসংস্থাসমূহের নির্বাচিত সংস্থার কাছে পাঠানো যায়নি। পৌরসংস্থাসমূহে উৎপন্ন কঠিন বর্জ্যের মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি।

2021-22 সময়কালে পশ্চিমবঙ্গে 125টি পৌরসংস্থাসমূহে প্রতিদিন 13,709 মেট্রিকটন (এম টি) কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন হয়েছিল। এর মধ্যে প্রতিদিন 13,687 টন (টি পি ডি) (99.84 শতাংশ) বর্জ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। মাত্র 3,047 টি পি ডি-র (অর্থাৎ সংগৃহীত বর্জ্যের 22.26 শতাংশ) বর্জ্যের প্রক্রিয়াকরণ হয়েছিল এবং অবশিষ্ট 10,640 টি পি ডি বর্জ্য অবৈজ্ঞানিকভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। রাজ্যে মাত্র দুটি স্যানিটারি ল্যান্ডফিল ছাড়াও, 123টি ডাম্পসাইট ছিল যেখানে 123.87 লক্ষ মেট্রিক টন জমা বর্জ্য বিদ্যমান ছিল। জমা বর্জ্যের জৈব-খনন এবং জৈব-প্রতিকার যথেষ্ট কম ছিল। ভারত সরকারের নগর উন্নয়ন মন্ত্রকের হ্যান্ডবুক অফ সার্ভিস লেভেল বেঞ্চমার্কিং-এ নির্ধারিত পরিষেবা স্তরের লক্ষ্যমাত্রা যা ছিল তা থেকে পৌর এলাকার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পৃথকীকরণ, পুনরুদ্ধার, বৈজ্ঞানিক নিষ্পত্তি এবং তার ব্যয় পুনরুদ্ধারের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কম ছিল।

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দপ্তরের বাজেটের বিধানগুলি অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়ের তুলনায় অপর্যাপ্ত ছিল। উপরন্ত, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার (এস ডব্লিউ এম) ব্যয়, উপলব্ধ তহবিলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় রাজ্য নগর উন্নয়ন সংস্থা (এস ইউ ডি এ)-এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমার পরিমাণ বাড়ছিল। নির্বাচিত ইউ এল বি-এর কোনওটিই তাদের বাজেটে 'কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা'-এর জন্য কোনও নির্দিষ্ট বিধান করেনি এবং তারা এস ডব্লিউ এম প্রকল্পগুলিকে চালানোর জন্য সরকারী অনুদানের উপর নির্ভরশীল ছিল। এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী 2016-এর বিধানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে শুধুমাত্র কলকাতা পৌর নিগম (কে এম সি) এবং নিউ টাউন কলকাতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এন কে ডি এ) আইন প্রণয়ন করেছিল, বাকি 24টি নির্বাচিত ইউ এল বি আইন প্রণয়ন করেনি।

নির্বাচিত ইউ এল বি গুলির 85 শতাংশে দুয়ারে বর্জ্য সংগ্রহ শুরু করা হয়নি। বিতরণের জন্য কেনা 50 শতাংশেরও বেশি আবর্জনা রাখার পাত্র নির্বাচিত পৌরসভাগুলিতে পড়েছিল। গৃহস্থালির বিপজ্জনক/ক্ষতিকর বর্জ্য অন্যান্য কঠিন বর্জ্যের সাথে মিশে ল্যান্ডফিলগুলিতে পৌঁছায়। সমস্ত নির্বাচিত ইউ এল বি-তে, পচনশীল এবং অ-পচনশীল বর্জ্য সমেত পৌর এলাকার কঠিন বর্জ্যের অস্থায়ী মজুতের জন্য উন্মুক্ত ভ্যাট সিস্টেম এখনও প্রচলিত।

নির্বাচিত 26টি ইউ এল বি-এর মধ্যে 10টিতে লক্ষ্য করা গেছে যে মার্চ 2016 থেকে জুলাই 2021-এর মধ্যে 5.45 কোটি টাকা দিয়ে কেনা 29টি এস ডব্লিউ এম গাড়ি এক থেকে চার বছর ধরে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকায় অদূর ভবিষ্যতে সেগুলি অব্যবহারযোগ্য হওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়।

838.09 একর জমিতে রাশীকৃত 123.87 লক্ষ মেট্রিক টন জমা বর্জ্যের ক্ষেত্রে রাজ্যে 123টি ডাম্পসাইটের মধ্যে জৈব-প্রতিকারের কাজ 78টি ইউ এল বি-তে 90টি ডাম্পসাইটের জন্য নেওয়া হয়। 2021 সালের এপ্রিলে সমস্ত বর্জ্য ডাম্পসাইটের জৈব-প্রতিকার সম্পূর্ণ করার নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হওয়া সত্ত্বেও, 2022 সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শুধুমাত্র ছয়টি ডাম্পসাইট পরিষ্কার করা হয়। যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনে দেখা গেছে, 31টি ডাম্পসাইটের মধ্যে 29টি ডাম্পসাইটে নতুন বর্জ্য গ্রহণ অব্যাহত ছিল, যার ফলে বর্জ্যের জৈব প্রক্রিয়াকরণ ব্যহত হয়।

মাত্র 38টি ইউ এল বি-র কাছে কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং নিষ্পত্তিকরনের জন্য পর্যাপ্ত জমি ছিল, যেখানে বাকি 87টি ইউ এল বি-র ক্ষেত্রে হয় কোনও জমি ছিল না, নয় অপার্যাপ্ত জমি ছিল। রাজ্যে মাত্র দুটি স্যানিটারি ল্যান্ডফিল ছিল।

রাজ্যে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ সুবিধা এবং স্যানিটারি ল্যান্ডফিলের তীব্র ঘাটতির কারনে, অপরিশোধিত কঠিন বর্জ্যগুলি হয় ডাম্পিং গ্রাউন্ডে, বা রাস্তার ধারে, জলাশয়, ড্রেন, খাল ইত্যাদিতে ফেলে দেওয়া হয়। ডাম্পসাইটে মিশ্র বর্জ্য পোড়ানোর চিহ্ন পাওয়া গেছে।

এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, 2016 বাস্তবায়নে ধীর অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে, এন জি টি জুলাই 2020 থেকে মে 2021 সময়ের জন্য 32.19 কোটি টাকা পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ আরোপ করে, যার মধ্যে এস বি এম তহবিলে সংগৃহীত সুদ থেকে 25.62 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। অবশিষ্ট 6.49 কোটি টাকার পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ 2022 সালের অক্টোবর পর্যন্ত দেওয়া হয়নি।

সুপারিশসমুহ ঃ

1. ***দপ্তরকে পর্যাপ্ত এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রক্রিয়াকরণের জন্য, এস ডব্লিউ এম-এর ক্ষমতা নির্ধারণ করতে হবে।***
2. ***সরকারকে নির্মাণ ও ধ্বংসজাত (সি এন্ড ডি) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনার জন্য তার নীতি ঘোষনা করতে হবে।***
3. ***দপ্তরকে অনুমোদিত এস ডব্লিউ এম কর্মসূচী পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এস ডব্লিউ এম-এর জন্য বাজেটের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।***
4. ***সরকারকে এস ডব্লিউ এম -এর রাজ্য নীতিতে উল্লেখমত স্যানিটেশন ও সংরক্ষণ মূল্য ধার্য ও সংগ্রহ করতে হবে।***
5. ***সরকারকে বর্জ্যের কার্যকর ব্যবস্থাপনার জন্য এম এস ডব্লিউ এম ম্যনুয়াল, 2016 অনুযায়ী উৎপন্ন কঠিন বর্জ্যের পরিমান মূল্যায়ন করা উচিত। ইউ এল বি গুলিকে প্রাথমিক পর্যায়ে সংগৃহীত বর্জ্যের সর্বাধিক পৃথকীকরণ কঠোরভাবে নিশ্চিত করতে হবে।***
6. ***সরকারকে, প্রাথমিক পর্যায়ে বর্জ্যের পৃথকীকরণে জোর দিতে হবে এবং পৃথকীকৃত বর্জ্য সংগ্রহ, স্থানান্তরণ এবং নিষ্পত্তির জন্য একটি কার্যকরী ব্যবস্থা চালু করতে হবে।***

7. বাস্তব সম্মতভাবে মূল্যায়ন করার পর এস ডব্লিউ এম গাড়িগুলি ক্রয় করতে হবে। ইতিমধ্যে ক্রয় করা গাড়িগুলিকে লাভজনক ভাবে ব্যবহার করতে হবে।

8. দপ্তরকে জমাকৃত বর্জ্যের জৈব-খনন ও জৈব-প্রতিকার দ্রুত সম্পন্ন করা সহ কঠিন বর্জ্য পক্রিয়াকরনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো স্থাপন করতে হবে।

9. দপ্তরকে জন স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর অপরিশোধিত বর্জ্যের ক্ষতিকর প্রভাব কমানোর জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ইউ এল বি গুলিকে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং নিষ্পত্তিকরণের সুবিধার্থে পর্যাপ্ত এবং উপযুক্ত জমি দিতে হবে।

10. দপ্তরকে ল্যান্ডফিল/ডাম্পিং সাইটগুলিতে কঠিন বর্জ্য পোড়ানো বন্ধ করা নিশ্চিত করতে হবে এবং অমান্যকারীদের বাধ্যতামূলকভাবে দ্রুত শাস্তি প্রদান করতে হবে।

11. পরিষেবা স্তরের মাত্রা অর্জনের জন্য দপ্তরকে, ইউ এল বি গুলির জন্য একটি সময়-সীমাবদ্ধ পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি করতে হবে।

12. ডব্লিউ বি পি সি বি নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে এস ডব্লিউ এম সুবিধাগুলির কঠোর নজরদারি সুনিশ্চিত করবে এবং নিশ্চিত করবে যে এস ডব্লিউ এম -এর উপর তার বার্ষিক প্রতিবেদন বাস্তব অবস্থা প্রতিফলিত করছে।

4.1 ভূমিকা

4.1.1 কঠিন বর্জ্য

বর্জ্য সাধারনত পৌর এলাকার কঠিন বর্জ্য (এম এস ডব্লিউ) জৈব-চিকিৎসা বর্জ্য (বি এম ডব্লিউ), নির্মাণ ও ধ্বংসজাত (সি এন্ড ডি) বর্জ্য, ই-বর্জ্য, প্লাস্টিক বর্জ্য, কসাইখানার বর্জ্য, শিল্পজাত বর্জ্য এবং বিপজ্জনক বর্জ্য যা তাদের ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বর্জ্যকে আবার পচনশীল, অ-পচনশীল, দাহ্য, শুষ্ক এবং জড় হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়।

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়মাবলী, 2016 অনুযায়ী, 'কঠিন বর্জ্য'-এর মধ্যে রয়েছে কঠিন বা আধা-কঠিন ঘরোয়া বর্জ্য, স্যানিটারি বর্জ্য, বাণিজ্যিক বর্জ্য, প্রাতিষ্ঠানিক বর্জ্য, খাদ্য সরবরাহ ও বাজারের বর্জ্য, অন্যান্য অনাবাসিক বর্জ্য, রাস্তা পরিষ্কারের বর্জ্য, ড্রেন সারফেস থেকে পলি অপসারণ বা সংগ্রহ করা বর্জ্য, উদ্যানের বর্জ্য, কৃষি ও দুগ্ধজাত বর্জ্য, শোধন করা জৈব-চিকিৎসা বর্জ্য (শিল্প বর্জ্য, জৈব-চিকিৎসা বর্জ্য, ই-বর্জ্য, ব্যাটারি বর্জ্য, তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ছাড়া)।

শহরাঞ্চলে পৌর কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এবং দ্রুত নগরায়নের ফলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। বর্জ্যের অপর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনার উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক বাহ্যিকতা রয়েছে জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশগত ফলাফলের ক্ষেত্রে যা ছাড়াও আশেপাশের নান্দনিক চেহারার উপর বিরূপ প্রভাব পড়েছে। অতএব, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি প্রধান পরিবেশগত উদ্বেগ যা কার্যকরভাবে সমাধান করা প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (সি পি সি বি)-এর বার্ষিক প্রতিবেদন 2020-21 অনুসারে দেশে মোট কঠিন বর্জ্য উৎপাদনের পরিমাণ প্রতিদিন 1,60,038.90 টন (টি পি ডি), যার মধ্যে 1,52,749.50টি পি ডি বর্জ্য যা 95.40 শতাংশ দক্ষতার সঙ্গে সংগ্রহ করা হয়। 79,956.30 টি পি ডি (50 শতাংশ) বর্জ্য শোধন করা হয় এবং 29,427.20 টি পি ডি (18.40 শতাংশ) ল্যান্ডফিল করা হয়। 50,655.40 টি পি ডি বর্জ্য, যা হল মোট উৎপন্ন বর্জ্যের 31.60 শতাংশ এগুলি হিসাবের বাইরে।

4.1.2 কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং স্থিতিশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

স্থিতিশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এস ডি জি) হল 17টি আর্ন্তজাতিক লক্ষ্যের সমষ্টি যার জাতি সঙঘ দ্বারা নির্ধারিত 169টি সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে, যা 2030 সালের মধ্যে অর্জন করতে হবে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত এস ডি জি গুলি হল :

- ***এস ডি জি 3: সুস্বাস্থ্য এবং সুস্থতা:-*** এস ডি জি 3-এর অর্ন্তগত 3.9-এর লক্ষ্য হল বিপজ্জনক রাসায়নিক বায়ু, জল এবং মাটি দূষণ থেকে মৃত্যু এবং অসুস্থতার সংখ্যা 2030 সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা।
- ***এস ডি জি 6: বিশুদ্ধ জল এবং স্যানিটেশন:-*** এস ডি জি 6-এর অন্তর্গত 6.3-এর লক্ষ্য হল দূষণ হ্রাস করে জলের গুণমান উন্নত করা; আস্তাকুঁড় নির্মূল; বর্জ্য জলে আনুপাতিক হারে উপস্থিত বিপজ্জনক রাসায়নিক এবং উপকরণের মুক্তি হ্রাস করা এবং বিশ্বব্যাপী উল্লেখ যোগ্যভাবে জলের পুনর্ব্যবহার করার পাশাপাশি নিরাপদ পুনর্ব্যহার বৃদ্ধি।
- ***এস ডি জি 11: স্থিতিশীল শহর এবং সম্প্রদায়:-*** এস ডি জি 11-এর অন্তর্গত 11.6-এর লক্ষ্যমাত্রা হল শহরগুলির মাথাপিছু পরিবেশগত প্রতিকূল প্রভাব হ্রাস করা সহ বায়ুর গুণমান বৃদ্ধি ও পৌরসভা এবং অন্যান্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া।
- ***এস ডি জি 12: দায়িত্বশীল ব্যবহার এবং উৎপাদন:-*** এস ডি জি 12-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সমস্ত বর্জ্যের পরিবেশগতভাবে সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা, প্রতিরোধ হ্রাস, পুনর্ব্যবহার (লক্ষ্য 12.4 এবং 12.5) এবং খাদ্য বর্জ্য ও খাদ্যের ক্ষতি হ্রাস করা (লক্ষ্য 12.3)।

4.1.3 কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রণকারী কাঠামো

পরিবেশ (সুরক্ষা) আইন, 1986-এর বিধান সাপেক্ষে পরিবেশের গুণমান রক্ষা ও উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। বিচারবিভাগীয় হস্তক্ষেপেও দেশের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক (এম ও ই এফ এন্ড সি সি) কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ম, 2016 (এস ডব্লিউ এম আইন, 2016) বিজ্ঞপ্তি রূপে প্রকাশ করেছে (এপ্রিল 2016)। এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, 2016 সমস্ত পৌরসংস্থাসমূহের কঠিন বর্জ্য (শিল্প বর্জ্য, বিপজ্জনক রাসায়নিক, জৈব-চিকিৎসা বর্জ্য, ই-বর্জ্য, সীসা অ্যাসিড ব্যাটারি এবং তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যতীত) নিষ্পত্তি এবং ব্যবস্থাপনার জন্য একটি আইনি কাঠামো প্রদান করে। শিল্প বর্জ্য, বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থ, জৈব-চিকিৎসা বর্জ্য, ই-বর্জ্য, সীসা অ্যাসিড ব্যাটারি এবং তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পরিবেশ (সুরক্ষা) আইন, 1986 -এর অধীনে প্রণীত পৃথক নিয়মের আওতায় রয়েছে।

4.1.4 কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত সত্ত্বা

ক্রমবর্ধমান নগরায়ন এবং পরিবর্তিত জীবনধারার সাথে, বর্জ্য উৎপাদন এবং তার উপযুক্ত নিষ্পত্তি রাজ্যের জন্য একটি বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে, 74 তম সংবিধান আইন, 1992, সংবিধানের 12 তম তফসিলে উল্লিখিত 18টি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কর্ম সম্পাদন এবং প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের জন্য ইউ এল বি গুলিকে ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রশাসনের তৃতীয় স্তর হিসাবে শহরের পরিকল্পনা, জমি ব্যবহারে নিয়ন্ত্রন, জন স্বাস্থ্য, বিশুদ্ধিকরণ সংরক্ষণ ও কঠিন বর্জ্য নিয়ন্ত্রনের জন্য ইউ এল বি গুলি প্রতিষ্ঠার বিধান তৈরি করেছে। বর্জ্যের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকরণ এবং নিষ্পত্তি ইউ এল বি গুলির একটি বাধ্যতামূলক দায়িত্ব। পশ্চিমবঙ্গের 125টি পৌরসংস্থা (সাতটি পৌর কর্পোরেশন, 115টি পৌরসভা এবং তিনটি বিজ্ঞাপিত এলাকা কর্তৃপক্ষ) রয়েছে যারা তাদের নিজ নিজ এলাকায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত।

নগর উন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক দপ্তর-এর প্রধান সচিবের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত ইউ এল বি-র পরিচালনার জন্য সমন্বয়কারী দপ্তর। পৌর অধ্যক্ষ হল পৌর নিগমের প্রশাসনিক প্রধান এবং নির্বাহী আধিকারিক হলেন প্রতিটি পৌরসভা/বিজ্ঞাপিত এলাকা কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক প্রধান

রাজ্যে পৌরসভার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের ভূমিকা **সারণী 4.1**-এ চিত্রিত করা হল:

সারণী 4.1: পৌর এলাকার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের ভূমিকা

রাজ্য	**নগর উন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক বিভাগ**	সমন্বয়কারী বিভাগ, এস ডব্লিউ এম -এর উপর রাজ্য নীতি প্রণয়ন, পরিকল্পনা/ ডি পি আর অনুমোদন, এস ডব্লিউ এম নিয়ম মেনে চলার উপর নজর রাখা, ইউ এল বি গুলির সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি।
	রাজ্য নগর উন্নয়ন সংস্থা	রাজ্যে এস ডব্লিউ এম-এর জন্য সমন্বয়কারী সংস্থা এবং ইউ এল বি-গুলিকে তহবিল সরবরাহ করে।
	রাজ্য উপদেষ্টা কমিটি	একটি কমিটি , অতিরিক্ত মুখ্য সচিব, ইউ ডি বিভাগের সভাপতিত্বে এবং ডব্লিউ বি অর্থ বিভাগ, ডব্লিউ বি পরিবেশ বিভাগ, ডব্লিউ বি পি সি বি, সি পি সি বি, এম ও ই এফ এন্ড সি সি, নগর উন্নয়ন মন্ত্রালয় ইত্যাদি দ্বারা এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী 2016 বাস্তবায়নের জন্য প্রতিনিধিত্ব করে
	এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, 2016- এর জন্য রাজ্য স্তরের উপদেষ্টা সংস্থা	এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, বাস্তবায়ন রাজ্যের নীতি ও কৌশল ইত্যাদির পর্যালোচনা এবং রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য দপ্তরের প্রধান সচিবের সভাপতিত্বে গঠিত একটি সংস্থা
	স্বচ্ছ ভারত মিশন (নগর)-এর অধীনে রাজ্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি	স্যানিটেশন কৌশল, প্রস্তুতি, অনুমোদন ও প্রকাশের জন্য, ডি পি আর-প্রস্তুতির জন্য পরামর্শদাতার তালিকাভুক্তি, এস ডব্লিউ এম প্রকল্পগুলির অনুমোদন, স্বাধীন পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য রাজ্যের মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে গঠিত একটি কমিটি
	রাজ্য স্তরের টাস্ক ফোর্স	ডি পি আর মূল্যায়ন, দরপত্র নথি চূড়ান্তকরণ, দরদাতা নির্বাচন, ক্লাস্টার এবং স্বতন্ত্র এস ডব্লিউ এম প্রকল্পগুলির অনুমোদন, স্বাধীন পর্যালোচনা এবং পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করা ইত্যাদি
	পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ	পর্যালোচনা এবং উপদেষ্টা, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন
জেলা	**আঞ্চলিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কার্যালয়**	পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন
	জেলা শাষক/জেলা সমাহর্তা/সহ অধীক্ষক	কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং নিষ্পত্তির সুবিধা স্থাপনের জন্য উপযুক্ত জমি শনাক্ত করে ইউ এল বি গুলিকে বরাদ্দ করা এবং ইউ এল বি গুলির কর্মক্ষমতা পর্যালোচনা
পৌর সংস্থাসমূহ	**পৌর নিগম / পৌরসভা / বিজ্ঞাপিত এলাক কর্তৃপক্ষ**	বাস্তবায়ন

আদামশুমারি-2011 অনুযায়ী, পশ্চিমঙ্গের জনসংখ্যা ছিল 9.13 কোটি (2.91 কোটি শহুরে জনসংখ্যা সহ)। পশ্চিমবঙ্গে 125টি ইউ এল বি-তে 2021-22 সালে প্রতিদিন 13,709 মেট্রিক টন কঠিন বর্জ্য তৈরি হত। এর মধ্যে 13,687 টি পি ডি (99.84 শতাংশ) বর্জ্য সংগ্রহ করা হত। মাত্র 3,047 টি পি ডি (অর্থাৎ সংগৃহীত বর্জ্যের 22.26 শতাংশ) শোধন করা হত এবং অবশিষ্ট

10,640 টি পি ডি বর্জ্য অবৈজ্ঞানিকভাবে নিষ্পত্তি করা হত। রাজ্যে মাত্র দুটি স্যানিটারি ল্যান্ডফিল ছিল। যাইহোক, 123টি ডাম্পসাইট ছিল, সেখানে 123.87 লক্ষ মেট্রিক টন জমা বর্জ্য[323] ছিল। এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, 2016-এ নির্ধারিত[324] পাঁচ বছরের সময়সীমা শেষ হওয়ার পরেও জমা বর্জ্যের জৈব-খনন এবং জৈব-প্রতিকার [325]যথেষ্ট কম ছিল। পৃথকীকরণের[326] পরিমাণ, এম এস ডব্লিউ পুনরুদ্ধারের[327] পরিমাণ, বৈজ্ঞানিক নিষ্পত্তির পরিমাণ[328] এবং এম এস ডব্লিউ-এর খরচ[329] পুনরুদ্ধার উল্লেখযোগ্যভাবে কম ছিল, যা নগর উন্নয়ন মন্ত্রক, জি ও আই-এর পরিষেবা স্তরের মানদন্ডের হ্যান্ডবুকে নির্ধারণ করা পরিষেবা স্তরের লক্ষ্যমাত্রাগুলির পরিপন্থী ছিল। রাজ্যে 2021-22 সময়ে কেবলমাত্র 5916 টি পি ডি বর্জ্য পৃথক করা গেছে কার্যসম্পাদন নিরীক্ষা কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় রাজ্য সরকার এবং এবং ইউ এল বি গুলির কর্মক্ষমতা সম্পর্কে এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, 2016 এবং ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল (এন জি টি)-এর আদেশগুলির মান্যতা সম্পর্কে আশ্বাস পাওয়ার চেষ্টা করেছিল।

4.2 নিরীক্ষার উদ্দেশ্য

কার্যসম্পাদন নিরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল এটা নিশ্চিত করা যে:

- ইউ এল বি-তে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কৌশল ও নীতি উৎপন্ন বর্জ্যের ধরন এবং পরিমাণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল এবং প্রচলিত আইনি কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল;
- কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত পৌরসভার কাজগুলি যথা সংগ্রহ, পৃথকীকরণ, সঞ্চয়, পরিবহন, নিষ্পত্তি এবং সাধারণ বর্জ্য কর্মীদের সামাজিক অন্তর্ভূক্তি, কার্যকর, দক্ষ এবং অর্থনৈতিক ছিল;
- ইউ এল বি গুলিতে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের পরিকল্পনা, নির্মাণ, সূচনা, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ ছিল কার্যকর, দক্ষ এবং আর্থিকভাবে স্থিতিশীল।
- সচেতনতা সৃষ্টির পর্যাপ্ততা, আচরণগত পরিবর্তনকে প্রভাবিত করার জন্য নাগরিকের সম্পৃক্ততা, নাগরিকদের অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা, পরিবেশগত প্রভাবের মূল্যায়ন এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির বাস্তবায়ন সহ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন পর্যাপ্ত এবং কার্যকর ছিল।

4.3 নিরীক্ষার মানদন্ড

এস ডব্লিউ এম-এর কার্যসম্পাদন মূল্যায়নের মাপকাঠি মূলত নেওয়া হয়েছে:

- পরিবেশ (সুরক্ষা) আইন এবং নিয়মাবলী, 1986

---

323 *কোন অনুর্বর জমিতে বা ল্যান্ডফিলের জন্য নিবেদিত স্থানে বছরের পর বছর ধরে সংগ্রহ করা বর্জ্য।*

324 *জৈব-খনন এবং জৈব-প্রতিকার বলতে পুরানো মজুত করা বর্জ্য খনন করা এবং পরবর্তী বর্জ্যের জন্য বাতায়ন তৈরি করা, তারপরে জৈব প্রক্রিয়ায় মিশ্রসারের ব্যবহার সহ বায়ুতে বর্জ্যের সংস্পর্শের মাধ্যমে বর্জ্যকে স্থিতিশীল করা।*

325 *এস ডব্লিউ এম বিধিমালা, 2016-এর নিয়ম 22, ক্রমিক সংখ্যা-II জৈব-প্রতিকারের জন্য পাঁচ বছরের সময়সীমা নির্ধারণ করে।*

326 *গৃহস্থলী এবং নির্মানস্থল থেকে বর্জ্যের শতাংশ যা আলাদা করা হয়।*

327 *এটি সংগৃহীত বর্জ্যের পরিমাণের একটি ইঙ্গিত, যা হয় পুনব্যর্বহৃত বা প্রক্রিয়াজাত করা হয়। এটি সংগৃহীত বর্জ্য শতাংশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশ করা হয়।*

328 *স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ডিজাইন, নির্মিত, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা ল্যান্ডফিলগুলিতে নিষ্পত্তি করা বর্জ্যের পরিমাণ।*

329 *এই সূচকটি নির্দেশ করে যে ইউ এল বি এস ডব্লিউ এম পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্ত পরিচালনার খরচ পুনরদ্ধার করতে সক্ষম হয় শুধুমাত্র এস ডব্লিউ এম-এর সাথে সম্পর্কিত উৎসের পরিচালনা রাজস্ব থেকে।*

- কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়মাবলী, 2016
- জি ও আই দ্বারা জারি করা পৌর এলাকার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, 2016
- পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট, 1993
- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পৌর এলাকায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে রাজ্য নীতি ও কৌশল
- নির্মাণ এবং ধ্বংসজাত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়মাবলী, 2016
- সার্ভিস লেভেল বেঞ্চমার্কিং (এস এল বি) নির্দেশিকাগুলিতে যে কার্য সম্পাদন পরিমিতি নির্ধারণ করা হয়েছে
- কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এবং ভারত সরকার/ রাজ্য সরকার দ্বারা কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর জারি করা নির্দেশ, নির্দেশিকা, নীতি
- রাজ্য সরকার/ইউ এল বি দ্বারা প্রস্তুত বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন এবং/অথবা কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

4.4 নিরীক্ষার পরিধি এবং পদ্ধতি

'পৌর সংস্থা সমূহের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা' বিষয়ে কার্যসম্পাদন নিরীক্ষা জুলাই থেকে নভেম্বর 2022-এর মধ্যে পরিচালিত হয়েছিল। এই কার্যসম্পাদন নিরীক্ষা অর্থবর্ষ 2017-18 থেকে 2021-22 সময়ে পৌরসভার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে নিয়ে। নগর উন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক (দপ্তর), রাজ্য নগর উন্নয়ন সংস্থা (এস ইউ ডি এ), কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথারিটি (কে এম ডি এ), পৌর বাস্তু ডাইরেক্টরের মুখ্য বাস্তুকার, পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রন পর্ষদ (ডব্লিউ বি পি সি বি) এবং নির্বাচিত 26টি পৌর সংস্থা/উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের তথ্য যাচাই নিরীক্ষা পদ্ধতির অন্তর্গত ছিল। পৌরসভার বর্জ্য নিষ্কাশন সুবিধাগুলির যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শন (জে পি ভি), যার মধ্যে রয়েছে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, কম্পোস্টিং প্ল্যান্ট, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট, ল্যান্ডফিল সাইট, ডাম্পসাইট ইত্যাদি, (সম্পন্ন এবং নির্মাণাধীন উভয়ই), নির্বাচিত ইউ এল বি গুলিতে পরিষেবা মূল্যায়নের জন্য ইউ এল বি গুলির কর্মচারী এবং ছবি সংগ্রহকে প্রামাণ্য হিসাবে নেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের 125টি ইউ এল বি-র মধ্যে, 25টি ইউ এল বি (***পরিশিষ্ট-27***) আইডিয়া অ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যারে র‍্যান্ডম স্যাম্পলিং-এর মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়। এছাড়াও এন কে ডি এ নির্বাচিত হয়েছিল, কারণ এটি নিউ টাউন কলকাতা এলাকায় এস ডব্লিউ এম সহ পৌরসভা পরিষেবা প্রদান করে। নির্বাচিত ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত জনসংখ্যা ছিল সমগ্র শহুরে জনসংখ্যার (290.93 লক্ষ) 29.28 শতাংশ (85.17 লক্ষ)।

দপ্তর এবং ডব্লিউ বি পি সি বি-এর প্রতিনিধিদের সাথে একটি এন্ট্রি কনফারেন্স 2 আগস্ট 2022-এ অনুষ্ঠিত হয় যেখানে নিরীক্ষার উদ্দেশ্য, মানদন্ড, পরিধি এবং পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। খসড়া প্রতিবেদনটি 28 ডিসেম্বর 2022-এ দপ্তরে পাঠানো হয়। নিরীক্ষার ফলাফল এবং সুপারিশগুলি নিয়ে আলোচনা করার জন্য বিভাগ এবং অন্যান্য প্রতিনিধিদের সাথে এক্সিট কনফারেন্স 27 জানুয়ারি 2023-এ অনুষ্ঠিত হয়। এখানে প্রদত্ত প্রতিক্রিয়াগুলি কার্যসম্পাদন নিরীক্ষা চূড়ান্ত করার সময় বিবেচিত হয়। সংশোধিত খসড়া অনুচ্ছেদটি দপ্তরকে তাদের প্রতিক্রিয়ার জন্য পাঠানো হয় (ডিসেম্বর 2023)। দপ্তর নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণ মেনে নেয় (জানুয়ারি 2024)।

কার্যসম্পাদন নিরীক্ষাকালে নগর উন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক দপ্তর, রাজ্য নগর উন্নয়ন সংস্থা, কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথারিটি, সমস্ত নির্বাচিত ইউ এল বি এবং পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সহযোগিতা এবং সহায়তা অনস্বীকার্য।

নিরীক্ষা ফলাফল

কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত পর্যবেক্ষণগুলি পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে আলোচনা করা হল:

4.5 পরিকল্পনা

4.5.1 কমিটি গঠন

এস ডব্লিউ এম, 2016-এর নিয়মাবলীর ধারা 23(1) অনুসারে নিয়মাবলী কার্যকর হওয়ার ছয় মাসের (এপ্রিল 2016) মধ্যে রাজ্যস্তরীয় উপদেষ্টা কমিটি (এস এল এ বি) গঠন করতে হবে। এইসকল নিয়মাবলীর রূপায়ন, কঠিন বর্জ্য নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে দ্রুত এবং সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে উপদেশ প্রদান ইত্যাদির জন্য এই কমিটির ছয় মাসে অন্তত একবার মিটিং করা আবশ্যক। যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য পর্যালোচনা প্রতিবেদনের প্রতিলিপি রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ বা দূষণ নিয়ন্ত্রণ কমিটিকে পাঠাতে হবে।

আই আই টি, খড়্গপুর, একটি এন জি ও/ সিভিল সোসাইটি যারা বর্জ্য উত্তোলনের কাজ করে বা কঠিন বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের কাজ করে, ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স, বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের কারখানা ইত্যাদি সংস্থা থেকে একজন করে প্রতিনিধি এবং দুজন বিশেষজ্ঞ নিয়ে নভেম্বর, 2016-এ রাজ্যে একটি এস এল এ বি গঠিত হয়।

নথির সমীক্ষায় দেখা যায় যে 17 মে 2017-এ এস এল এ বি একটি মিটিং করার দিন স্থির করলেও তার আলোচ্য সূচী বা মিটিং-এর বিষয়বস্তু কিছু পাওয়া যায় নি। এস ডব্লিউ এম 2016-এর নিয়মাবলী প্রচলনের বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য নভেম্বর 2022 পর্য্যন্ত এস এল এ বি কতগুলি মিটিং-এর আয়োজন করেছে তার তথ্যও পাওয়া যায়নি। সুতরাং এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলীর রূপায়ন, রাজ্যের নীতি এবং কঠিন বর্জ্য নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে রাজ্যের পরিকল্পনার মতো বিষয়গুলি নির্ধারিত মানদন্ড অনুযায়ী সঠিকভাবে পর্যালোচনার বিষয় নিরীক্ষায় সুনিশ্চিত করা যায়নি।

নিয়মিতভাবে এস এল এ বি-র মিটিং আয়োজনের বিষয়ে দপ্তর কোনও উত্তর প্রদান করেনি।

স্বচ্ছ ভারত মিশন-নগর (এস বি এম- ইউ) 2014-এর নির্দেশিকার ধারা 11.2.1 অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মূখ্য সচিবের তত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সদস্যদের নিয়ে রাজ্যস্তরে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন (এস এইচ পি সি) গঠন করার কথা। অনুরূপভাবে এস বি এস-ইউ পরিচালনার জন্য এস এইচ পি সি গঠিত হয় (এপ্রিল, 2016)। এস এইচ পি সি-র কাজ হল রাজ্য পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার নীতি নির্ধারণ এবং তাতে সন্মতি নেওয়া সেই সাথে এস বি এস- ইউ-র অধীনস্থ সকল শহরগুলিকে পরিস্কার রাখার পরিকল্পনায় সন্মতি আদায় কর। প্রস্তাবিত এস ডব্লিউ এস প্রকল্পের ধারনা, পরিকল্পনা এবং প্রকল্পের পর্যালোচনা ইত্যাদির জন্য উক্ত কমিটি 5 জানুয়ারি 2017, 28 মার্চ 2018 এবং 23 জুলাই 2021-এ তিনটি মিটিং করে। যদিও, ঘটনাটি হল এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, 2016 এর ধারা 23(1)-এ বর্ণিত পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অনুসরন করা হয়নি।

4.5.2 শহরাঞ্চলে কঠিন বর্জ্য নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে রাজ্যের নীতি এবং কৌশল

এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, 2016 কার্যকর হওয়ার এক বছরের মধ্যে উপভোক্তা, সেইসাথে বর্জ্য উত্তোলনকারীদের প্রতিনিধি, স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং অনুরূপ সমিতি যারা বর্জ্য নিয়ন্ত্রনের কাজ করে তাদের সাথে আলোচনা স্বাপেক্ষে এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, 2016-এর নিয়ম 11-এর অধিনিয়ম (1)-এর ধারা (a) অনুসারে রাজ্যকে কঠিন বর্জ্য নিয়ন্ত্রনের কৌশল ও নীতি নির্ধারণ করতে হবে। এই নীতি এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী 2016, কঠিন বর্জ্য নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে জাতীয় নীতি এবং নগর উন্নয়ন মন্ত্রকের জাতীয় নগর বিশুদ্ধকরণ নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

নীরিক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, রাজ্যস্তরের উপদেষ্টা কমিটির প্রথম মিটিং-এ (নভেম্বর 2016) নীতি ও কৌশলগত পরিকল্পনা প্রস্তুতির জন্য একটি খসড়া কমিটি গঠিত হয়েছিল[330] এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে এই পরিকল্পনা তিন মাসের মধ্যে এস এল এ বি-তে জমা দিতে হবে। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলের কঠিন বর্জ্য নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে রাজ্যের নীতি এবং কৌশল এস এল এ বি দ্বারা অনুমোদনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় (মে 2017)। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর শহরাঞ্চলের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নীতি এবং কৌশল (এস ডব্লিউ এম-এর ক্ষেত্রে রাজ্যের নীতি) নির্ধারিত এক বছরের সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর বিজ্ঞাপিত করেছিল (জানুয়ারি 2018)।

নীরিক্ষায় পরিলক্ষিতি হয় যে, রাজ্যে কঠিন বর্জ্যের পরিমান ও গঠনগত বিষয় সমীক্ষা না করেই রাজ্যের নীতি নির্ধারন করা হয়। কঠিন বর্জ্য নির্গমনের সামগ্রিক তথ্য ছাড়াই শুধুমাত্র রাষ্টীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড় এবং বর্জ্য নির্গমনের ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল পাবলিক হেলথ এবং এনভাইরনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং অর্গানাইজেশন (সি পি এইচ ই ই ও) নির্দেশিকা, 1996-এর ভিত্তিতে প্রতিবেদন পেশ করা হয়।

সুতরাং, এস ডব্লিউ এম-এর ক্ষেত্রে রাজ্য নীতি ও কৌশল কঠিন বর্জ্য নিয়ন্ত্রনের একটি কাঠামো প্রদান করে যা সময়ভিত্তিক তথ্যের ভিত্তিতে হয়। এর ফলে সঠিক তথ্যের অভাবে বেশ কিছু এস ডব্লিউ এস প্রকল্প অধরা থেকে যায়। তৃতীয় এস এইচ পি সি-র (জুলাই 2021) বিষয়বস্তু থেকে দেখা যায় 13টি পৌরসভায়[331] 316.46 কোটি টাকার 13টি এস ডব্লিউ এম প্রকল্পের কাজই শুরু হয়নি কারন এইগুলি এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, 2016-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং এদের কার্যক্ষমতা পৌরসভার কঠিন বর্জ্য নিয়ন্ত্রনের তুলনায় কম।

4.5.3 নির্মাণ ও ধ্বংসজাত বর্জ্য নিয়ন্ত্রনের নীতি

ভারত সরকারের পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক (এম ও ই এফ এন্ড সি সি) নির্মাণ ও ধ্বংসজাত (সি এন্ড ডি) বর্জ্য নিয়ন্ত্রনের নিয়মাবলী, 2016 মার্চ 2016-এ বিজ্ঞপিত করে। এই নিয়মাবলী সমস্ত নাগরিক কাঠামো নির্মাণ, সংস্কার, মেরামতি এবং ধ্বংসজাত বর্জ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

নির্মাণ ও ধ্বংসজাত বর্জ্য (সি এন্ড ডি) নিয়মাবলী, 2016-এর নিয়ম 9-এর ধারা 1 অনুসারে রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব এইসকল নিয়মাবলী বিজ্ঞাপিত হওয়ার এক বছরের মধ্যে সি এন্ড ডি বর্জ্য নিয়ন্ত্রনের নীতি প্রস্তুত করার কথা।

সি এন্ড ডি বর্জ্য নিয়ন্ত্রনের নীতি প্রস্তুতির নির্ধারিত একবছরের সময়সীমা মার্চ, 2017-এ অতিক্রান্ত হলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর (ডিসেম্বর 2022 পর্যন্ত) সি এন্ড ডি বর্জ্য নিয়ন্ত্রন সংক্রান্ত নীতি বিজ্ঞপিত করেনি। সি এন্ড ডি বর্জ্য নিয়ন্ত্রনের কোনও নীতি না থাকায় সি এন্ড ডি বর্জ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ এবং নিষ্পত্তিকরণের কোন মানদন্ড ঠিক করা যায়নি।

দপ্তর এক্সিট কনফারেন্সে (জানুয়ারি, 2023)-এ জানায় সে, সি এন্ড ডি বর্জ্য নিয়ন্ত্রন সংক্রান্ত রাজ্য নীতি অক্টোবর, 2022-এ বিজ্ঞাপিত হয়েছে, কিন্তু তার কোনও প্রতিলিপি দপ্তর দিতে পারেনি।

4.5.4 প্লাস্টিক বর্জ্য নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে রাজ্যের নীতি ও কৌশল

এম ও ই এফ এন্ড সি সি মার্চ 2016-এ প্লাস্টিক বর্জ্য নিয়ন্ত্রন নিয়মাবলী, 2016 বিজ্ঞাপিত করে। পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলে প্লাস্টিক বর্জ্য নিয়ন্ত্রনে রাজ্যের নীতি ও কৌশল জানুয়ারি 2018-এ বিজ্ঞাপিত করে এবং রাজ্যের মোট 125টি ইউ এল বি-তেই মার্চ 2030-এর মধ্যে প্লাস্টিক বর্জ্য নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি রূপায়নের সময়সীমা নির্ধারণ করে।

[330] *এই কমিটির সদস্যরা হল এস ইউ ডি এ-এর অধিকর্তা, বিশেষ সচিব, পৌর কারিগরি অধিদপ্তরে মুখ্য বাস্তুকার।*

[331] *আরামবাগ, আসানসোল এম সি (ফেজ- II), বাঁকুড়া, বারুইপুর, বর্ধমান, কুচবিহার এম সি, গারুলিয়া, কাঁচড়াপাড়া, খরগপুর, পানিহাটি, পুরুলিয়া এবং রঘুনাথপুর।*

প্লাস্টিক বর্জ্য নিয়ন্ত্রন নিয়মাবলী, 2016 অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রন পর্ষদ (ডব্লিউ বি পি সি বি)-এর 2020-21-এর বার্ষিক প্রতিবেদন মতে ঐ বছর (2020-21) পশ্চিমবঙ্গে 2,08,880 এম টি প্লাস্টিক বর্জ্য নির্গমন হয়েছে যেখানে 128টি প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহারের ইউনিট এবং 11টি প্লাস্টিকের থলি, ছোট প্যাকেট ইত্যাদি তৈরির ইউনিট রাজ্যে নথিভুক্ত ছিল। 125টি ইউ এল বি-র মধ্যে মাত্র দুটি ইউ এল বি (উত্তরপাড়া কোতরাং পৌরসভা এবং কোন্নগর পৌরসভা) বেসরকারি সংস্থা নিয়োগ করে প্লাস্টিক বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ করে।

যাইহোক, প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহারের অবস্থা অর্থ্যৎ কি পরিমান প্লাস্টিক বর্জ্য পুনর্ব্যবহৃত হয়েছে/রাস্তা তৈরিতে লেগেছে বা সিমেন্ট তৈরিতে লেগেছে সেই সব তথ্য উপলব্ধ নয়। রাজ্যে কতগুলি অনথিভু ক্ত প্লাস্টিক প্রস্তুতকারী/পুনর্ব্যবহারকারী ইউনিট আছে সেই তথ্যও উপলব্ধ নয়।

দপ্তর জানায় যে (ফেব্রুয়ারি, 2023), মোট 425টি প্লাস্টিক প্রস্তুতকারী/পুনর্ব্যবহারকারী সংস্থা চিহ্নিত হয়েছে যার তালিকা ডব্লিউ বি পি সি বি-কে পাঠানো হয়েছে সেগুলির নথিভুক্তির অবস্থা যাচাইয়ের জন্য। নথিভুক্তির অবস্থা যাচাইয়ের পর সংস্থাগুলির বিবরণ ইউ এল বি গুলিকে দেওয়া হবে যাতে তারা সংস্থাগুলিকে প্লাস্টিক বর্জ্য নিষ্পত্তিকরণের কাজে লাগাতে পারে।

4.5.5 এস ডব্লিউ এম-এর জন্য ক্লাস্টার ভিত্তিক নীতি প্রস্তুতি

পৌর এলাকার কঠিন বর্জ্য ব্যাবস্থাপনা (এম এস ডব্লিউ এম) পৌরসভার একটি অত্যন্ত আবশ্যিক কর্তব্য এবং প্রতিটি শহর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, বর্জ্যের যথাযথ প্রক্রিয়াকরণ করে অবশিষ্টাংশের নির্মুল করা যা প্রতিটি পৌরসভাকে বাধ্যতামূলকভাবে এবং প্রাকৃতিকভাবে গ্রহনযোগ্য পদ্ধতিতে করতে হবে।

এম এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, 2016 (ধারা 1.4.5 ও 1.4.6) অনুসারে প্রতিটি ইউ এল বি-এর উচিৎ কঠিন বর্জ্য নিয়ন্ত্রনের জন্য স্বল্পকালীন (পাঁচ বছর) এবং দীর্ঘকালীন (20 থেকে 25 বছর) পরিকল্পনা করতে হবে। দীর্ঘকালীন পরিকল্পনার সঠিক ফলাফল পাওয়ার জন্যই স্বল্পকালীন পরিকল্পনার প্রয়োজন। পরিকল্পিত প্রকল্পগুলি থেকে অধিক সাফল্য প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করার জন্য স্বল্পকালীন পরিকল্পনাগুলি প্রতি দু-তিন বছর অন্তর পর্যালোচিত হওয়া উচিৎ। উপরন্ত স্বল্পকালীন পরিকল্পনাগুলি প্রতিষ্ঠানিক শক্তি বৃদ্ধি, সাম্প্রদায়িক সংহতি, বর্জ্য নির্গমন কমানোর উদ্যোগ, বর্জ্য সংগ্রহ এবং পরিবহন এবং প্রক্রিয়াকরণ করে বিনাশ করা ইত্যাদি কারণে গৃহীত হয়।

এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, 2016-এর নিয়ম 15-এর ধারা (a) অনুসারে প্রতিটি স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে কঠিন বর্জ্য নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে রাজ্য দ্বারা গৃহীত নীতি ও কৌশলের বিজ্ঞাপনের ছয়মাসের মধ্যে তাদের পরিকল্পনা তৈরি করে তার প্রতিলিপি রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে বা স্বীকৃত সংস্থাকে দিতে হবে।

এছাড়াও, ভারত সরকার অক্টোবর, 2014-এ ''স্বচ্ছ ভারত মিশন- আরবান (এস বি এম -ইউ)'' নামে একটি ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প চালু করে যার ছয়টি উপাদানের একটি হল এস ডব্লিউ এম। এস বি এম-ইউ নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ 7.2 অনুসারে ইউ এল বি গুলিকে রাজ্য সরকারের সাথে আলোচনা করে তাদের এলাকার বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন (ডি পি আর) তৈরি করতে হবে। এস বি এম-ইউ নির্দেশিকা অনুসারে রাজ্য সরকারকে ইউ এল বি গুলির প্রতি নজর রাখতে হবে যাতে বেসরকারি/সরকারি সংস্থাগুলিকে চিহ্নিত করে তাদের সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করে এস ডব্লিউ এম-এর ডি পি আর প্রস্তুতির কাজ তাড়াতাড়ি করা যায়।

এম এস ডব্লিউ এম নির্দেশিকার 2016-এর (পার্ট-I) অনুচ্ছেদ 2.3 অনুসারে পৌরসভার কঠিন বর্জ্য নিয়ন্ত্রনের পরিকল্পনাটি সাত[332] ধাপ বিশিষ্ট হতে হবে।

নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে 2017-18 থেকে 2021-22 সময়কালে নির্বাচিত 25টি ইউ এল বি বা এন কে ডি এ-র ক্ষেত্রে কোনও স্বল্পকালীন বা দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা হয়নি। আরও দেখা যায় স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সী (এস ইউ ডি এ) যা এস ডব্লিউ এম-এর ক্ষেত্রে রাজ্যের সমন্বয়কারী সংস্থা তারা 124টি ইউ এল বি (কে এম সি ছাড়া)-এর 10 বছরের জন্য এস ডব্লিউ এম পরিকল্পনা তৈরির জন্য ট্রানজেকশন উপদেষ্টা/ মাইক্রো প্ল্যানিং সংস্থাকে[333] নিয়োগ করেছে।

নিলাম পক্রিয়া নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে ডেভেলপার্স এবং অপারেটার্স বাছাইয়ের জন্য 39টি ইউ এল বি/ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের দশটি ক্লাস্টারের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কঠিন বর্জ্য নিয়ন্ত্রন[334] ক্লাস্টার মোডের মাধ্যমে রাজ্যসরকারকে সহায়তার জন্য এস ইউ ডি এ (ফেব্রুয়ারি 2019 এবং আগষ্ট 2019) তিনজন ট্রানজেকশন উপদেষ্টাকে নিয়োগ করে যা ***পরিশিষ্ট-28***-এ দেখানো হয়েছে। যাইহোক, ছয় মাস সময়সীমার পরিবর্তে এস ডব্লিউ এম -এর রাজ্য নীতি ও কৌশলের বিজ্ঞপ্তির এক বছর পর নিয়োগ করা হয়েছিল।

কার্যাদেশ অনুসারে (ফেব্রুয়ারি 2019 এবং আগষ্ট 2019-এ জারি করা) ট্রানজেকশন উপদেষ্টার অন্যান্য কাজের মধ্যে মূল দায়িত্বগুলি হল প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত ক্লাস্টার ভিত্তিক ইউ এল বি-গুলির, সমন্বিত এস ডব্লিউ এম-এর ডি পি আর তৈরি করা, খসড়া প্রস্তাবের অনুরোধ তৈরি করা, নিলাম প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করা, এস ডব্লিউ এম-এর সংস্থা বাছাইয়ের জন্য খসড়া সমঝোতা পত্র তৈরি করা। যাইহোক, নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে এই কাজগুলি মাধপথে বন্ধ হয়ে গেলেও নথিতে তার কোনও কারণ পাওয়া যায়নি। চুক্তিবদ্ধ মোট 2.89 কোটি টাকার 75.12 লক্ষ টাকা ট্রানজেকশন উপদেষ্টাকে প্রদান করা হয়েছে (নভেম্বর 2022 পর্যন্ত)। সাতটি ক্লাস্টারের[335] জন্য উপদেষ্টাকে প্রদত্ত টাকা ছিল 11.80 শতাংশ যেখানে বাকি তিনটি ক্লাস্টারের[336] জন্য ছিল 59 শতাংশ। ডি পি আর তৈরি না করার কারণ জানতে চাওয়া স্বত্তেও এস ইউ ডি এ কোনও উত্তর দেয়নি। ক্লাস্টার ভিত্তিক ডি পি আর তৈরির জন্য 75.12 লক্ষ টাকা অপচয় হয়েছে কারন পরবর্তীকালে শহর ভিত্তিক ডি পি আর তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যা নীচের অনুচ্ছেদগুলিতে আলোচনা করা হয়েছে।

4.5.6 এস ডব্লিউ এম-এর শহর ভিত্তিক ধারণা এবং সেইসাথে কর্ম পরিকল্পনার প্রস্তুতি

ইউ এল বি গুলির কঠিন বর্জ্য যথাযথ ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রনের জন্য দপ্তর ক্লাস্টার-এর পরিবর্তে শহর-ভিত্তিক ধারনা ও কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুতির সিদ্ধান্ত নেয় (মার্চ 2019)। এর জন্য কে এম সি ছাড়া বাকি 124টি ইউ এল বি-এর জন্য এস ইউ ডি এ সেপ্টেম্বর এবং ডিসেম্বর 2019-এর

[332] *ধাপ-1: পলিসি, প্রোগ্রাম এন্ড লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক; ধাপ-1: বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রন এবং পার্থক্য বিশ্লেষণ; ধাপ-3: এম এস ডব্লিউ এম পরিকল্পনার জন্য উপভোক্তার সাথে পরামর্শ; ধাপ 4: খসড়া এম এস ডব্লিউ এম পরিকল্পনা প্রস্তুত করা; ধাপ-5: রূপায়নের রূপরেখা তৈরি, ধাপ-6: এম এস ডব্লিউ এম পরিকল্পনা বৈধকরণের জন্য উপভোক্তার সাথে পরামর্শ এবং ধাপ-7: এম এস ডব্লিউ এম পরিকল্পনা ও পি পি পি সহ তার রূপায়নে পৌরসভার মন্ত্রী পরিষদের অনুমোদন।*

[333] *বেসরকারি পরামর্শদাতা বলতে বোঝায় ট্রাঞ্জেকশন উপদেষ্টা/ মাইক্রো প্ল্যানিং সংস্থা যাদের নিয়োগ করা হয়েছে এস ডব্লিউ এম পরিকল্পনার ডি পি আর তৈরির জন্য।*

[334] *'বৈজ্ঞানিক উপায়ে কঠিন বর্জ্য নিয়ন্ত্রন' মানে একটি পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া যার মধ্যে বর্জ্যের পৃথকীকরণ ও উৎসস্থলেই স্টোরেজ করা, প্রাথমিক সংগ্রহ, দ্বিতীয়বার পৃথকীকরণ, উৎসস্থল নির্মূল, প্রক্রিয়াকরণ এবং কঠিন বর্জ্যের সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি করা।*

[335] *ক্লাস্টার- II, V, VI,VII, VIII, IX এবং ক্লাস্টার X।*

[336] *ক্লাস্টার- I, III, এবং ক্লাস্টার IV।*

মধ্যে দুটি ধাপে ছয়টি[337] মাইক্রো প্ল্যানিং সংস্থাকে (মাইক্রো প্ল্যানার্স) নিযুক্ত করে। কার্যাদেশ জারি করার 75 দিনের মধ্যে মাইক্রো প্ল্যানারগুলিকে তাদের জন্য নির্দিষ্ট ইউ এল বি গুলির ডি পি আর (এস ডব্লিউ এম প্ল্যান) তৈরি করতে হবে।

নিরীক্ষায় প্রকাশ পায় যে দুটি[338] মাইক্রো প্ল্যানার তাদের জন্য বরাদ্দ 34টি ইউ এল বি-এর ফাইনাল ডি পি আর পেশ না করেই চলে গেছে (জুন 2021)। ফলস্বরূপ, অবশিষ্ট কাজগুলি পরবর্তীকালে (জুলাই 2021) অন্য তিনটি[339] মাইক্রো প্ল্যানারকে সমর্পিত করা হয়। নিরীক্ষায় আরও পরিলক্ষিত হয় যে, কঠিন বর্জ্য নিয়ন্ত্রনে গঠিত রাজ্য স্তরের টাস্ক ফোর্স তাদের তিনটি[340] মিটিং-এ মোট 124টি ইউ এল বি-এর ফাইনাল ডি পি আর (এস ডব্লিউ এম প্ল্যান) অনুমোদন করে (মে- ডিসেম্বর 2021)।

এস ডব্লিউ এম-এর ক্ষেত্রে রাজ্যের নীতি এবং কৌশল বিজ্ঞাপিত হওয়ার (জানুয়ারি 2018) ছয় মাসের মধ্যে (জুলাই 2018) প্রকল্প প্রস্তুত হলেও ডি পি আর (এস ডব্লিউ এম প্ল্যান) তৈরিতে দু বছর দশ মাস থেকে তিন বছর পাঁচ মাসের মতো বিলম্ব দেখা যায়।

কলকাতা এনভাইরনমেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট[341]-এর তত্ত্বাবধানে কলকাতা এলাকায় কঠিন বর্জ্য নিয়ন্ত্রনের (এস ডব্লিউ এম) মূল পরিকল্পনা প্রস্তুতির কাজ 2005-এ প্রথম শুরু হয়। যাইহোক মূ ল পরিকল্পনা পূর্ণ আকারে প্রকাশিত হয়নি। এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, 2016 বিজ্ঞপিত হওয়ার পরবর্তীকালে কলকাতা অঞ্চলের কঠিন বর্জ্য নিয়ন্ত্রনের জন্য কে এম সি মূল পরিকল্পনা প্রস্তুত করে সেপ্টেম্বর 2019-এ প্রকাশ করে। জানুয়ারি 2018-এ এস ডব্লিউ এম-এর রাজ্য নীতি বিজ্ঞাপিত হওয়ার নির্ধারিত ছয়মাস অতিবাহিত হওয়ার পর কলকাতার এস ডব্লিউ এম তৈরি হওয়ার এক বছর দুমাস সময়ের বিলম্ব ঘটে।

ফ লস্বরূপ, ইউ এল বি -তে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং বৈজ্ঞানিকভাবে নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া এস ডব্লিউ এম নিয়ম, 2016-এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

এস ইউ ডি এ জানায় (জানুয়ারি 2023) যে মুখ্য এবং মধ্য উভয় তথ্যের সংগ্রহ, সেইসাথে তৃনমুল স্তর থেকে রাজ্য স্তর পর্যন্ত একাধিকবার আলোচনা যথেষ্ট সময় নিয়েছে। এছাড়াও এস এল টি এফ দ্বারা পরবর্তী বৈধতা এবং অনুমোদনের জন্যও সময় লেগেছে।

কার্যনির্দেশে মাইক্রো প্ল্যানিং সংস্থাগুলিকে চূড়ান্ত ডি পি আর জমা দেওয়ার জন্য মোট 75 দিন সময় দেওয়া হয়েছিল (কর্ম পরিকল্পনাসহ প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য 15 দিন, খসড়া ডি পি আর জমা দেওয়ার জন্য 45 দিন এবং চূড়ান্ত ডি পি আর জমা দেওয়ার জন্য 15 দিন খসড়া ডি পি আর অনুমোদনের তারিখ থেকে) করনীয় সমস্ত অনুশীলন সম্পন্ন করে। অতএব, ডি পি আর চূড়ান্তকরণে বিলম্বের জন্য যে কারণগুলি উপস্থাপন করা হয়েছিল, তা যুক্তিযুক্ত ছিল না।

4.5.7 এস ডব্লিউ এম-এর ডি পি আর/ মূল পরিকল্পনায় ঘাটতি

নির্বাচিত 25টি ইউ এল বি-এর চূড়ান্ত ডি পি আর/মূল পরিকল্পনা পর্যালোচনা করে (নভেম্বর 2022 পর্যন্ত) এন কে ডি এ ছাড়া যার জন্য কোনও ডি পি আর প্রস্তুত করা হয়নি, নিম্নলিখিত ঘাটতিগুলি প্রকাশ পায়:

337 *বি আই টি এ এন, সিগমা ফাউন্ডেশন, দিগম্বরপুর অঙ্গীকার, পি ডব্লিউ সি, উই দি পিওপল এবং স্টেশালিত সিস্টেম লিমিটেড।*

338 *উই দ্যা পিওপল এবং স্টেশালিত সিস্টেম লিমিটেড।*

339 *বি আই টি এ এন, সিগমা ফাউন্ডেশন, দিগম্বরপুর অঙ্গীকার।*

340 *12ই মে 2021- এ অনুষ্ঠিত 23তম মিটিং , 4 ই মে, 2021- এ অনুষ্ঠিত 25তম মিটিং 31-এ ডিসেম্বর 2021- এ অনুষ্ঠিত 36তম মিটিং।*

341 *কলকাতা পৌর নিগমের জন্য একটি পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প করার জন্য এশিয়ান ডেভেলপম্যান্ট ব্যাঙ্ক, ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার তহবিল দেয়।*

- এম এস ডব্লিউ এম ম্যানুয়াল, 2016 (পার্ট-II)-এর ধারা 1.4.4 অনুসারে এম এস ডব্লিউ এম পরিকল্পনার উন্নয়নের জন্য এস ডব্লিউ এম পরিষেবাগুলির সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিভাগকে নিয়ে একটি মূল দল বা উপদেষ্টা দল (অভ্যন্তরীণ পরিবার, আনুষ্ঠানিক সেক্টর, বেসরকারী সংস্থা (এন জি ও), কমিউনিটি ভিত্তিক সংস্থা (সি বি ও), স্বনির্ভর গোষ্ঠী (এস এইচ জি), মহিলা গোষ্ঠী ইত্যাদি যুক্ত করে।

  এটি পরিলক্ষিত হয় যে নির্বাচিত ইউ এল বি গুলিতে এস ডব্লিউ এম পরিষেবার সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিভাগকে নিয়ে কোনও দল/পরামর্শদাতা দলগুলি (অভ্যন্তরীণ স্টেকহোল্ডাররা) গঠন করা হয়নি। সুতরাং পরিকল্পিত ম্যানুয়ালে উল্লেখ থাকলেও এম এস ডব্লিউ এম-এর পরিকল্পনার এবং তার বাস্তবায়নে অভ্যন্তরীণ স্টেকহোল্ডারদের সংযুক্ত করা যায়নি।

  উত্তরে এস ইউ ডি এ জানায় (জানুয়ারি 2023) যে, 20টি ইউ এল বি-তে এস ডব্লিউ এম টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। যাইহোক, বাকি 105 টি ইউ এল বি-তে টাস্কফোর্স গঠন করতে হবে।

- এম এস ডব্লিউ এম ম্যানুয়াল, 2016 অনুসারে, একটি এম এস ডব্লিউ এম পরিকল্পনার বিকাশে, সাতটি পদক্ষেপ আছে এবং সপ্তম ধাপে এম এস ডব্লিউ এম পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়। চূড়ান্ত এম এস ডব্লিউ এম পরিকল্পনা অনুমোদন এবং কার্যালয়ের নিয়ম পালনের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্বাচিত সংস্থার কাছে উপস্থাপন করা হয়। নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে 26টি নির্বাচিত ইউ এল বি-র মধ্যে 24 টির ডি পি আর (কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিকল্পনা) (কে এম সি এবং এন কে ডি এ ছাড়া), মাইক্রো প্ল্যানারদের দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছে যা মন্ত্রী পরিষদের (বি ও সি)[342] দ্বারা অনুমোদিত হয়নি। ইউ এল বি-এর স্বল্প/দীর্ঘমেয়াদী কর্ম বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ পরিকল্পনা বিবেচনা ও অনুমোদন করতে সক্ষম করার জন্য বি ও সি-কে সচেতন থাকতে হবে। একইভাবে, ইউ এল বি দ্বারা নিযুক্ত বেসরকারি অপারেটরদেরকে ইউ এল বি-এর এম এস ডব্লিউ এম পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। ডি পি আর তৈরিতে অভ্যন্তরীণ স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণের অভাব এবং প্রাসঙ্গিক বি ও সি থেকে অনুমোদন পেতে ব্যর্থতা এম এস ডব্লিউ এম ম্যানুয়াল থেকে বিচ্যুতি নির্দেশ করে। উত্তরে, এস ইউ ডি এ জানায় (জানুয়ারি 2023) যে সমস্ত ইউ এল বি-কে বি ও সি-এর পরবর্তী বৈঠকে ডি পি আর অনুমোদনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

- বিভিন্ন মাইক্রো প্ল্যানিং সংস্থা (অর্থাৎ মাইক্রো প্ল্যানার) বিভিন্ন নামে ডি পি আর (এস ডব্লিউ এম প্ল্যান) জমা দিয়েছে যেমন 'মাইক্রো প্ল্যান', সায়েন্টিফিক প্ল্যান' এবং 'চূড়ান্ত ডি পি আর' এবং বিভিন্ন ফরম্যাটে, যেহেতু এস ইউ ডি এ কোনও নির্দিষ্ট ফরম্যাট জারি করেনি। এস ইউ ডি এ স্বীকার করেছে (জানুয়ারি 2023) যে বিভাগ কোনও নির্দিষ্ট ফরম্যাট জারি করেনি।

- এম এস ডব্লিউ এম ম্যানুয়াল, 2016 (পার্ট-II)-এর ধারা 5.4 অনুসারে কোনও সময় প্রক্রিয়াকরণ/চিকিৎসা/নিষ্কাশন সুবিধা বন্ধ থাকলে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য ইউ এল বি গুলিকে বর্জ্যের উপযুক্ত সংস্থানের জন্য আনুষঙ্গিক পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে নির্বাচিত ইউ এল বি-র ডি পি আর-এ এই ধরনের আকস্মিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা উল্লিখিত হয়নি। অধিকন্তু, নির্বাচিত 25টি ইউ এল বি-এর কোনোটিতেই নির্ধারিত আকস্মিক পরিকল্পনা বিদ্যমান ছিল না। ফলস্বরূপ, এই ইউ এল বি গুলি অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত নয় যার ফলে রাস্তায় বর্জ্য জমা হতে পারে, ল্যান্ডফিল সাইটগুলিতে আগুনের ঘটনা ঘটতে পারে। এস ইউ ডি এ জানায় (জানুয়ারি 2023) যে, কোনও আকস্মিক পরিকল্পনা না থাকলেও সমস্ত অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক পরিস্থিতি অবিলম্বে মোকাবিলা করা হয়। যাইহোক, ঘটনা এটাই যে এম এস ডব্লিউ এম ম্যানুয়াল অনুসারে বাধ্যতামূলক হলেও কোনও আকস্মিক পরিকল্পনা তাদের ছিল না।

342 *'মন্ত্রী পরিষদ' পৌরসভা/পৌর নিগমের ওয়ার্ডের প্রতিনিধিত্বকারী সমস্ত কাউন্সিলরদের নিয়ে গঠিত।*

- এম এস ডব্লিউ এম ম্যানুয়াল, 2016 (পার্ট-II)-এর ধারা 2.3.3.1-এ বলা হয়েছে যে, পাহাড়ি এলাকায়, অনেক বাড়ি শুধুমাত্র ফুটপাথ বা ধাপের মাধ্যমে যাতায়াতযোগ্য যেখানে হাতে টানা গাড়ী বা ভ্যান যেতে পারে না। তদানুসারে, পাহাড়ি এলাকার গৃহস্থালির বর্জ্য, ব্যাকপ্যাক ব্যবহার করে, 50 লিটার ক্ষমতা পর্যন্ত ছোট লিক-প্রুফ পাত্রে বা স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী লোড বহন পদ্ধতির মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হয় যেমন বর্জ্য বহনকারী পশু, কাঁধের ব্যাগ, হেডব্যান্ড, হুইলার ব্যগ ইত্যাদি। উপরন্তু বর্জ্য সংগ্রহকারীদের প্রতিটি বাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করতে হয় তাদের পিছনে একটি ব্যাগ বা ঝুড়িতে এবং শুকনো বর্জ্য অন্য একটি ব্যাগে। তাদের ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (পি পি ই)[343] দিতে হবে এবং বর্জ্য সংগ্রহের জন্য তাদের উপস্থিতি বোঝানোর জন্য বাঁশি দিতে হবে। নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে নির্বাচিত পাহাড়ী ইউ এল বি গুলির মধ্যে দুটিতে (মিরিক এবং কার্শিয়াং), প্রাথমিক বর্জ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাদের ডি পি আর গুলিতে প্যাডেল ট্রাই-সাইকেল (পি টি সি) এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যা এম এস ডব্লিউ এম ম্যানুয়াল, 2016-এর পরিপন্থী। পার্বত্য এলাকায় পি টি সি-র অনুপযুক্ততার কারনে, উভয় ইউ এল বি-তে পি টি সি সরবরাহ করা হয়নি। নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, মিরিক পৌরসভায় 600টি ডি ও কে ও প্রয়োজন থাকলেও শুকনো ও ভেজা বর্জ্য সংগ্রহের জন্য কোনও লিকেজ প্রুফ ডি ও কে ও[344] ছিল না। পার্বত্য এলাকায় ব্যবহারের জন্য এ ধরনের বিশেষ সরঞ্জামের অভাবে বস্তায় ভরে কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ করা হচ্ছিল। ফলস্বরূপ, ডি পি আর-এ উপযুক্ত বিধানের অভাবে, এই উভয় পাহাড়ি ইউ এল বি-তে বিদ্যমান প্রাথমিক বর্জ্য সংগ্রহ করার ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ হয়নি। এস ইউ ডি এ নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ মেনে নিয়েছে (জানুয়ারি 2023)।

4.5.8 উপ-আইন প্রণয়ন

এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী 2016-এর ধারা 15(e) অনুসারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে (i) কৌশল বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে এস ডব্লিউ এম-এর উপর রাজ্য নীতি ও কৌশলের বিধানগুলিকে অন্তর্ভূক্ত করে উপ-আইন তৈরি করতে হবে এবং (ii) এস ডব্লিউ এম নিয়ম, 2016-এর সময়মত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী 2016-এর ধারা 15(f) অনুসারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে যথাসময়ে ব্যবহারকারী ফি নির্ধারণ করতে হবে যথাযথ হারে এবং বর্জ্য সৃষ্টিকারীদের থেকে এই ফি আদায় করতে হবে, হয় নিজেরাই নয় অনুমোদিত সংস্থার মাধ্যমে। অধিকন্তু, বিধি 15 (ze) অনুসারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলিকে নিশ্চিত করতে হবে যে গ্রুপ হাউজিং সোসাইটির বিল্ডিং বা মার্কেট কমপ্লেক্স প্ল্যানের অনুমোদন দেওয়ার সময় বিল্ডিং প্ল্যানগুলিতে পৃথকীকৃত বর্জ্য সংগ্রহ, পৃথকীকরণ এবং সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্র স্থাপনের বিধানগুলি যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কি না। ধারা 15 (zf) অনুসারে যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে উপ-আইন তৈরি করতে হবে এবং এই আইনের বিধানগুলি মেনে চলতে ব্যর্থ ব্যক্তিদের জন্য স্পট ফাইন আদায়ের মানদন্ড নির্ধারণ করতে হবে।

নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে শুধুমাত্র কে এম সি এবং এন কে ডি এ উপ-আইন তৈরি করেছে, বাকি 24টি নির্বাচিত ইউ এল বি গুলি নভেম্বর 2022 পর্যন্ত এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী 2016-এ উল্লিখিত বিধানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে উপ-আইন তৈরি করেনি। আরও, বর্জ্য উৎপাদকদের থেকে আদায়কৃত ব্যবহারকারী মাশুল নির্বাচিত 26টি ইউ এল বি-র কোনওটিতেই নির্ধারণ করেনি। উত্তরে, এস ইউ ডি এ জানায় (জানুয়ারি 2023) যে এস ইউ ডি এ এবং দপ্তর এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী 2016-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপ-আইনগুলি চূড়ান্ত করতে, সমস্ত ইউ এল বি-র সাথে যোগাযোগ রাখছে।

---

[343] *গামবুট, হ্যান্ড গ্লাভস, ফেস মাস্ক, অ্যাপ্রন ইত্যাদি।*

[344] *চা বাগানে মাল বহনের জন্য বাঁশের তৈরি ব্যাকপ্যাক।*

সুপারিশ ঃ

1. *দপ্তরকে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পরিমানের জন্য পর্যাপ্ত এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যের ভিত্তিতে এস ডব্লিউ এম-র ক্ষমতা নির্ধারণ করতে হবে।*
2. *সরকারকে সি এন্ড ডি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য নীতি বিজ্ঞাপিত করতে হবে।*

4.6 আর্থিক ব্যবস্থাপনা

4.6.1 কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বাজেটের বিধান সেই সাথে খরচ

রাজ্যের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য দপ্তর 2017-18 থেকে 2021-22 সময়কালের জন্য ‘‘স্বচ্ছ ভারত মিশন-নগর’’ (এস বি এম ইউ-এ) খাতে 730.00 কোটি টাকা এবং ‘‘সলিড ওয়েষ্ট মিশন’’ (এস ডব্লিউ মিশন) খাতে 498.80 কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করেছে (ডিমান্ড নং 72) রাজ্যের শহর এলাকায় কঠিন বর্জ্য নিয়নন্ত্রনের জন্য যা **সারণী 4.2**-এ দেখানো হল:

সারণী 4.2: বাজেট বরাদ্দের সাপেক্ষে খরচ

(কোটি টাকায়)

উদ্দেশ্য	আর্থিক বছর	হিসাব খাত	বাজেট বরাদ্দ	সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ	নেট বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়
এস বি এম-ইউ	2017-18	2215-02-789-003-00-35-00-V (রাজ্যের ভাগ)	80.00	184.49	184.49	184.49
		2215-02-789-002-00-35-00-V (কেন্দ্রীয় ভাগ)	100.00	154.21	154.21	154.21
		মোট	180.00	338.70	338.70	338.70
	2018-19	2215-02-789-003-00-35-00-V (রাজ্যের ভাগ)	130.00	160.00	150.06	150.06
		2215-02-789-002-00-35-00-V (কেন্দ্রীয় ভাগ)	180.00	120.00	111.82	111.82
		মোট	310.00	280.00	261.88	261.88
	2019-20	2215-02-789-003-00-35-00-V (রাজ্যের ভাগ)	90.00	1.00	9.46	9.46
		2215-02-789-002-00-35-00-V (কেন্দ্রীয় ভাগ)	130.00	3.00	0	0
		মোট	220.00	4.00	9.46	9.46.
	2020-21	2215-02-789-003-00-35-00-V (রাজ্যের ভাগ)	5.00	0	0	0
		2215-02-789-002-00-35-00-V (কেন্দ্রীয় ভাগ)	5.00	1.00	0	0
		মোট	10.00	1.00	0	0
	2021-22	2215-02-789-00-003-35-00-V (রাজ্যের ভাগ)	5.00	200.00	200.00	200.00
		2215-02-789-00-002-35-00-V (কেন্দ্রীয় ভাগ)	5.00	215.82	215.82	215.82
		মোট	10.00	415.82	415.82	415.82
	এস বি এম মোট (এ)		**730.00**	**1,039.52**	**1,025.86**	**1,025.86**

উদ্দেশ্য	আর্থিক বছর	হিসাব খাত	বাজেট বরাদ্দ	সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ	নেট বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়
এস ডব্লিউ মিশন	2017-18	2217-03-191-003-00-31-02-V	0.25	0.10	0	0
		2217-03-192-002-00-31-02-V	0.25	0.10	0	0
		মোট	0.50	0.20	0	0
	2018-19	2217-03-191-003-00-31-02-V	0.50	0.05	0	0
		2217-03-192-002-00-31-02-V	0.50	0.05	0	0
		মোট	1.00	0.10	0	0
	2019-20	2217-03-191-003-00-31-02-V	0.15	20.00	0	0
		2217-03-192-002-00-31-02-V	0.15	30.00	0	0
		মোট	0.30	50.00	0	0
	2020-21	2217-03-191-003-00-31-02-V	80.00	40.00	0	0
		2217-03-192-002-00-31-02-V	120.00	50.00	0	1.36
		মোট	200.00	90.00	0	1.36
	2021-22	2217-03-191-00-003-31-02-V	120.00	30.00	0	0
		2217-03-192-00-002-31-02-V	177.00	45.00	6.66	6.66
		মোট	297.00	75.00	6.66	6.66
	এস ডব্লিউ মিশন মোট (বি)		**498.80**	**215.30**	**6.66**	**8.02**
সর্ব মোট (এ+ বি)			**1,228.80**	**1,254.82**	**1,032.52**	**1,033.88**

(উৎস: বাজেট প্রকাশনা নং 3 এবং 24)

উপরের সারণী থেকে, এটি দেখা যায় যে যথাক্রমে এস বি এম-ইউ এবং এস ডব্লিউ মিশন খাতে 1,025.86 কোটি টাকা এবং 8.02 কোটি টাকা ব্যয় বুক করা হয়েছিল। এইভাবে, 2017-18 থেকে 2021-22 অর্থবর্ষে সংশোধিত বাজেট প্রস্তাবের 1,254.82 কোটি টাকার মধ্যে 1,033.88 কোটি টাকা খরচ হয়েছিল।

এস ইউ ডি এ জানায় (জানুয়ারি 2023) যে দপ্তর পর্যাপ্ত বাজেট প্রদানের জন্য অর্থ বিভাগের কাছে একটি প্রস্তাব পেশ করবে যা বাজেট প্রস্তাবের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

4.6.2 বাজেট বিধান সেইসাথে প্রয়োজন

125টি ইউ এল বি-এর অনুমোদিত এস ডব্লিউ এম কর্ম পরিকল্পনা অনুসারে সব এস ডব্লিউ এম-এর জন্য 10 বছরের জন্য 5,763.01 কোটি টাকার এককালীন মোট মূলধন ব্যয় এবং 19,641.42 কোটি টাকার মোট পরিচালন ব্যয় প্রয়োজন ছিল।

উপরের সারণী থেকে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে, 2017-18 থেকে 2021-22 অর্থবর্ষের জন্য দপ্তর 250.96 কোটি টাকার গড় বার্ষিক বাজেটের বিধান করেছে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে 206.78 কোটি টাকা বার্ষিক ব্যয় করেছে। আরও দেখা গেছে যে 2022-23 অর্থবর্ষের জন্য 'সলিড ওয়েস্ট মিশন' খাতে মাত্র 312 কোটি টাকার বাজেটে বিধান করা হয়েছিল। 2022-23 অর্থবর্ষের জন্য 'এস বি এম-ইউ' খাতে কোনও বাজেটের বিধান করা হয়নি। এইভাবে, রাজ্যে এস ডব্লিউ এম প্রক্রিয়াগুলির জন্য 5,763.01 কোটি টাকার আনুমানিক মূলধন ব্যয় এবং 19,641.42 কোটি টাকার বার্ষিক পরিচালন ব্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে 250.96 কোটি টাকার গড় বার্ষিক বাজেটের বিধান অপর্যাপ্ত ছিল, যা অনুমোদিত কর্ম পরিকল্পনায় বর্ণিত হয়েছে।

4.6.3 এস ইউ ডি এ দ্বারা তহবিলের ব্যবহার

রাজ্য নগর উন্নয়ন সংস্থা (এস ইউ ডি এ) হল রাজ্যের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য নোডাল সংস্থা। নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে এস ইউ ডি এ 2015-16 থেকে 2021-22 অর্থবর্ষ সময়কালে,

শহরাঞ্চলে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে, বিভাগ থেকে মোট 998 কোটি টাকা পেয়েছে এবং তার মধ্যে এস ডব্লিউ এম যানবাহন সংগ্রহ, আবর্জনা রাখার পাত্র, মাইক্রো প্ল্যানার/লেনদেন উপদেষ্টার নিযুক্তি এবং পৌর নিগম/পৌরসভা/কে এম ডি এ, যানবাহন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, সমন্বিত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বাস্তবায়ন ইত্যাদির জন্য ব্যয় হয়েছে 497.19 কোটি টাকা।

নিরীক্ষায় লক্ষ্য করে যে, 31 মার্চ 2022 পর্যন্ত এস ইউ ডি এ-এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে 500.83 কোটি টাকা জমা ছিল। তহবিল খরচ না করার প্রধান কারণগুলি হল তিনটি কাজ মাঝপথে বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং এস বি এম-ইউ-এর অধীনে সমন্বিত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের অধীনে 13টি কাজ শুরু না হওয়া যা রাজ্য স্তরের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির প্রথম (জানুয়ারি 2017) এবং দ্বিতীয় (মার্চ 2018) বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছিল।

4.6.4 ইউ এল বি গুলিতে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের মূল্যায়ন

এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী 2016-এর ধারা 15 (x) অনুসারে মূলধন বিনিয়োগের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল তৈরি রাখা, এস ডব্লিউ এম-এর বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান এবং যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষনের জন্য বার্ষিক বাজেট সংস্থান রাখা প্রত্যেক ইউ এল বি-র দায়িত্ব ও কর্তব্য।

নির্বাচিত করা 26টি ইউ এল বি-র মধ্যে দুটি[345] ইউ এল বি 2017-18 থেকে 2021-22 অর্থবর্ষের মধ্যে তাদের বাজেট প্রস্তুত করেনি। 24টি ইউ এল বি-র অনুমোদিত বাজেটের তদন্তে দেখা গেছে যে 13টি ইউ এল বি[346]-র বাজেটে 'কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা'-এর জন্য নির্দিষ্ট বিধান করা হয়নি। এছাড়াও, এই 13টি ইউ এল বি-তে 2017-22 সালে আবর্জনা নিষ্কাশন/সংরক্ষণের[347] জন্য বাজেট অনুমান করা হয়েছিল। মাত্র দুটি[348] ইউ এল বি-র বাজেট অনুমান করা হয়েছিল ব্যবহারকারীর চার্জের সম্ভাব্য প্রাপ্তি থেকে। এই ধরনের বিধানের অনুপস্থিতিতে, এস ডব্লিউ এম-এর জন্য তহবিলের প্রয়োজনীয়তার ব্যবধানটি ইউ এল বি দ্বারা মূল্যায়ন করা যায়নি।

নির্বাচিত 26টি ইউ এল বি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, 2017-18 থেকে 2021-22 অর্থবর্ষে 15টি ইউ এল বি[349] -তে এস ডব্লিউ এম-এর কাজের 50 শতাংশের বেশি ব্যয় সরকারি অনুদান থেকে করা হয়েছে যা থেকে বোঝা যায় যে, ইউ এল বি গুলি এস ডব্লিউ এম-এর অবশ্যকরনীয় কাজে[350] খরচ করতে অক্ষম। মাত্র চারটি[351] ইউ এল বি-তে এস ডব্লিউ এম- কাজের 50 শতাংশেরও বেশি ব্যয় ইউ এল বি-গুলি নিজস্ব তহবিল থেকে মিটিয়েছে। সাতটি[352] ইউ এল বি এস ডব্লিউ এম-কাজের জন্য খরচের উৎস সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করেনি।

এইভাবে, ইউ এল বি-গুলির বাজেটে এস ডব্লিউ এম-এর জন্য তহবিলের কোনো বিধানের অনুপস্থিতিতে, বেশিরভাগ ব্যয় সরকারি অনুদান থেকে করা হয়েছে।

---

345 *কার্সিয়াং পৌরসভা এবং মিরিক এন এ এ।*

346 *আসানসোল এম সি, বৈদ্যবাটি, বালুরঘাট, বরানগর, বজ বজ, এগরা, হলদিয়া, হরিণঘাটা, কামারহাটি, কান্দি, পাঁশকুড়া, রামপুরহাট এবং টিটাগড়।*

347 *কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশনের কাজ।*

348 *বালুরঘাট পৌরসভা এবং বজ বজ পৌরসভা।*

349 *আসানসোল এম সি, বৈদ্যবাটি, বালুরঘাট, বরানগর, বর্ধমান, বজ বজ, এগরা, হরিণঘাটা, জঙ্গিপুর, কামারহাটি, কান্দি, কার্সিয়াং, মিরিক, রামপুরহাট এবং টিটাগড়।*

350 *সরকারি কাজের ক্ষেত্র (রাস্তা, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং ড্রেন ইত্যাদি), জন স্বাস্থ্য ও বিশুদ্ধিকরণ, নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন এবং প্রশাসন।*

351 *হলদিয়া পৌরসভা, শিলিগুড়ি এম সি, পাঁশকুড়া পৌরসভা এবং এন কে ডি এ।*

352 *কলকাতা এম সি এবং আরামবাগ, পুরোনো মালদা, ঝাড়গ্রাম, চন্দ্রকোনা, বনগাঁ এবং বীরনগর পৌরসভা।*

4.6.5 কঠিন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন মূল্য ধার্য্য এবং আদায়

পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন, 1993-এর ধারা 95B অনুসারে কঠিন বর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে পৌরসভা পরিষেবা প্রদানের জন্য বি ও সি একটি বিশেষ সংরক্ষণ চার্জ[353] ধার্য্য করতে পারে। এছাড়াও, এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী 2016-এর ধারা 15 (f) অনুসারে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে যথাসময়ে উপযুক্ত ব্যবহারকারী মাশুল নির্ধারণ করতে হবে এবং বর্জ্য উৎপাদকদের থেকে মাশুল সংগ্রহ করতে হবে, হয় নিজেরাই অথবা কোনও অনুমোদিত সংস্থার মাধ্যমে।

প্রস্তাবিত আর্থিক কর্মপরিকল্পনা অনুসারে, এস ডব্লিউ এম-এর রাজ্য নীতি অনুসারে পৌরসভাগুলি বিশুদ্ধিকরণ মাশুলের[354] সাথে বিদ্যমান সম্পত্তি করের হারে যোগ করতে পারে এবং সংগৃহীত বিশুদ্ধিকরণ মাশুল পৌরসভার বিশুদ্ধিকরণ তহবিলে জমা রাখতে হবে। কর্ম পরিকল্পনার প্রস্তাব অনুসারে পৌরসভাগুলিকে প্রতিদিন মাথাপিছু 50 পয়সা হারে সংরক্ষণ মাশুল ধার্য্য করতে হবে।

নির্বাচিত 26টি ইউ এল বি-র তথ্য যাচাই থেকে জানা যায় যে 2018 সালের জানুয়ারিতে এস ডব্লিউ এম-এর উপর রাজ্য নীতি প্রবর্তনের পর, থেকে 2022 সালের মার্চ পর্যন্ত কোনও ইউ এল বি-তে বিশুদ্ধিকরণ মাশুল ধার্য্য এবং সংগ্রহ করা হয়নি। 2018-19 থেকে 2021-22[355] অর্থবর্ষে ***পরিশিষ্ট-29***-এ দেখানো হয়েছে, সংরক্ষণ পরিষেবা মাশুল ধার্য্য এবং সংগ্রহ করা হয়নি যার ফলে অতিরিক্ত রাজস্ব উপার্জনের সুযোগ হারিয়েছে যার পরিমাণ 699.06 কোটি টাকা।

নির্বাচিত ইউ এল বি গুলি কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য মাশুল ধার্য্য করার প্রস্তাবিত কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে। এইভাবে, বাস্তবায়ন পর্যায়ে এস ডব্লিউ এম পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অর্থ যোগানের জন্য প্রস্তাবিত কর্ম পরিকল্পনাগুলি মানা হয়নি। এর ফলে এস ডব্লিউ এম কাজ সম্পাদনের জন্য সরকারী অনুদানের উপর নির্ভরশীলতা তৈরি হয়েছে যা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

এস ইউ ডি এ জানায় (জানুয়ারি 2023) যে দপ্তর, অর্থ দপ্তরের সাথে পরামর্শ করে এস ডব্লিউ এম-এর উপর রাজ্য নীতিতে অন্তর্ভূক্ত করা আর্থিক কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার চেষ্টা করবে।

4.6.6 স্বচ্ছ ভারত মিশন-নগর-এর তহবিল

রাজ্য স্তরের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি, তার প্রথম বৈঠকে (জানুয়ারি 2017) 14টি ইউ এল বি[356]-এর মধ্যে দশটি ইউ এল বি-তে সমন্বিত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (আই এস ডব্লিউ এম পি) যার সামগ্রিক আনুমানিক ব্যয় 421.69 কোটি টাকা অনুমোদন করেছিল (জানুয়ারি 2017)। ডি পি আর-এর কাজের পরিধি, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে প্রাথমিক (ডোর-টু-ডোর) বর্জ্য সংগ্রহ, সেকেন্ডারি অপারেশন, বিভাজন এবং বাছাই, বায়ো-মিথেনেশন/কম্পোস্ট প্লান্ট নির্মাণ, ভূমি ভরাট করে উন্নয়ন ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত।

বেছে নেওয়া 10টি আই এস ডব্লিউ এম পি-এর মধ্যে, মাত্র তিনটি আই এস ডব্লিউ এম পি-তে (চারটি ইউ এল বি) সমন্বিত অব্যায়িত তহবিল ছিল। নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে 68.84 কোটি টাকা সম্বলিত তিনটি প্রকল্পের জন্য এস ইউ ডি এ (জুলাই 2017) প্রকল্প খরচ বাবদ 10 শতাংশ অর্থাৎ

[353] *সংরক্ষণ পরিষেবা মাশুল (যেমন, বর্জ্যের অপসারণ ও নিষ্পত্তিকরণ, রাস্তা ঝাঁট দেওয়া ও পরিষ্কার করা ইত্যাদি) যার নাম বিশেষ সংরক্ষণ মূল্য।*

[354] *বিশুদ্ধিকরণ পরিষেবা মূল্য মানে সেপটিক ট্যাঙ্কের ময়লা অপসারণ ও তার নিয়ন্ত্রন, ড্রেন পরিষ্কার ইত্যাদি।*

[355] *এস ডব্লিউ এম-এর রাজ্য নীতি 2018-এর জানুয়ারিতে বিজ্ঞাপিত করা হয়েছিল ফলে 2018-19 থেকে 2021-22 চারটি পূর্ণ বর্ষের জন্য হিসাব করা হয়েছিল।*

[356] *1. ক্লাস্টার মোড: (ক) দমদম, নর্থ দমদম, সাউথ দমদম এবং বরানগর পৌরসভা এবং (খ) অশোকনগর-কল্যানগড় ও হাবড়া পৌরসভা 2. সট্যান্ড অ্যালোন মোড: (ক) জলপাইগুড়ি পৌরসভা (খ) কৃষ্ণনগর পৌরসভা (গ) শান্তিপুর পৌরসভা, (ঘ) নবদ্বীপ পৌরসভা (ঙ) ভাটপাড়া পৌরসভা (চ) নৈহাটী পৌরসভা (ছ) কলকাতা পৌর নিগম এবং (জ) আসানসোল পৌর নিগম।*

6.88 কোটি টাকা ছেড়েছে। তহবিল দেওয়ার অবস্থা এবং এই প্রকল্পগুলিতে খরচের হিসাব **সারণী 4.3**-এ দেখানো হল:

সারণী 4.3: তিনটি সমন্বিত এস ডব্লিউ এম প্রকল্পে তহবিল প্রদান এবং ব্যয়ের বিবৃতি

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্প	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের নাম	প্রকল্প ব্যয়	তহবিল প্রদান	ব্যয়কৃত অর্থ	অর্থ ফেরত	অবশিষ্ট
			(কোটি টাকায়)				
1	অশোকনগর-কল্যানগড় এবং হাবড়া পৌরসভায় সমন্বিত এস ডব্লিউ এম প্রকল্প (ক্লাস্টার)	ই ই, উত্তর 24 পরগণা (এম ই ডি) বিভাগ	32.32	3.23	2.19[358]	শূন্য	1.04
2	কৃষ্ণনগর পৌরসভার সমন্বিত এস ডব্লিউ এম প্রকল্প	কৃষ্ণনগর পৌরসভা	18.33	1.83	0.93[359]	শূন্য	0.90
3	শান্তিপুর পৌরসভার সমন্বিত এস ডব্লিউ এম প্রকল্প	শান্তিপুর পৌরসভা	18.19	1.82	0	শূন্য	1.82
	মোট		**68.84**	**6.88**	**3.12**	শূন্য	**3.76**

(উৎস: এস ইউ ডি এ এবং মুখ্য বাস্তুকার, পৌর কারিগরি অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য)

নিরীক্ষায় পর্যবেক্ষণ করে যে তিনটি প্রকল্পই অসম্পূর্ণ ছিল (অক্টোবর 2022)। প্রকল্পগুলি মূলত নীতির পরিবর্তনের কারণে (ডিসেম্বর 2018), 'স্ট্যান্ড এলোন মোড'[359] থেকে প্রকল্পগুলি 'ক্লাস্টার মোডে'[360] সম্পাদন করার কারণে কাজ ব্যহত হয়েছিল। নীতি পরিবর্তন করা হয়েছিল কারণ প্রতিটি পৌর সংস্থার জন্য প্রক্রিয়করণ এবং নিষ্পত্তি সুবিধা নির্মাণ প্রযুক্তিগত এবং বাণিজ্যিকভাবে কার্যকর হবে না। পৌর সংস্থাগুলির ক্লাস্টার গঠন, সাধারণ প্রক্রিয়াকরণ সুবিধা সহ নির্দিষ্ট পরিমাণ কঠিন বর্জ্য নিশ্চিত করবে, যাতে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ সংস্থাগুলি এই ধরনের প্রক্রিয়াকরণ চালানোর কার্যকারীতা খুঁজে পায়। এই তিনটি প্রকল্পে (নভেম্বর 2022 পর্যন্ত) 3.12 কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে, যেখানে 3.76 কোটি টাকা বাস্তবায়নকারী সংস্থা/ ইউ এল বি-র কাছে পড়ে আছে। শান্তিপুর পৌরসভাকে দেওয়া 1.82 কোটি টাকার সম্পূর্ণ তহবিল, এই পৌরসভার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জুলাই 2017 সালে দেওয়ার পর থেকে পড়ে আছে। চার বছর পেরিয়ে গেলেও প্রকল্পগুলো আর চালু করা যায়নি।

এস ইউ ডি এ নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণ মেনে নেয় (জানুয়ারি 2023)।

সুপারিশ ঃ

3. ***দপ্তরকে অনুমোদিত এস ডব্লিউ এম কর্ম পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এস ডব্লিউ এম-র জন্য বাজেট প্রদান করতে হবে এবং তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।***
4. ***সরকারকে এস ডব্লিউ এম-র রাজ্য নীতিতে উল্লিখিত বিশুদ্ধিকরণ ও সংরক্ষণ মূল্য ধার্য ও সংগ্রহ করতে হবে।***

4.7 বর্জ্যের উৎপাদন এবং পৃথকীকরণ

2017থেকে 2022 সময়কালে রাজ্যের সমস্ত ইউ এল বি-তে উৎপন্ন এম এস ডব্লিউ-এর পরিমাণ, **সারণী 4.4**-এ দেওয়া হল:

[357] *আবর্জনা রাখার পাত্র এবং ব্যাটারি চালিত টিপার।*

[358] *ভূ-প্রযুক্তিগত তদন্ত, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ এবং আবর্জনা রাখার পাত্র সংগ্রহ।*

[359] *প্রতিটি ইউ এল বি-র জন্য, একটি কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং নিষ্পত্তির সুবিধা থাকতে হবে।*

[360] *সাধারণ কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং নিষ্পত্তি সুবিধা, ইউ এল বি-এর গোষ্ঠীগুলির জন্য।*

সারণী 4.4 রাজ্যে উৎপন্ন কঠিন বর্জ্যের পরিমাণ (125 ইউ এল বি)

বছর	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
দিন প্রতি টন (ডি পি ডি)	14,000	14,613.30	13,980	13,709	13,709

(উৎস: এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, 2016-এর উপর ডব্লিউ বি পি সি বি-এর বার্ষিক প্রতিবেদন)

4.7.1 বর্জ্যের পরিমাপ

এম এস ডব্লিউ এম ম্যানুয়াল, 2016 (পার্ট-II)-এর অনুচ্ছেদ 1.4.3.3.1 অনুসারে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে, একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর দ্বারা নিষ্কাশিত বর্জ্যের গড় পরিমাণ শুধুমাত্র তিনটি প্রধান ঋতুর প্রতিটিতে সাত দিন ধরে একটানা (অর্থাৎ গ্রীষ্ম, শীত এবং বর্ষা ঋতু) ইউ এল বি-এর এক্তিয়ারের মধ্যে একাধিক স্থানে বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহের গড় পরিসংখ্যান এর মাধ্যমে অনুমান করা যেতে পারে। সাত দিনের বর্জ্যের পরিমাণ একত্রিত করে ওজন করে গড় করা হবে। এই পরিমাণগুলি হিসাব করে সম্পূর্ণ ইউ এল বি-এর হিসাব পাওয়া যেতে পারে এবং মাথাপিছু বর্জ উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ করা যেতে পারে।

এম এস ডব্লিউ এম ম্যানুয়াল 2016 (পার্ট-II)-এর অনুচ্ছেদ 1.4.3.3 অনুসারে (i) মাথাপিছু বর্জ্য উৎপাদন প্রতি বছর প্রায় 1.3 শতাংশ বৃদ্ধি পায় এবং (ii) শহরাঞ্চলে প্রতি বছর 3 থেকে 3.5 শতাংশ বৃদ্ধির হার রয়েছে। এইভাবে বর্জ্য পরিমাণের বৃদ্ধি প্রতি বছর 5 শতাংশ হারে বিবেচনা করা যেতে পারে।

নির্বাচিত 25টি ইউ এল বি (এন কে ডি এ ছাড়া[361]) ডি পি আর/মূল পরিকল্পনা যাচাই করে দেখা যায় যে কঠিন বর্জ্য উৎপাদনের পরিমাণ মূল্যায়ন করার সময় উপরে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরন করা হয়নি, যা নিচে বিশদভাবে বলা হল:

- এম এস ডব্লিউ এম ম্যানুয়াল, 2016-এ বার্ষিক বর্জ্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার পাঁচ শতাংশ থাকলেও 24টি ইউ এল বি-র ডি পি আর-এ (হলদিয়া বাদে, যেখানে প্রত্যাশিত হার ছিল 5.12 শতাংশ), বর্জ্য উৎপাদনের পরিমাণের বার্ষিক বৃদ্ধি 1.17 থেকে 4.29 শতাংশের মধ্যে ছিল বলে অনুমান করা হয়েছিল (***পরিশিষ্ট 30***-এ দেখানো হয়েছে) ডি পি আর/এস ডব্লিউ এম প্ল্যানে বর্জ্য উৎপাদনের অনুমান এম এস ডব্লিউ এম ম্যানুয়াল, 2016-এর বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না।
- কলকাতার জন্য এস ডব্লিউ এম মূল পরিকল্পনায় (সেপ্টেম্বর 2019) মাথাপিছু আবাসিক কঠিন বর্জ্য উৎপাদন, 2018 সালের জন্য, প্রতিদিন 492 গ্রাম হিসাবে মূল্যায়ন করা হয়েছিল এবং বর্জ্য উৎপাদনের এই হার 2048 সাল পর্যন্ত ধরা হয়েছিল। 2018 সালের মার্চ মাসে (অথাৎ শুধুমাত্র একটি মরসুমে) একটি নমুনা ক্ষেত্র সমীক্ষা করা হয়েছিল যাতে পারিবারিক আয়ের উপর নির্ভর করে উৎস-ভিত্তিক বর্জ্য উৎপাদনের মূল্যায়ন করা হয়। আয়ের উপর ভিত্তি করে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর মাথাপিছু বর্জ্য পরিমাণ নির্ধারণের জন্য মাত্র দুই দিনের নমুনা সংগ্রহ করে গড় করা হয়েছিল। অধিকন্তু উচ্চ আয়ের গোষ্ঠীগুলি ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি জায়গা থেকে যেমন গড়িয়াহাট এইচ আই সি হাউজিং থেকে নমুনা নেওয়া হয়েছিল। ফলস্বরূপ, মূল পরিকল্পনায় বলা ভিত্তি বছর 2018 সালের মাথাপিছু বর্জ্য-উৎপাদনের হারের হিসাব কলকাতায় আবাসিক বর্জ্য উৎপাদনের প্রকৃত হিসাব প্রদর্শন করে না।
- কলকাতার এস ডব্লিউ এম মূল পরিকল্পনা, 2048 সাল পর্যন্ত মাথাপিছু আবাসিক বর্জ্য উৎপাদনের হিসাব অনুসারে বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 1.3 শতাংশ। এছাড়াও কলকাতার বহিরাগত জনসংখ্যা 60 লক্ষ বিবেচনা করা হয়েছিল পুরো নির্বাচিত সময়ে (2018 থেকে 2048)। এই বহিরাগত জনসংখ্যার দ্বারা মাথাপিছু বর্জ্য উৎপাদন আবাসিক বর্জ্য উৎপাদনের

[361] *এন কে ডি এ ডি পি আর/এস ডব্লিউ এম পরিকল্পনা প্রস্তুত করেনি (নভেম্বর 2022 অনুযায়ী)।*

এক-তৃতীয়াংশ গণনা করা হয়েছিল। বহিরাগত জনসংখার বর্জ্য উৎপাদন বহিরাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা না করেই, পকিল্পনার সময়কাল স্থির রাখা হয়েছিল (অর্থাৎ মাথাপিছু 492 গ্রামের এক-তৃতীয়াংশ)। ফলস্বরূপ, পুরো নির্বাচিত সময়কালে কলকাতায় পরিকল্পিত বর্জ্য উৎপাদনের পরিমাণ কম ধার্য্য হয়েছিল।

- নির্বাচিত ইউ এল বি গুলির মধ্যে 12টিতে[362], বর্জ্য উৎপাদনের মূল্যায়ন করার জন্য কোনও সমীক্ষা করা হয়নি এবং নয়টি[363] ইউ এল বি-তে নির্ধারিত সময় সাত দিনের পরিবর্তে মাত্র দুই-তিন দিনের জন্য সমীক্ষা করা হয়েছিল তিনটি প্রধান ঋতুতে। বাকি পাঁচটি[364] ইউ এল বি-র জন্য সমীক্ষার দিন নির্দিষ্ট করা হয়নি।
- কলকাতার এস ডব্লিউ এম পরিকল্পনা এবং 2020-21 থেকে 2025-26 পর্যন্ত স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনাগুলিতে দুর্গাপূজার সময় বর্জ্য নিষ্কাশনে যে সাময়িক পরিবর্তন ঘটে তার হিসার 2048 সাল পর্যন্ত। মাথা পিছু বর্জ উৎপাদন (আনুমানিক) নির্ধারণে বিবেচনা করা হয়নি।

এক্সিট কনফারেন্সে দপ্তর জানায় (জানুয়ারি 2023) যে গৃহস্থালী সমীক্ষার মাধ্যমে বর্জ্য উৎপাদনের মূল্যায়ন নতুন করে করা হচ্ছে এবং সেই অনুযায়ী ডি পি আর গুলি সংশোধন করা হবে। দপ্তর আরও জানায় যে বর্জ্য উৎপাদনের অনুমান করার সময় কে এম সি-কে ঋতুগত তারতম্যের ভিত্তিতে হিসাব করার জন্য অনুরোধ করা হবে।

4.7.2 বর্জ্য পৃথকীকরণ

এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী 2016-এর ধারা 3 অনুসারে, 'পৃথকীকরণ' মানে কঠিন বর্জ্যের বিভিন্ন উপাদানের বাছাই এবং পৃথক স্থানে সঞ্চয়, যথা (i) কৃষি ও দুগ্ধ বর্জ্য সহ পচনশীল বর্জ্য (ii) পুনর্ব্যবহারযোগ্য বর্জ্য সহ অ-পচনশীল বর্জ্য (iii) অ-পুনর্ব্যবহারযোগ্য দাহ্য (iv) স্যানিটারি বর্জ্য (v) অ-পুনর্ব্যবহারযোগ্য জড় বর্জ্য (vi) গ্যার্হস্থ বিপজ্জনক বর্জ্য এবং (vii) নির্মাণ ও ধ্বংসজাত বর্জ্য। এস ডব্লিউ এম রাজ্যনীতি 2018-তে এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী 2016 -এর নিয়ম 22 অনুসারে উৎসস্থলেই বর্জ্য পৃথকীকরণের জন্য দু বছরের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।

2017-22 সময়ের জন্য রাজ্যে এম এস ডব্লিউ-এর পৃথকীকরণের অবস্থা **সারণী 4.5**-এ দেওয়া হল:

সারণী 4.5: রাজ্যের সমস্ত ইউ এল বি দ্বারা নিষ্কাশিত এম এস ডব্লিউ

বছর	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
এম এস ডব্লিউ নিষ্কাশিত হয়েছে (টি পি ডি-তে)	14,000	14,613.3	13,980	13,709	13,709
এম এস ডব্লিউ আলাদা করা এবং স্থানান্তরণ করা (টি পি ডি-তে)	কোনও তথ্য নেই	কোনও তথ্য নেই	কোনও তথ্য নেই	কোনও তথ্য নেই	5,916
শতাংশ	-	-	-	-	43

(উৎস: এস ডব্লিউ এম নিয়ম, 2016-এর উপর ডব্লিউ বি পি সি বি-এর বার্ষিক প্রতিবেদন)

উপরের সারণী থেকে এটা স্পষ্ট যে 2022 সালের মার্চ পর্যন্ত রাজ্যে মাত্র 43 শতাংশ বর্জ্য পৃথকীকরণ এবং স্থানান্তরণ করা হয়েছিল। যাইহোক, এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী 2016-এর উপর ভিত্তি করে ডব্লিউ বি পি সি বি-এর বার্ষিক প্রতিবেদনে (2021-22) পৃথকীকৃত বর্জ্যের পরিমান বর্ধিত করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে, যা পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে আলোচনা করা হল:

[362] *আসানসোল এম সি, বালুরঘাট, বরানগর, বনগাঁ, বর্ধমান, চন্দ্রকোনা, এগরা, হলদিয়া, ঝাড়গ্রাম, এন কে ডি এ, পাঁশকুড়া এবং শিলিগুড়ি এম সি।*

[363] *আরামবাগ, বজ বজ, জঙ্গিপুর, কান্দি, কে এম সি, কার্সিয়াং, মিরিক, পুরোনো মালদা এবং রামপুরহাট।*

[364] *বৈদ্যবাটি, বীরনগর, হরিণঘাটা, কামারহাটি ও টিটাগড়।*

4.7.3 উৎস/আবাসিক স্তরে বর্জ্য পৃথকীকরণ

এম এস ডব্লিউ এম ম্যানুয়াল, 2016 (পার্ট- II)-র ধারা 2.2.1 অনুসারে ইউ এল বি গুলিকে অবশ্যাই উৎসস্থলে বর্জ্য পৃথকীকরণের জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, 26টি নির্বাচিত ইউ এল বি-তে 761টি ওয়ার্ডের মধ্যে 647টি ওয়ার্ডে (85.02 শতাংশ) দুয়ারে সংগ্রহকালে কঠিন বর্জ্য পৃথকীকরণের কাজ শুরু হয়নি।

নির্বাচিত তিনটি পৌর নিগমের মধ্যে 2022 সালের অক্টোবর পর্যন্ত আসানসোল পৌর নিগমের 106টি ওয়ার্ডের কোনওটিতেই দুয়ারে বর্জ্য সংগ্রহ শুরু হয়নি। শিলিগুড়ি এবং কলকাতা পৌর নিগমের পৃথকীকৃত বর্জ্য সংগ্রহ 11 শতাংশ থেকে 19 শতাংশের মধ্যে নির্বাচিত তিনটি[365] পৌরসভায় 2022 সালের অক্টোবর পর্যন্ত ঘরে ঘরে পৃথকীকৃত বর্জ্য সংগ্রহ করা শুরু হয়নি যার জন্য দায়ী করা হয়েছে যানবহন, জনবল ইত্যাদির স্বল্পতাকে। এটিও উল্লেখ করা হয় যে অবিভক্ত মিশ্র কঠিন বর্জ্য (বিষাক্ত বর্জ্য সহ যেমন ব্যাটারি, কাঁচের টুকরো ইত্যাদি), কম্প্যাক্টর ব্যবহার করে চূর্ণ করা হয়, যার কারণে এই জাতীয় বর্জ্য পরিচালনা করা কেবল ঝুঁকিপূর্ণই নয়, উপ-পণ্যের গুণমানও বিরূপভাবে প্রভাবিত হতে পারে।

এক্সিট কনফারেন্সে, দপ্তর জানায় (জানুয়ারি 2023) যে কঠিন বর্জ্য মজুত/নিষ্পত্তির জন্য যথাযথ স্থান না পাওয়ায় হরিণঘাটায় পৃথকীকৃত বর্জ্য সংগ্রহ না করার একটি প্রধান কারণ। দপ্তর আরও জানায় যে, আসানসোল এম সি-তে 2023 সালের জানুয়ারিতে কয়েকটি ওয়ার্ডে পৃথকীকৃত বর্জ্য সংগ্রহ শুরু হয়েছিল।

4.7.4 উৎসস্থলে পৃথকীকরণের প্রচারের জন্য আবর্জনা রাখার পাত্র বিতরণ

এস ইউ ডি এ/কে এম ডি এ (সেপ্টেম্বর 2017 এবং জুন 2021-এর মধ্যে) 77.96 কোটি টাকা খরচ করে 89.75 লক্ষ জোড়া আবর্জনা রাখার পাত্র ক্রয় করে এবং কে এম সি ব্যতীত সমস্ত ইউ এল বি-কে সরবরাহ করেছে উৎসস্থলেই বর্জ্যগুলিকে পৃথকীকরণের জন্য গৃহস্থলী ও গোষ্ঠীগুলিকে উৎসাহিত করার জন্য। কে এম সি নিজস্ব এলাকায় বিতরণের জন্য 41.74 কোটি টাকার বিনিময়ে 15.44 লক্ষ জোড়া আবর্জনা রাখার পাত্র ক্রয় করেছে।

নিরীক্ষায় দেখা যায় যে 26টি নির্বাচিত ইউ এল বি-তে, প্রতিটি 10 লিটার ক্ষমতার 27.20 লক্ষ জোড়া আবর্জনা রাখার পাত্রের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে 25.47 লক্ষ জোড়া আবর্জনা রাখার পাত্র উপলব্ধ ছিল, যার মধ্যে 12.67 লক্ষ জোড়া আবর্জনা রাখার পাত্র পরিবারগুলিতে বিতরণ করা হয়েছে (নভেম্বর 2022 পর্যন্ত)। বাকি 12.80 লক্ষ জোড়া আবর্জনা রাখার পাত্র 14টি ইউ এল বি-র[366] কাছে পড়ে ছিল। আবর্জনা রাখার পাত্র বিতরণ না করার কারণ নথি থেকে পাওয়া যায়নি।

সংশ্লিষ্ট ইউ এল বি-র আধিকারিকদের সাথে (জুলাই 2022 থেকে নভেম্বর 2022) যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের (জে পি ভি) সময় নিরীক্ষা লক্ষ্য করে যে হরিণঘাটা পৌরসভা এবং মিরিক এন এ এ-তে 17.072 জোড়া আবর্জনা রাখার পাত্র থাকা সত্ত্বেও বর্জ্য পৃথকীকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। হলদিয়া পৌরসভা এবং আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে 2,75,287 জোড়া আবর্জনা রাখার পাত্র বিতরণ করা স্বত্ত্বেও উৎসস্থলে বর্জ্য পৃথকীকরণের কাজ শুরু হয়নি। জে পি ভি-এ আরও লক্ষ্য করা যায় যে, ভেজা ও শুকনো বর্জ্য পৃথকীকরণের গুরুত্ব ঘোষণা স্বত্ত্বেও এই চারটি ইউ এল বি-তে বর্জ্য সংগ্রাহককে মিশ্র বর্জ্যই সরবরাহ করা হয়েছে গৃহস্থালী দ্বারা। বাকি 22টি ইউ এল বি-তে শুধু নির্বাচিত/আদর্শ ওয়ার্ডেই বর্জ্য পৃথকীকরণ শুরু হয়।

এস ইউ ডি এ জানায় (জানুয়ারি 2023) যে, পৃথকীকৃত বর্জ্য সংগ্রহের বিষয়ে উন্নতি হচ্ছে।

365 *হরিণঘাটা (17টি ওয়ার্ড), মিরিক এন এ এ (9 ওয়ার্ড), এবং হলদিয়া (29টি ওয়ার্ড)।*

366 *আসানসোল এম সি, বালুরঘাট, বনগাঁ, এগরা, হরিণঘাটা, ঝাড়গ্রাম, কামারহাটি, কান্দি, কোলকাতা এম সি, মিরিক, ওল্ড মালদা, পাঁশকুড়া, রামপুরহাট এবং টিটাগড়।*

4.7.5 গার্হস্থ্য বিপজ্জনক বর্জ্য এবং স্যানিটারি বর্জ্য পৃথকীকরণ

এম এস ডব্লিউ এম ম্যানুয়াল 2016 (পার্ট- II)- এর ধারা 7.1 অনুসারে বিশেষ বর্জ্য[367] যার মধ্যে গার্হস্থ্য বিপজ্জনক বর্জ্য রয়েছে, যে কোনও কঠিন বর্জ্য বা কঠিন বর্জ্যের সংমিশ্রন নিয়ে গঠিত যার পরিমাণ ঘনত্বের কারনে বিশেষ ভাবে ব্যবহার এবং নিস্পত্তির প্রয়োজন হয়, ভৌত এবং রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য বা জৈবিক বৈশিষ্ট্য যা মানুষের স্বাস্থ্য সেইসাথে পরিবেশ রক্ষা এবং পুনর্ব্যবহারের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারে। এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী 2016-এর ধারা 15, গার্হস্থ্য বিপজ্জনক বর্জ্যে ক্ষেত্রে ইউ এল বি-গুলির ভূমিকা এবং দায়িত্বগুলি নির্দিষ্ট করে।

এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী 2016-এর ধারা 15-এর (j) অনুসারে, ইউ এল বি-গুলিকে বিপজ্জনক বর্জ্য নিস্পত্তির সুধিধায় গার্হ্যস্থ বিপজ্জনক বর্জ্যের নিরাপদ সঞ্চয় এবং পরিবহন নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী 2016-এর ধারা 15 (i) অনুসারে গার্হস্থ্য বিপজ্জনক বর্জ্যের জন্য বর্জ্য নিষ্কাশন কেন্দ্র স্থাপন এবং বর্জ্য উৎপাদককে এই কেন্দ্রগুলিতে তাদের দ্বারা উৎপাদিত বিপজ্জনক বর্জ্য জমা করার নির্দেশনা প্রদান করে। এই সকল কেন্দ্রে বিপজ্জনক গৃহস্থালী বর্জ্য সংগ্রহের সময় বিজ্ঞাপন দিয়ে জানাতে হবে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে নির্বাচিত 26টি ইউ এল বি-এর কোনওটিই ডিপোজিশন সেন্টারে গার্হস্থ্য বিপজ্জনক বর্জ্য গ্রহণের সময় সম্পর্কে অবহিত নয়। ফলস্বরূপ, মানুষ গৃহস্থালী বিপজ্জনক বর্জ্য [368] নিস্পত্তির সময় সম্পর্কে সচেতন ছিল না যার কারণে বিপজ্জনক বর্জ্য ডিপোজিশন সেন্টারে অন্যান্য কঠিন বর্জ্যের সাথে মিশে যায়।

এম এস ডব্লিউ এম ম্যানুয়াল, 2016-এর ধারা 2.2.1-এর অধীনে ধারা 4 অনুসারে গৃহস্থালী দ্বারা উৎপন্ন স্যানিটারি বর্জ্য, পুরানো সংবাদপত্র/প্রস্তুতকারকদের দেওয়া পাউচে মুড়ে আলাদাভাবে বর্জ্য সংগ্রহকারীদের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে নির্বাচিত ইউ এল বি গুলির মধ্যে কোনওটিই প্রয়োজন অনুসারে স্যানিটারি বর্জ্য পৃথকীকরণ এবং নিস্পত্তির উপর জোর দেয়নি।

এস ইউ ডি এ জানায় (জানুয়ারি 2023) যে গার্হস্থ্য বিপজ্জনক বর্জ্যের জন্য একটি কেন্দ্রীয় বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। যাইহোক সত্য এটাই যে ইউ এল বি গুলি গার্হস্থ্য বিপজ্জনক বর্জ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়াটিকে সুগম করেনি।

4.7.6 মিশ্র বর্জ্য সংগ্রহের জন্য চুক্তি

এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী 2016-এর ধারা 15(b) অনুসারে ইউ এল বি গুলিকে বস্তি ও আনুষ্ঠানিক বসতি, বাণিজ্যিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং অন্যান্য অ-আবাসিক প্রাঙ্গণ সহ সমস্ত পরিবার থেকে পৃথক করা কঠিন বর্জ্য দুয়ারে সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে।

নির্বাচিত 26টি ইউ এল বি গুলির মধ্যে, শুধুমাত্র হলদিয়া পৌরসভা একটি সমন্বিত এম এস ডব্লিউ এম প্রকল্প সুবিধার উন্নয়ন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি বেসরকারি অপারেটরকে নিযুক্ত করেছিল (সেপ্টেম্বর 2007)। বেসরকারি অপারেটরকে[369] হলদিয়া পৌরসভার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং উক্ত অপারেটরের সাথে চুক্তিটি 30 বছরের জন্য বৈধ ছিল।

বেসরকারি অপারেটর পৌরসভার 29টি ওয়ার্ডেই পৃথকীকরণ ছাড়াই কঠিন বর্জ্য প্রতিদিন ঘরে ঘরে সংগ্রহ করে চলেছে। পৃথকীকরণ না হওয়া সমস্ত পৌর এলাকার বর্জ্য প্রক্রিয়াকরন প্ল্যান্টে স্থানান্তরন করা হয়।

[367] *উদাহরণ প্লাস্টিক বর্জ্য, জৈব চিকিৎসা বর্জ্য, কসাইখানার বর্জ্য, বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রনিক বর্জ্য (ই- বর্জ্য), বর্জ্য টায়ার, ব্যাটারি বর্জ্য ইত্যাদি।*

[368] *উদাহরণ পেইন্ট এবং কীটনাশকের পাত্র, ব্যবহৃত সি এফ এল, টিউব লাইট, রাসায়নিক, ব্যাটারি।*

[369] *ওয়েস্ট বেঙ্গল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (ডব্লিউ বি ডব্লিউ এম এল), মেসার্স রামকি এনভাইরো ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড, হায়দ্রাবাদের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান।*

যদিও, কঠিন বর্জ্য পৃথকীকরণ বাধ্যতামূলক করে এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, 2016 এপ্রিল 2016 থেকে কার্যকর হয়েছিল তবুও হলদিয়া পৌরসভা বেসরকারি অপারেটরের সাথে করা বিদ্যমান চুক্তিটি সংশোধন করেনি এবং মিশ্র বর্জ্য সংগ্রহের অসংশোধিত চুক্তি অব্যাহত রেখেছে এবং 2017-2022-সময়ের পরিষেবার জন্য 20.22 কোটি টাকা প্রদান করেছে বেসরকারি অপারেটরকে।

এস ইউ ডি এ জানায় (জানুয়ারি 2023) যে, বিষয়টি বেসরকারি অপারেটরের সাথে আলোচনা করা হবে।

4.7.7 পৌরসভার কঠিন বর্জ্যের অস্থায়ী মজুতের জন্য খোলা ভ্যাটের ব্যবস্থা

এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী 2016-এর ধারা 15(o) অনুসারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে রাস্তার ঝাড়ু ও পলির অস্থায়ী জমার জন্য আচ্ছাদিত অপ্রধান মজুত সুবিধা স্থাপন করতে হবে যে ক্ষেত্রে এই ধরনের বর্জ্য সরাসরি যানবাহনে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এভাবে সংগৃহীত বর্জ্য নিয়মিতভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে।

যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় সমস্ত 26টি নির্বাচিত ইউ এল বি-তে এটি লক্ষ্য করা গেছে যে পচনশীল ও অ-পচনশীল বর্জ্য সহ পৌর কঠিন বর্জ্যের অস্থায়ী সঞ্চয় করার জন্য খোলা ভ্যাট ব্যবস্থা এখনও কার্যকর অছে। প্রায় সব খোলা ভ্যাটে মিশ্র কঠিন বর্জ্য দৈনিক ভিত্তিতে জমা হচ্ছে।

এস ইউ ডি এ জানায় (জানুয়ারি 2023) যে, ইউ এল বি গুলিকে এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, 2016 অনুসারে শহরকে খোলা ভ্যাট মুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

চিত্র 4.1 এবং 4.2: আসানসোল পৌর নিগম-এ কঠিন বর্জ্যের জন্য খোলা ভ্যাট ব্যবস্থা

চিত্র 4.3: কলকাতা পৌর নিগমে খোলা ভ্যাট

চিত্র 4.4: বালুরঘাট পৌরসভায় খোলা ভ্যাট

সুপারিশ 5 :

সরকারকে এম এস ডব্লিউ এম ম্যনুয়াল, 2016 অনুসারে বর্জ্যের কার্যকর ব্যবস্থাপনার জন্য উৎপন্ন কঠিন বর্জ্যের পরিমাণের যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে। ইউ এল বি গুলিকে উৎপত্তি স্থলে বর্জ্যের সর্বাধিক পৃথকীকরণ কঠোরভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

4.8 বর্জ্য সংগ্রহ ও স্থানান্তরণ

4.8.1 কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ ও স্থানান্তরণ

এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী 2016-এর নিয়ম 15(b) অনুসারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য হল সকল গৃহস্থালী যেমন বস্তি ও অন্যান্য বসতি, বাণিজ্যিক, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য অগৃহস্থালী থেকে পৃথকীকৃত কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ করা। বহুতল ভবন, বৃহৎ বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স, মল, হাউজিং কমপ্লেক্স ইত্যাদির ক্ষেত্রে, পৃথকীকৃত কঠিন বর্জ্য প্রবেশদ্বার থেকে বা অন্য কোনও নির্দিষ্ট স্থান থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

2017-18 থেকে 2021-22 অর্থবর্ষের মধ্যে রাজ্যে উৎপন্ন এবং সংগৃহীত বর্জ্যের পরিমাণ **সারণী 4.6**-এ দেখানো হল:

সারণী 4.6 : বর্জ্য উৎপাদন এবং সংগ্রহে ফারাক

অর্থবর্ষ	উৎপাদিত	সংগৃহীত	ফারাক (%)
	(টি পি ডি-তে)		
2017-18	14,000	11,900	2,100 (15%)
2018-19	14,613	13,065	1,548.67 (10.60%)
2019-20	13,980	12,062	1,918 (13.72%)
2020-21	13,709	13,356	353 (2.57%)
2021-22	13,709	13,687	22 (0.16%)

(উৎস: এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, 2016-এর উপর ডব্লিউ বি পি সি বি-এর বার্ষিক প্রতিবেদন)

এটি দেখা যায় নিষ্কাশিত এম এস ডব্লিউ এবং সংগ্রহের ব্যবধান, 2017-18 অর্থবর্ষে 15 শতাংশ থেকে কমে 2021-22 অর্থবর্ষে 0.16 শতাংশে নেমে এসেছে। নির্বাচিত 26টি ইউ এল বি-র দেওয়া তথ্য থেকে দেখা যায় যে, 761টির মধ্যে 116টি ওয়ার্ডে (15.24 শতাংশ) দুয়ারে কঠিন বর্জ্য সংগ্রহের কাজ মার্চ 2022 পর্যন্ত সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। হরিনঘাটা পৌরসভায়, 17টি ওয়ার্ডের কোনোটিতেই দুয়ারে বর্জ্য সংগ্রহ শুরু হয়নি। এছাড়াও 12টি ইউ এল বি-তে[370] গৃহস্থালি থেকে কঠিন বর্জ্য সংগ্রহের জন্য ট্রাইসাইকেল ভ্যানের 71.33 শতাংশের ঘাটতি ছিল যা বর্জ্য সংগ্রহ ব্যবস্থার অদক্ষতা নির্দেশ করে।

নির্বাচিত 26টি ইউ এল বি-র প্রত্যেকটিতে যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় দেখা যায় যে পৌরসভার কঠিন বর্জ্যগুলি রাস্তার ধারে, খালের পাড়ে, ড্রেন ইত্যাদিতে ফেলা হয়েছে যা অদক্ষ বর্জ্য সংগ্রহের ইঙ্গিত দেয়। এইভাবে, রাজ্যে উৎপন্ন এম এস ডব্লিউ-এর প্রায় 100 শতাংশ বর্জ্য সংগ্রহের দাবি সঠিক প্রমাণের ভিত্তিতে ছিল না।

[370] *আসানসোল এম সি, বৈদ্যবাটি, বালুরঘাট, বজ বজ, এগরা, হরিণঘাটা, কামারহাটি, কান্দি, কলকাতা এম সি, পাঁশকুড়া, রামপুরহাট এবং টিটাগড়।*

চিত্র 4.5: পুরানো মালদা পৌরসভায়, রাস্তার ধারে কঠিন বর্জ্য পড়ে আছে

চিত্র 4.6: এগরা পৌরসভায় একটি জলাশয়ে কঠিন বর্জ্য ফেলা হচ্ছে

চিত্র 4.7: দারেকেশ্বর নদীর কাছে আরামবাগ ডাম্পিং গ্রাউন্ড

4.8.2 মিশ্র কঠিন বর্জ্য স্থানান্তরণের জন্য কম্প্যাক্টর

কম্প্যাক্টরগুলি বর্জ্য সংকোচন করে যাতে প্রতি ট্রিপে আরও বেশি বর্জ্য বহন করা যায় এবং স্থানান্তরণ খরচ কমানো যায়। অপৃথকীকৃত এম এস ডব্লিউ যার মধ্যে রয়েছে ব্যাটারি, কাচের টুকরো ইত্যাদির মতো গার্হস্থ্য বিপজ্জনক বর্জ্য এবং এই সমস্ত বিষাক্ত বর্জ্য কম্প্যাক্টরে সংকোচনের ফলে তার থেকে এম এস ডব্লিউ দূষিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। অতএব, এই ধরনের বর্জ্য নাড়াচাড়া করা শুধুমাত্র ঝুঁকিপূর্ণ হবে না পণ্যের গুণমানেও বিরূপ প্রভাব পড়বে। কম্প্যাক্টরগুলির ব্যবহারও এম এস ডব্লিউ এম ম্যানুয়াল, 2016 (পার্ট-II)-এর ধারা 3.2.2-এ উল্লিখিত বায়বীয় কম্পোস্টিং[371] নীতি বিরোধী।

উপরোক্ত ত্রুটি থাকা স্বত্তেও জানুয়ারি 2016 থেকে সেপ্টেম্বর 2018-এর মধ্যে এস ইউ ডি এ, কে এম ডি এ এবং জলপাইগুড়ি পৌরসভা দ্বারা 94.76 কোটি টাকা ব্যয়ে 218টি চলমান কম্প্যাক্টর

[371] *বাতাসের উপস্থিতিতে কঠিন বর্জ্যকে স্থিতিশীল করার জৈবিক পক্রিয়া।*

কেনা হয়েছিল। এছাড়াও ডিসেম্বর 2015 থেকে মার্চ 2018-এর মধ্যে এস ইউ ডি এ এবং কে এম ডি এ দ্বারা 13.16 কোটি টাকা ব্যয়ে 23টি স্টেশনারি কম্প্যাক্টর কেনা হয়েছিল। এই সমস্ত সংগ্রহ করা কম্প্যাক্টরগুলি বিভিন্ন ইউ এল বি-তে বিতরণ করা হয়েছিল।

উৎসস্থল থেকে বর্জ্য পৃথকীকরণে ঘাটতি, ডাম্পিং গ্রাউন্ডে মিশ্র বর্জ্য সংকোচন এবং স্থানান্তরনের জন্য এই কম্প্যাক্টরগুলির ব্যবহার জৈব বর্জ্যের বায়বীয় কম্পোস্টিংয়ের জন্য অনুকূল ছিল না কারণ এগুলি বাতাসে সরাসরি মিশতে বাধা পায়।

বিষয়টি দপ্তরকে জানানো হয়েছে (ডিসেম্বর 2023), যদিও উত্তর পাওয়া যায়নি (জানুয়ারি 2024)।

4.8.3 এস ডব্লিউ এম গড়ির ব্যবহার

নির্বাচিত 26টি ইউ এল বি-এর মধ্যে 10টিতে[372] লক্ষ্য করা গেছে যে মার্চ 2016 থেকে জুলাই 2021-এর মধ্যে কেনা 29টি এস ডব্লিউ এম গাড়ি[373] যার মূল্য 5.45 কোটি টাকা বিভিন্ন কারনে ব্যবহৃত হয়নি, যেমন (i) শুরু না হওয়া এস ডব্লিউ এম কার্যক্রম, ডাম্পিং গ্রাউন্ডের অনুপস্থিতি (ii) ডাম্পারে বর্জ্য লোড করার জন্য জে সি বি-এর অনুপস্থিতি (iii) পাহাড়ী এলাকা হওয়ায় ব্যবহারের সুযোগের অনুপস্থিতি এবং (iv) ভূ-সংস্থানগত সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি। যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শন সত্যটিকে সমর্থন করেছে যে এই গাড়িগুলিকে হয় একেবারেই ব্যবহার করা হয়নি বা তাদের প্রাথমিক চালু হওয়ার পরে খুব কমই ব্যবহার করা হয়েছিল, এবং এক বছর থেকে চার বছর সময় ধরে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়েছিল, ভবিষ্যতে সেগুলি অব্যবহারযোগ্য হওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়। নির্বাচিত সমস্ত ইউ এল বি-তে পৌরসভার কঠিন বর্জ্য রাস্তার ধারে, খালের পাড়ে, ড্রেন ইত্যাদিতে পড়ে রয়েছে যা অদক্ষ বর্জ্য সংগ্রহের ইঙ্গিত দেয়।

চিত্র 4.8: টিটাগড় পৌরসভায় একটি চলমান কম্প্যাক্টর নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়ে আছে

চিত্র 4.9: কার্সিয়াং পৌরসভায় হাইড্রোলিক ট্রিপার নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়ে আছে

এস ইউ ডি এ জানায় (জানুয়ারি 2023) যে, প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করার পরে যানবাহনগুলির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে বিভিন্ন ইউ এল বি-গুলিতে পুনরায় বিতরণ করা হবে।

সুপারিশ :

6. ***সরকারকে, প্রাথমিক পর্যায়ে বর্জ্যের পৃথকীকরণে জোর দিতে হবে এবং পৃথকীকৃত বর্জ্য সংগ্রহ, স্থানান্তরণ এবং নিষ্পত্তির জন্য একটি কার্যকরী ব্যবস্থা চালু করতে হবে।***
7. ***বাস্তব সম্মতভাবে মূল্যায়ন করার পর এস ডব্লিউ এম গাড়িগুলি ক্রয় করতে হবে। ইতিমধ্যে ক্রয় করা গাড়িগুলিকে লাভজনক ভাবে ব্যবহার করতে হবে।***

[372] *বীরনগর, চন্দ্রকোনা, হলদিয়া, হরিণঘাটা, জঙ্গিপুর, কামারহাটি, কার্সিয়াং, পুরোনো মালদা, পাঁশকুড়া এবং টিটাগড়।*
[373] *চলমান কমপ্যাক্টর, ডাম্পার, টিপার ইত্যাদি।*

4.9 পৌর এলাকার কঠিন বর্জ্যের প্রক্রিয়াকরণ

এম এস ডব্লিউ এম ম্যানুয়াল, 2016 (পার্ট-I)-এর ধারা 4.1 অনুসারে, এম এস ডব্লিউ প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তির নির্বাচন এবং গ্রহন সংজ্ঞায়িত নির্বাচনের মানদন্ডের উপর ভিত্তি করে হতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ইউ এল বি-এর বিদ্যমান অবস্থার কথা মাথায় রেখে এটির একটি বিশদ যথাযথ অধ্যাবসায়ের বিষয়ও হওয়া উচিত যা প্রযুক্তির যথার্থতা নিশ্চিত করে। পৃথকীকৃত বর্জ্যের পরিশোধন এবং প্রক্রিয়াকরণ শুধুমাত্র খরচ কমায় না তবে প্রক্রিয়াটির দক্ষতাও বাড়ায়। ইউ এল বি গুলির জন্য উপলব্ধ বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তিগুলি হল কম্পোস্টিং[374], বর্জ্য থেকে শক্তি[375], জৈব মিথেনেশন[376] ইত্যাদি। এম এস ডব্লিউ-এর পৃথকীকরণের উদ্দেশ্যগুলি তখনই পূরণ হতে পারে যখন পৃথকীকৃত বর্জ্যের পরিশোধন/প্রক্রিয়াকরণের সুবিধা উপলব্ধ থাকে।

4.9.1 পশ্চিমবঙ্গ বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের বিবৃতি

2017-18 থেকে 2021-22 অর্থবর্ষে রাজ্যের 125টি ইউ এল বি-তে সংগৃহীত এবং প্রক্রিয়াজাত বর্জ্যের বিবৃতি **সারণী 4.7**-এ দেওয়া হল:

সারণী 4.7: রাজ্য স্তরে প্রক্রিয়াকৃত বর্জ্যের বিবৃতি

(টি পি ডি-তে)

অর্থবর্ষ	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
সংগৃহীত এম এস ডব্লিউ	11,900	13,064.63	12,062	13,356	13,687
প্রক্রিয়াজাত	830	916	916	667.6	3,047
শতাংশ	6.97	7.01	7.59	5.00	22.26

(উৎস : এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, 2016-এর উপর ডব্লিউ বি পি সি বি-এর বার্ষিক প্রতিবেদন)

এই সারণী থেকে দেখা যায় যে 2017-21 সময়কালে রাজ্যের পাঁচটি ইউ এল বি-তে সংগৃহীত বর্জ্যের গড়ে 6.61 শতাংশের প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছিল। বাকি 120টি ইউ এল বি-তে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের কোন সুবিধা ছিল না এবং প্রক্রিয়াকরণ ছাড়াই বর্জ্য ডাম্পিং সাইটে জমা করা হয়েছিল। অন্তর্বর্তীকালীন প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটে[377] সূচনা এবং বিদ্যমান বর্জ্য প্রক্রিয়াকণ সুবিধা বৃদ্ধির কারণে 2021-22 আর্থিক বর্ষে তা বেড়ে 22.26 শতাংশ হয়েছে।

20টি নির্বাচিত ইউ এল বি/ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে প্রতিদিন সংগৃহীত কঠিন বর্জ্যের গড় পরিমাণ 1,235.189 মেট্রিক টন যা বিভিন্ন ডাম্পসাইটে, 2017-18 থেকে 2021-22 অর্থবর্ষে কোনও প্রকার পরিশোধন বা প্রক্রিয়াকরণ ছাড়াই ডাম্প করা হয়েছিল। অবশিষ্ট ছয়টি[378] ইউ এল বি-তে সংগৃহীত গড় বর্জ্যের মাত্র 13.76 শতাংশ প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে। নির্বাচিত ইউ এল বি গুলিতে পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাবে প্রক্রিয়াকরণের হার কম ছিল যা পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে আলোচনা করা হল।

এস ইউ ডি এ মেনে নেয় (জানুয়ারি 2023) যে রাজ্যে কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কম শতাংশ হারে ছিল এবং পরিস্থিতি উন্নতির আশ্বাস দেয়।

---

374 *‘কম্পোস্টিং’ হল একটি বায়বীয় প্রক্রিয়া যেখানো বর্জ্যে উপস্থিত জৈব পদার্থগুলি অনুজীব, সাধারনত ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাক দ্বারা ভেঙে যায়।*

375 *‘বর্জ্য থেকে শক্তি’ হল বর্জ্য শোধন থেকে বিদ্যুৎ এবং/অথবা তাপ আকারে শক্তি উৎপন্ন করার প্রক্রিয়া।*

376 *‘বায়ো মিথেনশন’ হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জৈব উপাদানগুলিকে মাইক্রোবায়োলজিক্যালি বায়োগ্যাসে রূপান্তরিত করা হয়।*

377 *অর্ন্তবর্তীকালীন প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটগুলিহল অস্থায়ী কাঠামো, বিদ্যমান ডাম্পিং গ্রাউন্ডে, কম খরচে ভিজে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরনের জন্য স্থপন করা হয়।*

378 *বৈদ্যবাটি, হলদিয়া, বনগাঁ, আরামবাগ, শিলিগুড়ি এম সি এবং কলকাতা এম সি।*

ঘটনার মূল্যায়ন: কলকাতা পৌর নিগম (কে এম সি)

2017-18 থেকে 2021-22 অর্থবর্ষে কে এম সি এলাকা থেকে প্রায় 4,500 টি পি ডি কঠিন বর্জ্য[379] সংগ্রহ করা হয়েছিল, যেখানে 4,590 টি পি ডি তৈরি হয়েছিল। সংগৃহীত কঠিন বর্জ্যে পচনশীল ভেজা বর্জ্য (2,500 টি পি ডি), শুকনো বর্জ্য (1,200 টি পি ডি) এবং সি এন্ড ডি বর্জ্য (800 টি পি ডি) ছিল। এটি লক্ষ্য করা গেছে যে সংগ্রহ করা ভেজা বর্জ্যের 500টি পি ডি, ধাপা কম্পোস্ট প্ল্যান্টে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে (2010 সাল থেকে চালু আছে)। এছাড়াও, 0.90 টি পি ডি বর্জ্য পাঁচটি জৈব বর্জ্য কম্পোস্টারে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে এবং 5 টি পি ডি বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে একটি বায়ো সি এন জি প্ল্যান্টে, ধাপাতে (সেপ্টেম্বর 2022 সালে উদ্বোধন করা হয়েছে) এবং 2 টি পি ডি বর্জ্য ধাপা প্লাস্টিক প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও 17 টি পি ডি শুষ্ক বর্জ্য পৃথকীকরণ করা হয়েছে এবং পুনরুদ্ধার চেইনে[380] ধাপায় চ্যানেলাইজ করা হয়েছে। এইভাবে, মোট 524.90 টি পি ডি বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে ধাপায়। অবশিষ্ট 3,975.10 টি পি ডি বর্জ্য ধাপা এবং গার্ডেনরিচ ডাম্পসাইটগুলিতে ডাম্প করা হয়েছে। সংগৃহীত 'পৌরসভার কঠিন বর্জ্য পুনরুদ্ধারের[60]পরিমাণ'-এর জন্য পরিষেবা স্তরের মানদন্ড মোট সংগৃহীত বর্জ্যের 80 শতাংশ হিসাবে নির্ধারিত ছিল। কে এম সি শুধুমাত্র 11.66 শতাংশ অর্জন করতে পেরেছিল যা মানদন্ডের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে নিচে ছিল।

4.9.2 নতুন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং উপাদান পুনরুদ্ধারের সুবিধা

এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, 2016-এর ধারা 22 (ক্রমিক সংখ্যা 8) অনুসারে বিজ্ঞপ্তির (এপ্রিল 2016) তারিখ থেকে তিন বছরের মধ্যে, স্থানীয় সংস্থাগুলি কঠিন বর্জ্য পক্রিয়াকরণের সুবিধা পাবে।

এস ইউ ডি এ ''কম্পোস্টিং এবং/ অথবা বায়ো-মিথেনেশন প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে পৌরসভার ভেজা বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ সুবিধার নকশা তৈরি, অর্থায়ন, পরিচালনা এবং স্থানান্তর, আধা-স্বয়ংক্রিয় উপাদান পুনরুদ্ধারের সুবিধা স্থাপন করা, পশ্চিমবঙ্গের 46টি পৌরসভার জন্য স্বচ্ছ ভারত মিশন-নগর অধীনে 10 বছরের জন্য পুনর্ব্যবহারযোগ্য অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ সহ শুকনো বর্জ্য এবং স্যানিটারি ল্যান্ডফিল নির্মাণ (প্রয়োজনীয় আকার অনুযায়ী)" পাঁচটি সংস্থাকে[382] 46টি কাজ (***পরিশিষ্ট 31***-এ দেখানো হয়েছে) প্রদান করেছে (মার্চ 2022) ছয় মাস থেকে এক বছরের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য। 2022 সালের নভেম্বর পর্যন্ত 46টি কাজই চলমান ছিল। এইভাবে, এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলীর বিজ্ঞপ্তির ছয় বছর পর কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ সুবিধা-নির্মাণের কাজ হাতে নেয়। নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটগুলি জৈব-খনন এবং জৈব-প্রতিকারের[383] মাধ্যমে জমাকৃত বর্জ্য ডাম্পসাইটগুলির পুনরুদ্ধার করা জমিতে নির্মাণ করা হবে। যাইহোক, লিগ্যাসি ডাম্পসাইটগুলির জৈব-খনন এবং জৈব-প্রতিকার সম্পূর্ণ না হওয়ার কারণে (***অনুচ্ছেদ 4.9.5***-এ

---

[379] *পচনশীল ভেজা বর্জ্য (2,500 টি পি ডি), শুকনো বর্জ্য (1,200 টি পি ডি), এবং সি এন্ড ডি (800 টি পি ডি) নিয়ে গঠিত।*

[380] *রাগ-পিকার, বর্জ্য পুনর্ব্যবহারকারী ইত্যাদির অনানুষ্ঠানিক ব্যবস্থা, যারা পুনর্ব্যবহার করার জন্য বর্জ্য থেকে দরকারী উপাদান সংগ্রহ করে।*

[381] *এটি সংগৃহীত বর্জ্যের পরিমানের একটি ইঙ্গিত, যা হয় পুর্নব্যবহৃত বা প্রক্রিয়াজাত করা হয়, সংগৃহীত বর্জ্যের শতাংশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশ করা হয়।*

[382] *ইস্টার অর্গানিক ফার্টিলাইজার প্রাঃ লিমিটেড, ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ফার্মার্স প্রকিউরমেন্ট প্রসেসিং অ্যান্ড রিটেইলিং কো-অপারেটিভ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, পরশমনি অর্গানিক অ্যান্ড এগ্রি প্রোডাক্টস প্রাঃ লিমিটেড, সিমোকো টেলিকমিউনিকেশনস লিমিটেড এবং টাইড টেকনোক্র্যাটস প্রাঃ লিমিটেড।*

[383] *জৈব-খনন এবং জৈব-প্রতিকার বলতে পুরানো মজুত করা বর্জ্য খনন করা এবং পরবর্তী বর্জ্যের জন্য বাতায়ন তৈরি করা, তারপরে প্রক্রিয়ার জৈব-মিমাংসার ব্যবহার সহ বায়ুতে বর্জ্যের সংস্পর্শের মাধ্যমে বর্জ্যকে স্থিতিশীল করা।*

উল্লিখিত) নতুন বর্জ্যের জন্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট নির্মাণের কাজ বিলম্বিত হয় এবং (নভেম্বর 2022 পর্যন্ত) তিন বছরের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করা যায়নি।

এইভাবে, নতুন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ সুবিধা স্থাপনে বিলম্বের কারণে, অপরিশোধিত বর্জ্য ল্যান্ডফিল বা রাস্তার ধারে/নদীর তীরে ফেলা হয় যারফলে পরিবেশের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

4.9.3 অন্তর্বর্তীকালীন কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট (সি পি ইউ) স্থাপন

এস ইউ ডি এ সমস্ত ইউ এল বি-কে অনুরোধ করেছে (আগষ্ট/সেপ্টেম্বর 2021) যে উৎসস্থলে বর্জ্যের পৃথকীকরণ শুরু করার জন্য এর সংগ্রহ ও স্থানান্তরণের সাথে প্রতিটি ইউ এল বি-কে কমপক্ষে দুটি ওয়ার্ডে আলাদাভাবে বিদ্যমান ডাম্পিং গ্রাউন্ডে বর্জ্যের নিষ্পত্তি করতে হবে এবং এর জন্য দরকার (i) দুটি পৃথক অস্থায়ী চেম্বার প্রস্তুত করা (ii) কম খরচের মাধ্যমে ভেজা বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং (iii) একটি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিক্রেতাদের কাছে শুকনো বর্জ্য বিক্রি করা।

এছাড়াও, ইউ এল বি গুলির জন্য দপ্তর একটি বিশেষ প্রচেষ্টা (এপ্রিল 2022) শুরু করে যাতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পৌরসভার কঠিন বর্জ্যের নিয়ন্ত্রন সুনিশ্চিত করা যায় যেমন (ক) উৎসস্থলেই বর্জ্যের পৃথকীকরণ, (খ) পৃথকীকৃত বর্জ্যের সংগ্রহ ও স্থানান্তরণ (গ) জুন 2022-এর মধ্যে ধাপে ধাপে পৃথকীকরণ উপায়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নতুন বর্জ্যের প্রক্রিয়াকরণ।

নির্বাচিত 22টি[384] ইউ এল বি-র 31টি ডাম্পিং গ্রাউন্ডে যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় লক্ষ্য করা হয় যে, এম এস ডব্লিউ প্রক্রিয়াকরণের জন্য অস্থায়ী পরিকাঠামো নির্মানের কাজ অন্তবর্তীকালীন সি পি ইউ দ্বারা পৃথকীকরণ প্ল্যাটফর্ম তৈরি সেইসাথে পৃথক চেম্বার তৈরির কাজ মাত্র আটটি[385] ইউ এল বি-র ডাম্পিং গ্রাউন্ডে শুরু হয়েছে। এই আটটি ইউ এল বি-র মধ্যে মাত্র ছয়টিতে[386] অন্তর্বর্তীকালীন সি পি ইউ কাজ ও শেষ করেছে এবং মাত্র চারটি[387] সি পি ইউ কার্যকর হয়েছে (নভেম্বর 2022)।

চিত্র 4.10 এবং 4.11 : বজবজ মিউনিসিপ্যালিটিতে কার্যকরী অন্তবর্তী সি পি ইউ

384 *বৈদ্যবাটি পৌরসভা এবং হলদিয়া পৌরসভা বাদে, যেখানে স্যানিটারি ল্যান্ড ভরাট করা হয়েছে; হরিনঘাটা পৌরসভা এবং এন কে ডি এ-র কোনো ডাম্প সাইট নেই।*

385 *আরামবাগ পৌরসভা, বজ বজ পৌরসভা, বালুরঘাট পৌরসভা, বনগাঁ পৌরসভা, কামারহাটি পৌরসভা, রামপুরহাট পৌরসভা, শিলিগুড়ি এম সি এবং টিটাগড় পৌরসভা।*

386 *রামপুরহাট পৌরসভা এবং টিটাগড় পৌরসভা ছাড়া।*

387 *আরামবাগ পৌরসভা, বনগাঁ পৌরসভা, বজ বজ পৌরসভা এবং শিলিগুড়ি এম সি।*

4.9.4 নৈহাটি পৌরসভার জন্য কম্পোস্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ

কে এম ডি এ নৈহাটি পৌরসভায় 10.00 কোটি টাকা দরপত্র মূল্যে খরচে, এস বি এম-ইউ-এর অধীনে, একটি কম্পোস্ট প্ল্যান্টের নকশা নির্মাণের কাজ একটি সংস্থা[388]-কে প্রদান করেছে (অক্টোবর 2017) 12 মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ করার জন্য।

নথির সমীক্ষায় প্রকাশ পায় যে জলাভূমির একটি অংশে কম্পোস্ট প্ল্যান্ট তৈরি করা হচ্ছে, যেখানে একটি স্যানিটারি ল্যান্ড ফিল (এস এল এফ[389]) নির্মাণের প্রস্তাব ছিল। যেহেতু জমিটি একটি কম্পোস্ট প্ল্যান্ট নির্মাণের জন্য উপযুক্ত ছিল না। মে 2018-এ অন্য একটি সংস্থাকে [390] নিযুক্ত করতে হয়েছিল, জমি উন্নয়নের জন্য, 1.33 কোটি টাকা দরপত্র মূল্যে চার মাসের মধ্যে শেষ করার জন্য যার কারনে নির্মাণ কাজ নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করা যায়নি (অক্টোবর 2018)। নৈহাটি পৌরসভা বা কে এম ডি এ প্রকল্পটি শুরু করার আগে জমির উপযুক্ততা মূল্যায়ন করেনি।

ডিসেম্বর 2018-এ, দপ্তর জোর দেয় যে এস ডব্লিউ এম প্রকল্পগুলি ক্লাস্টার ভিত্তিতে করা হবে স্বতন্ত্র সুবিধার জায়গায় এবং রাজ্যের সমস্ত স্বতন্ত্র জৈব-গ্যাস প্ল্যান্ট এবং কম্পোস্ট প্ল্যান্টের নির্মাণ আটকে রাখবে। কে এম ডি এ তদনুসারে (জানুয়ারি 2019)-এ সংস্থাকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কম্পোস্ট প্ল্যান্টের চলমান কাজ আটকে রাখার অনুরোধ করে।

এপ্রিল 2019-এ, দপ্তরের সম্মতি পাওয়ার পরে, কে এম ডি-এ কম্পোস্ট প্ল্যান্টের কাজ পুনরায় শুরু করার জন্য সংস্থাকে অনুরোধ করে। সংস্থাটি কাজটি পুনরায় শুরু করে যা 2020 সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলে। কোভিড মহামারীর জন্য লকডাউনের কারণে কাজটি অবশ্য তারপর কার্যকর হয়নি। ঠিকাদারকে 2.60 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে (সেপ্টেম্বর 2021) শুধুমাত্র 26 শতাংশ কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার ভিত্তিতে। উপরন্তু, ভূমি উন্নয়ন এবং একটি সীমানা প্রাচীর নির্মাণের জন্য 1.61 কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ও করা হয়েছে। কে এম ডি এ অবশেষে সম্পূর্নরূপে কাজ বন্ধ (ফেব্রুয়ারি 2021) করে দেয় এবং একটি নতুন এন আই টি[391] জারি করা হয়েছিল (ফেব্রুয়ারি 2021), একটি নতুন ভেজা বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ সুবিধার জন্য (ডিজাইন, নির্মাণ, অর্থায়ন, পরিচালনা এবং স্থানান্তর, পাশাপাশি 10 বছরের জন্য এটির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ), নৈহাটি পৌরসভার জন্য। নতুন এন আই টি-তে (ফেব্রুয়ারি 2021) 4.21 কোটি টাকা ব্যয়ে ইতিমধ্যে সম্পন্ন হওয়া কাজের ব্যবহারের বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি।

এইভাবে, 4.21 কোটি টাকা বিনিয়োগ সত্ত্বেও, নৈহাটি পৌরসভার জন্য কম্পোস্ট প্ল্যান্টটি সম্পূর্ণ করা যায়নি, প্রকল্পের জন্য জমির অনুপযুক্ততা ঠিকাদারের কাজের ধীরগতি, কোভিড মহামারীর জন্য লকডাউন ইত্যাদির কারণে।

এস ইউ ডি এ জানায় (জানুয়ারি 2023) যে কম্পোস্ট প্ল্যান্টের আংশিকভাবে নির্মিত পরিকাঠামো পুনর্ব্যবহারের বিষয়টি দেখা হবে।

4.9.5 জমাকৃত বর্জ্যের জৈব প্রতিকার

এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, 2016-এর ধারা 22 অনুসারে পুরানো এবং পরিত্যক্ত ডাম্পসাইটগুলির জৈব প্রতিকার বা ক্যাপিংয়ের কাজ এস ডব্লিউ এম নিয়ম, 2016-এর প্রয়োগের (এপ্রিল 2016) পাঁচ বছরের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। কার্যালয়ের আদেশ সংখ্যা 519/2019, মাননীয় এন জি টি নির্দেশ দিয়েছে (জুলাই 2019) রাজ্য /কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সমস্ত মুখ্য সচিবকে

[388] *মেসার্স এস জি কনস্ট্রাকশন।*

[389] *এটি হল দূষণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা সহ পরিকল্পিত অবশিষ্ট কঠিন বর্জ্য এবং নিস্ক্রিয় বর্জ্যের চূড়ান্ত এবং নিরাপদ নিষ্পত্তির জন্য একটি জায়গা।*

[390] *একই সংস্থা অর্থাৎ মেসার্স এস জি কনস্ট্রাকশন, দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছে।*

[391] *সিমোকো টেলিকমিউনিকেশন (দক্ষিণ এশিয়া) লিমিটেড এবং মেসার্স এনভায়রন সলিউশন।*

01.11.2019 থেকে জমাকৃত বর্জ্য ডাম্পসাইটগুলির প্রতিকার শুরু করা এবং প্রতিকারের কাজ শেষ করা নিশ্চিত করতে হবে ছয় মাসের মধ্যে এবং কোনও ক্ষেত্রেই তা এক বছরের বেশি (অর্থাৎ অক্টোবর 2020-এর মধ্যে) হবে না।

রাজ্যে 112টি ইউ এল বি-তে 123টি ডাম্পসাইট ছিল যেখানে 838.09 একর জমিতে 123.87 লক্ষ মেট্রিক টন সমষ্টিগত বর্জ্য[392] ছিল। 78টি ইউ এল বি-তে 90টি ডাম্পসাইটে জৈব-প্রতিকারের কাজ নেওয়া হয়েছিল, যারমধ্যে 20.74 লক্ষ মেট্রিক টন (মোট জমাকৃত বর্জ্যের 16.74 শতাংশ) প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে, সেপ্টেম্বর 2022 পর্যন্ত, যদিও বিধিবদ্ধ সময়সীমা জৈব-প্রতিকার সম্পূর্ণ করার জন্য এপ্রিল 2021-এ শেষ হয়েছিল। এস ইউ ডি এ জানায় ছয়টি ইউ এল বি-র ছয়টি[393] ডাম্পসাইট-এ 1.05 লক্ষ মেট্রিক টন জমাকৃত বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে জৈব-খনন[394] করা হয়েছিল এবং 28.82 একর জমি পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে জমাকৃত বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং জমি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে বিলম্ব নতুন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ সুবিধা স্থাপনের অগ্রগতিকে বাধাপ্রাপ্ত করেছে যেমনটি ***অনুচ্ছেদ 4.9.2***-এ আলোচনা করা হয়েছে।

জানুয়ারি 2021-এ সি পি সি বি ডব্লিউ বি পি সি বি-কে নির্দেশ দেয় যে জমাকৃত বর্জ্য ডাম্পসাইটগুলিতে কোনও নতুন বর্জ্য ফেলা যাবে না। সি পি সি বি স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে নতুন কঠিন বর্জ্যের যথাযথ ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেয়। 31টি ডাম্পসাইটে যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় নির্বাচিত 22টি[395] ইউ এল বি-তে দেখা গেছে যে 29টি ডাম্পসাইট নতুন বর্জ্য ফেলা হচ্ছে। জমাকৃত বর্জ্যের উপর নতুন বর্জ্যের অনিয়ন্ত্রিত সংযোজন, জমাকৃত বর্জ্যের জৈব-খননের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে এবং নতুন বর্জ্যের জন্য বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ সুবিধা তৈরিতে বিলম্বের দিকে পরিচালিত করে, যেমনটি ***অনুচ্ছেদ 4.9.2***-এ আলোচনা করা হয়েছে।

এস ইউ ডি এ মেনে নেয় (জানুয়ারি 2023) যে জমাকৃত বর্জ্যের জৈব-প্রতিকারে বিলম্ব এবং জমাকৃত বর্জ্যের উপর নতুন বর্জ্যের অবারিত মজুত হচ্ছে।

চিত্র 4.12: টিটাগড় পৌরসভার ডাম্পসাইটে জমাকৃত বর্জ্য

চিত্র 4.13: কে এম সি-র গার্ডেনরিচ ডাম্পসাইটে জমাকৃত বর্জ্যের উপর নতুন বর্জ্য ফেলা হয়েছে।

[392] *যে কোনো অনুর্বর জমি বা উৎসর্গীকৃত ল্যান্ডফিলে বছরের পর বছর ধরে সংগৃহীত বর্জ্যকে জমাকৃত বর্জ্য বলে।*

[393] *খড়গপুর পৌরসভার-4 একর, ঘাটাল পৌরসভার-2.5 একর, খীরপাই পৌরসভার-2 একর, জঙ্গিপুর পৌরসভার-0.33 একর, জয়নগর-মজিলপুর পৌরসভার-4.00 একর এবং কৃষ্ণনগর পৌরসভার-15.99 একর।*

[394] *জৈব খনন হল খনন, পরিশোধন, পৃথকীকরণ এবং পুরানো পৌরসভার কঠিন বর্জ্যের লাভজনক ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া, ডাম্পাসাইটে পড়ে থাকে, সাধারনত জমাকৃত বর্জ্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়।*

[395] *হলদিয়া এবং বৈদ্যবাটি পৌরসভার দুটি এস এল এফ রয়েছে; এবং হরিণঘাটা পৌরসভা এবং এন কে ডি এ-তে ডাম্পসাইট নেই।*

4.9.6 নির্মাণ এবং ধ্বংসজাত বর্জ্যের প্রক্রিয়াকরণ

জি ও আই 2016 সালের মার্চ মাসে নির্মাণ ও ধ্বংসজাত (সি এন্ড ডি) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়মাবলী 2016-তে বিজ্ঞাপিত করে। সি এন্ড ডি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়মাবলী, 2016-এর ধারা 3(c) অনুসারে, সি এন্ড ডি বর্জ্য বলতে ইমারতি উপকরণ, নির্মাণের ধ্বংসাবশেষ এবং ধ্বংসস্তুপ বোঝায় যা সিভিল স্ট্রাকচারের নির্মাণ, পুনঃ-মডেলিং, মেরামত এবং ধ্বংস থেকে হয়। সি এন্ড ডি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়মাবলী 2016-এর ধারা 6 (8) অনুসারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (i) তাদের এক্তিয়ারের মধ্যে সি এন্ড ডি বর্জ্য উৎপাদনের খোঁজ রাখা (ii) একটি তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা এবং (iii) বছরে একবার তথ্যভাণ্ডার হালনাগাদ করতে বাধ্য।

রাজ্যে উৎপন্ন সি এন্ড ডি বর্জ্যের পরিমাণের তথ্য ডব্লিউ বি পি সি বি এবং দপ্তরের কাছে উপলব্ধ নেই। নির্বাচিত 26টি ইউ এল বি/ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ডি এ)-এর মধ্যে 25টি ইউ এল বি/ ডি এ-এর কাছে তাদের এলাকায় সি এন্ড টি বর্জ্য উৎপাদনের তথ্য ছিল না, শুধুমাত্র কে এম সি এই ধরনের তথ্য বজায় রেখেছে। কে এম সি দ্বারা প্রদত্ত তথ্য অনুসারে 2017-18 থেকে 2021-22 অর্থবর্ষের মধ্যে কে এম সি এলাকায় প্রায় 800 টি পি ডি, সি এন্ড ডি বর্জ্য তৈরি হয়েছিল। রাজ্যে প্রথম সি এন্ড ডি বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট নির্মাণের জন্য কে এম সি পাথরঘাটায় একটি 500 টি পি ডি, সি এন্ড ডি বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন এবং পরিচালনার জন্য একটি সংস্থাকে একটি কার্যাদেশ[396] জারি করে (জানুয়ারি 2022)। প্ল্যান্টটি কার্যাদেশ পাওয়ার দিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে অর্থাৎ জুলাই 2022-এর মধ্যে চালু হওয়ার কথা ছিল। যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় (ডিসেম্বর 2022), দেখা যায় যে নির্মাণ এবং প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ তখনও চলছে।

চিত্র 4.14 এবং 4.15: পাথরঘাটায় নির্মাণাধীন সি এন্ড ডি বর্জ্য প্রক্রিয়াকরন প্ল্যান্ট

নথির সমীক্ষায় প্রকাশ পায় যে এন কে ডি এ তার এলাকায় উৎপন্ন সি এন্ড ডি বর্জ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করেনি। সি এন্ড ডি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য, এন কে ডি এ (বিল্ডিং) নিয়মাবলী 2009 (সেপ্টেম্বর 2016-এ সংশোধিত), একটি ফি নির্ধারণ করে এন কে ডি এ-কে নির্ধারিত বিন্যাসে অনুরোধ করার সাপেক্ষে নির্মাণ এবং ধ্বংসজাত বর্জ্য নিষ্পত্তির জন্য একটি অর্থপ্রদান পরিষেবা প্রদান করে যেখানে টন প্রতি মালিক/নির্মাতা/ডেভেলপার/আগ্রহী ব্যক্তি দ্বারা মাশুল প্রদেয়। এন কে ডি এ 2017-18 থেকে 2021-22 অর্থবর্ষে সি এন্ড ডি বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন এবং নিষ্পত্তির জন্য ই-টেন্ডারের মাধ্যমে তিনটি বেসরকারি সংস্থাকে নিযুক্ত করেছে। এই নির্বাচিত সংস্থাগুলির মাধ্যমে এন কে ডি এ 2017-18 থেকে 2021-22 অর্থবর্ষে 13,387.04 এম টি, সি এন্ড ডি বর্জ্য নিষ্পত্তি করেছে। কোনোও প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্টের অনুপস্থিতিতে এন কে ডি এ এলাকা থেকে সংগৃহীত সি এন্ড ডি বর্জ্য, নিউ টাউন এলাকায় এবং ধাপা ল্যান্ডফিল সাইটে বিভিন্ন

[396] *10 বছরের জন্য ও এন্ড এম সহ সি এন্ড ডি বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্টের নকশা, স্থাপন এবং সূচনা।*

নিচু বসবাস অযোগ্য জমিতে নিষ্পত্তি করেছে। সি এন্ড ডি বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্টের অনুপস্থিতিতে অন্যান্য ইউ এল বি-তে উৎপন্ন সি এন্ড ডি বর্জ্য এম এস ডব্লিউ-এর সাথে মিশ্রিত হচ্ছিল।

চিত্র 4.16 এবং 4.17: এন কে ডি এ-তে নিচু জমিতে সি এন্ড ডি বর্জ্য মজুত

4.9.7 এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, 2016-এর বিধানগুলি না মানার জন্য এন জি টি-এর পদক্ষেপ

এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, 2016-এর ধারা 22, এস ডব্লিউ এম নিয়ম, 2016 বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরির জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে। নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রম করে গেলেও রাজ্যে এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, 2016-এর মান্যতা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, 2016 বাস্তবায়নের ধীর অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে, এন জি টি জুলাই 2020 থেকে মে 2021 সময়ের জন্য 32.91 কোটি টাকা পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ আরোপ করেছে। এস ইউ ডি এ, এস বি এম তহবিলে প্রাপ্ত সুদের থেকে ডব্লিউ বি পি সি বি/ পরিবেশ বিভাগ/ সি পি সি বি কে 25.62 কোটি টাকা প্রদান করেছে। এস বি এম তহবিলের সুদ থেকে উপরোক্ত পরিবেশগত ব্যয়ের সম্মতি বিভাগ থেকে আদায়কালে এটি নির্ধারিত হয় যে এস ডব্লিউ এম-এর বাজেট তহবিল থেকে তা পূরণ করে দেওয়া হবে যদিও আগষ্ট 2022 পর্যন্ত কোন টাকা পূরণ করা হয়নি। অন্য একটি বিষয়ে খড়্গপুর পৌরসভা ডব্লিউ বি পি সি বি কে নভেম্বর 2020-তে 0.80 কোটি টাকা দিলেও বাকি 6.49 কোটি টাকা দেয়নি (অক্টোবর 2022 পর্যন্ত)। জানতে চাইলেও 6.49 কোটি টাকা না দেওয়ার কোনও কারণ এস ইউ ডি এ জানাতে পারেনি।

কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণে ব্যর্থতার জন্য 1 সেপ্টেম্বর 2022 তারিখের শুনানিতে এন জি টি পশ্চিমবঙ্গের উপর আরও 500 কোটি টাকার পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ আরোপ করে এবং রাজ্য সরকারকে এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দুই মাসের মধ্যে আলাদা রিং-ফেন্সড অ্যাকাউন্টে[397] জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে যা মুখ্য সচিবের নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এই টাকা পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে ব্যবহার করা হবে। যাইহোক এস ইউ ডি এ উপরোক্ত এন জি টি আদেশের সাথে সন্মতি সংক্রান্ত তথ্য (নভেম্বর 2022) প্রদান করেনি। তহবিলের অ-ব্যবহার এবং অপর্যাপ্ত বাজেট প্রদানের কারণে শহুরে এলাকায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, 2016-এ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিলম্ব হয়েছে।

সুপারিশ 8 :

দপ্তরকে জমাকৃত বর্জ্যের জৈব-খনন ও জৈব-প্রতিকার দ্রুত সম্পন্ন করা সহ কঠিন বর্জ্য পক্রিয়াকরনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো স্থাপন করতে হবে।

[397] *একটি রিং ফেন্সড অ্যাকাউন্ট হল একটি পৃথক অ্যাকাউন্ট যা মুখ্য সচিবের নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত হবে এবং পুনরুদ্ধার ব্যবস্থার জন্য ব্যবহার করা হবে।*

4.10 বর্জ্য নিষ্পত্তি

পশ্চিমবঙ্গের ইউ এল বি-এর জন্য কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সক্রান্ত হ্যান্ডবুক (আগষ্ট 2019) অনুসারে, খোলা ল্যান্ডফিলগুলিতে এবং ডাম্পইয়ার্ডগুলি মারাত্মক পরিবেশগত ঝুঁকি তৈরি করে যেমন দূষিত তরল তৈরি, আগুন বা গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন এবং রোগের ভেক্টর যেমন মাছি, ইঁদুর ইত্যাদির মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের বিপত্তি ঘটে। তবে এটি লক্ষ্য করা গেছে যে দপ্তর জনগনের স্বাস্থ্যের উপর বর্জ্যের ক্ষতিকর প্রভাব মুল্যায়ন করেনি।

যে বর্জ্যগুলিকে আর পুনর্ব্যবহার করা/প্রক্রিয়াকরণ করা যায় না, সেগুলিকে ল্যান্ডফিলগুলিতে নিষ্পত্তি করতে হবে যা পরিবেশের উপর বর্জ্যের প্রভাব কমানোর জন্য গঠন করা হয়েছে। এম এস ডব্লিউ এম ম্যানুয়াল, 2016 (পার্ট-II)-এর ধারা 4.3 অনুসারে, স্যানিটারি ল্যান্ডফিলিং অ-পচনশীল, নিস্ক্রিয় বর্জ্য এবং অন্যান্য বর্জ্য যা পুনর্ব্যবহারযোগ্য বা জৈবিক প্রক্রিয়াকরণের জন্য উপযুক্ত নয় তার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

4.10.1 পশ্চিমবঙ্গে ল্যান্ডফিলের অবস্থা

এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, 2016 অনুসারে, স্যানিটারি ল্যান্ডফিলিং হল ভূগর্ভস্থ জল ও ভূ-পৃষ্ঠের জল দূষণ বায়ু বাহিত আবর্জনা, দুর্গন্ধ, আগুনের বিপদ; প্রাণী, কীটপতঙ্গ ও ইঁদুর; গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন; ক্রমাগত জৈব দূষণ এবং ঢালের অস্থিরতা এবং ক্ষয়-এর বিরুদ্ধে সুরক্ষামূলক ব্যবস্থার সাথে পরিকল্পিত একটি সুবিধার মধ্যে অবশিষ্ট কঠিন বর্জ্য এবং নিস্ক্রিয় বর্জ্যের চূড়ান্ত এবং নিরাপদ নিষ্পত্তি; এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, 2016-এর তফসিল-I, স্যানিটারি ল্যান্ডফিল স্থাপনের জন্য সাইট নির্বাচনের মানদন্ড[398] এবং স্যানিটারি ল্যান্ডফিল সাইটগুলিতে উপলব্ধ সুবিধাগুলি তুলে ধরে। নিরীক্ষায় দেখা যায় যে রাজ্যে মাত্র দুটি স্যানিটারি ল্যান্ডফিল (এস এল এফ) আছে, যেমনটি **সারণী 4.8** -এ বিশদে বলা হল:

সারণী 4.8 : পশ্চিমবঙ্গে স্যানিটারি ল্যান্ডফিল

এস এল এফ-এর স্থান	সংশ্লিষ্ট ইউ এল বি	এলাকার পরিমাণ	জমির মালিক	ডব্লিউ বি পি সি বি থেকে অনুমোদন প্রাপ্ত কিনা	কাজ শুরুর অনুমোদন/ পরিচালনার সম্মতি-র তারিখ	2017-22 সালে নিষ্পত্তি করা বর্জ্য (এম টি-তে)		
						জড়	পৃথকীকৃত	মিশ্র
ওয়েস্ট বেঙ্গল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা লিমিটেড, হলদিয়া	হলদিয়া পৌরসভা	10,000 বর্গমিটার	হলদিয়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	হ্যাঁ	পরিচালনার সম্মতি : 28.02.2023 কাজ শুরুর অনুমোদন : 28.02.2024	10,787	5,383	41,899
আঞ্চলিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র, বৈদ্যবাটি, হুগলি	ছয়টি ইউ এল বি[399]	21,04,437 বর্গমিটার	বৈদ্যবাটি, পৌরসভা	মুলতুবি	পরিচালনার সম্মতি : 28.02.2022 (মেয়াদ উত্তীর্ণ) অনুমোদন অবধি মুলতুবি	-	-	3,00,741

উপরের সারণী থেকে এটা স্পষ্ট যে রাজ্যের 125 টি ইউ এল বি-র মধ্যে মাত্র সাতটি ইউ এল বি বৈজ্ঞানিক উপায়ে বর্জ্য নিষ্পত্তির জন্য এস এল এফ প্রকল্প করে।

আঞ্চলিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র, বৈদ্যবাটির অধীন ছয়টি ইউ এল বি-তে যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় নিরীক্ষা লক্ষ্য করে পাঁচটি ইউ এল বি[400], এস এল এফ-এ অপরিশোধিত মিশ্রিত

[398] *নদী থেকে 100 মিটার দূরে, পুকুর থেকে 200 মিটার দূরে, আবাসস্থল থেকে 200 মিটার দূরে, 20-25 বছর প্রকল্পিত সময়ের কংক্রিটের প্রবেশ পথ ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা ইত্যাদি।*

[399] *বৈদ্যবাটি, চাঁপাদানি, কোন্নগর, রিষড়া, শ্রীরামপুর এবং উত্তরপাড়া-কোতরাং পৌরসভা।*

[400] *উত্তরপাড়া কোতরাং, কোন্নগর, রিষড়া, শ্রীরামপুর এবং চাঁপাদানি পৌরসভা।*

কঠিন বর্জ্য ফেলেছে যা এস এল এফ স্থাপনের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে। এস এল এফ-এ মিশ্র বর্জ্য মজুত করার কারণে এস এল এফ-এর প্রকল্পিত সময়ের অনেক আগে ভরাট হওয়ার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায়না কারন এস এল এফ গুলি শুধুমাত্র অ-পচনশীল নিস্ক্রিয় এবং অন্যান্য বর্জ্য (এগুলি পুনর্ব্যবহারের জন্য বা জৈবিক প্রক্রিয়াকরণের জন্য উপযুক্ত নয়), মজুত করার জন্য ব্যবহার করা হয় যার আয়তন মিশ্র বর্জ্যের পরিমানের চেয়ে কম।

চিত্র 4.18 এবং 4.19 : আঞ্চলিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র, বৈদ্যবাটি, হুগলির এস এল এফ-এ প্রক্রিয়াকরণ না করেই মিশ্র বর্জ্য মজুত করা হচ্ছে

রাজ্যে স্যানিটারি ল্যান্ডফিলের তীব্র ঘাটতির কারনে, কঠিন বর্জ্য হয় ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলা হচ্ছে, অথবা রাস্তার পাশে, জলাশয়, ড্রেন, খাল ইত্যাদিতে সাধারণভাবে মজুত করা হচ্ছে। যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে নির্বাচিত 25টি ইউ এল বি-তে (এন কে ডি এ ছাড়া) রাস্তার পাশে, জলাশয়, ড্রেন, খাল ইত্যাদিতে সাধারণভাবে মিশ্র বর্জ্য মজুত করা হচ্ছে।

নির্বাচিত 26টি ইউ এল বি-এর মধ্যে 24টি[401] ইউ এল বি-এর 33টি ডাম্পিং গ্রাউন্ডে/ এস এল এফ-এর যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনে দেখা যায় যে, 20টি ডাম্পিং গ্রাউন্ড সীমানা প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল না, 10টি ডাম্পিং গ্রাউন্ডে সব মরশুমের উপযোগী প্রবেশপথ ছিল না, 12টি ডাম্পিং গ্রাউন্ড ছিল জলাশয়/খালের কাছাকাছি এবং আটটি ডাম্পিং গ্রাউন্ড আবাসিক এলাকার 200 মিটারের মধ্যে ছিল যা নিয়মের বিধান লঙঘন করে।

এস ইউ ডি এ নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ মেনে নেয় (জানুয়ারি 2023) এবং জানায় যে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটানো হবে।

চিত্র 4.20 : কামারহাটি পৌরসভার আগরপাড়া ডাম্পিং গ্রাউন্ড - আবাসিক এলাকা দ্বারা বেষ্টিত

চিত্র 4.21: টিটাগড় পৌরসভার ডাম্পিং গ্রাউন্ডের প্রবেশপথে কঠিন বর্জ্য ফেলা

401 *এন কে ডি এ এবং হরিণঘাটা পৌরসভা বাদে যেখানে ডাম্পিং গ্রাউন্ড/এস এল এফ ছিল না।*

4.10.2 স্যানিটারি ল্যান্ডফিল স্থাপনের জন্য জমি

এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, 2016-এর ধারা 11(f) অনুসারে, এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী 2016-এর বিজ্ঞপ্তির তারিখ (8 এপ্রিল 2016) থেকে দপ্তরকে এক বছরের মধ্যে কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং নিষ্পত্তির সুবিধা স্থাপনের জন্য উপযুক্ত জমি শনাক্তকরণ করে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে তার বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

এস ইউ ডি এ দ্বারা প্রদত্ত (ডিসেম্বর 2022) তথ্য অনুসারে রাজ্যের 125টি ইউ এল বি-এর মধ্যে মাত্র 38টি ইউ এল বি-এর কাছে কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং মজুতের জন্য পর্যাপ্ত জমি আছে বাকি 87টি ইউ এল বি-এর হয় কোনও জমি নেই বা অপর্যাপ্ত জমি আছে। আরও, 14টি ইউ এল বি-র জন্য 87.44 একর জমির আন্তঃবিভাগীয় স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন ছিল (ডিসেম্বর 2022)। নিষ্পত্তির জন্য পর্যাপ্ত জমির স্বল্পতার কারনে কঠিন বর্জ্য লোকালয়, রাস্তার ধার, নদীর তীর, খালের পাড় ইত্যাদিতে ফেলা হচ্ছে।

নিরীক্ষা লক্ষ্য করে যে পুরোনো মালদা পৌরসভা 19.88 লক্ষ টাকা জমা করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগ থেকে 6.87 একর জমি লিজ নিয়েছিল (জুন 2010) কঠিন বর্জ্য নিষ্পত্তি সুবিধা স্থাপনের জন্য। জনগণের প্রতিবাদের কারণে পুরোনো মালদা পৌরসভা জমিটি ব্যবহার করতে পারেনি (নভেম্বর 2022 অনুযায়ী)। একইভাবে, জনগণের প্রতিবাদের কারনে বীরনগর পৌরসভা সেপ্টেম্বর 2006-এ 5.56 লক্ষ টাকায় কেনা 1.83 একর জমি ব্যবহার করতে পারেনি।

ভারত সরকার এস বি এম-ইউ-এর অধীনে 40.21 কোটি টাকার আনুমানিক ব্যয়ে নৈহাটি পৌরসভার মধ্যে একটি সমন্বিত এস ডব্লিউ এম প্রকল্প অনুমোদন করে (এপ্রিল 2017)। এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল একটি এস এল এফ এবং একটি কম্পোস্ট প্যান্ট নির্মাণ।

নৈহাটি পৌরসভা তারপরে প্রকল্পের কাজের জন্য কে এম ডি এ (বাস্তবায়নকারী সংস্থা) কে 8.295 একর জমি বরাদ্দ করে (মে 2017)। কে এম ডি এ 12 মাসের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য 10.55 কোটি টাকা দরপত্র মূল্যে একজন ঠিকাদারকে এস এল এফ নির্মাণের কাজটি প্রদান করেছে (জুন 2017)। নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে ডব্লিউ বি পি সি বি প্রকল্পের জন্য ''নির্মাণে সম্মতি'' প্রদানে অস্বীকার করে (জুন 2018)। কারন প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত সাইটে একটি জলাশয় ছিল সেইসাথে 200 মিটারের মধ্যে বাসস্থান ছিল।

কে এম ডি এ কর্তৃপক্ষ (25 জুন 2018 এবং 16 আগষ্ট 2018), নৈহাটি পৌরসভার চেয়ারম্যানকে প্রকল্পের জন্য অন্য একটি উপযুক্ত জমি নির্বাচন করার জন্য অনুরোধ করে যাতে প্রকল্পটি অবিলম্বে শুরু করা যেতে পারে। তবে নৈহাটি পৌরসভা আরেকটি জমি চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়। ফলস্বরূপ, এস এল এফ নির্মাণের কাজ শুরু করা যায়নি এবং 2019 সালের ফেব্রুয়ারিতে দরপত্র বন্ধ করা হয়েছিল।

সুতরাং, নৈহাটি পৌরসভার জন্য এস এল এফ নির্মাণ শুরু করা যায়নি (আগষ্ট 2022 অনুযায়ী), উপযুক্ত জমি না পাওয়ার জন্য। ফলস্বরূপ, নৈহাটি পৌরসভা এলাকায় উৎপন্ন প্রায় 100 টি পি ডি কঠিন বর্জ্য অবৈজ্ঞানিকভাবে ডাম্প করা অব্যাহত ছিল।

4.10.3 পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদন

এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, 2016-এর নিয়ম 16-এর ধারা c থেকে h একটি এম এস ডব্লিউ প্রক্রিয়াকরণ এবং নিষ্পত্তি পরিচালনার জন্য অনুমোদন প্রদানের ক্ষেত্রে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের (এস পি সি বি) ভূমিকা ব্যাখ্যা করে। এই অনুমোদন অপারেটরদের বৈজ্ঞানিকভাবে পৌরসভার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী-এর বিধান মেনে চলা বাধ্যতামূলক করে।

বৈদ্যবাটি পৌরসভার এস এল এফ-র ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ডব্লিউ বি পি সি বি 2022 সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত 'পরিচালন সম্মতি' দিয়েছে। বৈদ্যবাটি পৌরসভা মার্চ 2022-এ 'পরিচালন সম্মতি' নবীকরণের জন্য ডব্লিউ বি পি সি বি-এর কাছে আবেদন করেছিল, কিন্তু 2022 সালের নভেম্বর পর্যন্ত ডব্লিউ বি পি সি বি তা নবীকরণ করেনি। এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী 2016-এর অধীনে প্রয়োজনীয় অনুমোদনও 2022 সালের নভেম্বর পর্যন্ত প্রাপ্ত হয়নি। এইভাবে 'পরিচালন সম্মতি' ছাড়াই বৈদ্যবাটির এস এল এফ-টি চালু ছিল এমনকি সেক্ষেত্রে এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, 2016-এর নিরিখে প্রয়োজনীয় অনুমোদনও ছিল না।

এস ইউ ডি এ জানায় (জানুয়ারি 2023) যে ডব্লিউ বি পি সি বি -কে প্রয়োজনীয় সম্মতি জারি করার অনুরোধ করা হবে।

4.10.4 ল্যান্ডফিল সাইট/ডাম্প সাইটগুলিতে বর্জ্য পোড়ানো

এন জি টি নির্দেশ[402] দেয় (ডিসেম্বর 2016) যে, জমি বা ল্যান্ডফিল সাইটে কোনও বর্জ্য পোড়ানো যাবে না, সেইরকম কোনও ঘটনা ঘটলে বা ভুল হলে সেক্ষেত্রে যে ভুল করবে সে প্রকল্পের প্রবক্তা, ছাড়দাতা, ইউ এল বি, কোনও ব্যক্তি বা অথারিটি যেই হোক সাধারন পোড়ানোর জন্য পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ বাবদ 5000 টাকা এবং ব্যাপকহারে বর্জ্য পোড়ানোর জন্য 25,000 টাকা দিতে বাধ্য। আইনের নিরিখে যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সেই পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ ভূমি রাজস্বের বকেয়া হিসাবে আদায় করবে।

ইউ এল বি-এর প্রতিনিধিদের সাথে জে পি ভি (সেপ্টেম্বর এবং নভেম্বর 2022-এর মধ্যে পরিচালিত) চলাকালীন, পাঁচটি ইউ এল বি[403] -তে সাতটি ডাম্প সাইটে মিশ্র বর্জ্য পোড়ানোর চিহ্ন লক্ষ্য করা গেছে। ইউ এল বি গুলির ব্যর্থতার কারনে, ল্যান্ডফিল সাইট/ডাম্পসাইটগুলিতে মিশ্র বর্জ্য পোড়ানোর জন্য ডাম্পসাইট এবং আশেপাশে পরিবেশের বায়ুর গুণমান খারাপ হওয়ার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অধিকন্তু এই ধরনের কাজের জন্য জরিমানা পরিমাণ সংক্রান্ত কোনো তথ্য যদি থাকে, তা নিরীক্ষাকে প্রদান করা হয়নি।

চিত্র 4.22: আসানসোল পৌর নিগমের বার্নপুর ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আগুন

চিত্র 4.23: মিরিক এন এ এ -তে ডাম্পিং সাইটে আগুন

4.10.5 নদীতে কঠিন বর্জ্য ফেলা

কার্যাদেশ নং 10/2016/ই জেড-এ এন জি টি নির্দেশ দেয় (20 সেপ্টেম্বর 2021) যে শিলিগুড়ি পৌর নিগম (এস এম সি) এবং পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ সহ রাজ্য কর্তৃপক্ষকে মহানন্দা,

[402] *ও এ নং - 199/ 2014।*

[403] *আসানসোল এম সি, কামারহাটি পৌরসভা, মিরিক এন এ এ, কে এম সি এবং শিলিগুড়ি এম সি।*

জোড়াপানি ও ফুলেশ্বরী নদী থেকে জলকে দূষিত করে এমন আবর্জনা অপসারণের জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে।

ইন-সিটু জৈব-প্রতিকারের জন্য মহানন্দা নদীতে মিশেছে এমন 36টি বড় ড্রেনে তারের জাল এবং বোল্ডার সসেজের কাজ করা হয়েছে। তবে জোড়াপানি ও ফুলেশ্বরী নদীতে এ ধরনের কোনও কাজ করা হয়নি। জে পি ভি-এর সময় (নভেম্বর 2022), মহানন্দা, জোড়াপানি এবং ফুলেশ্বরী নদীতে আবর্জনা, প্লাস্টিক এবং অন্যান্য উপাদান মজুতের উদাহরণ লক্ষ্য করা গেছে। সুতরাং, কঠিন বর্জ্য মজুতের কারনে জল দূষণকে আটকানোর জন্য এন জি টি-র আদেশটি (নভেম্বর 2022) সম্পূর্ণরূপে মেনে চলা হয়নি।

চিত্র 4.24: কঠিন বর্জ্য আটকানোর জন্য মহানন্দা নদীতে মিশেছে এমন একটি ড্রেনে গ্রাটিং স্থাপন করা হয়েছে

চিত্র 4.25: জোড়াপানি নদীতে কঠিন বর্জ্য ফেলা হয়েছে

চিত্র 4.26: ফুলেশ্বরী নদীতে আবর্জনা

সুপারিশ :

9. রাজ্য ইউ এল বি গুলিতে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং নিষ্পত্তি সুবিধা স্থাপনের জন্য পর্যাপ্ত এবং উপযুক্ত জমি প্রদান করতে পারে, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে।

10. ল্যান্ডফিল/ডাম্পিং সাইটগুলিতে কঠিন বর্জ্য পোড়ানোর কোনও ঘটনা নেই তা নিশ্চিত করার জন্য রাজ্য উপযুক্ত ব্যবস্থা স্থাপন করতে পারে এবং লঙ্ঘনকারীদের বাধ্যতামূলকভাবে শাস্তি দেওয়া নিশ্চিত করতে পারে।

4.11 বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

4.11.1 ইউ এল বি-স্তরে নজরদারির ব্যবস্থা

এম এস ডব্লিউ এম ম্যানুয়াল, 2016-এর ধারা 6.4 অনুসারে ইউ এল বি স্তরে দক্ষতা এবং স্বচ্ছতা প্রচারের জন্য নাগরিকদের এম এস ডব্লিউ এম পরিষেবাগুলির বিধান সম্পর্কিত তাদের অভিযোগ নেওয়া এবং তার প্রতিকারের জন্য একটি অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে। ইউ এল বি গুলি প্রাপ্ত ক্ষোভ বা অভিযোগগুলির একটি বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ত্রুটিগুলি এবং ঘাটতিগুলি পূরণ করবে বলে আশা করা যায়। অভিযোগের নিষ্পত্তির জন্য নেওয়া সময় এবং এই বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপগুলিও এই ব্যবস্থার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ এবং নথিভুক্ত করা হয়।

নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, 26টি নির্বাচিত ইউ এল বি-র মধ্যে, এস ডব্লিউ এম কার্যকলাপের জন্য অভিযোগ নিবন্ধনের খাতা, 22টি[404] ইউ এল বি-তে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি। ফলস্বরূপ প্রতিটি অভিযোগের ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থা, সেইসাথে এই ধরনের অভিযোগগুলি সমাধান করার জন্য কত সময় লেগেছে তা নিরীক্ষায় মূল্যায়ন করা যায়নি।

4.11.2 পরিষেবা স্তরের মাপকাঠি

পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মাপকাঠি নির্ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে পরিষেবা প্রদানকারীর কর্ম দক্ষতা সঠিক এবং ক্রমাগতভাবে নির্ধারণ করা যায়। এর গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়ে ভারত সরকারের নগর উন্নয়ন মন্ত্রক (এম ও ইউ ডি) পরিষেবা স্তরের মাপকাঠি (এস এল বি) নির্ধারণ চালু করেছে (ফেব্রুয়ারি 2009) যা জল সরবরাহ, বর্জ্য জল, এস ডব্লিউ এম এবং ঝড়ের জল নিষ্কাশনকে অন্তর্ভুক্ত করে। এম ও ইউ ডি বিভিন্ন কর্মক্ষমতা সূচকের উপর নজরদারি এবং রিপোর্ট করার জন্য একটি সাধারণ ন্যূনতম কাঠামো নির্ধারণ করেছে যার মধ্যে আটটি কর্মক্ষমতা সূচক এস ডব্লিউ এম-এর সাথে সম্পর্কিত।

নির্বাচিত ইউ এল বি গুলির ঘোষনা অনুসারে, বর্জ্য পৃথকীকরণের পরিমাণ, এম এস ডব্লিউ পুনরুদ্ধারের পরিমান[405], বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিষ্পত্তির[406] পরিমান এবং এম এস ডব্লিউ-এর ব্যয় পুনরুদ্ধারের[407] পরিমান উল্লেখযোগ্যভাবে কম ছিল, যেমনটি ***পরিশিষ্ট-32***-এ দেখানো হয়েছে। যাইহোক, প্রয়োজনীয় নথিপত্র না থাকায় প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ইউ এল বি গুলির দাবি নিরীক্ষায় যাচাই করা যায়নি।

এস ইউ ডি এ নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ স্বীকার করে নিয়ে জানায় (জানুয়ারি 2023) যে, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত সংস্থাগুলিকে পরিষেবা স্তরের মানদন্ড অর্জনের উন্নতি নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হবে।

---

[404] *বর্ধমান পৌরসভা, কার্সিয়াং পৌরসভা, শিলিগুড়ি এম সি এবং কলকাতা এম সি ছাড়া।*

[405] *এটি সংগৃহীত বর্জ্যের পরিমানের একটি ইঙ্গিত যা হয় পুনর্ব্যবহৃত বা পক্রিয়াজাত করা হয়, এটি সংগৃহীত বর্জ্য শতাংশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশ করা হয়।*

[406] *ল্যান্ডফিলগুলিতে যে পরিমান বর্জ্য ফেলা হয় যেগুলি কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির দ্বারা নির্ধারিত মান অনুসারে নক্সা, নির্মাণ, পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে, সম্মতির এই মাত্রাটি খোলা ডাম্প সাইট সহ ল্যান্ডফিল সাইটগুলিতে নিষ্পত্তি করা মোট বর্জ্যের একটি শতাংশ হিসাবে প্রকাশ করা উচিত।*

[407] *এই সূচকটি নির্দেশ করে যে ইউ এল বি, এস ডব্লিউ এম পরিষেবাগুলির সাথে সম্পর্কিত অপারেটিং খরচ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়, একচেটিয়াভাবে এস ডব্লিউ এম-এর সাথে সম্পর্কিত উৎসগুলির অপারেটিং আয় থেকে।*

4.11.3 বার্ষিক প্রতিবেদন জমা দেওয়া

এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, 2016-এর নিয়ম 24 অনুযায়ী, কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং নিষ্পত্তির সুবিধা নিয়ন্ত্রকদের প্রতি বছর 30 এপ্রিল বা তার আগে, ফর্ম-III-এ তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট ইউ এল বি-তে জমা দিতে হয়। ইউ এল বি-গুলিকে তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনগুলি ফর্ম-IV-এ, সংশ্লিষ্ট রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রন পর্ষদের কাছে 30 শে জুন বা তার আগে পূর্ববর্তী বছরের প্রতিবেদন জমা দিতে হবে। প্রতিটি রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে তাদের একত্রিত করা বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করে, কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এবং নগর উন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে, এই নিয়মগুলি বাস্তবায়নের বিষয়ে এবং নিয়ম অমান্যকারী স্থানীয় সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে, প্রতিবছর 31-শে জুলাইয়ের মধ্যে ফর্ম-V-এ জানাতে হবে।

ডব্লিউ বি পি সি বি-এর তথ্য যাচাই করে নিরীক্ষায় পর্যবেক্ষণ করে যে, রাজ্যের 125টি ইউ এল বি-র মধ্যে শুধুমাত্র 35টি ইউ এল বি তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন, ক্যালেন্ডার বছর 2017-এর জন্য ডব্লিউ বি পি সি বি-তে জমা দিয়েছে। অধিকন্তু, ইউ এল বি দ্বারা বার্ষিক প্রতিবেদন জমা দিতে বিলম্বের কারনে (আগষ্ট 2018-এর পরে তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়েছে), ডব্লিউ বি পি সি বি তার বার্ষিক প্রতিবেদন ফর্ম-V-এ ক্যালেন্ডার বছর 2017-এর জন্য সি পি সি বি-তে জমা দিয়েছে ডিসেম্বর 2018 -এ। তারপরে, ইউ এল বি গুলি এবং ডব্লিউ বি পি সি বি সময়মতো তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন জমা দিয়েছে।

এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, 2016-এর উপর ডব্লিউ বি পি সি বি-এর 2021 ক্যালেন্ডার বছরের প্রতিবেদন জুলাই 2022-এ সি পি সি বি-তে জমা দেয় এবং তাতে জানায় যে, রাজ্যে ছয়টি এস এল এফ আছে যাদের গড় ক্ষমতা 1,162 টি পি ডি। যাইহোক, নিরীক্ষার কাছে উপলব্ধ নথি অনুসারে রাজ্যে মাত্র দুটি এস এল এফ[408] ছিল। এছাড়াও বার্ষিক প্রতিবেদন অনুসারে, 107টি ডাম্পসাইট ছিল যেখানে 1.20 কোটি মেট্রিক টন অনিষ্কাশিত বর্জ্য ছিল যার মধ্যে পাঁচটি ডাম্পসাইট পরিষ্কার করা হয়েছে। যাইহোক নিরীক্ষার কাছে উপলব্ধ নথি অনুসারে রাজ্যে 123টি ডাম্পসাইট ছিল এবং শুধুমাত্র একটি অনিষ্কাশিত বর্জ্য ডাম্পসাইট (খড়গপুরে) পরিষ্কার করা হয়েছিল (2021 সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত)।

উপরে উল্লিখিত বার্ষিক প্রতিবেদন অনুসারে রাজ্যে 62টি কম্পোস্টিং ইউনিট (ক্ষমতা 3,023.80 টি পি ডি) রয়েছে। যাইহোক, একটি নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণের উত্তরে ডব্লিউ বি পি সি বি শুধুমাত্র 41টি কম্পোস্টিং ইউনিটের একটি তালিকা প্রদান করেছে (অক্টোবর 2022)। এইভাবে, ডব্লিউ বি পি সি বি-এর বার্ষিক প্রতিবেদনে এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, 2016-এর প্রকৃত সম্মতির অবস্থা প্রতিফলিত হয়নি এবং কাজের জায়গা এবং ইউ এল বি-এর সাথে উপলব্ধ সুবিধার সংখ্যার সমন্বয় করার প্রয়োজন রয়েছে।

4.11.4 আদর্শ শহর এবং নগরে এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, 2016-এর প্রতিপালন

এপ্রিল 2019-এর কার্যাদেশ সংখ্যা 606/2018-এ উল্লিখিত এন জি টি নির্দেশের ধারা (iv) 39 (ii) অনুসারে রাজ্যের অন্তত তিনটি বড় শহর এবং যতটা বেশি সম্ভব বড় শহরগুলিকে দুই সপ্তাহের মধ্যে বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে এবং এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী 2016 সম্পূর্ণরূপে মেনে চলতে হবে আগামী ছয় মাসের মধ্যে। এন জি টি-এর নির্দেশ মেনে, দপ্তর তিনটি[409] আদর্শ পৌর নিগম এবং পাঁচটি

[408] *হলদিয়ায় এস এল এফ এবং বৈদ্যবাটিতে এস এল এফ।*

[409] *আসানসোল পৌর নিগম (এ এম সি), দুর্গাপুর পৌর নিগম (ডি এম সি) এবং বিধাননগর পৌর নিগম (বি এম সি)।*

আদর্শ পৌরসভাকে[410] বিজ্ঞাপিত করেছিল (এপ্রিল 2019), যেগুলি এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, 2016-এর সমস্ত মানদন্ড মেনে আদর্শ শহর/নগর হিসাবে বিকশিত হবে। নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে চিহ্নিত আদর্শ পৌর নিগম/পৌরসভাগুলিকে অক্টোবর 2019-এর মধ্যে এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, 2016-সম্পূর্ণরূপে মেনে চলতে হবে, কিন্তু নভেম্বর 2022 পর্যন্ত তা অর্জিত হয়নি। এস ডব্লিউ এম নিয়ম, 2016-অনুসারে ডব্লিউ বি পি সি বি-এর বার্ষিক প্রতিবেদন (ক্যালেন্ডার বছর 2021) অনুযায়ী আদর্শ পৌর নিগম/পৌরসভাগুলি 2022 সালের ডিসেম্বরের মধ্যে এস ডব্লিউ এম নিয়ম, 2016-এর সাথে সম্পূর্ণরূপে সম্মত হবে বলে আশা করা যায়।

আটটি আদর্শ পৌর নিগম/পৌরসভার মধ্যে তিনটি[411] পরীক্ষামূলকভাবে জুলাই এবং নভেম্বর 2022-এর মধ্যে বেছে নেওয়া হয়েছিল এস ডব্লিউ এম নিয়ম, 2016-এর সাথে তাদের সম্মতির পরিমাণ মূল্যায়ন করার জন্য। যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় এই ইউ এল বি গুলির তথ্যাবলী যাচাই করার সময় নিরীক্ষা পৃথকীকৃত বর্জ্যের অপর্যাপ্ত সংগ্রহ,সংগৃহীত বর্জ্যের অপর্যাপ্ত প্রক্রিয়াকরণ জমাকৃত বর্জ্যের জৈব খননে বিলম্ব, নতুন বর্জ্যের জন্য প্রক্রিয়াকরণ সুবিধা নির্মাণে বিলম্ব, স্যানিটারি ল্যান্ডফিলগুলিতে মিশ্র বর্জ্য নিষ্পত্তিতে বিলম্ব ইত্যাদির দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করে। যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময়, ডিসেম্বর 2022-এর মধ্যে আদর্শ পৌর নিগম/পৌরসভাগুলিকে এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, 2016-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার সম্ভাবনা দূরবর্তী বলে মনে হয়।

এস ইউ ডি জানায় (জানুয়ারি 2023) যে আদর্শ শহরগুলি/নগরগুলিকে এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, 2016-এর সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ করা নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

4.11.5 অ-অনুমোদিত বর্জ্য সংগ্রহকারীদের একত্রীকরণ

এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, 2016-এর ধারা 15(c) অনুসারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে যাতে বর্জ্য উত্তোলক বা অ-অনুমোদিত বর্জ্য সংগ্রহকারীদের সংগঠনগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া যায় এবং এই স্বীকৃত বর্জ্য উত্তোলক এবং বর্জ্য সংগ্রহকারীদের একত্রীকরণের জন্য ব্যবস্থাগুলিকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা যায় যাতে ঘরে ঘরে বর্জ্য সংগ্রহ সহ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় তাদের অংশগ্রহণকে সহজতর করা যায়। এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, 2016-এর নিয়ম 15(l)-এ বলা হয়েছে যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে বর্জ্য উত্তোলক এবং বর্জ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। এস ডব্লিউ এম-এর উপর রাজ্য নীতিতে বলা হয়েছে যে ইউ এল বি-গুলিকে সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশনগুলিতে[412] পুনর্ব্যবহারযোগ্য বর্জ্য পৃথকীকরণ এবং বিক্রির জন্য র‍্যাগ-পিকার এবং অনুরূপ ধরনের গোষ্ঠীগুলিকে নিযুক্ত করা উচিত। এস ডব্লিউ এম নিয়মাবলী, 2016-এর নিয়ম 15(d) এ বলা হয়েছে যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনের সুবিধা দিতে হবে, তাদের পরিচয়পত্র প্রদান করতে হবে এবং তারপরে ঘরে ঘরে বর্জ্য সংগ্রহ সহ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় তাদের একত্রীকরণকে উৎসাহিত করতে হবে।

এস ইউ ডি এ দ্বারা প্রদত্ত (নভেম্বর 2022) তথ্য অনুসারে, আটটি ইউ এল বি[413]-তে 4,076 র‍্যাগ পিকার চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট 117টি ইউ এল বি-তে, শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া শীঘ্রই শুরু হবে।

---

[410] *উত্তরপাড়া-কোতরাং পৌরসভা, বৈদ্যবাটি পৌরসভা, রিষড়া পৌরসভা, কল্যাণী পৌরসভা এবং হলদিয়া পৌরসভা।*

[411] *আসানসোল পৌর নিগম, হলদিয়া পৌরসভা এবং বৈদ্যবাটি পৌরসভা।*

[412] *এমন জায়গা যেখানে কঠিন বর্জ্য, দ্বারে দ্বারে সংগৃহীত, পরবর্তীতে প্রক্রিয়াকরণ/নিষ্পাদন সুবিধাগুলিতে স্থানান্তরনের জন্য ডাম্প করা হয়।*

[413] *(আসানসোল এম সি-520, দুর্গাপুর এম সি-1,728, বিধাননগর এম সি-1,329, বৈদ্যবাটি পৌরসভা- 116, হলদিয়া পৌরসভা-85, কল্যাণী পৌরসভা-139, উত্তরপাড়া-কোতরাং পৌরসভা-61 এবং রিষড়া পৌরসভা-98)।*

তবে, নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে চিহ্নিত বর্জ্য উত্তোলক/সংগ্রাহকদের এস ডব্লিউ এম সিস্টেমের সাথে একত্রীভূত করার জন্য ইউ এল বি দ্বারা নিবন্ধিত করা হয়নি। অধিকন্তু, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে তাদের কোনও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি বা এখনও পর্যন্ত তাদের কোনও আর্থিক উৎসাহ দেওয়া হয়নি (নভেম্বর 2022 পর্যন্ত)।

সুপারিশ

11. *পরিষেবা স্তরের মাত্রা অর্জনের জন্য দপ্তরকে, ইউ এল বি গুলির জন্য একটি সময়-সীমাবদ্ধ পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি করতে হবে।*

12. *ডব্লিউ বি পি সি বি নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে এস ডব্লিউ এম সুবিধাগুলির কঠোর নজরদারি সুনিশ্চিত করবে এবং নিশ্চিত করবে যে এস ডব্লিউ এম-এর উপর তার বার্ষিক প্রতিবেদন বাস্তব অবস্থা প্রতিফলিত করছে।*

Anadi Misra

কোলকাতা
24 APR 2024

(অনাদি মিশ্র)
প্রধান মহাগাণনিক (নিরীক্ষা-II)
পশ্চিমবঙ্গ

প্রতিস্বাক্ষরিত

নতুন দিল্লী
26 APR 2024

(গিরিশ চন্দ্র মুর্মু)
ভারতের মহাহিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক

পরিশিষ্ট সমূহ

পরিশিষ্ট সমূহ

পরিশিষ্ট-1

(অনুচ্ছেদ 1.7.7.1 দ্রষ্টব্য)

এ পি ও-তে অনুমোদিত কার্যকলাপ/কাজগুলি এস টি আর এবং বি টি আর-এ বাস্তবায়িত হয়নি

(কোটি টাকায়)

বছর	কার্যকলাপ	কাজের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
			বাস্তবিক	আর্থিক	বাস্তবিক	আর্থিক
ক-সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণাগার (এস টি আর)						
2017-18	শিকার বিরোধী	যানবাহন ক্রয় (স্পিড বোট)	1	0.30	0	0
	পরিকাঠামো সুদৃঢ়করণ	ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ	2	0.39	0	0
		সফটওয়্যার ক্রয়	1	0.01	0	0
	মানব-পশু দ্বন্দ্ব	প্রশান্তিমূলক সরঞ্জাম ইত্যাদি ক্রয় করা	31	0.06	0	0
	মূলধারায় বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত বিষয়	সমস্যাযুক্ত এবং বিপর্যস্ত বন্য প্রাণী ধরা	1,030	0.10	0	0
	কর্মী উন্নয়ন	পার্ক-এর বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ	1	0.005	0	0
		ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় বিশেষ প্রশিক্ষণ	1	0.005	0	0
		আইনশাস্ত্র এবং বন্যপ্রাণী ফরেনসিক বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ	2	0.01	0	0
2018-19	কর্মী উন্নয়ন	ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় বিশেষ প্রশিক্ষণ	1	0.005	0	0
	শিকার বিরোধী	অস্ত্র ও গোলাবারুদ ক্রয়	7	0.07	0	0
		বেতার নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণ	3	0.02	0	0
		অস্ত্র ও গোলাবারুদ রক্ষণাবেক্ষণ	1	0.005	0	0
	সুদৃঢ়করণ	যানবাহন ক্রয়	1	0.13	0	0
2019-20	শিকার বিরোধী	অস্ত্র ও গোলাবারুদ ক্রয়	5	0.03	0	0
		ফিল্ড গিয়ার, নাইট ভিশন ডিভাইস ইত্যাদি ক্রয়	49	0.08	0	0
		যানবাহন, নৌকা ইত্যাদি ক্রয়	1	0.20	0	0
	সুদৃঢ়করণ	ফায়ার ওয়াচ টাওয়ার ইত্যাদি নির্মাণ	1	0.20		0
		সড়ক সমন্বয়করন	3	0.02	0	0
		ফায়ার ওয়াচ টাওয়ার রক্ষণাবেক্ষণ	5	0.05	0	0
2020-21	শিকার বিরোধী	অস্ত্র ও গোলাবারুদ ক্রয়	4	0.01	0	0
		যানবাহন, নৌকা ইত্যাদি ক্রয়	1	0.20	0	0
	সুদৃঢ়করণ	ফায়ার লাইন এবং ফায়ার ব্রেক তৈরি করা	3	0.04	0	0
		টহল ক্যাম্প, কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ, জেটি মেরামত	6	0.15	0	0

বছর	কার্যকলাপ	কাজের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
			বাস্তবিক	আর্থিক	বাস্তবিক	আর্থিক
ক-সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণাগার (এস টি আর)						
2021-22	সুদৃঢ়করণ	ফায়ার ওয়াচ টাওয়ার ইত্যাদি নির্মাণ	1	0.32	0	0
		পুকুর রক্ষণাবেক্ষণ	6	0.03	0	0
		ফায়ার ওয়াচ টাওয়ার রক্ষণাবেক্ষণ	4	0.04	0	0
		কাঁচা রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ	2	0.05	0	0
	শিকার বিরোধী	বেতার টাওয়ার তৈরি	40	0.10	0	0
	পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন	কর্মীদের জন্য মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা/স্বাস্থ্য শিবির	53	0.37	0	0
	মানব-পশু দ্বন্দ্বের সমাধান করা	প্রশান্তিমূলক সরঞ্জাম এবং উদ্ধারকারী যানবাহনের রক্ষণাবেক্ষণ	14	0.15	0	0
খ-বক্সা টাইগার রিজার্ভ (বি টি আর)						
2017-18	বন্য প্রাণীর নজরদারি	পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে বাঘ/বাঘিনীর স্থানান্তর	-	0.25	0	0
		জ্বালানিসহ যানবাহন ভাড়া করা	-	0.08	0	0
		জে এফ এম সি থেকে দক্ষ কর্মী নিয়োগ	-	0.20	0	0
		ক্যামেরা, নাইট ভিশন ক্রয়	-	0.04	0	0
	জল ধরে রাখার পরিকাঠামো	নিষ্কাশন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাকৃতিক জলাভূমি সংরক্ষণ	-	0.05	0	0
	মরসুমের ক্রিয়াকলাপ	বর্ষাকালে রিভার ক্যাম্পের রক্ষনাবেক্ষন খরচ	10	0.05	0	0
	ফায়ার লাইনের রক্ষণাবেক্ষণ	রাখা, পরিষ্কার করা এবং ফায়ারলাইন তৈরি করা	-	0.03	0	0
2018-19	সুদৃঢ়করণ	স্টাফ কোয়ার্টার, পারিবারিক হোস্টেল, কার্যালয়ের উন্নতি, গৃহস্থালি ইত্যাদি নির্মাণ	1	0.55	0	0
		পুকুর নির্মাণ	4	0.06	0	0
		বিদ্যমান সড়ক সমন্বয়ের মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন	50 কিমি	0.22	10 কিমি	0.06
		বিদ্যমান কাঠের সেতুর রক্ষনাবেক্ষন	-	0.05	0	0
2019-20	মূলধারায় বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত বিষয়	বেষ্টণী নির্মাণ	1	0.62	0	0
		পশু চিকিৎসার পেশাদার ব্যক্তি নিয়োগ	-	0.06	0	0.02
		যানবাহন এবং জ্বালানী-2 যানবাহন ভাড়া করা	2	0.05	1	0.02
	সুদৃঢ়করণ	সড়ক সমন্বয়ের রক্ষনাবেক্ষন	50	0.15	0	0
2020-21	শিকার বিরোধী	স্বেচ্ছাসেবকদের নিযুক্তি ইত্যাদি	-	0.56	-	0.28
	সুদৃঢ়করণ	ফাঁদ ধরার জন্য ক্যামেরা ক্রয়	50	0.10	0	0
2021-22	পানীয় জল সরবরাহ সহ শিকার বিরোধী টাওয়ার রক্ষণাবেক্ষণ		8	0.10	-	0.50
	চারনভূমি রক্ষণাবেক্ষণ		10 হেক্টর	0.02	0	0
	ব্যাটারি, এস ডি কার্ড ইত্যাদি সহ ট্র্যাপিংয়ের জন্য ক্যামেরা ক্রয়		50	0.13	0	0
	প্রশাসনিক খরচ/প্রতিষ্ঠানিক ব্যয়		-	0.05	0	0

(উৎস: দপ্তরীয় নথি)

পরিশিষ্ট-2

(অনুচ্ছেদ 1.7.7.1 দ্রষ্টব্য)

এ পি ও-তে অনুমোদিত কার্যকলাপ/কাজগুলি এন পি এবং ডব্লিউ এল এস গুলিতে বাস্তবায়িত হয়নি

(কোটি টাকায়)

বছর	কার্যকলাপের ধরণ	কাজের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		প্রাপ্তি	
			বাস্তবিক	আর্থিক	বাস্তবিক	আর্থিক
ক-জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য						
2017-18	অনাবর্তক	ক্যামেরা ট্রাপ ক্রয়	25	0.05	0	0
	অনাবর্তক	সৌরবিদ্যুতের 24 ঘণ্টা সরবরাহের জন্য সোলার পাওয়ার ব্যাংক স্থাপন	4	0.05	0	0
2020-21	অনাবর্তক	কালভার্ট নির্মাণের খরচ	1	0.025	0	0
	অনাবর্তক	আর টি সেট এবং কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক ক্রয়	4	0.01	0	0
	অনাবর্তক	সৌরবিদ্যুতের 24 ঘণ্টা সরবরাহের জন্য সোলার পাওয়ার ব্যাংক স্থাপন	1	0.0175	0	0
	অনাবর্তক	স্টাফ ব্যারাক নির্মাণ	1	0.03	0	0
	আবর্তক	আগাছা নির্মূল	20 হেক্টর	0.03	0	0
	আবর্তক	বন রাস্তার উন্নয়ন	15 কিমি	0.075	0	0
2021-22	অনাবর্তক	সেতু নির্মাণ	1	0.08	0	0
	অনাবর্তক	চেক ড্যাম নির্মাণ	1	0.05	0	0
খ- গোরুমারা জাতীয় উদ্যান						
2019-20	অনাবর্তক	তারের বেড়া স্থাপ্ন	সমষ্টিগত	0.05	0	0
	আবর্তক	চারণভূমিতে কাঠ অপসারণ	সমষ্টিগত	0.084	0	0
	আবর্তক	পর্যবেক্ষণ সীমার উন্নতি	সমষ্টিগত	0.05	0	0
গ- মহানন্দা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য						
2018-19	অনাবর্তক	চারণভূমি তৈরি	10 হেক্টর	0.08	0	0
	অনাবর্তক	সুকনা, দক্ষিণ-উত্তরে বন শিবির এবং গ্রামে হাতির উৎপাত রোধ করতে বৈদ্যুতিক বেড়া	20 কিমি	0.18	0	0
2019-20	অনাবর্তক	চারণভূমি তৈরি	10 হেক্টর	0.08	0	0
	আবর্তক	কাঠের সেতু মেরামত	1	0.08	0	0

(উৎস: দপ্তরীয় নথি)

পরিশিষ্ট-3

(অনুচ্ছেদ *1.7.7.1* দ্রষ্টব্য)

এ পি ও-তে অনুমোদিত ক্রিয়াকলাপ/কাজ কিন্তু হাতি সংরক্ষণে বাস্তবায়িত হয়নি

(কোটি টাকায়)

বছর	কার্যকলাপের ধরণ	কাজের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		প্রাপ্তি	
			বাস্তবিক	আর্থিক	বাস্তবিক	আর্থিক
2017-18	হাতির সুরক্ষা	ভেষজ ও ওষুধ ক্রয়	সমষ্টিগত	0.02	0	0
2018-19	হাতির সুরক্ষা	ভেষজ ও ওষুধ ক্রয়	সমষ্টিগত	0.02	0	0
2019-20	হাতির আবাসস্থল এবং করিডোরের সুরক্ষা	জলাশয় সৃষ্টি	14 টি	0.21	11	0.09
	(মানব-হাতি দ্বন্দ্ব প্রশমন সহ) জনসাধারণের সহযোগিতা অর্জন করা	হাতি-প্রতিরোধী পরিখা, প্রাচীর, শক্তপোক্ত বেড়া ইত্যাদি তৈরি করা	13 কিমি	0.52	6.5 কিমি	0.19
2020-21	(মানব-হাতি দ্বন্দ্ব প্রশমন সহ) জনসাধারণের সহযোগিতা অর্জন করা	হাতি-প্রতিরোধী পরিখা, প্রাচীর, শক্তপোক্ত বেড়া ইত্যাদি তৈরি করা	সমষ্টিগত	0.10	এল এস	0.04
2021-22	হাতির সুরক্ষা	বন্যপ্রাণী স্কোয়াড দ্বারা টহলের জন্য যানবাহন ক্রয়	2 টি	0.16	0	0
	হাতির আবাসস্থল এবং করিডোরের সুরক্ষা	এম ই আর-এ ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ	5 টি	0.15	1	0.02
	(মানব-হাতি দ্বন্দ্ব প্রশমন সহ) জনসাধারণের সহযোগিতা অর্জন করা	শক্তপোক্ত বেড়া তৈরি করা	13 কিমি	0.50	1 কিমি	0.16

(উৎস: দপ্তরীয় তথ্য)

পরিশিষ্ট-4

(অনুচ্ছেদ 1.8.1.2 দ্রষ্টব্য)

করিডোরের বিবরণ এবং পরিবেশগত প্রাধান্য

1. মহানন্দা-কোলবাড়ি

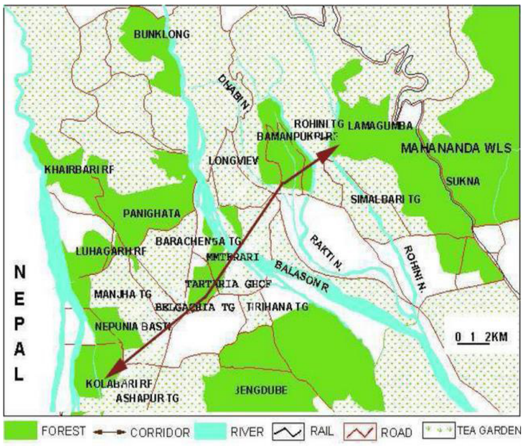

বিবরণ: টুকরো বন এবং চা বাগানের সমন্বয়ে এই 12-13 কিমি করিডোরটি মহানন্দা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যকে নেপালের সীমান্তে পানিঘাটা রেঞ্জের কোলবাড়ি এবং নিপানিয়া সংরক্ষিত বনের সাথে সংযুক্ত করেছে।

পরিবেশগত প্রাধান্য - মাঝারি

সংরক্ষণের সম্ভাবনা - কম

2. অপালচাঁদ-মহানন্দা

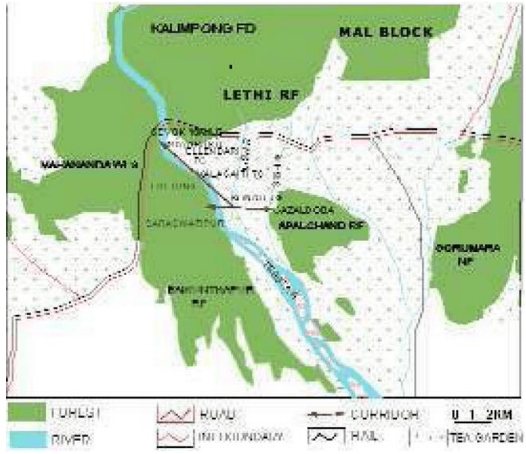

বিবরণ: এই 10-11 কিমি দীর্ঘ করিডোরটি বৈকণ্ঠপুর বন বিভাগের অপালচাঁদ সংরক্ষিত বন থেকে এবং মহানন্দা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের লালটং রেঞ্জে হাতির চলাচলের সুবিধা করে দিয়েছে।

পরিবেশগত প্রাধান্য - মাঝারি

সংরক্ষণের সম্ভাবনা - মাঝারি

3. অপালচাঁদ–গোরুমারা

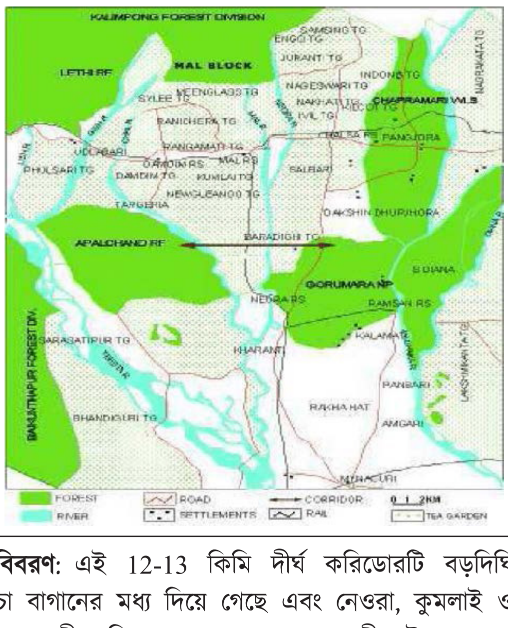

বিবরণ: এই 12-13 কিমি দীর্ঘ করিডোরটি বড়দিঘি চা বাগানের মধ্য দিয়ে গেছে এবং নেওরা, কুমলাই ও চেল নদী অতিক্রম করে গোরুমারা জাতীয় উদ্যান এবং অপালচাঁদ সংরক্ষিত বনের আবাসস্থলগুলির সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে।

পরিবেশগত প্রাধান্য-মাঝারি

সংরক্ষণের সম্ভাবনা-কম

4. অপালচাঁদ-মল ব্লকের কালিম্পং (সাইলি হয়ে)

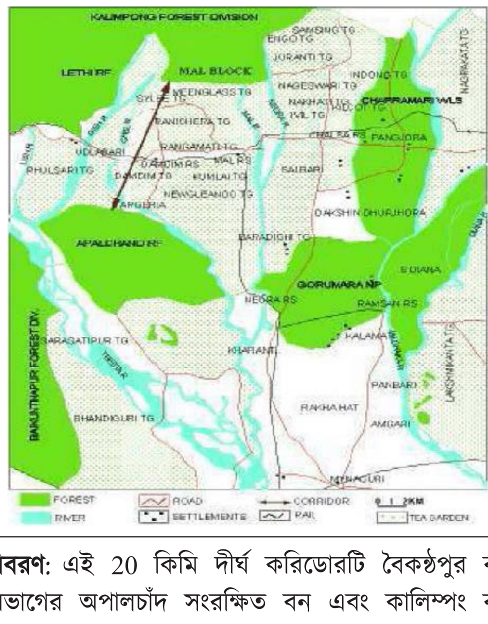

বিবরণ: এই 20 কিমি দীর্ঘ করিডোরটি বৈকণ্ঠপুর বন বিভাগের অপালচাঁদ সংরক্ষিত বন এবং কালিম্পং বন বিভাগের মল ব্লককে সংযুক্ত করেছে।

পরিবেশগত প্রাধান্য-মাঝারি

সংরক্ষণের সম্ভাবনা-কম

5. অপালচাঁদ-মল ব্লকের কালিম্পং (মীংগ্লাস হয়ে)

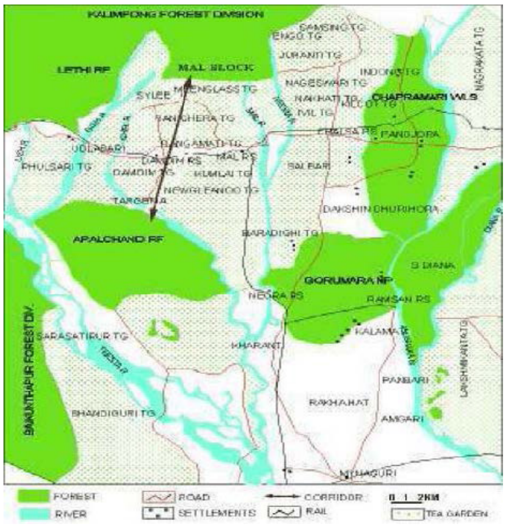

বিবরণ : এই 20 কিমি দীর্ঘ করিডোরটি বৈকণ্ঠপুর বন বিভাগের অপালচাঁদ সংরক্ষিত বনকে কালিম্পং বন বিভাগের মল ব্লকের সাথে সংযুক্ত করেছে।

পরিবেশগত প্রাধান্য-মাঝারি

সংরক্ষণের সম্ভাবনা-মাঝারি

6. চাপড়ামারি-কালিম্পং (মল ব্লক)

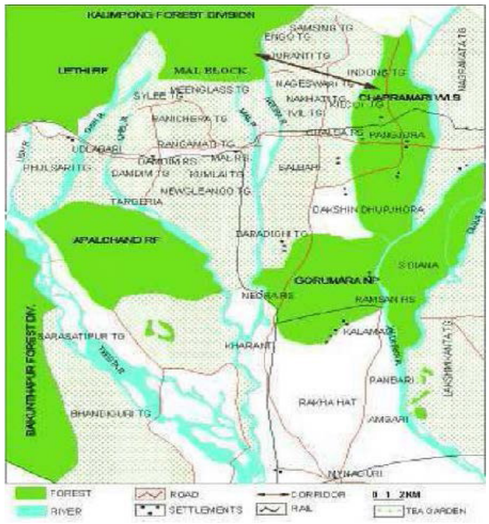

বিবরণ : এই 7.5 কিমি করিডোরটি কালিম্পং বন বিভাগের মল ব্লক এবং গোরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের (বন্যপ্রাণী বিভাগ-II) চাপরামারী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের মধ্যে হাতির চলাচল সহজ করেছে।

পরিবেশগত প্রাধান্য-মাঝারি

সংরক্ষণের সম্ভাবনা-মাঝারি

7. রেঠি–সেন্ট্রাল ডায়ানা

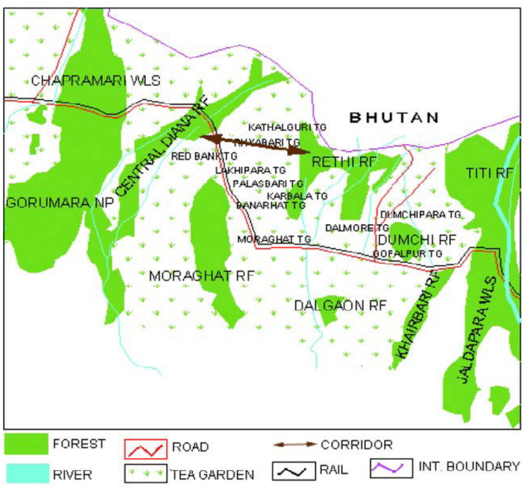

বিবরণ: এই 14-15 কিমি দীর্ঘ করিডোরে হাতিরা চা বাগান এবং কয়েকটি বসতির মধ্য দিয়ে সেন্ট্রাল ডায়ানা সংরক্ষিত বন এবং রেঠি সংরক্ষিত বন মধ্যে চলাচল করে।

পরিবেশগত প্রাধান্য-মাঝারি

সংরক্ষণের সম্ভাবনা-কম

8. রেঠি–মোরাঘাট

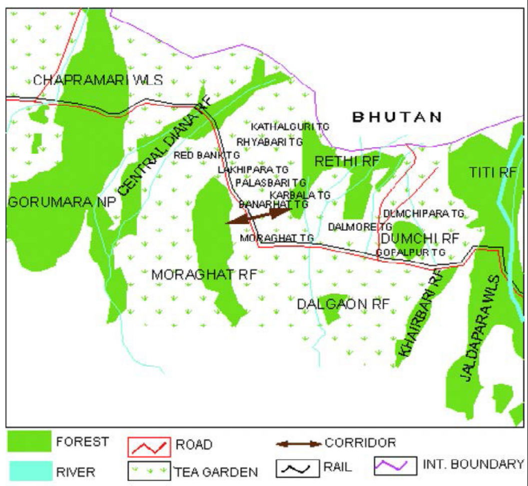

বিবরণ: জলপাইগুড়ি বন বিভাগের এই 9 কিমি দীর্ঘ করিডোরটি প্রধানত চা বাগানের (কারবালা, বানরহাট, গন্দ্রাপাড়া এবং মোরাঘাট) মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে এবং রেঠি সংরক্ষিত বনকে মোরাঘাট সংরক্ষিত বনের সাথে সংযুক্ত করেছে।

পরিবেশগত প্রাধান্য-মাঝারি

সংরক্ষণের সম্ভাবনা-কম

9. দুমচি-রেঠি

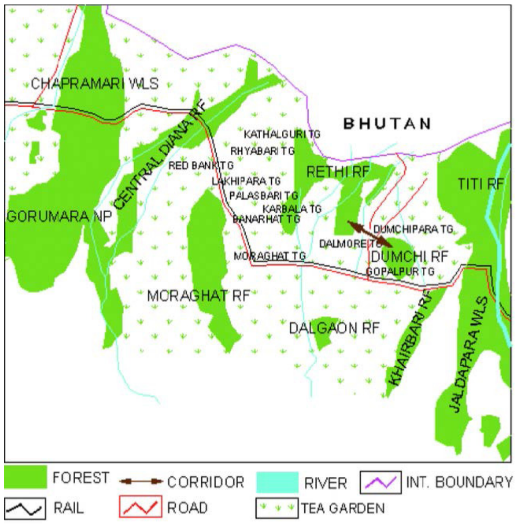

বিবরণ: কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি বন বিভাগের এই 9-10 কিমি দীর্ঘ করিডোরটি প্রধানত চা বাগানের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে এবং হাতির চলাচল সাধারণত রাতে ঘটে।

পরিবেশগত প্রাধান্য-মাঝারি

সংরক্ষণের সম্ভাবনা-মাঝারি

10. তিতি–দুমচি

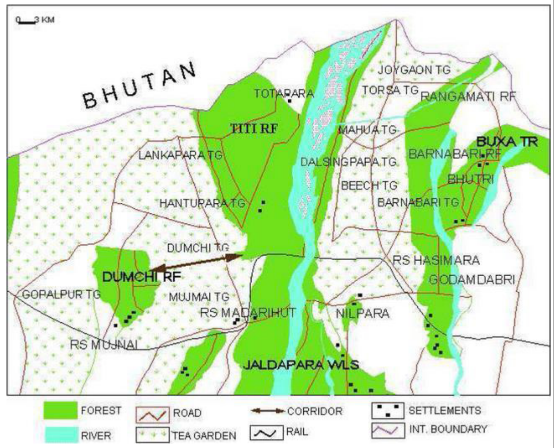

বিবরণ: এই 9 কিমি দীর্ঘ এই করিডোরটি মূলত চা বাগান (হান্তাপাড়া, মুজনাই এবং ধুমচি) এবং শালবনি বনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে তিতি সংরক্ষিত বন এবং ধুমচি সংরক্ষিত বনকে সংযুক্ত করেছে।

পরিবেশগত প্রাধান্য-মাঝারি

সংরক্ষণের সম্ভাবনা-মাঝারি

11. বক্সা-তিতি (তোর্সা হয়ে)

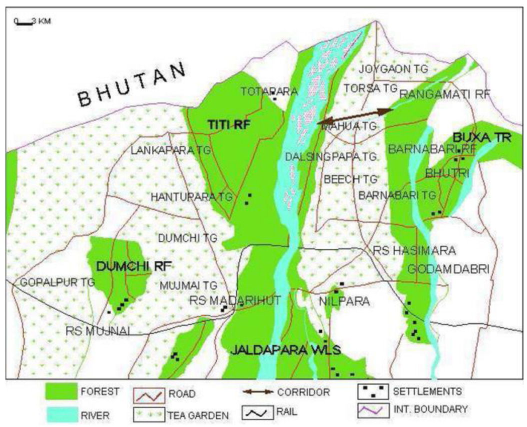

বিবরণ: এই 6 কিমি দীর্ঘ করিডোরটি বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগার রাঙ্গামাটি সংরক্ষিত বন এলাকাকে তিতি সংরক্ষিত বনের সাথে সংযুক্ত করেছে।

পরিবেশগত প্রাধান্য-মাঝারি

সংরক্ষণের সম্ভাবনা-মাঝারি

12. বক্সা-তিতি (বিচ এবং বার্নবাড়ি টি ই হয়ে)

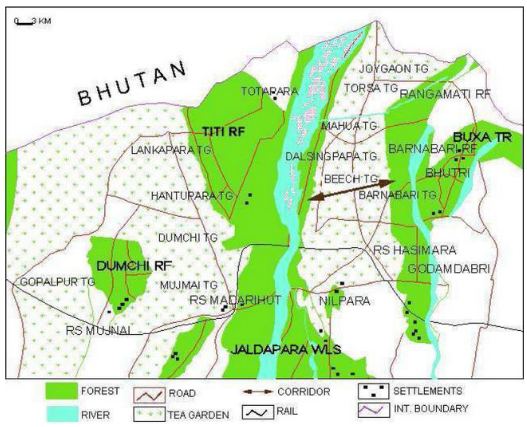

বিবরণ: এই 6 কিমি দীর্ঘ করিডোরটি বারনাবাড়ি চা বাগান এবং বিচ চা বাগানের মধ্য দিয়ে পেরিয়ে ডালসিংপাড়া চা বাগানের দক্ষিণে অবস্থিত বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগরের বারনাবাড়ি সংরক্ষিত বন এবং তিতি সংরক্ষিত বনকে সংযুক্ত করেছে।

পরিবেশগত প্রাধান্য-মাঝারি

সংরক্ষণের সম্ভাবনা-মাঝারি

13. নিমতি-চিলাপোতা

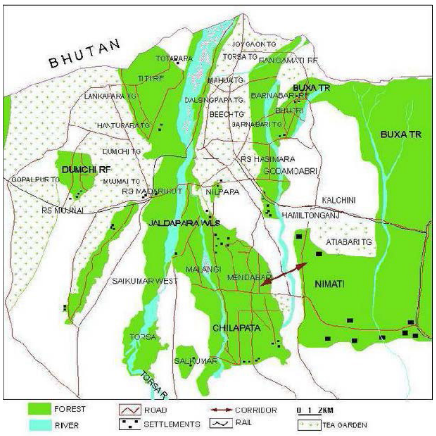

বিবরণ: এই 6 কিমি দীর্ঘ করিডোরটি বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগারের নিমাতি রেঞ্জ এবং কোচবিহার বন বিভাগের চিলাপাতা সংরক্ষিত বনের মধ্যে হাতির চলাচল সহজ করেছে।

পরিবেশগত প্রাধান্য-মাঝারি

সংরক্ষণের সম্ভাবনা-মাঝারি

14. বক্সা-সংকোশ-এর রিপু

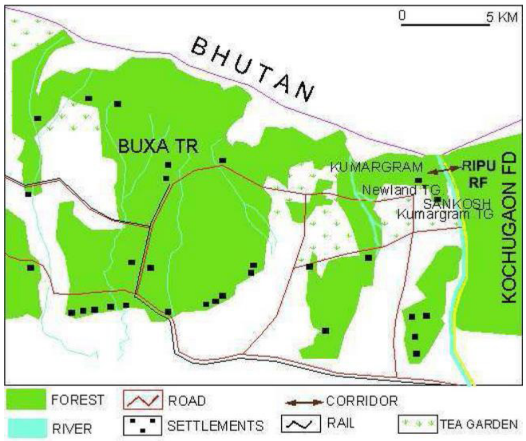

বিবরণ: এই 2.5 কিমি দীর্ঘ করিডোরটি একটি সংলগ্ন বন যা বক্সা বাঘ সংরক্ষণাগারকে আসামের কোচুগাঁও বন বিভাগের রিপু সংরক্ষিত বনের সাথে সংযুক্ত করেছে।

পরিবেশগত প্রাধান্য-বেশি

সংরক্ষণের সম্ভাবনা-মাঝারি

(উৎস: দপ্তরীয় নথি)

পরিশিষ্ট-5

(অনুচ্ছেদ 1.8.5.1 দ্রষ্টব্য)

বক্সা টাইগার রিজার্ভের অধীনে সক্রিয় রিসর্ট/হোমস্টেগুলি

ক্রমিক সংখ্যা	হোটেলের নাম	অবস্থান	চালু আছে
1	দুকপা হাট	লেপচাখাওয়া বন্য গ্রাম	
2	পানসা হাট	লেপচাখাওয়া বন্য গ্রাম	
3	হেভেন অফ ডুয়ার্স	লেপচাখাওয়া বন্য গ্রাম	হ্যাঁ
4	বেবি লজ	লেপচাখাওয়া বন্য গ্রাম	
5	লসওর তেঙ্গিং	লেপচাখাওয়া বন্য গ্রাম	
6	রবার্ট ইন	বক্সা ডুয়ার্স এফ ডি হোল্ডিং	
7	দাবানা ইন	বক্সা ডুয়ার্স এফ ডি হোল্ডিং	
8	রব্বাস ইন	সাঁওতালবাড়ি বন্য গ্রাম	
9	হলিডে ইন	সাঁওতালবাড়ি বন্য গ্রাম	
10	বক্সা ভ্যালি	সাঁওতালবাড়ি বন্য গ্রাম	হ্যাঁ
11	ডুয়ার্স মাউন্টেন	সাঁওতালবাড়ি বন্য গ্রাম	
12	স্মপাল্ক	সাঁওতালবাড়ি বন্য গ্রাম	
13	স্প্রিনডেল	সাঁওতালবাড়ি বন্য গ্রাম	
14	সসীন	সাঁওতালবাড়ি বন্য গ্রাম	
15	জঙ্গল ইন	28 মাইল বন্য গ্রাম	
16	এভারগ্রীন	28 মাইল বন্য গ্রাম	
17	শঙ্কুচিল	28 মাইল বন্য গ্রাম	হ্যাঁ
18	লিও হোম	28 মাইল বন্য গ্রাম	
19	ওয়াইল্ড হোম	28 মাইল বন্য গ্রাম	
20	ফার কি রানী	28 মাইল বন্য গ্রাম	
21	রোভার্স ইন	জয়ন্তী এফ ডি হোল্ডিং	হ্যাঁ
22	বনান্তা	জয়ন্তী এফ ডি হোল্ডিং	হ্যাঁ
23	মোহন চুড়া	জয়ন্তী এফ ডি হোল্ডিং	
24	প্রকৃতি	জয়ন্তী এফ ডি হোল্ডিং	
25	গ্রীন ভিউ	জয়ন্তী এফ ডি হোল্ডিং	
26	শকুন্তলা	জয়ন্তী এফ ডি হোল্ডিং	
27	জে এস জি এস	জয়ন্তী এফ ডি হোল্ডিং	হ্যাঁ
28	প্রজাপতি	জয়ন্তী এফ ডি হোল্ডিং	
29	জয়ন্তি ভিউ	জয়ন্তী এফ ডি হোল্ডিং	
30	বনলতা	জয়ন্তী এফ ডি হোল্ডিং	
31	নেচার হাট	জয়ন্তী এফ ডি হোল্ডিং	
32	সবজার ধোখ	জয়ন্তী এফ ডি হোল্ডিং	

ক্রমিক সংখ্যা	হোটেলের নাম	অবস্থান	চালু আছে
33	জঙ্গল করিডোর	জয়ন্তী এফ ডি হোল্ডিং	
34	হর্ন বিল	জয়ন্তী এফ ডি হোল্ডিং	
35	জয়ন্তী গ্রীন	জয়ন্তী এফ ডি হোল্ডিং	
36	গ্রীন ডুয়ার্স	জয়ন্তী এফ ডি হোল্ডিং	
37	অবকাশ	জয়ন্তী এফ ডি হোল্ডিং	হ্যাঁ
38	করণ হাউস	জয়ন্তী এফ ডি হোল্ডিং	
39	জয়ন্তী রিভার ভিউ	জয়ন্তী এফ ডি হোল্ডিং	হ্যাঁ
40	বিন্দে হোম	জয়ন্তী এফ ডি হোল্ডিং	
41	জয়ন্তি রেসিডেন্স	জয়ন্তী এফ ডি হোল্ডিং	
42	বিগ বস	জয়ন্তী এফ ডি হোল্ডিং	
43	গ্রাস লীন	জয়ন্তী এফ ডি হোল্ডিং	
44	গ্রীন ডুয়ার্স	জয়ন্তী এফ ডি হোল্ডিং	
45	পাহাড়ি কন্যা	জয়ন্তী এফ ডি হোল্ডিং	
46	রিভার ভিউ	জয়ন্তী এফ ডি হোল্ডিং	
47	হোটেল প্রফুল্ল	জয়ন্তী এফ ডি হোল্ডিং	
48	হোটেল গণেশ	জয়ন্তী এফ ডি হোল্ডিং	
49	হোটেল অরণ্য	জয়ন্তী এফডি হোল্ডিং	
50	কৃষ্ণা লজ	জয়ন্তী এফডি হোল্ডিং	
51	ম্যাক্রো লজ	জয়ন্তী এফডি হোল্ডিং	
52	আলতাপুরী	জয়ন্তী এফডি হোল্ডিং	হ্যাঁ

বিশেষ দ্রষ্টব্য : *বিভাগ কর্তৃক 68টি রিসর্ট/হোমস্টে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে নিরীক্ষার জন্য বিভাগ দ্বারা শুধুমাত্র 52টি নাম দেওয়া হয়েছিল।*

(উৎস: বি টি আর-এর নথি)

পরিশিষ্ট-6

(অনুচ্ছেদ 1.8.5.2 (i) দ্রষ্টব্য)

সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণাগারে পর্যটক ধারন ক্ষমতা

টি সি পি-তে 2016-17 থেকে 2026-27 পর্যন্ত গণনা করা হয়েছে	নিরীক্ষা দ্বারা গণনা	উৎস হিসাবে এন জি টি নির্দেশিকাতে বর্ণিত কানহা টি আর-এর ধারন ক্ষমতা
ধারন ক্ষমতা গণনা **বাস্তবিক ধারন ক্ষমতা (পি সি সি)** পি সি সি = A x v/a x Rf মোট দৈর্ঘ্য 370 কি মি গণনা করা হয়েছিল 2টি নৌকার মধ্যে সর্বনিম্ন দূরত্ব 200 মিটার রাখা হয়েছিল একটি একক পরিদর্শনের জন্য কমপক্ষে চার ঘন্টা প্রয়োজন এবং টাইগার রিজার্ভ প্রতিদিন 10 ঘন্টা খোলা থাকে। এইভাবে পুনরাবৃত্ত পক্রিয়া (আর এফ) গণনা করা হয়: পুনরাবৃত্ত পক্রিয়া (আর এফ) =10/4=2.5 বাস্তবে ধারন ক্ষমতা (পি সি সি) = 370 কিমি x 5 যানবাহন / কিমি x 2.5 = 4,625 পরিদর্শন /দিন **বাস্তবিক ধারন ক্ষমতা (আর সি সি)** আর সি সি = 4,625 x (100-70)/100 x(100-42)/100 x (100-34)/100 = 531.13 অথবা 531 নৌকা ইউনিট (দুটি সিলিন্ডার নৌকা)/দিন **কার্যকরী অনুমোদনযোগ্য ধারন ক্ষমতা** ই পি সি সি = আর সি সি x এম সি (এম সি -ব্যবস্থাপনা ক্ষমতা) ই পি সি সি = 531 x 0.40 = 212.4 অথবা 212 দুটি সিলিন্ডার নৌকা।	**ধারন ক্ষমতা গণনা** **বাস্তবিক ধারন ক্ষমতা (পি সি সি)** পি সি সি = A x v/a x Rf মোট দৈর্ঘ্য 370 কি মি গণনা করা হয়েছিল 2টি নৌকার মধ্যে সর্বনিম্ন দূরত্ব 500 মিটার রাখা হয়েছিল (এন টি সি এ অনুসারে দুটি গাড়ির মধ্যে ন্যূনতম দূরত্ব 500 মিটার হওয়া উচিত) একটি একক পরিদর্শনের জন্য কমপক্ষে চার ঘন্টা প্রয়োজন এবং টাইগার রিজার্ভ প্রতিদিন 10 ঘন্টা খোলা থাকে। এইভাবে পুনরাবৃত্ত পক্রিয়া (আর এফ) গণনা করা হয়: পুনরাবৃত্ত পক্রিয়া (আর এফ) =10/4=2.5 বাস্তবে ধারন ক্ষমতা (পি সি সি) = 370 কিমি। x 2 যানবাহন / কিমি। x 2.5 = 1,850 পরিদর্শন /দিন **বাস্তবিক ধারন ক্ষমতা (আর সি সি)** আর সি সি =1,850x(100-70)/100x(100-42)/100x (100-34)/100=212.45 অথবা 212 নৌকা ইউনিট (দুটি সিলিন্ডার নৌকা)/দিন **কার্যকরী অনুমোদনযোগ্য ধারন ক্ষমতা** ই পি সি সি = আর সি সি x এম সি (এম সি -ব্যবস্থাপনা ক্ষমতা) ই পি সি সি = 212 x0.40 = 84.8 অথবা 85 দুটি সিলিন্ডার নৌকা।	**ধারন ক্ষমতা গণনা** **বাস্তবিক ধারন ক্ষমতা (পি সি সি)** পি সি সি = A x v/a x Rf ধুলো এড়াতে 2টি গাড়ির মধ্যে (2 যানবাহন/কিমি) কমপক্ষে 500 মিটার (½ কিমি) দূরত্ব রাখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কমপক্ষে 3½ কিমির একটি একক পরিদর্শন জন্য একঘন্টা প্রয়োজন পি এ বছরে 9 মাস এবং প্রতিদিন 9 ঘন্টা পর্যটকদের জন্য খোলা থাকে নিয়মিত চলাচলকারী রাস্তার দৈর্ঘ্য (পর্যটকদের জন্য) = 283 কিমি পুনরাবৃত্ত পক্রিয়া (আর এফ) = 9 ঘন্টা/3.5 ঘন্টা = 2.6 পি সি সি = 283 কিমি x 2 যানবাহন/কিমি x 2.6 = 1,471.6 বা 1,472 পরিদর্শন/দিন **বাস্তবিক ধারন ক্ষমতা (আর সি সি)** 1,472 (0.22 x 0.45 x 0.95) 138.4 বা 138 পরিদর্শন/দিন **কার্যকরী অনুমোদনযোগ্য ধারন ক্ষমতা** ই পি সি সি = আর সি সি x এম সি 138 x 0.40 = 55.2 অথবা 55 যানবাহন/দিন
প্রতিদিন অনুমোদিত পর্যটক - টি সি পি-তে গণনা করা হয়নি	**প্রতিদিন অনুমোদিত পর্যটক = 85x6=510**	

***বিশেষ দ্রষ্টব্য**-এন টি সি এ নির্দেশিকা অনুসারে, ধারন ক্ষমতা গণনা করার জন্য প্রতি গাড়িতে পর্যটক সংখ্যা ছয় ধরা উচিত।*
(উৎস: এস টি আর-এর নথি)

পরিশিষ্ট-7

(অনুচ্ছেদ 2.8.1 দ্রষ্টব্য)

31.03.2022 পর্যন্ত অ-সম্পাদিত ইজারা চুক্তি

ক্রমিক সংখ্যা	নিলামের আই ডি	বালি ব্লকের নাম	এল ও আই জারির মেমো সংখ্যা এবং তারিখ	ইজারা চুক্তি সম্পাদনের নির্ধারিত তারিখ	31-03-2022 পর্যন্ত ইজারা চুক্তি সম্পাদনে বিলম্ব (দিনে)	খননযোগ্য বালির ভাণ্ডার-বার্ষিক বৃদ্ধির লক্ষ্য (ঘন মিটারে)	খননযোগ্য বালির ভাণ্ডার-বার্ষিক বৃদ্ধির লক্ষ্য (সিএফটি-তে)	মূল্য (রয়্যালটি+সেস) (টাকায়)
বীরভূম জেলা								
1	2016_ডি এম বি_60	বীর-মহম্মদ বাজার- 007-2016	468, তারিখ-30.01.17	29.07.2017	1,706	14,152	4,99,774	8,29,625
2	2016_ডি এম বি_63	বীর-মহম্মদ বাজার- 029-2016	4988, তারিখ-09.12.16	08.06.2017	1,757	12,235	4,32,075	7,17,245
3	2016_ডি এম বি_63	বীর-মহম্মদ বাজার- 030-2016	4989, তারিখ-09.12.16	08.06.2017	1,757	27,868	9,84,150	16,33,689
4	2016_ডি এম বি_63	বীর-সাঁইথিয়া- 042-2016	5291, তারিখ-23.12.16	22.06.2017	1,743	27,843	9,83,267	16,32,223
5	2016_ডি এম বি_63	বীর-সাঁইথিয়া- 050-2016	1880, তারিখ-06.04.17	05.10.2017	1,638	20,828	7,35,535	12,20,988
6	2018_ডব্লিউ বি_869	বীর-ইলামবাজার- 067-2016	2104, তারিখ-17.04.18	16.10.2018	1,262	15,269	5,39,220	8,95,105
7	2018_ডব্লিউ বি_869	বীর-ইলামবাজার- 069-2016	2105, তারিখ-17.04.18	16.10.2018	1,262	13,303	4,69,791	7,79,853
8	2016_ডি এম বি_64	বীর-ইলামবাজার- 075-2016	474, তারিখ-30.01.17	29.07.2017	1,706	13,280	4,68,979	7,78,505
9	2017_ডব্লিউ বি_527	বীর-ইলামবাজার- 081-16	1347, তারিখ-13.03.18	12.09.2018	1,296	19,978	7,05,517	11,71,158
10	2018_ডব্লিউ বি_869	বীর-ময়ূরেশ্বর-II- 088-2016	2106, তারিখ-17.04.18	16.10.2018	1,262	42,840	15,12,882	25,11,384
11	2016_ডি এম বি_65	বীর-ময়ূরেশ্বর-II- 109-2016	496, তারিখ-30.01.17	29.07.2017	1,706	9,597	3,38,915	5,62,599
12	2016_ডি এম বি_65	বীর-ময়ূরেশ্বর-II- 116-2016	503, তারিখ-30.01.17	29.07.2017	1,706	12,596	4,44,824	7,38,408
13	2016_ডি এম বি_65	বীর-ময়ূরেশ্বর-II- 121-2016	506, তারিখ-30.01.17	29.07.2017	1,706	6,093	2,15,172	3,57,186
14	2017_ডব্লিউ বি_567	বীর-দুবরাজপুর- 140-2016	573, তারিখ-05.02.18	04.08.2018	1,335	16,740	5,91,168	9,81,339
15	2018_ডব্লিউ বি_869	বীর-দুবরাজপুর- 141-2016	3266, তারিখ-11.05.18	10.11.2018	1,237	17,114	6,04,376	10,03,264
16	2017_ডব্লিউ বি_576	বীর-দুবরাজপুর- 145-2016	2109, তারিখ-17.04.18	16.10.2018	1,262	19,978	7,05,517	11,71,158
17	2018_ডব্লিউ বি_869	বীর-খয়রাসোল- 150-2016	2189, তারিখ-20.04.18	19.10.2018	1,259	58,680	20,72,267	34,39,963

ক্রমিক সংখ্যা	নিলামের আই ডি	বালি ব্লকের নাম	এল ও আই জারির মেমো সংখ্যা এবং তারিখ	ইজারা চুক্তি সম্পাদনের নির্ধারিত তারিখ	31-03-2022 পর্যন্ত ইজারা চুক্তি সম্পাদনে বিলম্ব (দিনে)	খননযোগ্য বালির ভাণ্ডার-বার্ষিক বৃদ্ধির লক্ষ্য (ঘন মিটারে)	খননযোগ্য বালির ভাণ্ডার-বার্ষিক বৃদ্ধির লক্ষ্য (সিএফটি-তে)	মূল্য (রয়্যালটি+সেস) (টাকায়)
18	2018_ডব্লিউ বি_872	বীর-খয়রাসোল- 157-2016	3267, তারিখ-11.05.18	10.11.2018	1,237	11,919	4,20,916	6,98,721
19	2018_ডব্লিউ বি_883	বীর-বোলপুর- 169-2016	3265, তারিখ-11.05.18	10.11.2018	1,237	41,000	14,47,903	24,03,519
20	2018_ডব্লিউ বি_884	বীর-বোলপুর- 170- 2016	3268, তারিখ-11.05.18	10.11.2018	1,237	38,400	13,56,084	22,51,099
21	2017_ডি এম বি_68	বীর-রামপুরহাট-I- 190-2016	1882, তারিখ-06.04.17	05.10.2017	1,638	2,525	89,170	1,48,022
22	2017_ডি এম বি_68	বীর-নানুর- 192-2016	1735, তারিখ-30.03.17	29.09.2017	1,644	13,181	4,65,483	7,72,702
23	2017_ডি এম বি_72	বীর-নানুর- 202-2016	5856, তারিখ-10.11.17	09.05.2018	1,422	10,972	3,87,473	6,43,205
24	2017_ডি এম বি_72	বীর-নানুর- 204-2016	5596, তারিখ-26.10.17	25.04.2018	1,436	15,487	5,46,919	9,07,886
25	2018_ডব্লিউ বি_869	বীর-নানুর- 208-2016	3617, তারিখ-28.05.18	27.11.2018	1,220	6,311	2,22,871	3,69,966
26	2017_ডি এম বি_68	বীর-নানুর- 211-2016	3740, তারিখ-22.06.17	21.12.2017	1,561	23,959	8,46,105	14,04,534
27	2017_ডি এম বি_68	বীর-ময়ূরেশ্বর-I- 216-2016	1881, তারিখ-06.04.17	05.10.2017	1,638	7,525	2,65,743	4,41,133
28	2017_ডি এম বি_68	বীর-ময়ূরেশ্বর-I- 218-2016	1288, তারিখ-08.03.17	07.09.2017	1,666	9,710	3,42,906	5,69,224
29	2017_ডি এম বি_68	বীর-ময়ূরেশ্বর-I- 221-2016	1291, তারিখ-08.03.17	07.09.2017	1,666	10,195	3,60,033	5,97,655
30	2018_ডব্লিউ বি_869	বীর-নলহাটি-I- 234-2016	3010, তারিখ-23.04.18	22.10.2018	1,256	15,827	5,58,926	9,27,817
31	2017_ডি এম বি_70	বীর-মুরারাই-II- 235-2016	1640, তারিখ-27.03.17	26.09.2017	1,647	21,94,588	7,75,01,217	12,86,52,020
32	2017_ডব্লিউ বি_139	বীর-মুরারাই-I- 239-2016	7149, তারিখ-06.12.17	05.06.2018	1,395	4,612	1,62,871	2,70,366
33	2018_ডব্লিউ বি_617	বীর-মহম্মদ বাজার- 241-2016	1046, তারিখ-22.02.18	21.08.2018	1,318	6,142	2,16,903	3,60,059
34	2018_ডব্লিউ বি_618	বীর-ইলামবাজার- 242-2016	1346, তারিখ-13.03.18	12.09.2018	1,296	10,244	3,61,764	6,00,528
35	2018_ডব্লিউ বি_619	বীর-ইলামবাজার- 243-2016	1045, তারিখ-22.02.18	21.08.2018	1,318	12,283	4,33,770	7,20,058
36	2017_ডি এম বি_71	বীর-সুরি-I- 252-2016	7230, তারিখ-08.12.17	07.06.2018	1,393	38,160	13,47,609	22,37,031
37	2017_ডব্লিউ বি_529	বীর-সুরি-I- 253-2016	576, তারিখ-05.02.18	04.08.2018	1,335	16,191	5,71,780	9,49,155
38	2018_ডব্লিউ বি_869	বীর-ময়ূরেশ্বর-I- 263-2016	3329, তারিখ-16.05.18	15.11.2018	1,232	12,040	4,25,189	7,05,814
39	2018_ডব্লিউ বি_804	বীর-রাজনগর- 270-2018	1134, তারিখ-27.02.18	26.08.2018	1,313	25,934	9,15,851	15,20,313

ক্রমিক সংখ্যা	নিলামের আই ডি	বালি ব্লকের নাম	এল ও আই জারির মেমো সংখ্যা এবং তারিখ	ইজারা চুক্তি সম্পাদনের নির্ধারিত তারিখ	31-03-2022 পর্যন্ত ইজারা চুক্তি সম্পাদনে বিলম্ব (দিনে)	খননযোগ্য বালির ভাণ্ডার-বার্ষিক বৃদ্ধির লক্ষ্য (ঘন মিটারে)	খননযোগ্য বালির ভাণ্ডার-বার্ষিক বৃদ্ধির লক্ষ্য (সিএফটি-তে)	মূল্য (রয়্যালটি+সেস) (টাকায়)
40	2018_ডব্লিউ বি_946	বীর-ইলামবাজার- 276-2018	5984, তারিখ-30.08.18	27.02.2019	1,128	23,911	8,44,410	14,01,721
41	2018_ডব্লিউ বি_946	বীর-ইলামবাজার- 277-2018	5989, তারিখ-30.08.18	27.02.2019	1,128	39,09,109	13,80,49,012	22,91,61,360
42	2018_ডব্লিউ বি_1266	বীর-ইলামবাজার- 282-2018	700, তারিখ-12.02.19	11.08.2019	963	13,934	4,92,075	8,16,845
43	2018_ডব্লিউ বি_946	বীর-রাজনগর- 284-2018	5987, তারিখ-30.08.18	27.02.2019	1,128	11,288	3,98,632	6,61,729
44	2018_ডব্লিউ বি_1266	বীর-সুরি-I- 286-2018	699, তারিখ-12.02.19	11.08.2019	963	27,795	9,81,572	16,29,410
মোট (বীরভূম জেলা)						**68,61,636**	**24,23,16,616**	**40,22,45,583**
বাঁকুড়া জেলা								
45	2016_ডি এম বি ডব্লিউ বি_46	0120 ডি এম 017	1027, তারিখ-06.06.17	05.12.2017	1,577	38,850	13,71,996	22,77,514
46	2016_ডি এম বি ডব্লিউ বি_47	0120 ডি এম 018	1028, তারিখ-06.06.17	05.12.2017	1,577	38,526	13,60,563	22,58,535
47	2016_ডি এম বি ডব্লিউ বি_58	0122 ডি এম 006	5528 তারিখ-26.10.16	25.04.2017	1,801	27,519	9,71,831	16,13,239
48	2016_ডি এম বি ডব্লিউ বি_93	0115 কে বি 001	797, তারিখ 10.02.17	09.08.2017	1,695	72,472	25,59,334	42,48,495
49	2016_ডি এম বি ডব্লিউ বি_96	0115 কে বি 004	800, তারিখ-10.02.17	09.08.2017	1,695	72,941	25,75,894	42,75,984
50	2016_ডি এম বি ডব্লিউ বি_147	0115 কে বি 008	638, তারিখ-31.01.17	30.07.2017	1,705	72,083	25,45,628	42,25,743
51	2016_ডি এম বি ডব্লিউ বি_148	0115 কে বি 009	636, তারিখ-31.01.17	30.07.2017	1,705	71,598	25,28,476	41,97,270
52	2016_ডি এম বি ডব্লিউ বি_206	0107 ডি এম 010	542, তারিখ-03.04.17	02.10.2017	1,641	47,204	16,66,994	27,67,210
53	2016_ডি এম বি ডব্লিউ বি_207	0107 ডি এম 011	541, তারিখ-03.04.17	02.10.2017	1,641	90,813	32,07,076	53,23,747
54	2016_ডি এম বি ডব্লিউ বি_209	0107 ডি এম 013	921, তারিখ-15.02.17	14.08.2017	1,690	84,792	29,94,415	49,70,728
55	2017_ডি এম বি ডব্লিউ বি_225	0104 ডি এম 002	362, তারিখ-02.03.17	01.09.2017	1,672	1,17,012	41,32,279	68,59,583
56	2017_ডব্লিউ বি_167	0107 ডি এম 008	6018, তারিখ-22.06.18	21.12.2018	1,196	1,14,027	40,26,864	66,84,593
57	2017_ডব্লিউ বি_345	0121 ডি এম 023	921, তারিখ-15.02.17	28.07.2018	1,342	1,14,000	40,25,910	66,83,011

ক্রমিক সংখ্যা	নিলামের আই ডি	বালি ব্লকের নাম	এল ও আই জারির মেমো সংখ্যা এবং তারিখ	ইজারা চুক্তি সম্পাদনের নির্ধারিত তারিখ	31-03-2022 পর্যন্ত ইজারা চুক্তি সম্পাদনে বিলম্ব (দিনে)	খননযোগ্য বালির ভাণ্ডার-বার্ষিক বৃদ্ধির লক্ষ্য (ঘন মিটারে)	খননযোগ্য বালির ভাণ্ডার-বার্ষিক বৃদ্ধির লক্ষ্য (সিএফটি-তে)	মূল্য (রয়্যালটি+সেস) (টাকায়)
58	2017_ডব্লিউ বি_347	0121 ডি এম 025	362, তারিখ-02.03.17	08.07.2018	1,362	1,14,000	40,25,910	66,83,011
59	2017_ডব্লিউ বি_443	0103 ডি আর008	6018, তারিখ-22.06.18	15.07.2018	1,355	28,800	10,17,072	16,88,340
60	2017_ডব্লিউ বি_445	0103 ডি আর 010	3036, তারিখ-08.03.18	07.09.2018	1,301	21,840	7,71,280	12,80,324
61	2017_ডব্লিউ বি_431	0104 ডি এম 006	2977, তারিখ-27.12.18	26.06.2019	1,009	1,09,536	38,68,264	64,21,318
62	2018_ডব্লিউ বি_1193	0117 ডি আর 001	684, তারিখ-08.03.19	07.09.2019	936	95,626	33,77,018	56,05,850
63	2018_ডব্লিউ বি_1194	0117 ডি আর 002	685, তারিখ-08.03.19	07.09.2019	936	53,263	18,80,990	31,22,443
64	2018_ডব্লিউ বি_1196	0117 ডি আর 007	692, তারিখ-08.03.19	07.09.2019	936	48,103	16,98,765	28,19,949
65	2018_ডব্লিউ বি_1197	0117 ডি আর 008	664, তারিখ-07.03.19	06.09.2019	937	49,073	17,33,006	28,76,790
66	2018_ডব্লিউ বি_1198	0117 ডি আর 009	686, তারিখ-08.03.19	07.09.2019	936	59,674	21,07,373	34,98,239
67	2018_ডব্লিউ বি_1199	0117 ডি আর 010	691, তারিখ-08.03.19	07.09.2019	936	58,267	20,57,706	34,15,792
68	2018_ডব্লিউ বি_1204	0117 ডি আর 022	687, তারিখ-08.03.19	07.09.2019	936	93,456	33,00,399	54,78,662
69	2018_ডব্লিউ বি_1215	0105 ডি এম 018	688, তারিখ-08.03.19	07.09.2019	936	1,08,996	38,49,194	63,89,662
70	2019_ডব্লিউ বি_1332	0117 ডি আর 018	690, তারিখ-08.03.19	07.09.2019	936	49,738	17,56,483	29,15,762
71	2019_ডব্লিউ বি_1336	0105 ডি এম 004	689, তারিখ-08.03.19	07.09.2019	936	1,18,728	41,92,879	69,60,180
72	2019_ডব্লিউ বি_1372	0105 ডি এম 005	1593, তারিখ-12.06.19	11.12.2019	841	1,19,677	42,26,400	70,15,825
73	2019_ডব্লিউ বি_1379	0105 ডি এম 038	1594, তারিখ-12.06.19	11.12.2019	841	96,000	33,90,240	56,27,798
মোট (বাঁকুড়া জেলা)						**21,86,613**	**7,72,20,238**	**12,81,85,595**
মোট দুই জেলায় (বীরভূম ও বাঁকুড়া)						**90,48,249**	**31,95,36,854**	**53,04,31,177**

(উৎস : নিলামকৃত বালি খনির ইজারা ফাইল)

পরিশিষ্ট-8

(অনুচ্ছেদ 2.9.1 দ্রষ্টব্য)

দরপত্র মূল্য অনাদায়

ক্রমিক সংখ্যা	বালি/কোয়ার্টজ ব্লকের নাম	মোট দরপত্র মূল্যের 1/3 অংশ প্রদানের তারিখ	অবশিষ্ট 2/3 অংশ দরপত্র মূল্যের 1ম কিস্তির তারিখ	দরপত্র মূল্য বিলম্বে প্রদান (দিনে)	ইজারা দলিল সম্পাদনের তারিখ	31.03.2023 পর্যন্ত ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)
এ ডি এম এবং ডি এল এন্ড এল আর ও, বীরভূম							
1	বীর - সাঁইথিয়া 046 /2016	10-02-2017	04-05-2017	83	26-02-2018	25-02-2023	26,30,100
2	বীর - সাঁইথিয়া / 049/ 2016	27-01-2017	19-02-2018	388	21-08-2017	20-08-2022	43,70,500
3	বীর -ইলামবাজার /071//2016	01-11-2017	14-09-2020	1,048	15-01-2018	14-01-2023	1,84,91,640
4	বীর-ময়ূরেশ্বর -II/092/2016	20-01-2017	15-02-2017	26	06-07-2017	05-07-2022	35,58,933
5	বীর - বোলপুর /179/2016	16-02-2017	16-12-2017	303	11-10-2017	10-10-2022	24,98,300
6	বীর-নানুর 207/2016	28-06-2017	15-05-2018	321	02-01-2018	01-01-2023	56,10,724
এ ডি এম এবং ডি এল এন্ড এল আর ও, পুরুলিয়া							
7	2017_ডি এম পি ডব্লিউ বি_78	12-06-2017	05-09-2017	85	15-09-2017	14-09-2022	2,54,400
8	2017 _ডি এম পি ডব্লিউ বি_73	20-08-2017	31-03-2022	1,684	15-09-2017	14-09-2022	18,34,000
9	2017_ডি এম পি ডব্লিউ বি_79	18-08-2017	31-03-2022	1,686	20-09-2017	19-09-2022	1,29,33,333
10	2017_ডি এম পি ডব্লিউ বি_43	04-12-2017	28-06-2021	1,302	15-02-2018	14-02-2023	38,70,000
11	2017_ডি এম পি ডব্লিউ বি_74	15-06-2017	05-09-2017	82	01-09-2017	31-08-2022	6,67,000
এ ডি এম এবং ডি এল এন্ড এল আর ও, পূর্ব বর্ধমান							
12	2016_ডি এম বি ইউ ডব্লিউ_145	16-01-2017	14-03-2017	57	28-02-2018	27-02-2023	44,79,044
13	2016_ডি এম বি ইউ ডব্লিউ_148	16-01-2017	05-05-2018	474	10-01-2018	09-01-2023	44,65,807

ক্রমিক সংখ্যা	বালি/কোয়ার্টজ ব্লকের নাম	মোট দরপত্র মূল্যের 1/3 অংশ প্রদানের তারিখ	অবশিষ্ট 2/3 অংশ দরপত্র মূল্যের 1ম কিস্তির তারিখ	দরপত্র মূল্য বিলম্বে প্রদান (দিনে)	ইজারা দলিল সম্পাদনের তারিখ	31.03.2023 পর্যন্ত ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)
14	2017_ডি এম বি ইউ ডব্লিউ_649	16-08-2017	17-05-2018	274	02-02-2018	01-02-2023	2,76,800
15	2017_ডি এম বি ইউ ডব্লিউ_411	16-06-2017	08-11-2021	1,606	12-12-2017	11-12-2022	22,37,600
16	2017_ডি এম বি ইউ ডব্লিউ_669	20-09-2017	21-05-2018	243	28-12-2017	27-12-2022	1,03,40,800
17	2016_ডি এম বি ইউ ডব্লিউ_166	09-02-2017	08-02-2018	364	27-12-2017	26-12-2022	26,60,364
18	2017_ডি এম বি ইউ ডব্লিউ_179	27-02-2017	27-10-2017	242	08-12-2017	07-12-2022	74,47,153
19	2017_ডি এম বি ইউ ডব্লিউ_700	21-11-2017	21-03-2018	120	29-03-2018	28-03-2023	2,00,000
20	2017_ডব্লিউ বি_98	08-11-2017	18-11-2021	1,471	09-03-2018	08-03-2023	6,58,000
21	2017_ডি এম বি ইউ ডব্লিউ_609	09-08-2017	05-05-2018	269	02-02-2018	01-02-2023	24,52,533
22	2017_ডি এম বি ইউ ডব্লিউ_661	14-09-2017	23-11-2021	1,531	22-12-2017	21-12-2022	53,42,800
23	2017_ডি এম বি ইউ ডব্লিউ_705	31-08-2017	14-05-2018	256	02-02-2018	01-02-2023	10,26,400
24	2017_ডি এম বি ইউ ডব্লিউ_706	25-08-2017	05-05-2018	253	08-11-2017	07-11-2022	21,92,000
মোট							**10,04,98,231**

(উৎস: নিলামকৃত বালি খননের ইজারা ফাইল)

পরিশিষ্ট-9

(অনুচ্ছেদ 2.9.2 দ্রষ্টব্য)

দরপত্র মুল্য কম আদায়

ক্রমিক সংখ্যা	বালি/কোয়ার্টজ ব্লকের নাম	মোট দরপত্র মূল্যের 1/3 অংশ প্রদানের তারিখ	অবশিষ্ট 2/3 অংশ দরপত্র মূল্যের প্রথম কিস্তির তারিখ	চূড়ান্ত দরপত্র মূল্য প্রদানের শেষ তারিখ (অবশিষ্ট 2/3 অংশ দরপত্র মূল্যের 1ম কিস্তি প্রদানের 90 দিন পর)	31.03.2023 তারিখ পর্যন্ত সুদের হিসাব	দরপত্র মূল্য বিলম্বে প্রদান (দিনে)	বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)	31.03.2023 তারিখ পর্যন্ত সুদ জমা হয়েছে ((টাকায়)
এ ডি এম এবং ডি এল এন্ড এল আর ও, বীরভূম								
1	বীর-মহম্মদ বাজার / /008 /2016	30-01-2018	30-05-2019	29-08-2019	31-03-2023	1,310	1,14,38,000	25,65,716
2	বীর -ইলামবাজার /0069/2016	12-04-2018	06-02-2020	07-05-2020	31-03-2023	1,058	6,22,100	1,12,702
3	বীর -ইলামবাজার / 075/2016	10-01-2017	03-04-2017	03-07-2017	31-03-2023	2,097	92,49,266	33,21,183
4	বীর - খয়রাসোল /150/2016	20-04-2018	17-07-2019	16-10-2019	31-03-2023	1,262	14,57,467	3,14,953
5	বীর-নানুর /192/2016	17-03-2017	06-04-2017	06-07-2017	31-03-2023	2,094	24,82,800	8,90,237
6	বীর-মুরারাই -II/ 235/2016	21-03-2017	01-06-2017	31-08-2017	31-03-2023	2,038	23,85,466	8,32,462
7	বীর-মহম্মদ বাজার / 267/ 2018	05-03-2018	11-02-2019	13-05-2019	31-03-2023	1,418	1,35,18,400	32,82,379
8	বীর -ইলামবাজার / 276/ 2018	07-08-2018	20-02-2019	22-05-2019	31-03-2023	1,409	15,03,060	3,62,639
9	বীর -ইলামবাজার /277/ 2018	07-08-2018	20-02-2019	22-05-2019	31-03-2023	1,409	11,79,240	2,84,512
এ ডি এম এবং ডি এল এন্ড এল আর ও, বাঁকুড়া								
10	2017_ডব্লিউ বি_337	19-01-2018	24-04-2018	24-07-2018	31-03-2023	1,711	2,47,69,421	72,56,931
11	2018_ডব্লিউ বি_630	23-02-2018	29-03-2019	28-06-2019	31-03-2023	1,372	3,57,51,644	83,99,188
এ ডি এম এবং ডি এল এন্ড এল আর ও, পুরুলিয়া								
12	2017_ডব্লিউ বি_546, কোয়ার্টজ ব্লক	02-07-2018	13-05-2021	12-08-2021	31-03-2023	596	15,62,333	1,59,444
13	2017_ডব্লিউ বি_543, কোয়ার্টজ ব্লক	09-07-2018	20-12-2021	21-03-2022	31-03-2023	375	69,61,533	4,47,016
14	2017_ডব্লিউ বি_536, কোয়ার্টজ ব্লক	25-06-2018	08-06-2022	07-09-2022	31-03-2023	205	21,12,900	74,169
15	2017_ডি এম পি ডব্লিউ বি_76	20-06-2017	05-09-2017	05-12-2017	31-03-2023	1,942	1,86,332	61,962
এ ডি এম এবং ডি এল এন্ড এল আর ও, পূর্ব বর্ধমান								
16	2017_ডব্লিউ বি_302	16-12-2017	02-04-2019	02-07-2019	31-03-2023	1,368	45,31,200	10,61,418
17	2017_ডি এম বি ইউ ডব্লিউ_603	13-10-2017	16-11-2021	15-02-2022	31-03-2023	409	90,00,000	6,30,308
18	2017_ডি এম বি ইউ ডব্লিউ_679	24-01-2018	18-04-2018	18-07-2018	31-03-2023	1,717	22,03,000	6,47,697
			মোট				**13,09,14,162**	**3,07,04,915**

(উৎস: নিলামকৃত বালি এবং ইন-সিটু খনন ইজারার নথিপত্র)

পরিশিষ্ট-10

(অনুচ্ছেদ 2.10.2 দ্রষ্টব্য)

অপ্রধান খনিজগুলি (বালি) থেকে রয়্যালটি এবং সেস কম আদায়

ক্রমিক সংখ্যা	কার্যালয়ের নাম/ নিরীক্ষার সময়কাল	ক্ষেত্র সংখ্যা	খননের বছর	খননকৃত পরিমাণ (সি এফ টি-তে)	প্রযোজ্য হার (প্রতি সি এফ টি 302 টাকা করে)	প্রদেয় পরিমাণ (টাকায়)	প্রদত্ত পরিমাণ (টাকায়)	কম আদায় (টাকায়)	ডি এল এন্ড এল আর ও-এর উত্তর এবং তারিখ
1	**ডি এল এন্ড এল আর ও, বাঁকুড়া, 01.04.17 থেকে 31.03.22**	13	2021-22	16,00,000	302	48,32,000	24,16,000	24,16,000	পূর্বোক্ত ইজারাদাররা খনন পারমিটের জন্য পূর্বে অনুমোদিত রিকুইজিশনে অর্থ জমা করেছিলেন এবং একবার পোর্টালে একটি পারমিট অনুমোদিত হলে, এর হার সংশোধন করার কোন বিকল্প নেই। এছাড়া, হারগুলি সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত এবং অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ একটি কলাম ছাড়া এটি পরিবর্তন করতে পারে না, তারিখ-27.07.2022
2	**ডি এল এন্ড এল আর ও, পশ্চিম বর্ধমান, 01.04.17 থেকে 31.03.22**	11	2021-22	13,10,000	302	39,56,200	19,78,100	19,78,100	অনলাইন ই-সাপ্লাই চেইন সিস্টেমটি ডব্লিউ বি এম ডি টি সি এল দ্বারা চালু করা হয়েছিল এবং নভেম্বর, 2021 থেকে জেলায় কার্যকরী হয়েছে। উল্লিখিত পোর্টালে, খনন অনুমতির জন্য রিকুইজিশনের সাপেক্ষে চাহিদা তৈরি করা হয়েছে। যদিও রয়্যালটির সংশোধিত হার 13.01.2022 –এ জানানো হয়েছিল, তবে এটি 27.01 2022-এ পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল/তারিখ-02.09.2022
3	**ডি এল এন্ড এল আর ও, পুরুলিয়া, 01.04.17 থেকে 31.03.22**	19	2021-22	13,95,000	302	42,12,900	21,06,450	21,06,450	বিষয়টি ডব্লিউ বি এম ডি টি সি এল-কে জানানো হয়েছে এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে/তারিখ-29.11.2022
4	**ডি এল এন্ড এল আর ও, পূর্ব বর্ধমান, 01.04.17 থেকে 31.03.22**	98	2021-22	94,70,000	302	2,85,99,400	1,42,99,700	1,42,99,700	বিষয়টি ডব্লিউ বি এম ডি টি সি এল-কে জানানো হয়েছে এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে/তারিখ-20.09.2022
5	**ডি এল এন্ড এল আর ও, পূর্ব মেদিনীপুর, 01.04.17 থেকে 31.03.22**	8	2021-22	2,26,880	302	6,85,178	3,42,589	3,42,589	বিষয়টি ডব্লিউ বি এম ডি টি সি এল-কে জানানো হয়েছে এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে/তারিখ -29.09.2022
6	**ডি এল এন্ড এল আর ও, কালিম্পং, 01.04.17 থেকে 31.03.22**	4	2021-22	60,000	302	1,81,200	90,600	90,600	বিষয়টি ডব্লিউ বি এম ডি টি সি এল-কে জানানো হয়েছে এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে/তারিখ -21.10.2022
মোট		**153**		**1,40,61,880**	**1,812**	**4,24,66,878**	**2,12,33,439**	**2,12,33,439**	

(উৎস : ডব্লিউ বি এম ডি টি সি এল পোর্টাল)

পরিশিষ্ট-11

(অনুচ্ছেদ 2.10.3 দ্রষ্টব্য)

অপ্রধান খনিজগুলি থেকে রয়্যালটি এবং সেস কম আদায়

ক্রমিক সংখ্যা	কার্যালয়ের নাম/নিরীক্ষার সময়কাল	ক্ষেত্র সংখ্যা	খননের বছর	খননকৃত পরিমাণ (সি এফ টি-তে)	প্রতি ঘন মিটারে হার (টাকায়)	প্রদেয় পরিমাণ (টাকায়)	প্রদত্ত পরিমাণ (টাকায়)	কম আদায় (টাকায়)	ডি এল এন্ড এল আর ও- এর উত্তর এবং তারিখ
1	**ডি এল এন্ড এল আর ও, বীরভূম, 01.04.17 থেকে 31.03.22**	2	2017-22	5,48,495	98	5,37,525	2,62,727	2,74,798	বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে এবং নথিপত্র যাচাইয়ের পর শীঘ্রই রয়্যালটি ও সেস আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে/ তারিখ-20.05.22
		3		1,12,267	117	1,31,352	65,115	66,237	
		51		15,78,418	166	26,20,174	10,27,415	15,92,759	
2	**ডি এল এন্ড এল আর ও, বাঁকুড়া,, 01.04.17 থেকে 31.03.22**	168	2017-22	2,77,05,951	98	2,71,51,832	1,82,79,904	88,71,928	আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে চিঠি দেওয়া হবে /তারিখ-27.07.22
3	**ডি এল এন্ড এল আর ও, পুরুলিয়া, 01.04.17 থেকে 31.03.22**	7	2017-22	55,76,254	98	54,64,729	29,05,395	25,59,334	বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানানো হবে এবং উল্লিখিত দপ্তর থেকে উত্তর পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে /তারিখ - 29.11.22
4	**ডি এল এন্ড এল আর ও, পূর্ব বর্ধমান, 01.04.17 থেকে 31.03.22**	143	2017-22	2,46,23,708	98	2,41,31,234	1,54,47,227	86,84,007	বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানানো হবে এবং উল্লিখিত দপ্তর থেকে উত্তর পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে /তারিখ -20.09.22
5	**ডি এল এন্ড এল আর ও, পূর্ব মেদিনীপুর, 01.04.17 থেকে 31.03.22**	518	2017-22	1,47,67,002	98	1,44,71,662	75,26,781	69,44,881	বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানানো হবে এবং উল্লিখিত দপ্তর থেকে উত্তর পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে /তারিখ -29.09.22
		10	2017-22	1,64,74,302	98	1,61,44,816	89,72,677	71,72,139	
মোট		**902**		**9,13,86,397**		**9,06,53,324**	**5,44,87,241**	**3,61,66,083**	

(উৎস: কেটে নেওয়া এবং জমা করা রয়্যালটির ডব্লিউ বি এস আর ডি এ এবং জেড পি-এর নথি)

পরিশিষ্ট-12

(অনুচ্ছেদ 2.10.4 দ্রষ্টব্য)

অপ্রধান খনিজ (বালি) মূল্য কম আদায়

ক্রমিক সংখ্যা	বালি ইজারাদারের নাম	উৎপাদনের অর্থবর্ষ	খনন পরিকল্পনা অনুযায়ী উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা (সিএফটি-তে)	উৎপাদনের পরিমাণ (সিএফটি-তে)	অতিরিক্ত উৎপাদন (সিএফটি-তে)	প্রদত্ত রয়্যালটি এবং সেস (প্রতি 100 সিএফটি 166 টাকা) (টাকায়)	প্রদেয় বালির মূল্য (প্রতি 100 সিফটি 227) (টাকায়)	বালির মূল্য কম আদায় (টাকায়)	ডি এল এন্ড এল আর ও- এর উত্তর এবং তারিখ
1	দেবাশীষ খান, সদরপাড়া, পুরুলিয়া	2017-18	3,39,021	6,95,000	3,55,979	5,90,925	8,08,072	2,17,147	অতিরিক্ত বালি উত্তোলনের জন্য বালির ইজারাদারের কাছ থেকে বালির মূল্য আদায়ের জন্য, ডিমান্ড নোটিশ জারি করা হবে/ তারিখ -24.11.2022
		2018-19	3,39,021	16,45,000	13,05,979	21,67,925	29,64,572	7,96,647	
		2019-20	3,39,021	18,40,000	15,00,979	24,91,625	34,07,222	9,15,597	
		2020-21	3,39,021	18,00,000	14,60,979	24,25,225	33,16,422	8,91,197	
		2021-22	3,39,021	3,50,000	10,979	18,225	24,922	6,697	
2	দেবাশীষ ঘোষ, কেতিকা, পুরুলিয়া সদরপাড়া, পুরুলিয়া	2018-19	6,44,054	13,80,000	7,35,946	12,21,670	16,70,597	4,48,927	
		2019-20	6,44,054	7,70,000	1,25,946	2,09,070	2,85,897	76,827	
3	আজিজুন আনসারি, হিজুলি, পুরুলিয়া	2017-18	1,57,004	14,50,000	12,92,996	21,46,373	29,35,101	7,88,727	
		2018-19	1,57,004	7,45,000	5,87,996	9,76,073	13,34,751	3,58,677	
		2019-20	1,57,004	8,40,000	6,82,996	11,33,773	15,50,401	4,16,627	
4	জি ডি মাইনিং প্রা. লিমিটেড, সন্তোষ রোড, কলকাতা	2017-18	5,93,208	6,26,800	33,592	55,763	76,254	20,491	
		2018-19	4,74,566	26,85,000	22,10,434	36,69,320	50,17,685	13,48,365	
		2019-20	4,74,566	44,35,000	39,60,434	65,74,320	89,90,185	24,15,865	
		2020-21	4,74,566	46,55,000	41,80,434	69,39,520	94,89,585	25,50,065	
		2021-22	4,74,566	17,00,000	12,25,434	20,34,220	27,81,735	7,47,515	
5	তুফান চন্দ্র গাঙ্গুলি, পারুলডিহা, পুরুলিয়া	2017-18	6,77,952	11,00,000	4,22,048	7,00,600	9,58,049	2,57,449	
		2018-19	5,42,362	8,95,000	3,52,638	5,85,379	8,00,488	2,15,109	
6	শ্যামসুন্দর গড়াই, লুকুইদিন, পুরুলিয়া	2017-18	6,38,207	17,50,000	11,11,793	18,45,576	25,23,770	6,78,194	
		2018-19	6,38,207	9,30,000	2,91,793	4,84,376	6,62,370	1,77,994	
		2019-20	6,38,207	10,65,000	4,26,793	7,08,476	9,68,820	2,60,344	
		2020-21	6,38,207	13,00,000	6,61,793	10,98,576	15,02,270	4,03,694	
7	সত্যনারায়ণ বারুই, পুরুলিয়া	2017-18	6,67,925	24,48,800	17,80,875	29,56,253	40,42,587	10,86,334	
		2018-19	6,67,925	38,55,000	31,87,075	52,90,545	72,34,661	19,44,116	
		2019-20	6,67,925	24,25,000	17,57,075	29,16,745	39,88,561	10,71,816	
		2020-21	6,67,925	37,10,000	30,42,075	50,49,845	69,05,511	18,55,666	

ক্রমিক সংখ্যা	বালি ইজারাদারের নাম	উৎপাদনের অর্থবর্ষ	খনন পরিকল্পনা অনুযায়ী উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা (সিএফটি-তে)	উৎপাদনের পরিমাণ (সিএফটি-তে)	অতিরিক্ত উৎপাদন (সিএফটি-তে)	প্রদত্ত রয়্যালটি এবং সেস (প্রতি 100 সিএফটি 166 টাকা) (টাকায়)	প্রদেয় বালির মূল্য (প্রতি 100 সিফটি 227) (টাকায়)	বালির মূল্য কম আদায় (টাকায়)	ডি এল এন্ড এল আর ও- এর উত্তর এবং তারিখ
এ ডি এম এবং ডি এল এন্ড এল আর ও, পূর্ব মেদিনীপুর									
8	তপন বেরা, নন্দকুমার (তমলুক)	2019-20	2,08,444	2,96,250	87,806	1,45,758	1,99,320	53,562	অতিরিক্ত বালি উত্তোলনের জন্য বালি ইজারাদারের কাছ থেকে বালির মূল্য কম আদায়ের জন্য ডিমান্ড নোটিশ জারি করা হবে/ তারিখ-29.09.22
9	অরুণ কর, নন্দকুমার (তমলুক)	2019-20	2,46,662	3,92,500	1,45,838	2,42,091	3,31,052	88,961	
		2020-21	2,46,662	2,58,750	12,088	20,066	27,440	7,374	
10	রঞ্জিত গায়েন, সুতাহাটা-II (হলদিয়া)	2019-20	1,92,553	3,17,500	1,24,947	2,07,412	2,83,630	76,218	
11	এস কে আহমাদুল্লাহ, সুতাহাটা-II (হলদিয়া)	2019-20	2,11,357	4,13,750	2,02,393	3,35,972	4,59,432	1,23,460	
12	বিশ্বজিৎ সিং, সুতাহাটা-II (হলদিয়া)	2019-20	1,92,553	4,73,150	2,80,597	4,65,791	6,36,955	1,71,164	
13	এস কে মুক্তার কাজী ও অন্যান্য, মহিষাদল	2019-20	2,15,013	2,55,000	39,987	66,378	90,770	24,392	
	মোট		**1,39,03,783**	**4,75,02,500**	**3,35,98,717**	**5,57,73,870**	**7,62,69,087**	**2,04,95,217**	

(উৎস: বালি খনন ইজারা নথি এবং উত্তোলনের প্রতিবেদন)

পরিশিষ্ট-13

(অনুচ্ছেদ 2.10.5 দ্রষ্টব্য)

অপ্রধান খনিজগুলির উপর তামাদি কর অনাদায়

ক্রমিক সংখ্যা	কার্যালয়ের নাম/নিরীক্ষার সময়কাল	ক্ষেত্র সংখ্যা	ইজারাদারের নাম	এলাকা (হেক্টরে)	এলাকা (একরে)	নিষ্ক্রিয়/সক্রিয়		খেলাপি বছরের সংখ্যা	একর প্রতি তামাদি কর বার্ষিক 5000 টাকা	মূল্যায়নকৃত তামাদি করের পরিমাণ (টাকায়)	মূল্যায়নযোগ্য তামাদি করের পরিমাণ (টাকায়)	তামাদি কর কম আদায় (টাকায়)	আদায়কৃত তামাদি করের পরিমাণ (টাকায়)	তামাদি কর অনাদায় (টাকায়)	ডি এল এন্ড এল আর ও-এর উত্তর এবং তারিখ
						থেকে	পর্যন্ত								
1	ডি এল এন্ড এল আর ও, বীরভূম, 01.04.2017 থেকে 31.03.2022	8	মেসার্স কোমরপুর ক্লে মাইনস	4.98	12.31	01-01-16	31-12-19	4	5,000	99,600	2,46,200	1,46,600	0	2,46,200	নথি যাচাই করার পর খেলাপি ইজারাদারদের বিরুদ্ধে তামাদি কর আদায়ের জন্য শীঘ্রই দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে/তারিখ- 20.05.2022
			শ্রী স্বপনকান্তি ঘোষ	46.76	115.55	01-10-17	30-09-19	2	5,000	4,67,600	11,55,500	6,87,900	0	11,55,500	
			মেসার্স এস এস এন্টারপ্রাইজ	4.86	12.01	01-10-17	30-09-21	4	5,000	97,200	2,40,200	1,43,000	0	2,40,200	
			মেসার্স শর্মা মিনারেলস, জয়পুর	7.03	17.37	01-04-18	31-03-19	1	5,000	35,150	86,850	51,700	0	86,850	
			মেসার্স শর্মা মিনারেলস, জয়পুর	7.03	17.37	01-04-20	31-03-22	2	5,000	70,300	1,73,700	1,03,400	0	1,73,700	
			মেসার্স বার্মা মাইনস	10.05	24.83	01-04-17	31-03-22	5	5,000	2,51,250	6,20,750	3,69,500	0	6,20,750	
			সোহরাব মমিন	20.24	50.01	01-09-17	31-08-21	4	5,000	4,04,800	10,00,200	5,95,400	0	10,00,200	
			মেসার্স ভারতী স্টোনস প্রোডাক্ট	3.93	9.71	01-07-18	30-06-21	3	5,000	58,950	1,45,650	86,700	0	1,45,650	
2	ডি এল এন্ড এল আর ও, বাঁকুড়া, 01.04.2017 থেকে 31.03.2022	8	মেসার্স নেপাল চন্দ্র দাস	7.8	19.25	01-04-17	31-03-22	5	5,000	4,81,250	4,81,250	0	0	4,81,250	পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে/ তারিখ- 27.07.2022
			মেসার্স জিতেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী	7.04	17.38	01-04-21	31-03-22	1	5,000	86,900	86,900	0	0	86,900	
			মেসার্স বাবুরাম ব্যানার্জি	7.04	17.38	01-04-17	31-03-21	4	5,000	3,47,600	3,47,600	0		3,47,600	

ক্রমিক সংখ্যা	কার্যালয়ের নাম/নিরীক্ষার সময়কাল	ক্ষেত্র সংখ্যা	ইজারাদারের নাম	এলাকা (হেক্টরে)	এলাকা (একরে)	নিষ্ক্রিয়/সক্রিয়		খেলাপি বছরের সংখ্যা	একর প্রতি তামাদি কর বার্ষিক 5000 টাকা	মূল্যায়নকৃত তামাদি করের পরিমাণ (টাকায়)	মূল্যায়নযোগ্য তামাদি করের পরিমাণ (টাকায়)	তামাদি কর কম আদায় (টাকায়)	আদায়কৃত তামাদি করের পরিমাণ (টাকায়)	তামাদি কর অনাদায় (টাকায়)	ডি এল এন্ড এল আর ও-এর উত্তর এবং তারিখ
						থেকে	পর্যন্ত								
			বিশ্বরূপ দত্ত	2.51	6.19	01-04-21	31-03-22	1	5,000	30,950	30,950	0	0	30,950	
			পার্থ প্রতিম ব্যানার্জি	3.40	8.4	01-04-17	31-03-22	5	5,000	2,10,000	2,10,000	0	0	2,10,000	
			মেসার্স তিরুপতি এজেন্সি	4.09	10.1	01-07-19	30-06-21	2	5,000	1,01,000	1,01,000	0	0	1,01,000	
			তারাপদ দোইরা	1.35	3.34	01-07-20	30-06-21	1	5,000	16,700	16,700	0	0	16,700	
			গৌতম কুমার দাস	2.47	6.1	01-10-19	30-09-21	2	5,000	61,000	61,000	0	0	61,000	
3	ডি এল এন্ড এল আর ও, পুরুলিয়া, 01.04.2017 থেকে 31.03.2022	2	ডব্লিউ বি এম ডি টি সি এল	3.68	9.09	01-04-17	31-03-22	5	5,000	2,27,250	2,27,250	0	0	2,27,250	ইজারাদারদের কাছ থেকে তামাদি কর আদায়ের জন্য শীঘ্রই দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে/তারিখ-29.11.2022
			শ্রী সঞ্জয় কুমার মন্ডল	3.33	8.23	01-04-17	31-03-21	4	5,000	1,64,600	1,64,600	0	0	1,64,600	
	মোট	**18**								**32,12,100**	**53,96,300**	**21,84,200**	**0**	**53,96,300**	

(উৎস: ইন-সিটু খনন ইজারা নথি)

পরিশিষ্ট-*14*

(অনুচ্ছেদ 2.10.6 দ্রষ্টব্য)

অপ্রধান খনিজগুলির উপর জলের মূল্য এবং ভু-পৃষ্ঠ মূল্য অনাদায়

ক্রমিক সংখ্যা	কার্যালয়ের নাম/নিরীক্ষার সময়কাল	ক্ষেত্র সংখ্যা	ইজারা শুরুর অর্থবর্ষ	খেলাপি বছরের সংখ্যা	ইজারার এলাকা (একরে)	প্রদেয় ভু- পৃষ্ঠ মূল্য (এস আর) (একর প্রতি 90 টাকা)	প্রদেয় পরিমাণ (টাকায়)	প্রদেয় জলের হার (ডব্লিউ আর) (একর প্রতি 54 টাকা)	প্রদেয় পরিমাণ (টাকায়)	প্রদেয় মোট পরিমাণ (টাকায়)	প্রদত্ত পরিমাণ (টাকায়)	অনাদায় (টাকায়)	ডি এল এন্ড এল আর ও-এর উত্তর এবং তারিখ
1	ডি এল এন্ড এল আর ও, বীরভূম, 01.04.2017 থেকে 31.03.2022	78	2017-18	5	544.414	90	2,44,986	54	1,46,992	3,91,978	0	3,91,978	শীঘ্রই জলের মূল্য এবং ভু-পৃষ্ঠ মূল্য নির্ধারণ করা হবে এবং সেই অনুযায়ী দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে/তারিখ- 20.05.2022
		40	2018-19	4	283.170	90	1,01,941	54	61,165	1,63,106	0	1,63,106	
		21	2019-20	3	125.220	90	33,809	54	20,286	54,095	0	54,095	
		4	2020-21	2	28.030	90	5,045	54	3,027	8,073	0	8,073	
		1	2021-22	1	5.610	90	505	54	303	808	0	808	
2	ডি এল এন্ড এল আর ও, বাঁকুড়া, 01.04.2017 থেকে 31.03.2022	4	2017-18	5	44.310	90	19,940	54	11,964	31,903	0	31,903	দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে/ তারিখ- 27.07.2022
		5	2019-20	3	56.800	90	15,336	54	9,202	24,538	0	24,538	
		4	2020-21	2	22.990	90	4,138	54	2,483	6,621	0	6,621	
		13	2021-22	1	133.320	90	11,999	54	7,199	19,198	0	19,198	
3	ডি এল এন্ড এল আর ও, পুরুলিয়া, 01.04.2017 থেকে 31.03.2022	19	2017-18	5	83.300	90	37,485	54	22,491	59,976	0	59,976	জলের মূল্য এবং ভু-পৃষ্ঠ মূল্য আদায়ের জন্য দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে / তারিখ -29.11.2022
		9	2018-19	4	53.130	90	19,127	54	11,476	30,603	0	30,603	
		3	2019-20	3	14.810	90	3,999	54	2,399	6,398	0	6,398	
		1	2020-21	2	8.400	90	1,512	54	907	2,419	0	2,419	
		1	2021-22	1	9.880	90	889	54	534	1,423	0	1,423	
মোট		**203**					**5,00,711**		**3,00,427**	**8,01,138**	**0**	**8,01,138**	

(উৎস: বালি এবং ইন-সিটু খনন ইজারা নথি)

পরিশিষ্ট-15

(অনুচ্ছেদ 2.11.1 দ্রষ্টব্য)

অপ্রধান খনিজগুলির (হঁট তৈরীর মাটি) উপর রয়্যালটি এবং সেসের অনাদায়/কম আদায়

ক্রমিক সংখ্যা	কার্যালয়ের নাম/নিরীক্ষার সময়কাল	ক্ষেত্র সংখ্যা	উত্তোলনের অর্থবর্ষ	উত্তোলিত পরিমাণ (সিএফটি -তে)	রয়্যালটি		সেস		মোট প্রদেয় পরিমাণ (টাকায়)	প্রদত্ত পরিমাণ (টাকায়)	অনাদায়/ কম আদায় (টাকায়)	ডি এল এন্ড এল আর ও-এর উত্তর এবং তারিখ	মোট ইঁট ভাটার সংখ্যা	নিরীক্ষার জন্য নেওয়া ইঁট ভাটার সংখ্যা
					প্রযোজ্য হার (প্রতি 100 সিএফটি–তে 82 টাকা)	প্রদেয় পরিমাণ (টাকায়)	প্রযোজ্য হার (প্রতি 100 সিএফটি–তে 15 টাকা)	প্রদেয় পরিমাণ (টাকায়)						
অনাদায়														
1	ডি এল এন্ড এল আর ও, বীরভূম, 01.04.2017 থেকে 31.03.2022	1	2019-20	1,57,555	82	1,29,195	15	23,633	1,52,828	0	1,52,828	যথাযথভাবে নথি যাচাইয়ের পরে খেলাপি ইঁট ভাটার মালিকদের কাছ থেকে রয়্যালটি এবং সেস আদায়ের জন্য শীঘ্রই দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে/তারিখ- 20.05.2022	34	30
		2	2020-21	2,59,966	82	2,13,172	15	38,995	2,52,167	0	2,52,167		34	30
		17	2021-22	28,80,653	82	23,62,135	15	4,32,098	27,94,233	0	27,94,233		34	30
2	ডি এল এন্ড এল আর ও, বাঁকুড়া, 01.04.2017 থেকে 31.03.2022	1	2020-21	1,20,000	82	98,400	15	18,000	1,16,400	0	1,16,400	15ই আগস্ট, 2022-তে ইঁট ভাটার মালিকদের সাথে একটি বৈঠকে 2021-22 সময় কালের জন্য নির্ধারিত সময় বাড়ানো হয়েছে এবং 2020-21 সময় কালের জন্য দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে/তারিখ- 26.07.2022	54	7
		10	2021-22	21,00,000	82	17,22,000	15	3,15,000	20,37,000	0	20,37,000		58	6
3	ডি এল এন্ড এল আর ও, পশ্চিম বর্ধমান, 01.04.2017 থেকে 31.03.2022	8	2019-20	14,40,000	82	11,80,800	15	2,16,000	13,96,800	0	13,96,800	সংশ্লিষ্ট বি এল এন্ড এল আর ও কে খেলাপি ইঁট ভাটার মালিকদের বিরুদ্ধে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করতে এবং বকেয়া পরিমাণ আদায় করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করতে বলা হয়েছে/ তারিখ- 02.09.2022	238	70
		26	2020-21	23,40,000	82	19,18,800	15	3,51,000	22,69,800	0	22,69,800		248	70
		38	2021-22	68,40,000	82	56,08,800	15	10,26,000	66,34,800	0	66,34,800		241	70
4	ডি এল এন্ড এল আর ও, পূর্ব বর্ধমান, 01.04.2017 থেকে 31.03.2022	1	2019-20	2,91,500	82	2,39,030	15	43,725	2,82,755	0	2,82,755	খেলাপি ইঁট ভাটার মালিকদের কাছ থেকে রয়্যালটি ও সেস আদায়ের জন্য শীঘ্রই দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে/ তারিখ- 20.09.2022	65	42
		3	2020-22	3,96,000	82	3,24,720	15	59,400	3,84,120	0	3,84,120		65	42
		10	2021-22	28,72,582	82	23,55,517	15	4,30,887	27,86,405	0	27,86,405		65	42
		30	2020-21	40,01,250	82	32,81,025	15	6,00,188	38,81,213	0	38,81,213	সমস্ত বি এল এন্ড এল আর ও -কে বকেয়া আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হবে / তারিখ-23.12.2021	192	174
		14	2019-20	37,51,000	82	30,75,820	15	5,62,650	36,38,470	0	36,38,470		193	173

ক্রমিক সংখ্যা	কার্যালয়ের নাম/নিরীক্ষার সময়কাল	ক্ষেত্র সংখ্যা	উত্তোলনের অর্থবর্ষ	উত্তোলিত পরিমাণ (সিএফটি -তে)	রয়্যালটি: প্রযোজ্য হার (প্রতি 100 সিএফটি–তে 82 টাকা)	রয়্যালটি: প্রদেয় পরিমাণ (টাকায়)	সেস: প্রযোজ্য হার (প্রতি 100 সিএফটি–তে 15 টাকা)	সেস: প্রদেয় পরিমাণ (টাকায়)	মোট প্রদেয় পরিমাণ (টাকায়)	প্রদত্ত পরিমাণ (টাকায়)	অনাদায়/ কম আদায় (টাকায়)	ডি এল এন্ড এল আর ও-এর উত্তর এবং তারিখ	মোট ইঁট ভাটার সংখ্যা	নিরীক্ষার জন্য নেওয়া ইঁট ভাটার সংখ্যা
5	ডি এল এন্ড এল আর ও, পূর্ব মেদিনীপুর, 01.04.2017 থেকে 31.03.2022	5	2021-22	12,85,100	82	10,53,782	15	1,92,765	12,46,547	0	12,46,547	খেলাপি ইঁট ভাটার মালিকদের কাছ থেকে রয়্যালটি ও সেস আদায়ের জন্য শীঘ্রই দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে/ তারিখ- 29.09.2022	16	16
মোট (এন আর)		**166**		**2,87,35,606**		**2,35,63,197**		**43,10,341**	**2,78,73,538**	**0**	**2,78,73,538**		**1,537**	**802**
কম আদায়														
1	ডি এল এন্ড এল আর ও, বীরভূম, 01.04.2017 থেকে 31.03.2022	9	2021-22	16,50,640	82	13,53,525	15	2,47,596	16,01,121	10,35,658	5,65,463	যথাযথভাবে নথি যাচাইয়ের পরে খেলাপি ইঁট ভাটার মালিকদের কাছ থেকে রয়্যালটি এবং সেস আদায়ের জন্য শীঘ্রই দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে/তারিখ- 20.05.2022	0	0
2	ডি এল এন্ড এল আর ও, পশ্চিম বর্ধমান, 01.04.2017 থেকে 31.03.2022	1	2018-19	1,65,000	82	1,35,300	15	24,750	1,60,050	1,00,000	60,050	সংশ্লিষ্ট বি এল এন্ড এল আর ও-কে খেলাপি ইঁট ভাটার মালিকদের বিরুদ্ধে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করতে এবং বকেয়া আদায়ের জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করতে বলা হয়েছে/তারিখ-02.09.2022	0	0
		21	2019-20	37,80,000	82	30,99,600	15	5,67,000	36,66,600	30,95,550	5,71,050		0	0
		1	2020-21	90,000	82	73,800	15	13,500	87,300	80,025	7,275		0	0
		7	2021-22	12,60,000	82	10,33,200	15	1,89,000	12,22,200	4,43,400	7,78,800		0	0
3	ডি এল এন্ড এল আর ও, পূর্ব বর্ধমান, 01.04.2017 থেকে 31.03.2022	1	2019-20	2,09,000	82	1,71,380	15	31,350	2,02,730	50,000	1,52,730	খেলাপি ইঁট ভাটার মালিকদের কাছ থেকে রয়্যালটি ও সেস আদায়ের জন্য শীঘ্রই দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে/ তারিখ- 20.09.2022	0	0
		16	2021-22	43,09,828	82	35,34,059	15	6,46,474	41,80,533	15,75,000	26,05,533		0	0
		2	2020-21	2,50,250	82	2,05,205	15	37,538	2,42,743	95,060	1,47,683	সমস্ত বি এল এন্ড এল আর ও-কে বকেয়া আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হবে/তারিখ-23.12.2021	0	0
		6	2019-20	15,01,500	82	12,31,230	15	2,25,225	14,56,455	7,61,450	6,95,005		0	0
মোট (এন আর)		**64**		**1,32,16,218**		**1,08,37,299**		**19,82,433**	**1,28,19,731**	**72,36,143**	**55,83,588**		**0**	**0**
সর্বমোট :		**230**		**4,19,51,824**		**3,44,00,496**		**62,92,774**	**4,06,93,269**	**72,36,143**	**3,34,57,126**		**1,537**	**802**

(উৎস: ইঁট ভাটার রেজিস্টার এবং নথি)

পরিশিষ্ট-16

(অনুচ্ছেদ 2.11.2 দ্রষ্টব্য)

অপ্রধান খনিজগুলির (ইঁট তৈরীর মাটি) উপর মাটির মূল্যের অনাদায়/কম আদায়

ক্রমিক সংখ্যা	কার্যালয়ের নাম/ নিরীক্ষার সময়কাল	ক্ষেত্র সংখ্যা	উত্তোলনের অর্থবর্ষ	উত্তোলিত পরিমাণ (সিএফটি -তে)	প্রযোজ্য হার (প্রতি 100 সিএফটি –তে 123 টাকা)	প্রদেয় পরিমাণ (টাকায়)	প্রদত্ত পরিমাণ (টাকায়)	অনাদায়/কম আদায় (টাকায়)	ডি এল এন্ড এল আর ও-এর উত্তর এবং তারিখ	মোট ইঁট ভাটার সংখ্যা	নিরীক্ষার জন্য নেওয়া ইঁট ভাটার সংখ্যা
অনাদায়											
1	ডি এল এন্ড এল আর ও, বীরভূম, 01.04.2017 থেকে 31.03.2022	3	2019-20	4,21,358	123	5,18,270	0	5,18,270	সঠিকভাবে নথি যাচাইয়ের পরে খেলাপি ইঁট ভাটার মালিকদের কাছ থেকে মাটির মুল্য আদায়ের জন্য শীঘ্রই দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে/তারিখ- 20.05.2022	34	4
		4	2020-21	2,91,959	123	3,59,110	0	3,59,110		34	4
		4	2021-22	6,71,506	123	8,25,952	0	8,25,952		34	4
2	ডি এল এন্ড এল আর ও, বাঁকুড়া, 01.04.2017 থেকে 31.03.2022	1	2017-18	2,56,097	123	3,14,999	0	3,14,999	ইঁট ভাটার মালিকদের বকেয়া অর্থ/আমানত জমা করার তারিখ 15 আগস্ট 2022 পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে 2021-22 অর্থবর্ষের জন্য এবং 2017-18 থেকে 2020-21 অর্থবর্ষে মাটির মুল্য অনাদায়ের জন্য যাচাইকরণ সাপেক্ষে এবং যাচাইয়ের পরে, দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে/তারিখ- 26.07.2022	54	47
		2	2018-19	5,28,454	123	6,49,998	0	6,49,998		58	52
		19	2019-20	48,45,532	123	59,60,004	0	59,60,004		63	55
		30	2020-21	42,00,000	123	51,66,000	0	51,66,000		63	29
		38	2021-22	79,80,000	123	98,15,400	0	98,15,400		64	34
3	ডি এল এন্ড এল আর ও, পশ্চিম বর্ধমান, 01.04.2017 থেকে 31.03.2022	13	2017-18	23,40,000	123	28,78,200	0	28,78,200	সংশ্লিষ্ট বি এল এন্ড এল আর ও-কে খেলাপি ইঁট ভাটার মালিকদের থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করতে এবং দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করতে বলা হবে/ তারিখ-02.09.2022	238	168
		31	2018-19	51,15,000	123	62,91,450	0	62,91,450		248	178
		70	2019-20	1,26,00,000	123	1,54,98,000	0	1,54,98,000		241	171
		105	2020-21	94,50,000	123	1,16,23,500	0	1,16,23,500		240	170
		134	2021-22	2,41,20,000	123	2,96,67,600	0	2,96,67,600		244	174
		5	2017-18	9,00,000	123	11,07,000	0	11,07,000		140	76
		22	2018-19	36,32,439	123	44,67,900	0	44,67,900		140	76
		40	2019-20	72,00,000	123	88,56,000	0	88,56,000		140	76
		54	2020-21	48,60,000	123	59,77,800	0	59,77,800		140	76
		58	2021-22	1,04,40,000	123	1,28,41,200	0	1,28,41,200		140	76

ক্রমিক সংখ্যা	কার্যালয়ের নাম/ নিরীক্ষার সময়কাল	ক্ষেত্র সংখ্যা	উত্তোলনের অর্থবর্ষ	উত্তোলিত পরিমাণ (সিএফটি -তে)	প্রযোজ্য হার (প্রতি 100 সিএফটি -তে 123 টাকা)	প্রদেয় পরিমাণ (টাকায়)	প্রদত্ত পরিমাণ (টাকায়)	অনাদায়/কম আদায় (টাকায়)	ডি এল এন্ড এল আর ও-এর উত্তর এবং তারিখ	মোট ইঁট ভাটার সংখ্যা	নিরীক্ষার জন্য নেওয়া ইঁট ভাটার সংখ্যা
4	ডি এল এন্ড এল আর ও, পূর্ব বর্ধমান, 01.04.2017 থেকে 31.03.2022	2	2020-22	2,50,250	123	3,07,808	0	3,07,808	খেলাপি ইঁট ভাটার মালিকদের কাছ থেকে মাটির মুল্য আদায়ের জন্য শীঘ্রই দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে/তারিখ- 20.09.2022	65	23
		7	2021-22	16,73,998	123	20,59,018	0	20,59,018		65	23
		2	2020-21	4,18,000	123	5,14,140	0	5,14,140	সমস্ত বি এল এন্ড এল আর ও-কে বকেয়া আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হবে / তারিখ- 23.12.2021	15	3
		1	2019-20	2,09,000	123	2,57,070	0	2,57,070		15	3
5	ডি এল এন্ড এল আর ও, উত্তর 24 পরগণা, 01.04.2018 থেকে 30.09.2021	11	2018-19	21,40,000	123	26,32,200	0	26,32,200	সংশ্লিষ্ট বি এল এন্ড এল আর ও- কে সেই পরিমাণ আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী পাঠানো হবে/তারিখ- 17.12.2021	37	13
		11	2019-20	21,40,000	123	26,32,200	0	26,32,200		33	11
		10	2020-21	9,40,000	123	11,56,200	0	11,56,200		27	11
		12	2018-19	21,30,000	123	26,19,900	0	26,19,900		35	23
		12	2019-20	21,30,000	123	26,19,900	0	26,19,900		35	23
		12	2020-21	10,65,000	123	13,09,950	0	13,09,950		35	23
		5	2019-20	10,30,000	123	12,66,900	0	12,66,900		0	0
		7	2020-21	7,30,000	123	8,97,900	0	8,97,900			
		2	2018-19	4,30,000	123	5,28,900	0	5,28,900		7	5
		2	2019-20	4,30,000	123	5,28,900	0	5,28,900		7	5
		2	2020-21	2,15,000	123	2,64,450	0	2,64,450		7	5
		1	2018-19	1,70,000	123	2,09,100	0	2,09,100		0	0
		2	2019-20	3,40,000	123	4,18,200	0	4,18,200			
		2	2020-21	1,70,000	123	2,09,100	0	2,09,100			
		42	2020-21	37,65,000	123	46,30,950	0	46,30,950		109	77
		24	2019-20	43,80,000	123	53,87,400	0	53,87,400		109	77
		15	2018-19	26,40,000	123	32,47,200	0	32,47,200		109	77
		1	2019-20	2,30,000	123	2,82,900	0	2,82,900		108	20
		2	2020-21	4,60,000	123	5,65,800	0	5,65,800		0	0
		57	2020-21	49,20,000	123	60,51,600	0	60,51,600		90	74
		3	2019-20	5,10,000	123	6,27,300	0	6,27,300		60	30
		11	2020-21	9,65,000	123	11,86,950	0	11,86,950		60	30
		6	2018-19	10,20,000	123	12,54,600	0	12,54,600		0	0
		6	2019-20	10,20,000	123	12,54,600	0	12,54,600			
		6	2020-21	10,20,000	123	12,54,600	0	12,54,600			

ক্রমিক সংখ্যা	কার্যালয়ের নাম/ নিরীক্ষার সময়কাল	ক্ষেত্র সংখ্যা	উত্তোলনের অর্থবর্ষ	উত্তোলিত পরিমাণ (সিএফটি -তে)	প্রযোজ্য হার (প্রতি 100 সিএফটি –তে 123 টাকা)	প্রদেয় পরিমাণ (টাকায়)	প্রদত্ত পরিমাণ (টাকায়)	অনাদায়/কম আদায় (টাকায়)	ডি এল এন্ড এল আর ও-এর উত্তর এবং তারিখ	মোট ইঁট ভাটার সংখ্যা	নিরীক্ষার জন্য নেওয়া ইঁট ভাটার সংখ্যা
		1	2018-19	1,70,000	123	2,09,100	0	2,09,100		21	17
		3	2019-20	5,10,000	123	6,27,300	0	6,27,300		21	17
		1	2020-21	85,000	123	1,04,550	0	1,04,550		21	17
6	ডি এল এন্ড এল আর ও, ঝাড়গ্রাম, 04.04.2014 থেকে 31.08.2021	4	2019-20	4,60,000	123	5,65,800	0	5,65,800	রাজস্ব আদায়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে /তারিখ- 29.09.2021	32	32
মোট (এন আর)		**918**		**13,86,18,593**	**123**	**17,05,00,869**	**0**	**17,05,00,869**		**3,438**	**2,109**
						কম আদায়					
1	ডি এল এন্ড এল আর ও, বীরভূম, 01.04.2017 থেকে 31.03.2022	4	2018-19	5,07,755	123	6,24,539	4,97,600	1,26,939	সঠিকভাবে নথি যাচাইয়ের পরে খেলাপি ইঁট ভাটার মালিকদের কাছ থেকে মাটির মুল্য আদায়ের জন্য শীঘ্রই দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে/তারিখ- 20.05.2022	0	0
		1	2019-20	1,62,561	123	1,99,950	1,59,303	40,647		0	0
2	ডি এল এন্ড এল আর ও, বাঁকুড়া, 01.04.2017 থেকে 31.03.2022	13	2017-18	33,29,261	123	40,94,991	26,40,000	14,54,991	ইঁট ভাটার মালিকদের বকেয়া অর্থ/আমানত জমা করার তারিখ 15 আগস্ট 2022 পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে 2021-22 অর্থবর্ষের জন্য এবং 2017-18 থেকে 2020-21 অর্থবর্ষে মাটির মুল্য অনাদায়ের জন্য যাচাইকরণ সাপেক্ষে এবং যাচাইয়ের পরে, দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে/তারিখ-26.07.2022	0	0
		15	2018-19	39,63,405	123	48,74,988	30,77,000	17,97,988		0	0
		11	2019-20	29,59,352	123	36,40,003	20,95,000	15,45,003		0	0
		1	2020-21	1,40,000	123	1,72,200	1,00,000	72,200		0	0
3	ডি এল এন্ড এল আর ও, পশ্চিম বর্ধমান, 01.04.2017 থেকে 31.03.2022	44	2017-18	79,20,000	123	97,41,600	69,58,927	27,82,673	সংশ্লিষ্ট বি এল এন্ড এল আর ও- কে খেলাপি ইঁট ভাটার মালিকদের থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করতে এবং দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করতে বলা হবে/ তারিখ -02.09.2022	0	0
		14	2018-19	23,10,000	123	28,41,300	16,62,966	11,78,334		0	0
		35	2019-20	63,00,000	123	77,49,000	52,35,750	25,13,250		0	0
		14	2020-21	12,60,000	123	15,49,800	9,65,050	5,84,750		0	0
		13	2021-22	23,40,000	123	28,78,200	12,70,050	16,08,150		0	0
		21	2017-18	37,80,000	123	46,49,400	33,73,400	12,76,000		0	0
		19	2018-19	31,35,000	123	38,56,050	27,47,500	11,08,550		0	0
		26	2019-20	46,41,951	123	57,09,600	39,84,300	17,25,300		0	0
		12	2020-21	10,60,975	123	13,04,999	12,03,125	1,01,874		0	0
		9	2021-22	16,20,000	123	19,92,600	11,00,600	8,92,000		0	0

ক্রমিক সংখ্যা	কার্যালয়ের নাম/ নিরীক্ষার সময়কাল	ক্ষেত্র সংখ্যা	উত্তোলনের অর্থবর্ষ	উত্তোলিত পরিমাণ (সিএফটি -তে)	প্রযোজ্য হার (প্রতি 100 সিএফটি –তে 123 টাকা)	প্রদেয় পরিমাণ (টাকায়)	প্রদত্ত পরিমাণ (টাকায়)	অনাদায়/কম আদায় (টাকায়)	ডি এল এন্ড এল আর ও-এর উত্তর এবং তারিখ	মোট ইঁট ভাটার সংখ্যা	নিরীক্ষার জন্য নেওয়া ইঁট ভাটার সংখ্যা
4	ডি এল এন্ড এল আর ও, পূর্ব বর্ধমান, 01.04.2017 থেকে 31.03.2022	1	2019-20	2,91,500	123	3,58,545	1,50,000	2,08,545	খেলাপি ইঁট ভাটার মালিকদের কাছ থেকে মাটির মুল্য আদায়ের জন্য শীঘ্রই দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে/তারিখ -20.09.2022	0	0
		5	2021-22	13,30,164	123	16,36,102	5,93,769	10,42,333		0	0
		1	2019-20	2,91,500	123	3,58,545	50,000	3,08,545	সমস্ত বি এল এন্ড এল আর ও-কে বকেয়া আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হবে/তারিখ -/23.12.2021	0	0
5	ডি এল এন্ড এল আর ও, উত্তর 24 পরগণা, 01.04.2018 থেকে 30.09.2021	2	2018-19	3,40,000	123	4,18,200	3,29,800	88,400	সংশ্লিষ্ট বি এল এন্ড এল আর ও- কে সেই পরিমাণ আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী পাঠানো হবে/তারিখ -17.12.2021	0	0
		1	2019-20	1,70,000	123	2,09,100	1,64,900	44,200			
		1	2020-21	85,000	123	1,04,550	82,450	22,100			
		3	2019-20	5,10,000	123	6,27,300	2,82,073	3,45,227		0	0
		15	2019-20	26,40,000	123	32,47,200	26,37,008	6,10,192		0	0
		16	2018-19	28,10,000	123	34,56,300	28,12,435	6,43,865		0	0
		8	2020-21	7,10,000	123	8,73,300	7,07,317	1,65,983		0	0
		2	2018-19	4,60,000	123	5,65,800	4,51,976	1,13,824		0	0
		2	2019-20	4,60,000	123	5,65,800	4,51,976	1,13,824		0	0
		15	2018-19	27,00,000	123	33,21,000	26,23,800	6,97,200		60	30
		12	2019-20	23,30,000	123	28,65,900	22,91,200	5,74,700		0	0
		4	2020-21	3,70,000	123	4,55,100	3,65,000	90,100		0	0
		6	2018-19	10,20,000	123	12,54,600	9,91,930	2,62,670		0	0
		2	2019-20	3,40,000	123	4,18,200	3,30,310	87,890		0	0
		6	2020-21	5,10,000	123	6,27,300	4,95,462	1,31,838		0	0
মোট (এস আর):		**354**		**6,27,98,424**	**123**	**7,72,42,062**	**5,28,81,977**	**2,43,60,085**		**60**	**30**
সর্বমোট:		**1,272**		**20,14,17,017**	**123**	**24,77,42,931**	**5,28,81,977**	**19,48,60,954**		**3,498**	**2,139**

(উৎস: ইঁট ভাটার রেজিস্টার এবং নথি)

পরিশিষ্ট-17

(অনুচ্ছেদ 2.12 দ্রষ্টব্য)

অপ্রধান খনিজ কম উত্তোলনের জন্য অর্থদণ্ড অনাদায়

ক্রমিক সংখ্যা	ইজারাদারের নাম	ইজারার এলাকা	ইজারা সম্পাদনের তারিখ এবং ইজারার সময়কাল	ক্ষেত্র সংখ্যা	উত্তোলনের অর্থবর্ষ	খনিজ উত্তোলন/ প্রেরনের ন্যূনতম বার্ষিক পরিমাণ (ঘন মিটারে)	উত্তোলনের পরিমাণ (ঘন মিটারে)	কম উত্তোলনের পরিমাণ (ঘন মিটারে)	কম পরিমাণে রয়্যালটি সংগৃহীত (টাকায়)	জরিমানা প্রযোজ্য (কম পরিমাণে সংগৃহীত রয়্যালটির দ্বিগুণ) (টাকায়)	ডি এল এন্ড এল আর ও- এর উত্তর এবং তারিখ
এ ডি এম এবং ডি এল এন্ড এল আর ও, বীরভূম											
1	ওয়েস্ট বেঙ্গল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট এন্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেড কোম্পানি	মৌজা- হাটগাছা-1, চান্দা-2, কাপাসডাঙ্গা-22, হরিদাসপুর-5, পচামী-3, পি এস-মোঃ বাজার জেলা-বীরভূম	03.04.2008 20 বছর	1	2017-18	6,67,916	1,87,269	4,80,647	2,54,74,313	5,09,48,625	নথিপত্র যাচাই করার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে/ 20.05.2022
এ ডি এম এবং ডি এল এন্ড এল আর ও, পুরুলিয়া											
2	সুকৃতি পেবেলস	মৌজা-ধরগ্রাম-203, পি ও-সার্বেরিয়া পি এস-বড়বাজার, পুরুলিয়া, এলাকা: 39 একর	02.05.2019	1	2020-21	2,60,869	14,000	2,46,869	1,30,84,057	2,61,68,114	খনিজ উত্তোলনের জন্য পাথর ইজারাদারদের কাছ থেকে জরিমানা আদায়ের জন্য দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে/29.11.2022
			5 বছর	1	2021-22	2,60,869	50,000	2,10,869	1,11,76,057	2,23,52,114	
মোট				**3**		**11,89,654**	**2,51,269**	**9,38,385**	**4,97,34,427**	**9,94,68,853**	

(উৎস : ব্ল্যাক স্টোন খনির ইজারা নথি)

পরিশিষ্ট-18

(অনুচ্ছেদ 2.16.2 দ্রষ্টব্য)

পরিবেশ ছাড়পত্র (ই সি) জমা না দেওয়া

ক্রমিক সংখ্যা	এইচ-I দরদাতা	ব্লক	বালি ব্লকের নাম /নিলাম আই ডি	অভীপ্সাপত্র প্রদানের তারিখ (এল ও আই)	ই সি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	31.03.2022 পর্যন্ত ই সি জমা না দেওয়া	ই সি জমা দেওয়ায় বিলম্ব (দিন সংখ্যা)
এ ডি এম এবং ডি এল এন্ড এল আর ও, বীরভূম							
1	মহম্মদ মঈনুদ্দিন শা	ইলামবাজার	বির/ইলামবাজার /067/2016	17.04.2018	16.10.2018	31.03.2022	1,262
2	মেসার্স মন্ডল ট্রেডার্স	ইলামবাজার	বির/ইলামবাজার/069/2016	17.04.2018	16.10.2018	31.03.2022	1,262
3	বিবেক সিং	ইলামবাজার	বির/ইলামবাজার/081/16	13.03.2018	12.09.2018	31.03.2022	1,296
4	মেসার্স ভ্যারাইটি ব্যাপার প্রাইভেট লিমিটেড	দুবরাজপুর	বির/দুবরাজপুর/141/2016	11.05.2018	10.11.2018	31.03.2022	1,237
5	মেসার্স রেইনবো ইনফ্রাসট্রাকচার এন্ড হাউজিং দেব লিমিটেড	দুবরাজপুর	বির/দুবরাজপুর/145/2016	17.04.2018	16.10.2018	31.03.2022	1,262
6	কোহিনূর বিবি	খয়রাসোল	বির/খয়রাসোল/157/2016	11.05.2018	10.11.2018	31.03.2022	1,237
7	ফলকন আবাসন প্রাইভেট লিমিটেড	রামপুরহাট-I	বির/রামপুরহাট-I/190/2016	06.04.2017	05.10.2017	31.03.2022	1,638
8	মেসার্স ভ্যারাইটি ব্যাপার (প্রাইভেট) লিমিটেড	নানুর	বির/নানুর/208/2016	28.05.2018	27.11.2018	31.03.2022	1,220
9	জী ডী মাইনিং প্রাইভেট লিমিটেড	ময়ূরেশ্বর-I	বির/ময়ূরেশ্বর-I /216/2016	06.04.2017	05.10.2017	31.03.2022	1,628
10	অভিলাশা কমার্শিয়াল প্রাইভেট লিমিটেড	মুরারাই-I	বির/মুরারাই-I/239/2016	06.12.2017	05.06.2018	31.03.2022	1,395
11	সুনীল দাস	সুরি-I	বির/সুরি-I/253/2016	05.02.2018	04.08.2018	31.03.2022	1,335
12	বংশীধর কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড	ইলামবাজার	বির/ইলামবাজার /276/2018	30.08.2018	27.02.2019	31.03.2022	1,128
13	পাপ্পু কুমার	ইলামবাজার	বির/ইলামবাজার /277/2018	30.08.2018	27.02.2019	31.03.2022	1,128
14	লাল্টু দত্ত	ইলামবাজার	বির/ইলামবাজার/282/2018	12.02.2019	11.08.2019	31.03.2022	963
15	রাকেশ কুমার ঝা	সুরি-I	বির/সুরি-I/286/2018	12.02.2019	11.08.2019	31.03.2022	963
এ ডি এম এবং ডি এল এন্ড এল আর ও, বাঁকুড়া							
16	একক	সোনামুখী	2016_ডি এম বি ডব্লিউ বি_46	06.06.2017	05.12.2017	31.03.2022	1,577
17	একক	সোনামুখী	2016_ডি এম বি ডব্লিউ বি_47	06.06.2017	05.12.2017	31.03.2022	1,577
18	অমিয় রঞ্জন দাস	সারেঙ্গা	2016_ডি এম বি ডব্লিউ বি_93	10.02.2017	09.08.2017	31.03.2022	1,695
19	অরুণ কুমার	সারেঙ্গা	2016_ডি এম বি ডব্লিউ বি_147	31.01.2017	30.07.2017	31.03.2022	1,705

ক্রমিক সংখ্যা	এইচ-I দরদাতা	ব্লক	বালি ব্লকের নাম /নিলাম আই ডি	অভীপ্সাপত্র প্রদানের তারিখ (এল ও আই)	ই সি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	31.03.2022 পর্যন্ত ই সি জমা না দেওয়া	ই সি জমা দেওয়ায় বিলম্ব (দিন সংখ্যা)
20	প্রমোদ কুমার	সারেঙ্গা	2016_ডি এম বি ডব্লিউ বি_148	31.01.2017	30.07 .2017	31.03.2022	1,705
21	আবির কুমার দে	বড়জোড়া	2016_ডি এম বি ডব্লিউ বি_206	03.04.2017	02.10.2017	31.03.2022	1,641
22	বংশী মোহন ঘোষ	বড়জোড়া	2016_ডি এম বি ডব্লিউ বি_207	03.04.2017	02.10.2017	31.03.2022	1,641
23	স্বপন মন্ডল	বড়জোড়া	2016_ডি এম বি ডব্লিউ বি_209	15.02.2017	14.08.2017	31.03.2022	1,690
24	সান্তনু রায়	সালতোরা	2017_ডি এম বি ডব্লিউ বি_225	02.03.2017	01.09.2017	31.03.2022	1,672
25	শো মুক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কনসালটেন্সি সার্ভিসেস	বড়জোড়া	2017_ডব্লিউ বি_167	22.06.2018	21.12.2018	31.03.2022	1,196
26	জে এইচ এম ইমপোর্ট এক্সপোর্ট প্রাইভেট লিমিটেড	পাত্রসায়ের	2017_ডব্লিউ বি_345	29.01.2018	28.07.2018	31.03.2022	1,342
27	কে এবং কে মিনারেল প্রাইভেট লিমিটেড	পাত্রসায়ের	2017_ডব্লিউ বি_347	09.01.2018	08.07.2018	31.03.2022	1,362
28	নৃসিংহ চট্টোপাধ্যায়	ছাতনা	2017_ডব্লিউ বি_443	16.01.2018	15.07.2018	31.03.2022	1,355
29	বাণী দে	ছাতনা	2017_ডব্লিউ বি_445	08.03.2018	07.09.2018	31.03.2022	1,301
30	আর এন ইনফ্রা বিল্ড প্রাইভেট লিমিটেড	মেঝিয়া	2019_ডব্লিউ বি_1372	12.06.2019	11.12.2019	31.03.2022	841
31	মডার্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড	মেঝিয়া	2019_ডব্লিউ বি_1379	12.06.2019	11.12.2019	31.03.2022	841
32	নিখিল কুমার রায়	মেঝিয়া	2019_ডব্লিউ বি_1336	08.03.2019	07.09.2019	31.03.2022	936
33	সন্তোষ কুমার চৌরসিয়া	মেঝিয়া	2018_ডব্লিউ বি_1215	08.03.2019	07.09.2019	31.03.2022	936
34	মলয় কুমার দত্ত	বিষ্ণুপুর	2019_ডব্লিউ বি_1332	08.03.2019	07.09.2019	31.03.2022	936
35	জন ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস	বিষ্ণুপুর	2018_ডব্লিউ বি_1193	08.03.2019	07.09.2019	31.03.2022	936
36	প্রদীপ মুখোপাধ্যায়	বিষ্ণুপুর	2018_ডব্লিউ বি_1194	08.03.2019	07.09.2019	31.03.2022	936
37	দেবরাজ এন্টারপ্রাইজ	বিষ্ণুপুর	2018_ডব্লিউ বি_1196	08.03.2019	07.09.2019	31.03.2022	936
38	বোস এন্টারপ্রাইজ	বিষ্ণুপুর	2018_ডব্লিউ বি_1197	07.03.2019	06.09.2019	31.03.2022	937
39	প্রসেনজিৎ মাঝি	বিষ্ণুপুর	2018_ডব্লিউ বি_1198	08.03.2019	07.09.2019	31.03.2022	936
40	পতিত মাকুর	বিষ্ণুপুর	2018_ডব্লিউ বি_1199	08.03.2019	07.09.2019	31.03.2022	936
41	বসু এগ্রোফার্ম প্রাইভেট লিমিটেড	বিষ্ণুপুর	2018_ডব্লিউ বি_1204	08.03.2019	07.09.2019	31.03.2022	936

(উৎস: ডি এল এন্ড আর ও দ্বারা রক্ষিত নথি)

পরিশিষ্ট-19

(অনুচ্ছেদ 3.7 দ্রষ্টব্য)

ক. ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর কাজের ফলাফল

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক সংখ্যা	বিবরণ	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	কাজের থেকে আয়	18,923.02	20,483.97	22,261.25	21,452.87	25,986.53
2	অন্যান্য কাজের থেকে আয়	454.53	494.77	558.34	549.24	680.52
3	অন্যান্য আয়	474.72	608.75	1,022.33	829.25	1,127.72
4	চলতি বছরে নিয়ন্ত্রক বিলম্বিত খাতার অর্থের গতিবিধি (মন্তব্য-1)	1,537.59	1,752.85	2,900.73	4,709.77	1,425.63
5	নিয়ন্ত্রক বিলম্বিত খাতার অর্থের সমন্বয় (মন্তব্য-2)	-595.39	-522.31	-522.31	-648.34	-2,676.03
6	চলতি বছরে নিয়ন্ত্রক বিলম্বিত খাতার অর্থের মোট গতিবিধি (4+5) (মন্তব্য-3)	942.20	1,230.54	2,378.42	4,061.43	-1,250.40
7	**মোট আয় (1+2+3+6)**	**20,794.47**	**22,818.03**	**26,220.34**	**26,892.79**	**26,544.37**
8	সঞ্চালনা মূল্য সহ শক্তি ক্রয়ের খরচ	16,139.90	18,232.03	20,148.38	21,252.24	20,122.36
9	কর্মচারী বাবদ খরচ	956.74	902.57	2,163.32	1,487.60	1,700.30
10	সুদ এবং অর্থায়ন	1,542.83	1,446.60	1,456.09	1,594.04	1,776.51
11	অবচয়	927.50	926.41	979.32	1,084.69	1,207.35
12	অন্যান্য খরচ + সি এস আর	1,170.28	1,242.70	1,387.66	1,404.13	1,645.23
13	**মোট খরচ (8 থেকে 12)**	**20,737.25**	**22,750.31**	**26,134.77**	**26,822.70**	**26,451.75**
14	কর দেওয়ার আগের লাভ (7-13)	57.22	67.72	85.57	70.09	92.62
15	আয়কর	16.37	19.78	22.44	22.04	24.25
16	কর পরিশোধের পর লাভ (14-15)	40.85	47.94	63.13	48.05	68.37
17	মোট আয়ের তুলনায় নিয়ন্ত্রক আয়ের শতকরা হার (4/7 x 100)	7.39	7.68	11.06	17.51	5.37
18	মোট আয়ের তুলনায় লাভের শতকরা হার (16/7 x 100)	0.20	0.21	0.24	0.18	0.26
19	চলতি সম্পত্তি	9,413.18	8,819.90	9,878.03	7,103.29	10,118.53
20	চলতি দায়	18,220.54	18,602.85	21,800.36	25,504.20	23,615.54
21	চলতি সম্পত্তির অনুপাত	0.52	0.47	0.45	0.28	0.43
22	**মোট ঋণ**	**11,705.99**	**10,445.24**	**12,385.84**	**12,926.11**	**16,452.12**
23	ইকুইটি	2,296.24	2,316.86	2,365.89	2,365.89	2,480.89
24	ঋণ-ইকুইটি অনুপাত (22/23)	5.10	4.51	5.24	5.46	6.63
25	সুদ এবং কর পরিশোধের আগের উপার্জন (14+10)	1,600.05	1,514.32	1,541.66	1,664.13	1,869.13
26	সুদ অন্তর্ভুক্তি অনুপাত(25/10)	1.04	1.05	1.06	1.04	1.05
27	শেয়ারহোল্ডারদের তহবিল	2,476.52	2,591.30	2,668.69	2,716.74	2,900.11
28	ইকুইটির উপর মুনাফা (%) (আর ও ই){ (27/16) x100}	1.65	1.85	2.37	1.77	2.36

(উৎস: বার্ষিক হিসাব বই)

মন্তব্য-1 চলতি আর্থিক বছরের জন্য নিয়ন্ত্রক আয় এবং ব্যয়ের হিসাব

মন্তব্য-2 পূর্ববর্তী বছরের খাতা থেকে চলতি বছরের খাতায় নিয়ন্ত্রক হিসাব গুলি জের টানা হয়েছে

মন্তব্য-3 নিয়ন্ত্রক সমন্বয়ের নিট প্রভাব

পরিশিষ্ট-19

(অনুচ্ছেদ 3.7 দ্রষ্টব্য)

খ. ডব্লিউ বি পি ডি সি এল-এর কাজের ফলাফল

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক সংখ্যা	বিবরণ	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	শক্তির বিক্রয় থেকে পরিচালনগত আয়	9,133.45	9,853.68	9,626.79	8,964.30	9,784.00
2	অ-পরিচালনগত আয়	144.38	253.23	232.85	587.55	571.41
3	**মোট আয়**	**9,277.83**	**10,106.91**	**9,859.64**	**9,551.85**	**10,355.41**
4	জ্বালানী খরচ	6,517.13	7,121.43	6,424.31	5,794.06	6,842.40
5	কর্মচারী বাবদ খরচ	549.96	585.70	1,070.16	1,156.11	816.86
6	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	430.30	544.57	500.56	458.67	519.46
7	প্রশাসনিক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ	89.31	90.02	104.12	140.59	115.44
8	অবচয়	651.93	664.90	680.95	708.68	714.20
9	সুদ এবং আর্থিক খরচ	989.22	1,061.81	1,060.77	1,042.71	844.52
10	ব্যতিক্রমী সামগ্রী					131.00
11	**মোট খরচ**	**9,227.85**	**10,068.43**	**9,840.87**	**9,300.82**	**9,983.88**
12	কর দেওয়ার আগের লাভ	49.98	38.48	18.77	251.03	371.53
13	আয়কর	10.67	8.28	3.27	47.45	67.34
14	কর পরিশোধের পর লাভ	39.31	30.20	15.50	203.58	304.19
15	চলতি সম্পত্তি	9,255.81	12,594.45	14,905.53	16,225.57	15,678.45
16	চলতি দায়	8,351.12	9,641.23	11,359.75	12,648.49	11,694.75
17	চলতি সম্পত্তির অনুপাত (15/16)	1.11	1.31	1.31	1.28	1.34
18	**মোট ঋণ**	**8,950.40**	**9,869.07**	**10,003.05**	**10,255.46**	**13,368.90**
19	ইকুইটি	6,817.54	6,817.54	7,579.26	7,579.26	7,579.26
20	ঋণ-ইকুইটি অনুপাত (18/19)	1.31	1.45	1.32	1.35	1.76
21	সুদ এবং কর পরিশোধের আগের উপার্জন (9+12)	1,039.20	1,100.29	1,079.54	1,293.74	1,216.05
22	সুদ অন্তর্ভুক্তি অনুপাত(21/9)	1.05	1.04	1.02	1.24	1.44
23	শেয়ারহোল্ডারদের তহবিল	8,286.33	8,469.14	9,071.34	9,316.57	9,610.70
24	ইকুইটির উপর মুনাফা (আর ও ই) (%) {(14/23) × 100}	0.47	0.36	0.17	2.19	3.17

পরিশিষ্ট-19

(অনুচ্ছেদ 3.7 দ্রষ্টব্য)

গ. ডি পি এল-এর কাজের ফলাফল

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক সংখ্যা	বিবরণ	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	উৎপাদনকারী রাজস্ব	1,120.38	1,085.48	835.81	1,187.34	1,042.23
2	সুদ/ভর্তুকি সহ অন্যান্য আয়	9.89	29.65	4.81	3.99	82.84
3	**মোট আয়**	**1,130.27**	**1,115.13**	**840.62**	**1,191.33**	**1,125.07**
4	কর্মচারী বাবদ খরচ	190.21	163.92	187.56	170.99	176.70
5	আর্থিক খরচ	359.97	337.04	330.79	347.55	292.12
6	অবচয়/ পরিমার্জন ব্যয়	141.89	141.84	129.23	128.11	128.53
7	অন্যান্য খরচ	439.55	192.01	114.62	115.71	124.78
8	পূর্ববর্তী সমন্বয় (নিট)	8.69	-5.43	0.68	1.97	-3.65
9	**মোট স্থির ব্যয়**	**1,140.31**	**829.38**	**762.20**	**762.36**	**718.48**
10	পরিবর্তনশীল খরচ					
11	উপাদান খরচ	576.94	585.69	623.84	753.02	655.78
12	শক্তি ক্রয়	86.15	38.58	0.00	0.00	0.00
13	মোট পরিবর্তনশীল খরচ	**663.09**	**624.27**	**623.84**	**753.02**	**655.78**
14	**মোট খরচ**	**1,803.40**	**1,453.65**	**1,385.36**	**1,513.41**	**1,374.26**
15	ব্যতিক্রমী সামগ্রীর পূর্বে লাভ (+) / ক্ষতি (-)	-673.13	-338.52	-544.74	-322.08	-249.19
16	ব্যতিক্রমী সামগ্রী/নিয়ন্ত্রক আয়	83.05	174.22	153.18	210.46	180.42
17	ব্যতিক্রমী সামগ্রীর পর লাভ (+) / ক্ষতি (-)	-590.08	-164.30	-391.56	-111.62	-68.77
18	অসাধারণ সামগ্রী					73.97
19	বাদ : কর	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	কর পরিশোধের পর লাভ (+) / ক্ষতি (-)	-590.08	-164.30	-391.56	-111.62	5.20
21	মোট আয়ের তুলনায় নিয়ন্ত্রক আয়ের শতকরা হার	7.35	15.62	18.22	17.67	16.04
22	চলতি সম্পত্তি	830.68	996.94	1,162.03	1,289.01	1,584.08
23	চলতি দায়	1,831.11	1,404.00	1,990.70	2,169.85	2,269.90
24	চলতি সম্পত্তির অনুপাত (22/23)	0.45	0.71	0.58	0.59	0.70
25	**মোট ঋণ**	**2,983.33**	**3,105.01**	**2,874.54**	**2,793.37**	**3,448.54**
26	ইকুইটি	1,301.00	1,301.00	1,815.29	1,815.29	1,815.29
27	ঋণ-ইকুইটি অনুপাত (25/26)	2.29	2.39	1.58	1.54	1.90
28	সুদ এবং কর পরিশোধের আগের উপার্জন (5+20)	-230.11	172.74	-60.77	235.93	297.32
29	সুদ অন্তর্ভুক্তি অনুপাত(28/5)	-0.64	0.51	-0.18	0.68	1.02
30	শেয়ারহোল্ডারদের তহবিল	-1,694.41	-1,870.30	-1,758.46	-1,881.26	-1,885.09
31	ইকুইটির উপর মুনাফা (%) (আর ও ই) {(20/30) × 100}	শেয়ারহোল্ডারদের নেতিবাচক তহবিল, আর ও ই নেতিবাচক ছিল				

পরিশিষ্ট-19

(অনুচ্ছেদ 3.7 দ্রষ্টব্য)

ঘ. ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল-এর কাজের ফলাফল

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক সংখ্যা	বিবরণ	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	কার্যকলাপ থেকে আয়	1,298.54	1,353.05	1,408.17	1,828.98	1,689.05
2	অন্যান্য আয়	50.91	72.96	64.75	56.95	43.53
3	**মোট আয়**	**1,349.45**	**1,426.02**	**1,472.92**	**1,885.94**	**1,732.58**
4	খরচ সমুহ					
5	কর্মচারী বাবদ খরচ	239.83	213.78	284.28	326.98	378.14
6	আর্থিক খরচ	245.11	271.71	275.36	297.13	265.05
7	অবচয় ও পরিমার্জন ব্যয়	213.11	260.59	286.91	302.52	318.05
8	অন্যান্য খরচ	183.17	164.34	158.20	189.40	180.40
9	**মোট খরচ**	**881.22**	**910.42**	**1,004.74**	**1,116.02**	**1,141.64**
10	অ-সাধারন এবং পূর্ববর্তী সময়ের সামগ্রীর আগে লাভ	468.23	515.60	468.18	769.91	590.94
11	অ-সাধারন এবং পূর্ববর্তী সময়ের সামগ্রী	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	কর পূর্বের লাভ/(ক্ষতি)	468.23	515.60	468.18	769.91	590.94
13	বাদ: চলতি বছরের কর	100.49	110.88	81.80	134.52	103.25
14	বিলম্বিত কর	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	চলতি বছরের জন্য লাভ/(ক্ষতি)	367.74	404.72	386.38	635.40	487.69
16	অন্যান্য ব্যাপক আয়	70.37	43.58	-26.05	26.45	91.80
17	চলতি বছরের জন্য মোট অন্যান্য ব্যাপক আয় (15+16)	438.11	448.30	360.33	661.85	579.49
18	চলতি সম্পত্তি	1,021.44	981.41	1,035.20	1,577.11	1,255.69
19	চলতি দায়	1,373.32	1,638.60	1,886.99	2,183.11	1,713.36
20	চলতি সম্পত্তির অনুপাত (18/19)	0.74	0.60	0.55	0.72	0.73
21	**মোট ঋণ***	**3,300.90**	**3,261.95**	**3,264.56**	**3,560.65**	**3,355.40**
22	(ক) ইকুইটি	1,105.52	1,105.52	1,105.52	1,105.52	1,105.52
	(খ) সাধারণ সঞ্চিতি	2,700.95	3,125.74	3,466.68	4,116.34	4,856.85
	(গ) শেয়ারহোল্ডারদের তহবিল {22(ক) + 22(খ)}	3,806.47	4,231.26	4,572.20	5,221.86	5,962.37
23	ঋণ-ইকুইটি অনুপাত (21/22(গ))	0.87	0.77	0.71	0.68	0.56
24	সুদ এবং কর পরিশোধের আগের উপার্জন	713.34	787.30	743.53	1,067.05	855.99
25	সুদ অন্তর্ভুক্তি অনুপাত (24/6)	2.91	2.90	2.70	3.59	3.23
26	ইকুইটির উপর মুনাফা (আর ও ই) (%){17/22(গ) × 100}	11.51	10.59	7.88	12.67	9.72

** মোট ঋণ= ঋণ + দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের বর্তমান মেয়াদপূর্তি - ক্যাশ ক্রেডিট ব্যালেন্স*

পরিশিষ্ট-20

(অনুচ্ছেদ 3.9.2 দ্রষ্টব্য)

এস পি এস ই দ্বারা বার্ষিক হিসাব জমা দেওয়া

ক্রমিক সংখ্যা	এস পি এস ই	এফ এস/ সি এফ এস	বার্ষিক হিসাব বছর	হিসাবের প্রকৃত প্রাপ্তির তারিখ	সিএজি-কে হিসাব জমা করার নির্ধারিত তারিখ	হিসাব জমা দিতে বিলম্ব (দিনে)
1	ডি পি এল	এফ এস	2017-18	12 অক্টোবর 2018	30 জুন 2018	104
2		এফ এস	2018-19	24 অক্টোবর 2019	30 জুন 2019	116
3		এফ এস	2019-20	27 নভেম্বর 2020	30 জুন 2020	150
4		এফ এস	2020-21	6 অক্টোবর 2021	30 জুন 2021	98
5		এফ এস	2021-22	29 জুলাই 2022	30 জুন 2022	29
6	ডব্লিউ বি পি ডি সি এল	এফ এস	2017-18	19 সেপ্টেম্বর 2018	30 জুন 2018	81
7		সি এফ এস	2018-19	23 সেপ্টেম্বর 2019	30 জুন 2019	85
8		এফ এস	2018-19	23 সেপ্টেম্বর 2019	30 জুন 2019	85
9		এফ এস	2019-20	1 ডিসেম্বর 2020	30 জুন 2020	154
10		সি এফ এস	2019-20	1 ডিসেম্বর 2020	30 জুন 2020	154
11		এফ এস	2020-21	15 নভেম্বর 2021	30 জুন 2021	138
12		সি এফ এস	2020-21	15 নভেম্বর 2021	30 জুন 2021	138
13		এফ এস	2021-22	16 সেপ্টেম্বর 2022	30 জুন 2022	78
14		সি এফ এস	2021-22	16 সেপ্টেম্বর 2022	30 জুন 2022	78
15	ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল	এফ এস	2017-18	18 জুলাই 2018	30 জুন 2018	18
16		সি এফ এস	2017-18	18 জুলাই 2018	30 জুন 2018	18
17		এফ এস	2018-19	16 সেপ্টেম্বর 2019	30 জুন 2019	78
18		সি এফ এস	2018-19	16 সেপ্টেম্বর 2019	30 জুন 2019	78
19		এফ এস	2019-20	29 সেপ্টেম্বর 2020	30 জুন 2020	91
20		সি এফ এস	2019-20	29 সেপ্টেম্বর 2020	30 জুন 2020	91
21		এফ এস	2020-21	20 সেপ্টেম্বর 2021	30 জুন 2021	82
22		সি এফ এস	2020-21	14 জুলাই 2022	30 জুন 2021	379
23		এফ এস	2021-22	6 সেপ্টেম্বর 2022	30 জুন 2022	68
24		এফ এস	2021-22	6 সেপ্টেম্বর 2022	30 জুন 2022	68
25	ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল	এফ এস	2017-18	30 জুলাই 2018	30 জুন 2018	30
26		এফ এস	2018-19	23 জুলাই 2019	30 জুন 2019	23
27		এফ এস	2019-20	5 অক্টোবর 2020	30 জুন 2020	97
28		এফ এস	2020-21	15 সেপ্টেম্বর 2021	30 জুন 2021	77
29		এফ এস	2021-22	8 জুন 2022	30 জুন 2022	-22

পরিশিষ্ট-21

(অনুচ্ছেদ 3.9.2 দ্রষ্টব্য)

ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা মুলতুবি ট্রু-আপ/এ পি আর আদেশের স্থিতি

সংস্থার নাম	এ পি আর দরখাস্ত সম্পর্কিত আর্থিক বছর	সংস্থা কর্তৃক দরখাস্ত জমা দেওয়ার নির্ধারিত তারিখ	দরখাস্ত জমা দেওয়ার তারিখ	সংস্থার দ্বারা দরখাস্ত জমা দিতে বিলম্ব (দিনে)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	{v = (iv -iii)}
ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল	2017-18	30 নভেম্বর 2018	7 ডিসেম্বর 2018	7
	2018-19	30 নভেম্বর 2019	24 নভেম্বর 2021	725
	2019-20	30 নভেম্বর 2020	24 নভেম্বর 2021	359
	2020-21	30 নভেম্বর 2021	22 জুলাই 2022	234
ডব্লিউ বি পি ডি সি এল	2016-17	30 নভেম্বর 2017	29 নভেম্বর 2017	-1
	2017-18	30 নভেম্বর 2018	5 ফেব্রুয়ারী 2019	67
	2018-19	30 নভেম্বর 2019	24 নভেম্বর 2021	725
	2019-20	30 নভেম্বর 2020	14 জানুয়ারী 2022	410
ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল	2017-18	30 নভেম্বর 2018	11 ডিসেম্বর 2018	11
	2018-19	30 নভেম্বর 2019	21 জুন 2021	569
	2019-20	30 নভেম্বর 2020	21 জুন 2021	203
	2020-21	30 নভেম্বর 2021	24 নভেম্বর 2021	-6
ডি পি এল	2015-16	30 নভেম্বর 2016	29 নভেম্বর 2016	-1
	2016-17	30 নভেম্বর 2017	27 নভেম্বর 2017	-3
	2017-18	30 নভেম্বর 2018	28 জানুয়ারী 2019	59
	2018-19	30 নভেম্বর 2019	28 সেপ্টেম্বর 2021	668
	2019-20	30 নভেম্বর 2020	26 নভেম্বর 2021	361
	2020-21	30 নভেম্বর 2021	26 এপ্রিল 2022	147

পরিশিষ্ট-22

(অনুচ্ছেদ 3.9.4 দ্রষ্টব্য)

এ পি আর আবেদন এবং আদেশের স্থিতি

সংস্থার নাম	আবেদনের তারিখ	দরখাস্ত সম্পর্কিত আর্থিক বছর	ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা এ পি আর আদেশ জারি করার তারিখ	নভেম্বর 2011 তারিখের এ পি টি ই এল নির্দেশ অনুসারে যে তারিখের মধ্যে ডব্লিউ বি ই আর সি -কে সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের জন্য খরচের যাচাইয়ের জন্য আদেশ জারি করতে হবে	আদেশ জারি করতে সময় লেগেছে	আদেশ জারি করতে বিলম্ব 120 দিনের পর অতিরিক্ত দিনসংখ্যা	এ পি টি ই এল এর আদেশ অনুযায়ী আদেশ জারি করতে বিলম্ব	বর্তমান তারিখ	আবেদনের তারিখ থেকে বর্তমান তারিখ বিবেচনা করে বিচারাধীন আদেশ জারি করতে বিলম্ব
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	{vi = (iv-ii)}	{vii=(vi-120}	{viii = (iv - v)}	(ix)	x = (viii - ii)}
ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল	25 নভেম্বর 2016	2015-16	3 ফেব্রুয়ারী 2022	31 মার্চ 2017	1,896	1,776	1,770		
	30 নভেম্বর 2017	2016-17	9 ফেব্রুয়ারী 2022	31 মার্চ 2018	1,532	1,412	1,411		
	7 ডিসেম্বর 2018	2017-18	16 মার্চ 2022	31 মার্চ 2019	1,195	1,075	1,081		
	24 নভেম্বর 2021	2018-19	27 জুলাই 2022	31 মার্চ 2020	245	125	848		
	24 নভেম্বর 2021	2019-20	27 জুলাই 2022	31 মার্চ 2021	245	125	483		
ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল	30 নভেম্বর 2016	2015-16	28 এপ্রিল 2022	31 মার্চ 2017	1,975	1,855	1,854		
	30 নভেম্বর 2017	2016-17	28 এপ্রিল 2022	31 মার্চ 2018	1,610	1,490	1,489		
	11 ডিসেম্বর 2018	2017-18	28 এপ্রিল 2022	31 মার্চ 2019	1,234	1,114	1,124		
	21 জুন 2021	2018-19	19 জুলাই 2022	31 মার্চ 2020	393	273	840		
	21 জুন 2021	2019-20	28 জুলাই 2022	31 মার্চ 2021	402	282	484		
	24 নভেম্বর 2021	2020-21	প্রক্রিয়াধীন	31 মার্চ 2022	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	15 সেপ্টেম্বর 2022	295

সংস্থার নাম	আবেদনের তারিখ	দরখাস্ত সম্পর্কিত আর্থিক বছর	ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা এ পি আর আদেশ জারি করার তারিখ	নভেম্বর 2011 তারিখের এ পি টি ই এল নির্দেশ অনুসারে যে তারিখের মধ্যে ডব্লিউ বি ই আর সি -কে সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের জন্য খরচের যাচাইয়ের জন্য আদেশ জারি করতে হবে	আদেশ জারি করতে সময় লেগেছে	আদেশ জারি করতে বিলম্ব 120 দিনের পর অতিরিক্ত দিনসংখ্যা	এ পি টি ই এল এর আদেশ অনুযায়ী আদেশ জারি করতে বিলম্ব	বর্তমান তারিখ	আবেদনের তারিখ থেকে বর্তমান তারিখ বিবেচনা করে বিচারাধীন আদেশ জারি করতে বিলম্ব
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	{vi = (iv-ii)}	{vii=(vi-120}	{viii = (iv - v)}	(ix)	x = (viii - ii)}
ডব্লিউ বি পি ডি সি এল	30 নভেম্বর 2015	2014-15	29 মে 2022	31 মার্চ 2016	2,372	2,252	2,250		
	29 নভেম্বর 2016	2015-16	30 মে 2022	31 মার্চ 2017	2,008	1,888	1,886		
	29 নভেম্বর 2017	2016-17	13 জুলাই 2022	31 মার্চ 2018	1,687	1,567	1,565		
	5 ফেব্রুয়ারী 2019	2017-18	প্রক্রিয়াধীন#	31 মার্চ 2019	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	15 সেপ্টেম্বর 2022	1,318
	24 নভেম্বর 2021	2018-19	প্রক্রিয়াধীন	31 মার্চ 2020	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	15 সেপ্টেম্বর 2022	295
	14 জানুয়ারী 2022	2019-20	প্রক্রিয়াধীন	31 মার্চ 2021	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	15 সেপ্টেম্বর 2022	244
ডি পি এল	30 নভেম্বর 2015	2014-15	30 মে 2022	31 মার্চ 2016	2,373	2,253	2,251		
	29 নভেম্বর 2016	2015-16	28 জুলাই 2022	31 মার্চ 2017	2,067	1,947	1,945		
	27 নভেম্বর 2017	2016-17	প্রক্রিয়াধীন*	31 মার্চ 2018	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	15 সেপ্টেম্বর 2022	1,750
	28 জানুয়ারী 2019	2017-18	প্রক্রিয়াধীন	31 মার্চ 2019	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	15 সেপ্টেম্বর 2022	1,326
	28 সেপ্টেম্বর 2021	2018-19	প্রক্রিয়াধীন	31 মার্চ 2020	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	15 সেপ্টেম্বর 2022	352
	26 নভেম্বর 2021	2019-20	প্রক্রিয়াধীন	31 মার্চ 2021	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	15 সেপ্টেম্বর 2022	293

 # ডব্লিউ বি পি ডি সি এল সম্পর্কিত আর্থিক বছর 2017-18 এর জন্য 22 সেপ্টেম্বর 2022 তারিখে ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা এ পি আর আদেশ জারি করা হয়েছিল।

** ডি পি এল সম্পর্কিত আর্থিক বছর 2016-17 এর জন্য 14 নভেম্বর 2022 তারিখে ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা এ পি আর আদেশ জারি করা হয়েছিল।*

পরিশিষ্ট-23

(অনুচ্ছেদ 3.10.5 দ্রষ্টব্য)

ক. কয়লা এবং ছাই পরিচালনা বাবদ স্বীকার্য ব্যয়

বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র	উৎপাদন লক্ষ্য (এম ইউ-তে)	শুল্ক নির্দেশ এ অনুমোদিত অর্থ (লক্ষ টাকাতে)	বাস্তব উৎপাদন (এম ইউ-তে)	বাস্তব উৎপাদন এর অনুপাতে ব্যয় (লক্ষ টাকাতে)	বাস্তব ব্যয় (লক্ষ টাকাতে)	এ পি আর এ সম্ভাব্য অনুমোদিত ব্যয় (লক্ষ টাকাতে)	অস্বীকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকাতে)
অর্থবর্ষ 2019-20							
কে টি পি এস	7,747.490	2,204.11	2,871.670	816.97	3,108.55	816.97	2,291.58
বি কে টি পি এস	7,378.560	1,977.71	6,996.730	1,875.37	1,437.84	1,437.84	0.00
বি টি পি এস-I	685.150	89.05	313.220	40.71	130.81	40.71	90.10
বি টি পি এস-II	1,510.850	210.17	547.850	76.21	234.37	76.21	158.16
এস টি পি এস	3,513.600	1,712.36	3,693.580	1,800.07	528.02	528.02	0.00
এস জি টি পি এস-I	4,216.320	403.44	2,703.720	258.71	286.13	258.71	27.42
এস জি টি পি এস-II	7,027.200	398.90	3,991.560	226.58	244.06	226.58	17.48
মোট (ক)	**32,079.170**	**6,995.74**	**21,118.330**	**5,094.62**	**5,969.78**	**3,385.04**	**2,584.74**
অর্থবর্ষ 2018-19							
কে টি পি এস	7,726.320	2,090.39	4,422.870	1,196.63	3,363.68	1,196.63	2,167.05
বি কে টি পি এস	7,358.000	1,839.05	7,182.220	1,795.12	2,100.31	1,795.12	305.19
বি টি পি এস-I	683.280	82.81	369.810	44.82	73.36	44.82	28.54
বি টি পি এস-II	1,506.720	195.43	945.570	122.65	131.43	122.65	8.78
এস টি পি এস	3,504.000	1,624.01	3,552.620	1,646.54	1,767.00	1,646.54	120.46
এস জি টি পি এস-I	4,204.800	375.15	2,624.880	234.19	574.11	234.19	339.92
এস জি টি পি এস-II	7,008.000	370.93	3,426.040	181.34	443.14	181.34	261.80
মোট (খ)	**31,991.120**	**6,577.77**	**22,524.010**	**5,221.28**	**8,453.03**	**5,221.28**	**3,231.75**
অর্থবর্ষ 2017-18)							
কে টি পি এস	7,726.320	2,630.39	4,749.85	1,617.06	2,242.76	1,617.06	625.70
বি কে টি পি এস	7,358.400	2,024.28	7,486.55	2,059.53	1,950.79	1,950.79	0.00
বি টি পি এস	2,870.000	888.21	1,926.04	596.07	170.23	170.23	0.00
এস টি পি এস	3,504.000	2,679.81	2,941.56	2,249.67	1,575.28	1,575.28	0.00
এস জি টি পি এস-I	4,204.800	197.39	2,993.88	140.54	253.43	140.54	112.89
এস জি টি পি এস-II	7,008.000	517.14	3,347.76	247.04	168.12	168.12	0.00
মোট (গ)	**32,671.520**	**8,937.22**	**23,445.64**	**6,909.92**	**6,360.61**	**5,622.03**	**738.58**
সর্বমোট (ক+খ+গ)	**96,741.81**	**22,510.73**	**67,087.98**	**17,225.82**	**20,783.42**	**14,228.35**	**6,555.07**

পরিশিষ্ট-23

(অনুচ্ছেদ 3.10.5 দ্রষ্টব্য)

খ. পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ খরচ

বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র	স্থাপিত ধারণক্ষমতা (মেগা ওয়াট)	পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ খরচের সাধারণ মান (লক্ষ টাকা / মেগা ওয়াট)	সাধারণ মান অনুযায়ী পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ খরচ (লক্ষ টাকায়)	বাস্তব ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	স্বীকৃত খরচ (প্রকৃত এবং আদর্শের কম) (লক্ষ টাকায়)	অস্বীকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
অর্থবর্ষ 2019-20						
কে টি পি এস	1,260	16.77	21,130.20	12,911.15	12,911.15	0.00
বি কে টি পি এস	1,050	13.49	14,164.50	13,554.34	13,554.34	0.00
বি টি পি এস-I	120	18.38	2,205.60	3,505.39	2,205.60	1,299.79
বি টি পি এস-II	215	16.55	3,558.25	6,280.48	3,558.25	2,722.23
এস টি পি এস	500	10.44	5,220.00	7,618.50	5,220.00	2,398.50
এস জি টি পি এস-I	600	8.89	5,334.00	6,568.79	5,334.00	1,234.79
এস জি টি পি এস-II	1,000	6.56	6,560.00	5,683.28	5,683.28	0.00
মোট (ক)	**4,745**		**58,172.55**	**56,121.93**	**48,466.62**	**7,655.31**
অর্থবর্ষ 2018-19						
কে টি পি এস	1,260	16.12	20,311.20	15,937.54	15,937.54	0.00
বি কে টি পি এস	1,050	12.97	13,618.50	16,500.88	13,618.50	2,882.38
বি টি পি এস-I	120	17.67	2,120.40	3,495.11	2,120.40	1,374.71
বি টি পি এস-II	215	15.91	3,420.65	6,262.07	3,420.65	2,841.42
এস টি পি এস	500	10.04	5,020.00	6,523.63	5,020.00	1,503.63
এস জি টি পি এস-I	600	8.55	5,130.00	7,319.76	5,130.00	2,189.76
এস জি টি পি এস-II	1,000	6.31	6,310.00	5,378.09	5,378.09	0.00
মোট (খ)	**4,745**		**55,930.75**	**61,417.08**	**50,625.18**	**10,791.90**
অর্থবর্ষ 2017-18						
কে টি পি এস	1,260	14.94	18,824.40	13,440.83	13,440.83	0.00
বিকে টি পি এস	1,050	12.03	12,631.50	13,092.73	12,631.50	461.23
বি টি পি এস	335	14.74	4,937.90	7,952.93	4,937.90	3,015.03
এস টি পি এস	500	9.31	4,655.00	6,557.62	4,655.00	1,902.62
এসজি টি পি এস-I	600	7.92	4,752.00	5,163.31	4,752.00	411.31
এসজি টি পি এস-II	1,000	5.85	5,850.00	4,028.33	4,028.33	0.00
মোট (গ)	**4,745**		**51,650.80**	**50,235.75**	**44,445.56**	**5,790.19**
সর্বমোট (ক+খ+গ)	**14,235**		**1,65,754.10**	**1,67,774.76**	**1,43,537.36**	**24,237.40**

পরিশিষ্ট-24

(অনুচ্ছেদ 3.10.6 দ্রষ্টব্য)

উদ্বৃত্ত শক্তি বিক্রির সুবিধা

ক্রমিক সংখ্যা	বর্ষ	2017-18	2018-19	2019-20	মোট
	বিবরণ	খরচ (লক্ষ টাকায়)	খরচ (লক্ষ টাকায়)	খরচ (লক্ষ টাকায়)	খরচ (লক্ষ টাকায়)
1	মোট ক্রয়	14,05,952.00	15,78,241.00	17,25,532.00	47,09,725.00
2	এফ সি: জ্বালানী খরচ	0.00	0.00	0.00	0.00
3	কো: অননুমোদিত খরচ (আর ও আই পর্যন্ত সীমাবদ্ধ)	37,236.21	37,236.21	20,332.17	94,804.59
4	ক: পূর্ববর্তী সময়ের সমন্বয়	37,492.17	50,381.00	63,294.00	1,51,167.17
5	বাদ: এসএলডিসি ইউ আই ফান্ড থেকে প্রাপ্ত অর্থ	0.00	0.00	11,890.49	11,890.49
6	এফসি+(পিপিসি-কো)+(ক) (1+2-3+4-5)	14,06,207.96	15,91,385.79	17,56,603.34	47,54,197.09
7	প্রয়োজনীয় মোট স্থির ব্যয়	6,16,873.15	5,94,643.63	7,48,453.03	19,59,969.81
8	**প্রয়োজনীয় মোট আয় (6+7)**	**20,23,081.11**	**21,86,029.42**	**25,05,056.37**	**67,14,166.90**
9	বাদ: অন্যান্য আয়	57,653.00	57,496.00	70,234.00	1,85,383.00
10	বাদ: জমা সুদ	4,159.00	8,955.31	10,075.95	23,190.26
11	বাদ: প্রান্তিক সুবিধা অর্থ জমা না করার কারণে আটকে থাকা অর্থের পরিমাণ	20,880.00	1,327.00	1,285.00	23,492.00
12	**মোট বাদ (9+10+11)**	**82,692.00**	**67,778.31**	**81,594.95**	**2,32,065.26**
13	নিট প্রয়োজনীয় আয় (8-12)	19,40,389.11	21,18,251.11	24,23,461.42	64,82,101.64
14	বাদ: আর্থিক বছর 2017-18 এ ইতিমধ্যে উপলব্ধ রাজস্ব	18,92,302.00	20,55,239.00	22,54,843.00	62,02,384.00
15	উপভোক্তাদের কাছ থেকে আদায়যোগ্য বাকি রাজস্ব (13-14)	48,087.11	63,012.11	1,68,618.42	2,79,717.64
16	এপিআর অনুযায়ী উপভোক্তাদের কাছ থেকে আদায়যোগ্য বাকি রাজস্ব (নীচের মন্তব্য দ্রষ্টব্য)	57,112.26	80,919.83	1,74,509.34	3,12,541.43
17	ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা অনুমোদিত অতিরিক্ত আদায়যোগ্য রাজস্বের পরিমাণ (16-15)	9,025.15	17,907.72	5,890.92	32,823.79

মন্তব্য: প্রতি আর্থিক বছরের জন্য উপভোক্তাদের কাছ থেকে আদায়যোগ্য বাকি রাজস্বের পরিমাণ, যা হল এপিআর এ অনুমোদিত রাজস্বের থেকে আগের আর্থিক বছরের সাথে সম্পর্কিত সমন্বয়গুলির বিয়োগফল এবং সেই বছরের এ পি আর এ উপভোক্তাদের দেওয়া সুবিধাগুলির সমষ্টি, যা ডব্লিউ বি ই আর সি দ্বারা এপিআর এ অনুমোদিত।

পরিশিষ্ট-25

(অনুচ্ছেদ 3.10.8 দ্রষ্টব্য)

এম ভি সি-এর কম আদায়

আর্থিক বর্ষ	শুল্ক আদেশ অনুযায়ী				এপিআর আদেশ অনুযায়ী			বার্ষিক এমভিসিএ (পয়সা/ কিলোওয়াট)	পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ভর্তুকি (পয়সা/ কিলোওয়াট)	ইউনিট প্রতি পাওনার ঘাটতি (পয়সা/ কিলোওয়াট)	উপভোক্তা এবং লাইসেন্সীদের কাছে বিক্রিত শক্তির পরিমাণ (এম ইউ)	কম রাজস্ব আদায়ের পরিমান (কোটি টাকায়)
	শক্তি ক্রয়ের পরিমাণ (এম ইউ)	শক্তি ক্রয়ের খরচ (লক্ষ টাকায়)	গড় পিপিসি প্রতি ইউনিট (পয়সা/ কিলোওয়াট)	সংশ্লিষ্ট বছরের শুল্ক আদেশ অনুপলব্ধ থাকার দরুন প্রযোজ্য ইউনিট প্রতি গড় পিপিসি (পয়সা/ কিলোওয়াট)	শক্তি ক্রয়ের পরিমাণ (এম ইউ)	শক্তি ক্রয়ের খরচ (লক্ষ টাকায়)	ইউনিট প্রতি গড় পিপিসি (পয়সা/ কিলোওয়াট)					
2017-18	39,798.83	13,51,278.40	339.53	339.53	37,916.76	14,05,952.00	370.80	31.27	23.00	8.27	33,592.05	277.89
2018-19	39,162.77	15,67,507.47	400.25	339.53	39,162.92	15,78,241.00	402.99	63.47	23.00	40.47	34,525.99	1,397.15
2019-20	40,035.60	15,85,625.75	396.05	339.53	41,831.36	17,25,532.00	412.50	72.97	23.00	49.97	36,741.96	1,836.00
মোট												**3,511.04**

পরিশিষ্ট-26

(অনুচ্ছেদ 3.10.11 দ্রষ্টব্য)

ভর্তুকি প্রদানে বিলম্বের কারণে সুদের ক্ষতি

প্রকল্পের নাম	আর্থিক বর্ষ	ভর্তুকি প্রাপ্তির তারিখ	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	যেদিন ভর্তুকি প্রাপ্তির কথা ছিল	ভর্তুকি প্রাপ্তিতে বিলম্ব (দিন সংখ্যা)	নগদ ঋণের সুদের হার	সুদের ক্ষতি (লক্ষ টাকায়)
অগ্রিম ভর্তুকি	2021-22	5 জুলাই 2021	200.00	1 এপ্রিল 2021	95	8%	4.16
		17 নভেম্বর 2021	100.07	1 এপ্রিল 2021	230	8%	5.04
		24 ডিসেম্বর 2021	200.00	1 এপ্রিল 2021	267	8%	11.70
		15 ফেব্রুয়ারী 2022	500.56	1 এপ্রিল 2021	320	8%	35.11
		9 মার্চ 2022	206.19	1 এপ্রিল 2021	342	8%	15.46
মোট			**1,206.82**				**71.48**
হাসির আলো	2021-22	16 জুলাই 2021	71.32	1 এপ্রিল 2021	106	8%	1.66
		31 অগাস্ট 2021	35.00	1 এপ্রিল 2021	152	8%	1.17
		23 নভেম্বর 2021	35.16	1 এপ্রিল 2021	236	8%	1.82
		17 ডিসেম্বর 2021	67.31	1 এপ্রিল 2021	260	8%	3.84
		17 ফেব্রুয়ারী 2022	114.92	1 এপ্রিল 2021	322	8%	8.11
মোট			**323.71**				**16.59**
সর্বমোট			**1,530.53**				**88.06**

পরিশিষ্ট -27

(অনুচ্ছেদ 4.4 দ্রষ্টব্য)

নমুনাযুক্ত ইউ এল বি এবং উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

ক্রমিক সংখ্যা	ইউ এল বি-এর নাম	জেলা	বিভাগ	2011 সালের আদমশুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা
1	আরামবাগ পৌরসভা	হুগলি	পৌরসভা	66,175
2	আসানসোল পৌর নিগম	পশ্চিম বর্ধমান	নিগম	11,52,443
3	বৈদ্যবাটি পৌরসভা	হুগলি	পৌরসভা	1,21,110
4	বালুরঘাট পৌরসভা	দক্ষিণ দিনাজপুর	পৌরসভা	1,51,299
5	বরানগর পৌরসভা	উত্তর 24 পরগনা	পৌরসভা	2,45,213
6	বীরনগর পৌরসভা	নদিয়া	পৌরসভা	30,799
7	বনগাঁ পৌরসভা	উত্তর 24 পরগনা	পৌরসভা	1,08,864
8	বজ বজ পৌরসভা	দক্ষিণ ২৪ পরগনা	পৌরসভা	76,837
9	বর্ধমান পৌরসভা	পূর্ব বর্ধমান	পৌরসভা	3,14,265
10	চন্দ্রকোনা পৌরসভা	পশ্চিম মেদিনীপুর	পৌরসভা	23,629
11	এগরা পৌরসভা	পূর্ব মেদিনীপুর	পৌরসভা	30,148
12	হলদিয়া পৌরসভা	পূর্ব মেদিনীপুর	পৌরসভা	2,00,827
13	হরিণঘাটা পৌরসভা	নদিয়া	পৌরসভা	46,236
14	জঙ্গিপুর পৌরসভা	মুর্শিদাবাদ	পৌরসভা	88,165
15	ঝাড়গ্রাম পৌরসভা	ঝাড়গ্রাম	পৌরসভা	61,712
16	কামারহাটি পৌরসভা	উত্তর 24 পরগনা	পৌরসভা	3,30,211
17	কান্দি পৌরসভা	মুর্শিদাবাদ	পৌরসভা	55,632
18	কলকাতা পৌরনিগম	কলকাতা	নিগম	44,96,694
19	কার্সিয়ং পৌরসভা	দার্জিলিং	পৌরসভা	42,446
20	মিরিক অবহিত এলাকা কর্তৃপক্ষ	দার্জিলিং	অবহিত এলাকা	11,513
21	পুরাতন মালদা পৌরসভা	মালদা	পৌরসভা	84,012
22	পাঁশকুড়া পৌরসভা	পূর্ব মেদিনীপুর	পৌরসভা	57,932
23	রামপুরহাট পৌরসভা	বীরভূম	পৌরসভা	57,833
24	শিলিগুড়ি পৌরনিগম	দার্জিলিং	পৌরসভা	5,13,264
25	টিটাগড় পৌরসভা	উত্তর 24 পরগনা	পৌরসভা	1,16,541
26	নিউ টাউন কলকাতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এন কে ডি এ)	উত্তর 24 পরগনা	উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	33,161
			মোট	**85,16,961**

পরিশিষ্ট -28

(অনুচ্ছেদ 4.5.5 দ্রষ্টব্য)

নিযুক্ত উপদেষ্টাদের লেনদেনের বিবরণ

ক্লাস্টার সংখ্যা	ক্লাস্টারে ইউ এল বি	ক্লাস্টারে ইউ এল বি-এর সংখ্যা	লেনদেন উপদেষ্টা	কাজের আদেশ সংখ্যা এবং তারিখ	সমাপ্তির নির্ধারিত তারিখ	দরপত্র মূল্য (টাকায়)	লেনদেন উপদেষ্টাকে প্রদত্ত পরিমাণ (টাকায়)	লেনদেন উপদেষ্টাদের অর্থপ্রদানের শতাংশ
I	দম দম, উত্তর দম দম, দক্ষিণ দম দম, বরানগর, কামারহাটি এবং নিউ ব্যারাকপুর	6	আর্নেস্ট অ্যান্ড ইয়ং	এস ইউ ডি এ -227/2018/1898 তারিখ-12.02.2019	07 জুন 2019 (115 দিন)	28,93,684.00	17,07,276.00	59.00
II	নিউটাউন, এন ডি আই টি এ, বিধাননগর এম সি এবং বিধাননগর এম সি সংলগ্ন কে এম সি-এর ওয়ার্ড	3	পি ডব্লিউ সি প্রাইভেট লিমিটেড	এস ইউ ডি এ -227/2018/1899 তারিখ-12.02.2019	একই	28,93,684.00	3,41,454.00	11.80
III	অশোকনগর-কল্যাণগড় ও হাবড়া	2	আর্নেস্ট অ্যান্ড ইয়ং	এস ইউ ডি এ -227/2018/1898 তারিখ-12.02.2019	একই	28,93,684.00	17,07,276.00	59.00
IV	বৈদ্যবাটি, উত্তরপাড়া-কোটরং, রিষড়া, শ্রীরামপুর, চম্পাদানি, কোন্নগর, ডানকুনি এবং ভদ্রেশ্বর	8	আর্নেস্ট অ্যান্ড ইয়ং	এস ইউ ডি এ -227/2018/1898 তারিখ-12.02.2019	একই	28,93,684.00	17,07,276.00	59.00
V	আসানসোল পৌরনিগম	1	কে এম পি জি অ্যাডভাইজরি সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড	এস ইউ ডি এ -227/2018/5510 তারিখ-13.08.2019	06 ডিসেম্বর 2019 (115 দিন)	28,93,684.00	3,41,454.00	11.80
VI	দুর্গাপুর পৌরনিগম	1	কে এম পি জি অ্যাডভাইজরি সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড	এস ইউ ডি এ -227/2018/5510 তারিখ-13.08.2019	একই	28,93,684.00	3,41,454.00	11.80
VII	পানিহাটি, টিটাগড়, খড়দহ, ব্যারাকপুর, উত্তর ব্যারাকপুর এবং গারুলিয়া	6	কে এম পি জি অ্যাডভাইজরি সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড	এস ইউ ডি এ -227/2018/5510 তারিখ-13.08.2019	একই	28,93,684.00	3,41,454.00	11.80
VIII	কল্যাণী, গয়েশপুর, হালিশহর, হরিণঘাটা ও কাঁচরাপাড়া	5	পি ডব্লিউ সি প্রাইভেট লিমিটেড	এস ইউ ডি এ -227/2018/5509 তারিখ-13.08.2019	একই	28,93,684.00	3,41,454.00	11.80
IX	রানাঘাট, বীরনগর, তাহেরপুর এন এ এ এবং কুপার ক্যাম্প	4	পি ডব্লিউ সি প্রাইভেট লিমিটেড	এস ইউ ডি এ -227/2018/5509 তারিখ-13.08.2019	একই	28,93,684.00	3,41,454.00	11.80
X	কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ এবং শান্তিপুর	3	পি ডব্লিউ সি প্রাইভেট লিমিটেড	এস ইউ ডি এ -227/2018/5509 তারিখ-13.08.2019	একই	28,93,684.00	3,41,454.00	11.80
		39				**₹ 2,89,36,840.00**	**₹ 75,12,006.00**	

(উৎস : রাজ্য নগর উন্নয়ন সংস্থা)

পরিশিষ্ট-29

(অনুচ্ছেদ 4.6.5 দ্রষ্টব্য)

রাজস্বের আনুমানিক ক্ষতি

ক্রমিক সংখ্যা	ইউ এল বি	পরিবারের সংখ্যা	প্রতি পরিবারে চারজন ব্যক্তি হিসাবে, পরিবার ভিত্তিক গড় জন সংখ্যা	2018-22 সময়কালে সংগ্রহযোগ্য সংরক্ষণ মূল্য মাথাপিছু প্রতিদিন 0.50 টাকা (টাকায়)	সংরক্ষণ মূল্য আরোপিত/ সংগৃহীত (টাকায়)	রাজস্ব ক্ষতি (টাকায়)
	(i)	(ii)	(iii) = (ii) x 4	(iv) = (iii) x ₹ 0.50 x 365 x 4	(v)	(vi) = (iv) – (v)
1	হরিণঘাটা	12,641	50,564	3,69,11,720	0	3,69,11,720
2	টিটাগড়	33,042	1,32,168	9,64,82,640	0	9,64,82,640
3	পাঁশকুড়া	13,497	53,988	3,94,11,240	0	3,94,11,240
4	এগরা	9,262	37,048	2,70,45,040	0	2,70,45,040
5	বজ বজ	20,478	81,912	5,97,95,760	0	5,97,95,760
6	বালুরঘাট	48,528	1,94,112	14,17,01,760	0	14,17,01,760
7	কান্দি	22,245	88,980	6,49,55,400	0	6,49,55,400
8	বৈদ্যবাটী	39,900	1,59,600	11,65,08,000	0	11,65,08,000
9	রামপুরহাট	22,320	89,280	6,51,74,400	0	6,51,74,400
10	কামারহাটি	93,036	3,72,144	27,16,65,120	0	27,16,65,120
11	এ এম সি	2,97,733	11,90,932	86,93,80,360	0	86,93,80,360
12	মিরিক	3,337	13,348	97,44,040	0	97,44,040
13	আরামবাগ	19,189	76,756	5,60,31,880	0	5,60,31,880
14	বরানগর	82,462	3,29,848	24,07,89,040	0	24,07,89,040
15	বীরনগর	7,200	28,800	2,10,24,000	0	2,10,24,000
16	বনগাঁ	33,450	1,33,800	9,76,74,000	0	9,76,74,000
17	বর্ধমান	92,226	3,68,904	26,92,99,920	0	26,92,99,920
18	চন্দ্রকোনা	7,708	30,832	2,25,07,360	0	2,25,07,360
19	হলদিয়া	62,259	2,49,036	18,17,96,280	0	18,17,96,280
20	জঙ্গিপুর	23,078	92,312	6,73,87,760	0	6,73,87,760
21	ঝাড়গ্রাম	22,703	90,812	6,62,92,760	0	6,62,92,760
22	কার্শিয়াং	6,580	26,320	1,92,13,600	0	1,92,13,600
23	পুরাতন মালদা	19,047	76,188	5,56,17,240	0	5,56,17,240
24	শিলিগুড়ি এম সি	1,45,428	5,81,712	42,46,49,760	0	42,46,49,760
25	কে এম কে	12,23,535	48,94,140	3,57,27,22,200	0	3,57,27,22,200
26	এন কে ডি এ	33,161	1,32,644	9,68,30,120	0	9,68,30,120
	মোট	**23,94,045**	**95,76,180**	**6,99,06,11,400**	**0**	**6,99,06,11,400**

পরিশিষ্ট -30

(অনুচ্ছেদ 4.7.1 দ্রষ্টব্য)

বর্জ্য উৎপাদন বৃদ্ধির আনুমানিক হার

ক্রমিক সংখ্যা	ইউ এল বি	কঠিন বর্জ্যের পরিকল্পিত উৎপাদন 2021 (টি ডি পি-তে)	কঠিন বর্জ্যের পরিকল্পিত উৎপাদন 2031 (টি ডি পি-তে)	পরিকল্পিত বর্জ্য উৎপাদন বৃদ্ধির বার্ষিক হার
		'পি '	'এ'	'আর'
1	কামারহাটি	177	230	2.6
2	বরানগর	130	164	2.35
3	টিটাগড়	47	54	1.39
4	বনগাঁ	50	62	2.17
5	বজ বজ	34	41	1.88
6	হরিণঘাটা	26.75	31.31	1.58
7	বীরনগর	14.64	17.51	1.8
8	ঝাড়গ্রাম	25	33	2.81
9	হলদিয়া	125	206	5.12
10	চন্দ্রকোনা	9	12	2.91
11	এগরা	12	17	3.54
12	পাঁশকুড়া	25	33	2.81
13	বর্ধমান	175	223	2.45
14	বৈদ্যবাটি	50	66	2.81
15	আরামবাগ	30	38.40	2.49
16	রামপুরহাট	40	50	2.25
17	পুরাতন মালদা	66.34	101.01	4.29
18	কান্দি	24.90	29.70	1.77
19	বালুরঘাট	68	87	2.49
20	জঙ্গিপুর	39.71	50.37	2.4
21	কার্শিয়াং	17.28	23.64	3.18
22	মিরিক	4	5.03	2.31
23	কে এম সি*	5,239	5,890	1.17
24	এস এম সি	359	496	3.28
25	এ এম সি	811	1,120	3.28

**কঠিন বর্জ্য উৎপাদনের জন্য কে এম সি-এর পরিকল্পিত সময়কাল 2023-33*

পরিকল্পিত বর্জ্য উৎপাদন বৃদ্ধির বার্ষিক হার (অর্থাৎ 'আর') গণনার জন্য ব্যবহৃত সূত্র এ = পি (1 + আর /100)^{10}

আর = [(এ/পি)$^{1/10}$ - 1] × 100

পরিশিষ্ট-31

(অনুচ্ছেদ 4.9.2 দ্রষ্টব্য)

কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরন সুবিধা নির্মাণের 46টি কাজের তালিকা

ক্রমিক সংখ্যা	কাজের নাম	ইউ এল বি	কাজের আদেশের তারিখ	ও এন্ড এম-এর জন্য 10 বছর ছাড়াও অনুমোদিত সময় (মাসে)	নভেম্বর 2022-পর্যন্ত কাজের বিবরণ
1	কম্পোস্টিং এবং/অথবা বায়ো-মিথেনেশন প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে পৌরসভার ভেজা বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ সুবিধার নকশা, নির্মাণ, অর্থায়ন, পরিচালনা এবং স্থানান্তর, শুকনো বর্জ্যের জন্য আধা-স্বয়ংক্রিয় উপাদান পুনরুদ্ধার সুবিধা স্থাপন এবং স্যানিটারি ল্যান্ডফিল নির্মাণ (প্রয়োজনীয় আকার অনুযায়ী) সহ এস বি এম -এর অধীনে 10 বছরের জন্য কাজ এবং রক্ষণাবেক্ষণ (নবীকরনযোগ্য)	আলিপুরদুয়ার পৌরসভা	31-03-2022	6	চলছে
2		আরামবাগ পৌরসভা	08-04-2022	6	চলছে
3		বালুরঘাট পৌরসভা	12-04-2022	6	চলছে
4		বাঁকুড়া পৌরসভা	12-04-2022	6	চলছে
5		বাঁশবেড়িয়া পৌরসভা	18-05-2022	6	চলছে
6		বারাসত পৌরসভা	08-04-2022	12	চলছে
7		ব্যারাকপুর পৌরসভা	31-03-2022	6	চলছে
8		বারুইপুর পৌরসভা	18-05-2022	6	চলছে
9		বসিরহাট পৌরসভা	22-04-2022	6	চলছে
10		বহরমপুর পৌরসভা	13-06-2022	9	চলছে
11		বনগাঁ পৌরসভা	12-04-2022	6	চলছে
12		বজ বজ পৌরসভা	31-03-2022	6	চলছে
13		বর্ধমান পৌরসভা	07-04-2022	12	চলছে
14		চাকদহ পৌরসভা	22-04-2022	6	চলছে
15		চন্দননগর পৌরসভা	21-03-2022	6	চলছে
16		কোচবিহার পৌরসভা	08-04-2022	6	চলছে
17		ধুলিয়ান পৌরসভা	12-04-2022	6	চলছে
18		ডোমকল পৌরসভা	12-04-2022	6	চলছে
19		দুর্গাপুর পৌরসভা	14-06-2022	12	চলছে
20		গারুলিয়া পৌরসভা	12-04-2022	6	চলছে
21		গয়েশপুর পৌরসভা	08-04-2022	6	চলছে
22		হালিশহর পৌরসভা	31-03-2022	6	চলছে
23		হুগলি-চিনসুরা পৌরসভা	13-06-2022	6	চলছে
24		ইসলামপুর পৌরসভা	31-03-2022	6	চলছে
25		জলপাইগুড়ি পৌরসভা	31-03-2022	6	চলছে
26		ঝাড়গ্রাম পৌরসভা	12-04-2022	6	চলছে
27		কল্যাণী পৌরসভা	31-03-2022	6	চলছে
28		কাঁচরাপাড়া পৌরসভা	18-05-2022	6	চলছে
29		খড়গপুর পৌরসভা	09-03-2022	9	চলছে

ক্রমিক সংখ্যা	কাজের নাম	ইউ এল বি	কাজের আদেশের তারিখ	ও এন্ড এম-এর জন্য 10 বছর ছাড়াও অনুমোদিত সময় (মাসে)	নভেম্বর 2022-পর্যন্ত কাজের বিবরণ
30		খড়দহ পৌরসভা	31-03-2022	6	চলছে
31		মধ্যমগ্রাম পৌরসভা	21-03-2022	9	চলছে
32		মহেশতলা পৌরসভা	07-04-2022	12	চলছে
33		মেদিনীপুর পৌরসভা	18-05-2022	6	চলছে
34		মুর্শিদাবাদ পৌরসভা	31-03-2022	6	চলছে
35		নবদ্বীপ পৌরসভা	21-03-2022	6	চলছে
36		নৈহাটি পৌরসভা	21-03-2022	9	চলছে
37		পাঁশকুড়া পৌরসভা	12-04-2022	6	চলছে
38		রায়গঞ্জ পৌরসভা	21-03-2022	9	চলছে
39		রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভা	08-04-2022	12	চলছে
40		রামপুরহাট পৌরসভা	12-02-2022	6	চলছে
41		রানাঘাট পৌরসভা	08-04-2022	6	চলছে
42		শান্তিপুর পৌরসভা	21-03-2022	6	চলছে
43		শিলিগুড়ি পৌরসভা	20-04-2022	12	চলছে
44		সিউড়ি পৌরসভা	08-04-2022	6	চলছে
45		টিটাগড় পৌরসভা	31-03-2022	6	চলছে
46		উলুবেড়িয়া পৌরসভা	21-03-2022	9	চলছে

(উৎস: এস ইউ ডি এ দ্বারা জারি করা কার্যাদেশ)

পরিশিষ্ট-32

(অনুচ্ছেদ 4.11.2 দ্রষ্টব্য)

পরিষেবার মাপকাঠির সাপেক্ষে অর্জন

ক্রমিক সংখ্যা	ইউ এল বি -এর নাম	ইউ এল বি দ্বারা 2021-22-এর জন্য মাপকাঠির মান যদি নির্ধারিত হয়	ঘরে ঘরে বর্জ্য সংগ্রহের মাধ্যমে এস ডব্লিউ এম পরিষেবার ঘরোয়া স্তরে ব্যাপ্তি	পৌরসভার কঠিন বর্জ্য সংগ্রহের দক্ষতা	বর্জ্য পৃথকীকরণের পরিমাণ	সংগৃহীত বর্জ্য পুনরুদ্ধারের পরিমাণ	ল্যান্ডফিল সাইটগুলিতে বৈজ্ঞানিকভাবে বর্জ্য নিষ্পত্তির পরিমাণ	গ্রাহকের অভিযোগ নিষ্পত্তিতে দক্ষতা	এস ডব্লিউ এম পরিষেবাগুলিতে ইউ এল বি -এর জন্য খরচ পুনরুদ্ধারের পরিমাণ	এস ডব্লিউ এম মূল্য সংগ্রহে দক্ষতা
এম ও ইউ ডি অনুসারে মাপকাঠির মান			100%	100%	100%	80%	100%	80%	100%	90%
মাপকাঠির মান মার্চ 2022 বা (2021-22) পর্যন্ত										
1	এ এম সি	প্রযোজ্য নয়	16.53 *	94.24*	0*	0*	0*	তথ্য পেশ করা হয়নি	0.81*	100
2	হরিণঘাটা	প্রযোজ্য নয়	0 *	0*	0*	0*	0	তথ্য পেশ করা হয়নি	0*	বিল দাবি করা হয়নি*
3	টিটাগড়	প্রযোজ্য নয়	97.41*	96.15	28.42*	0*	0	তথ্য পেশ করা হয়নি	তথ্য পেশ করা হয়নি	তথ্য পেশ করা হয়নি
4	পাঁশকুড়া	প্রযোজ্য নয়	70.29*	19.60	তথ্য পেশ করা হয়নি	0*	0*	তথ্য পেশ করা হয়নি	0 *	বিল দাবি করা হয়নি*
5	এগরা	প্রযোজ্য নয়	67*	80.45	তথ্য পেশ করা হয়নি	তথ্য পেশ করা হয়নি	0*	তথ্য পেশ করা হয়নি	0*	বিল দাবি করা হয়নি*
6	বজ বজ	প্রযোজ্য নয়	7.84*	80.64	তথ্য পেশ করা হয়নি	তথ্য পেশ করা হয়নি	0	তথ্য পেশ করা হয়নি	তথ্য পেশ করা হয়নি	তথ্য পেশ করা হয়নি
7	বালুরঘাট	প্রযোজ্য নয়	29*	89.33	তথ্য পেশ করা হয়নি	তথ্য পেশ করা হয়নি	0	তথ্য পেশ করা হয়নি	তথ্য পেশ করা হয়নি	তথ্য পেশ করা হয়নি
8	কান্দি	প্রযোজ্য নয়	16*	92.60*	16*	0 *	0*	তথ্য পেশ করা হয়নি	1.26*	98*

ক্রমিক সংখ্যা	ইউ এল বি -এর নাম	ইউ এল বি দ্বারা 2021-22-এর জন্য মাপকাঠির মান যদি নির্ধারিত হয়	ঘরে ঘরে বর্জ্য সংগ্রহের মাধ্যমে এস ডব্লিউ এম পরিষেবার ঘরোয়া স্তরে ব্যাপ্তি	পৌরসভার কঠিন বর্জ্য সংগ্রহের দক্ষতা	বর্জ্য পৃথকীকরণের পরিমাণ	সংগৃহীত বর্জ্য পুনরুদ্ধারের পরিমাণ	ল্যান্ডফিল সাইটগুলিতে বৈজ্ঞানিকভাবে বর্জ্য নিষ্পত্তির পরিমাণ	গ্রাহকের অভিযোগ নিষ্পত্তিতে দক্ষতা	এস ডব্লিউ এম পরিষেবাগুলিতে ইউ এল বি -এর জন্য খরচ পুনরুদ্ধারের পরিমাণ	এস ডব্লিউ এম মূল্য সংগ্রহে দক্ষতা
এম ও ইউ ডি অনুসারে মাপকাঠির মান			100%	100%	100%	80%	100%	80%	100%	90%
9	বৈদ্যবাটি	প্রযোজ্য নয়	90*	90*	100*	48.90*	100*	তথ্য পেশ করা হয়নি	13*	তথ্য পেশ করা হয়নি
10	রামপুরহাট	প্রযোজ্য নয়	86	81	তথ্য পেশ করা হয়নি	তথ্য পেশ করা হয়নি	তথ্য পেশ করা হয়নি	তথ্য পেশ করা হয়নি	তথ্য পেশ করা হয়নি	তথ্য পেশ করা হয়নি
11	কামারহাটি	প্রযোজ্য নয়	71*	87*	6.50*	তথ্য পেশ করা হয়নি	0*	তথ্য পেশ করা হয়নি	0.77*	100*
12	মিরিক	প্রযোজ্য নয়	28*	95.24*	0*	0*	0*	তথ্য পেশ করা হয়নি	0*	বিল দাবি করা হয়নি*
13	বীরনগর	প্রযোজ্য নয়	তথ্য পেশ করা হয়নি	তথ্য পেশ করা হয়নি	তথ্য পেশ করা হয়নি	তথ্য পেশ করা হয়নি	তথ্য পেশ করা হয়নি	0%	তথ্য পেশ করা হয়নি	তথ্য পেশ করা হয়নি
14	বরানগর	প্রযোজ্য নয়	100	93	রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি	উপলব্ধ নয়	উপলব্ধ নয়	পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়নি	1.12%	তথ্য সুনিশ্চিত করা হয়নি
15	বনগাঁ	প্রযোজ্য নয়	80.72	100	12.5%	88.89 (কেবলমাত্র মডেল ওয়ার্ড 16 এবং 18-এর জন্য)	0	0	এই ধরনের কোন তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি	এই ধরনের কোন তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি
16	আরামবাগ	প্রযোজ্য নয়	74.45	36.80	11.91	11.91	0	0	0.19	0
17	বর্ধমান	প্রযোজ্য নয়	82.3	96.15	5.71	0	0	100	0	0
18	কার্শিয়াং	প্রযোজ্য নয়	পেশ করা হয়নি	পেশ করা হয়নি	0	0	0	76.92	14.14	0

ক্রমিক সংখ্যা	ইউ এল বি -এর নাম	ইউ এল বি দ্বারা 2021-22-এর জন্য মাপকাঠির মান যদি নির্ধারিত হয়	ঘরে ঘরে বর্জ্য সংগ্রহের মাধ্যমে এস ডব্লিউ এম পরিষেবার ঘরোয়া স্তরে ব্যাপ্তি	পৌরসভার কঠিন বর্জ্য সংগ্রহের দক্ষতা	বর্জ্য পৃথকীকরণের পরিমাণ	সংগৃহীত বর্জ্য পুনরুদ্ধারের পরিমাণ	ল্যান্ডফিল সাইটগুলিতে বৈজ্ঞানিকভাবে বর্জ্য নিষ্পত্তির পরিমাণ	গ্রাহকের অভিযোগ নিষ্পত্তিতে দক্ষতা	এস ডব্লিউ এম পরিষেবাগুলিতে ইউ এল বি -এর জন্য খরচ পুনরুদ্ধারের পরিমাণ	এস ডব্লিউ এম মূল্য সংগ্রহে দক্ষতা
এম ও ইউ ডি অনুসারে মাপকাঠির মান			100%	100%	100%	80%	100%	80%	100%	90%
19	পুরাতন মালদা	প্রযোজ্য নয়	11 (ডিসেম্বর 2021 পর্যন্ত)	80.54 (ডিসেম্বর 2021 পর্যন্ত)	11.78	0	0	0	0	0
20	জঙ্গিপুর	প্রযোজ্য নয়	99.50	94.10	0	0	0	0	0	0
21	হলদিয়া	প্রযোজ্য নয়	পেশ করা হয়নি	পেশ করা হয়নি	পেশ করা হয়নি	পেশ করা হয়নি	পেশ করা হয়নি	0	3.36	পেশ করা হয়নি
22	ঝাড়গ্রাম	প্রযোজ্য নয়	19.82	84.70	0	0	0	0	0.46	100
23	চন্দ্রকোনা	প্রযোজ্য নয়	27.76	40.61	পৃথকীকরণ করা হয়নি	0	0	0	0	0.11
24	এস এম সি	প্রযোজ্য নয়	100	97	0	0	0	100	12.29	100
25	কে এম সি	প্রযোজ্য নয়	100	90	19	13	-	92.89	41.44	-

(উৎস: রাজ্য সরকারের কাছে ইউ এল বি দ্বারা জমা দেওয়া ফর্ম)

*দ্রষ্টব্য: *ইউ এল বি দ্বারা প্রদত্ত উত্তর অনুযায়ী*

শব্দকোষের সংক্ষিপ্ত রূপ

শব্দকোষের সংক্ষিপ্ত রূপ

সংক্ষিপ্ত শব্দ	সম্পূর্ণ শব্দ
এ সি এস	সরবরাহের গড় খরচ
এ ডি এম	অতিরিক্ত জেলা শাসক
এ এল ডি সি	এরিয়া লোড ডেসপ্যাচ সেন্টার
এ ও সি	চুক্তি প্রদান
এ পি সি	সহায়ক শক্তি
এ পি ও	অ্যানুয়াল প্ল্যান অফ অপারেশন
এ পি আর	বার্ষিক কার্যসম্পাদন পর্যালোচনা
এ পি টি ই এল	বিদ্যুৎ আপিল ট্রাইব্যুনাল
এ আর ডি ডি	প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর
এ আর আর	অ্যানুয়াল রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্ট
এ এস	অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড
এ টি এন্ড সি	সামগ্রিক প্রযুক্তিগত এবং বাণিজ্যিক
বি ই	বাজেট অনুমান
বি এল এন্ড এল আর ও	ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক
বি এল সি	বোট লাইসেন্স সার্টিফিকেট
বি এম ডব্লিউ	জৈব-চিকিৎসা বর্জ্য
বি এন এইচ এস	বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি
বি ও ডি	পরিচালনা পর্ষদ
বি পি ডি আর	বেঙ্গল পাবলিক ডিমান্ড রিকভারি
বি টি আর	বক্সা টাইগার রিজার্ভ
সি এন্ড ডি	নির্মাণ এবং ধ্বংসজাত
সি এ এম পি এ	ক্ষতিপূরণমূলক বনসৃজন তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ
সি এ আর	চলতি সম্পদের অনুপাত
সি বি ডি	জীব-বৈচিত্র সভা
সি বি ও	সম্প্রদায় ভিত্তিক সংগঠন
সি সি	নগদ ক্রেডিট
সি সি এফ	মুখ্য বনরক্ষক
সি ই এ	কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ
সি ই আর সি	কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশন
সি আই টি ই এস	বন্য প্রাণী ও উদ্ভিদের বিপন্ন প্রজাতির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত সভা
সি এম ডি	সভাপতি ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সি এম ও	মুখ্য খনন আধিকারিক
সি পি সি বি	কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ
সি পি এইচ ই ই ও	সেন্ট্রাল পাবলিক হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং অর্গানাইজেশন
সি পি ইউ	সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট

সংক্ষিপ্ত শব্দ	সম্পূর্ণ শব্দ
সি আর	সংরক্ষিত সংরক্ষণাগার
সি এস এস	কেন্দ্র পোষিত প্রকল্প
সি টি ও	পরিচালনার সম্মতি
সি ডব্লিউ এল ডব্লিউ	বন্যপ্রাণী ও মুখ্য বন্যপ্রাণী রক্ষক
সি জেড এ	কেন্দ্রীয় চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ
ডি এ	উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
ডি সি এ	বিস্তারিত মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষা
ডি ডি ইউ জি জে ওয়াই	দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনা
ডি ই আই এ এ	জেলা পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন কর্তৃপক্ষ
ডি ই আর	ঋণ-ইক্যুইটি অনুপাত
ডি এফ ও	জেলা বন আধিকারিক
ডি জি পি এস	ডিফারেনশিয়াল গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম’
ডি এল	দিনমজুর
ডি এল এন্ড এল আর ও	জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক
ডি এল আই সি	জেলা স্তরের বাস্তবায়ন কমিটি
ডি এল আর এস	জমি নথিপত্র ও জরিপ অধিকর্তা
ডি এম	জেলা শাসক
ডি এম এফ	জেলা খনিজ ফাউন্ডেশন
ডি এম এম	খনি ও খনিজ অধিদপ্তর
ডি ও পি	বিদ্যুৎ দপ্তর
ডি পি আর	বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন
ডি আর সি	বন্টন সংস্কার কমিটি
ডি টি আর	ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার
ই সি	পরিবেশ ছাড়পত্র
ই সি	পরিবেশগত শংসাপত্র
ই সি সি	ইফেক্টিভ পারমিসিবল ক্যারিয়িং ক্যাপাসিটি
ই ডি সি	পরিবেশগত উন্নয়ন সভা
ই ডি ই আর	ইস্টার্ন ডুয়ার্স এলিফ্যান্ট রিজার্ভ
ই আই এ	এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট
ই পি	পরিবেশ সুরক্ষা
ই পি টি	এলিফ্যান্ট প্রুফ ট্রেঞ্চ
ই আর	হাতি সংরক্ষণাগার
ই এস জেড	পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল এলাকা
এফ সি এ	জ্বালানী খরচ সমন্বয়
এফ ডি	ফিল্ড ডিরেক্টর
এফ ও আর	নিয়ন্ত্রকদের ফোরাম
এফ পি সি	বন সুরক্ষা কমিটি
এফ পি পি সি এ	জ্বালানী ও বিদ্যুৎ ক্রয় ব্যয় সমন্বয়
এফ আর	বনরক্ষা আধিকারিক

সংক্ষিপ্ত শব্দ	সম্পূর্ণ শব্দ
এফ ওয়াই	আর্থিক বছর
জি সি আর	গড়পঞ্চকোট সংরক্ষিত সংরক্ষণাগার
জি সি ভি	গ্রস ক্যালোরিফিক ভ্যালু
জি আই এস	ভৌগলিক তথ্য প্রণালী
জি ও ডব্লিউ বি	পশ্চিমবঙ্গ সরকার
জি পি এস	গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম
এইচ এ	হেক্টর
এইচ ই এ এল	হিউম্যান অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট অ্যালায়েন্স লিগ
এইচ ই সি	মানব-হাতির দ্বন্দ্ব
এইচ ও এফ এফ	বন বাহিনীর প্রধান
এইচ ডব্লিউ সি	মানব-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্ব
এইচ ডব্লিউ সি-এন এ পি	ন্যাশনাল হিউম্যান-ওয়াইল্ডলাইফ কনফ্লিক্ট মিটিগেশন স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান
এইচ ডব্লিউ আই	মানব বন্যপ্রাণী মিথস্ক্রিয়া
আই এ এস	ইনেসিভ এলিয়েন স্পেসিস
আই সি এন্ড ই	শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ
আই সি আর	সুদ অন্তর্ভুক্তি অনুপাত
আই ডি ই এ	ইন্টার অ্যাকটিভ ডাটা এক্সট্রাকশন এন্ড অ্যানালাইশিস
আই ডি ডব্লিউ এইচ	বন্যপ্রাণী বাসস্থানের সমন্বিত উন্নয়ন
আই ই এক্স	ভারতীয় বিদ্যুৎ বিনিময়
আই এন ডি এ এস	ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড
আই পি ডি এস	ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট স্কিম
আই এস ডব্লিউ এম পি	সমন্বিত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প
আই ইউ সি এন	ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার
জে এফ এম সি	যুগ্ম বন ব্যবস্থাপনা কমিটি
জে এল আর সি	যুগ্ম ভূমি সংস্কার কমিশনার
জে পি ভি	যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শন
কে এম সি	কলকাতা পৌরসভা নিগম
কে এম ডি এ	কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি
এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর এন্ড আর	ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন
এল এ সি	স্থানীয় উপদেষ্টা কমিটি
এল জি বি আর	লোড জেনারেশন ব্যালেন্স রিপোর্ট
এল ও আই	লেটার অফ ইনটেন্ট
এল টি এম এল	দীর্ঘমেয়াদী খনির ইজারা
এম সি	ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি
এম সি	খনিজ ছাড়
এম সি ডি	খনিজ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন
এম ডি	ব্যবস্থাপনা অধিকর্তা

সংক্ষিপ্ত শব্দ	সম্পূর্ণ শব্দ
এম ই আর	ময়ূরঝর্ণা এলিফ্যান্ট রিজার্ভ
এম এফ সি এ	মাসিক জ্বালানী খরচ সমন্বয়
এম এইচ ই পি	মানংদেছু জলবিদ্যুৎ প্রকল্প
এম এল	খনন ইজারা
এম এল পি	মাস্টার লে আউট প্ল্যান
এম এম	খনি এবং খনিজ
এম এম ডি আর	খনি ও খনিজ (উন্নয়ন এবং প্রনিয়ম)
এম ও	খনন আধিকারিক
এম ও ই এফ	পরিবেশ ও বন মন্ত্রক
এম ও ই এফ এন্ড সি সি	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক
এম ও ইউ	সমঝোতা স্মারক
এম ও ইউ ডি	নগর উন্নয়ন মন্ত্রক
এম পি	ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা
এম এস ডব্লিউ	পৌর এলাকার কঠিন বর্জ্য
এম এস ডব্লিউ এম	পৌর এলাকার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
এম টি	মেট্রিক টন
এম ভি সি এ	মাসিক পরিবর্তনশীল খরচ সমন্বয়
এম ভি এস	ভ্রাম্যমান পশু চিকিৎসা পরিষেবা
এম ওয়াই টি	মাল্টি ইয়ার ট্যারিফ
এন বি এ পি	জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্ম পরিকল্পনা
এন জি ও	বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
এন জি টি	ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল
এন এইচ	জাতীয় মহাসড়ক
এন পি	জাতীয় উদ্যান
এন টি সি এ	জাতীয় বাঘ সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ
এন টি পি	জাতীয় মাসুল নীতি
এন ভি এন পি	নেওরা ভ্যালি জাতীয় উদ্যান
এন ডব্লিউ এ পি	জাতীয় বন্যপ্রাণী কর্মপরিকল্পনা
ও আর এস এ সি	ওড়িশা স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার
পি এ এফ	প্ল্যান্ট অ্যাভেইলেবেলিটি ফ্যাক্টর
পি এ	সুরক্ষিত অঞ্চল
পি সি সি এফ	প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক
পি ডি এল	প্যাকেড ডেইলি লেবার
পি ই	প্রাথমিক শিক্ষা
পি এফ	সুরক্ষিত বন
পি এল এফ	পিকিং প্ল্যান্ট লোড ফ্যাক্টর
পি এল	প্রসপেক্টিং লাইসেন্স
পি এম	ময়না তদন্ত
পি এন জেড এইচ পি	পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্ক

সংক্ষিপ্ত শব্দ	সম্পূর্ণ শব্দ
পি ও আর	প্রসিকিউশন ওফেন্স রিপোর্ট
পি পি এ	বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি
পি পি সি	বিদ্যুৎ ক্রয় খরচ
পি পি ই	ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম
পি এস এ	বিদ্যুৎ বিক্রয় চুক্তি
পি টি এন্ড পি	পাওয়ার ট্রেডিং ও প্রকিউরমেন্ট
পি টি সি	পাওয়ার ট্রেডিং কর্পোরেশন
পি টি সি	প্যাডেল ট্রাই-সাইকেল
পি ডব্লিউ	পূর্ত
আর এ	নিয়ন্ত্রক সম্পদ
আর ডি এস এস	পুনর্গঠিত বিতরণ সেক্টর স্কিম
আর ই	গ্রামীণ কর্মসংস্থান
আর ও ই	ইক্যুইটির প্রতিদান
আর পি	রিকনেসান্স পারমিট
আর আর	নিয়ন্ত্রক প্রাপ্য
এস বি এম ইউ	স্বচ্ছ ভারত মিশন-নগর
এস বি আর	সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ
এস বি ডব্লিউ এল	স্টেট বোর্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ
এস ডি জি	স্থিতিশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা
এস ডি এল এবং এল আর ও	মহকুমা ভূমি এবং ভূমি সংস্কার আধিকারিকগণ
এস ই আই এ এ	স্টেট এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অথরিটি
এস ই আর সি	রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশন
এস জি টি পি এস	সাগরদিঘী তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র
এস এইচ পি সি	রাজ্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি
এস এইচ আর	স্টেশন হিট রেট
এস এল এ বি	রাজ্য স্তরের উপদেষ্টা সংস্থা
এস এল বি	সার্ভিস লেভেল বেঞ্চমার্কিং
এস এল এফ	স্যানিটারি ল্যান্ডফিল
এস এন পি	সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যান
এস ও সি	স্পেসিফিক সেকেন্ডারি ফুয়েল ওয়েল কনসাম্পসন
এস ও পি	আদর্শ কার্য পরিচালনা পদ্ধতি
এস পি সি বি	রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ
এস পি এস ই	স্টেট পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজ
এস আর	সারফেস রেন্ট
এস টি এম এল	স্বল্পমেয়াদী খনন ইজারা
এস টি আর	সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ
এস টি ইউ	স্টেট ট্রান্সমিশন ইউটিলিটি
এস ইউ ডি এ	রাজ্য নগর উন্নয়ন সংস্থা

সংক্ষিপ্ত শব্দ	সম্পূর্ণ শব্দ
এস ডব্লিউ এম	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
টি সি পি	বাঘ সংরক্ষণ পরিকল্পনা
টি এল	ট্রান্সমিশন লস
টি পি ডি	দিনপ্রতি টন
টি আর	বাঘ সংরক্ষণাগার
ইউ এ ভি	মানববিহীন এরিয়াল যানবাহন
ইউ ডি এ ওয়াই	উজ্জ্বল ডিসকম অ্যাসুরেন্স যোজনা
ইউ এইচ ভি	ইউসফুল হিট ভ্যালু
ইউ এল বি	পৌরসংস্থাসমূহ
ভি সি বি সি	শকুন সংরক্ষণ প্রজনন কেন্দ্র
ভি আর পি	গ্রাম স্থানান্তরণ প্রস্তাব
ডব্লিউ বি ডি এম এফ	পশ্চিমবঙ্গ ডিস্ট্রিক্ট মিনারেল ফাউন্ডেশন
ডব্লিউ বি ই আর সি	পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন
ডব্লিউ বি এম ডি টি সি এল	পশ্চিমবঙ্গ খনিজ উন্নয়ন ও ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেড
ডব্লিউ বি এম এম	পশ্চিমবঙ্গ গৌণ খনিজ
ডব্লিউ বি এম এম এ	পশ্চিমবঙ্গ গৌণ খনিজ (নিলাম)
ডব্লিউ বি এম এম সি	পশ্চিমবঙ্গ গৌণ খনিজ (ছাড়)
ডব্লিউ বি এম এম আর	পশ্চিমবঙ্গ গৌণ খনিজ নিয়মাবলী
ডব্লিউ বি এম পি আই এম টি এস	পশ্চিমবঙ্গ খনিজ (অবৈধ খনন, স্থানান্তরণ এবং সঞ্চয় প্রতিরোধ)
ডব্লিউ বি পি সি বি	পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ
ডব্লিউ বি পি এস এফ আর এস	পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ আর্থিক পুনর্গঠন
ডব্লিউ বি এস ই বি	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ
ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি লিমিটেড
ডব্লিউ বি এস এফ ডি এ	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বন উন্নয়ন সংস্থা
ডব্লিউ বি এস পি সি বি	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ
ডব্লিউ বি এস আর ডি এ	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা
ডব্লিউ বি জেড এ	পশ্চিমবঙ্গ চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ
ডব্লিউ সি সি বি	ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুরো
ডব্লিউ আই আই	ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া
ডব্লিউ এল এস	বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
ডব্লিউ পি এ	বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন
ডব্লিউ আর	জলের হার
ডব্লিউ ডব্লিউ এফ	বিশ্ব বন্যপ্রাণী তহবিল
জেড এম পি	আঞ্চলিক মূল পরিকল্পনা
জেড পি	জেলা পরিষদ

© ভারতের
মহাহিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag2/west-bengal/en